সংখ্যা-১-২. Extra

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	কবিবল্লভের রস কদম্ব	...	...	৩৮
২।	কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ	...	...	৬৫
৩।	গোলোক সংহিতা	...	...	৫৫
৪।	গ্রাম্য-শব্দ-সংগ্রহ	...	...	১২০
৫।	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া	...	...	৭৬
৬।	জ্ঞানদাসের 'নিকুঞ্জ সাজান'	..	...	৫১
৭।	তমলুক	...		১৩০
৮।	পুঁথির বিবরণ	...	...	১২৫
৯।	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	...	...	৩১
১০।	ব্রত বিবরণ	...	...	১০৭
১১।	মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী	...	...	
১২।	শব্দ সমালোচনা	...	...	
১৩।	সূর্য্য বিবরণ			

258 (UK-H0957-8-P36216
P36216

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

শব্দসমালোচনা।

[redacted] (পার্সী)=আনন্দ। সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে বিবাহের ন্যায় আনন্দ-আর কিছুই নাই, এই জন্য শাদী অর্থে বিবাহ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বিবাহবাচক শব্দ নিকাহ্। বাঙ্গালীরা যে মুসলমান বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহকে নিকা ব প্রথম বিবাহকে নিকা বলেন না, তাহা অন্যায়।

াস (পার্সী)=শাবাশ=শাদ+বাশ=খুস রহো=সুখে থাক। বাশ অর্থে াদ+বাশ পুনঃপুনঃ ব্যবহারের জন্য শাবাশ হইয়াছে। অতএব শাবাশ প্রশংসা-াশীর্ব্বাদবাচক সম্বোধন।

কালাম। তুল (আরবী)=লম্বা, কালাম (আরবী)=বাক্য। "তোমরা তুলকালাম লাগিয়েছ"=তোমরা ভারী দীর্ঘ বাক্য কহিতেছ অর্থাৎ ঝগড়া করি-কারণ কথা বাড়ার নামই ঝগড়া, শাস্ত্রে লেখে।

াম (আরবী)=লেখনী।

াত (আরবী)=দোয়াত=দাওয়াত=মস্যাধার।

ওয়া (আরবী)=দাবী=claim=অধিকারখ্যাপন।

র্ত (পার্সী)=condition=নিয়ম।

বেক =সাবেকা (পার্সী)=পূর্ব্বতন।

কী, বকেয়া (আরবী)=অবশিষ্ট।

বাক (আরবী)=বাকী না রাখা=নিঃশেষ করিয়া দেনা পরিশোধ।

ম্ (পার্সী)=চক্ষু।

ম্‌খোর (পার্সী)=চোখখেকো অর্থাৎ যাহার চক্ষুলজ্জা নাই, কৃপণ বা নিষ্ঠুর।

গল (আরবী)=একের কথা অন্যকে লাগান=চুগলী (বাঙ্গালা)।

রাম (আরবী)। যাহা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ তাহাকে হারাম কহে, আর শাস্ত্রানুমোদিত তাহাকে হালাল বলে। এই জন্য মুসলমানের নিকট জবাযের মাংস এবং বলিদানের মাংস হারাম। পুরুষ বা স্ত্রীর পক্ষে আপন পত্নী বা পতিকে উল্লঙ্ঘন

করিয়া চলা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ, সুতরাং উহাও হারাম। এইরূপে উৎপন্ন হারামজাদা বলে। অতএব হারামজাদা=বেজন্মা।

জাদা (পার্সী)=জাত=পুত্র।

শাহ্‌জাদা=রাজপুত্র। শাহ্=রাজা। শা বা শাহ্ রাজার উপাধি হইলে ফকিরেরাও এই উপাধি গ্রহণ করেন, কারণ ফকীরও রাজার ন্যায় প্রশান্তহৃদয়ের নিকট ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য আছে। উদাহরণ, অমানি শা=অমানি নামক ফকীর। অমাবস্যার রাত্রি বলিয়া মনে না করেন।

আয়না=কাচ=আরশি।

নজর (আরবী)=দৃষ্টি। 'নজর দিওনা বাপু'।

নাজীর (আরবী)=যে ব্যক্তি দৃষ্টি রাখে=তত্ত্বাবধায়ক।

মঞ্জুর (আরবী)=নজর প্রাপ্ত অর্থাৎ যাহা মানিয়া লওয়া গিয়াছে। 'অ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম'।

মানে=অর্থ। "তোমার কথার মানে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

মানা=নিষেধ। "মন যে আমার মানে না মানা"।

নিমকহারাম—নিমক্=লবণ। আরব দেশে লবণ অতি দুষ্প্রাপ্য, অত লবণ দ্বারা সৎকার করা যায়, সে ব্যক্তির বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 'নুন মানিতে হইবে'। নুন খাইয়া যে ব্যক্তি গুণ না মানে, সে ব্যক্তি নিমকহারাম। সমস্ত অকৃতজ্ঞ লোককেই নিমকহারাম বলা চলে।

শামিল—আরবী শুমুল শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ মিলিত হওয়া।

দখল (আরবী)=অধিকার।

দাদ (পার্সী)=বিচার। "আহা তুমি দাদ তুল্‌তে পারলে না" ইহার অ ও ব্যক্তি তোমার যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিলে না, তা ঠিক বিচার হইত।

আমাদের দেশে দাদরসী শব্দ প্রচলিত আছে; ইহার অর্থ কোন বিবাদ সাহায্যে মীমাংসা করিয়া ক্ষতিপূরণাদি গ্রহণ।

বাগদাদ—বাগ (আরবী)=বাগান, দাদ (পার্সী)=বিচার। পারস্যে নৌসেরোঁয়া তাঁহার রাজধানী মদাএন্ নগর হইতে পনর মাইল উত্তরে টাইগ্রীস্ একটী উদ্যানে বসিয়া সচরাচর মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন, এইজন্য ঐ স্থানের না হয়। যে বংশে নৌসেরোঁয়ার অভ্যুদয় হয়, সে বংশকে সাসানীয় বংশ কহে। নে পরে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পর্য্যন্ত এই অগ্ন্যুপাসক সাসানীয় বংশ পারস্যে প্র বর্ত্তমান ছিল। সেই সময়ে বাগদাদ একটী পল্লীগ্রাম মাত্র ছিল। পরে মহম্ম অব্যবহিত পরেই পারস্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। মুসলমান খলিফাদিগের

মদিনা, কুফা এবং দামস্কস্। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আব্বাস সাফার পুত্র আলমন্-দাদে রাজধানী স্থাপন করেন। আলমনসুরের দুই পুরুষ পরেই সুবিখ্যাত হারুণ দের আবির্ভাব হয়। ইঁহার সময়ে বাগদাদের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সহর পৃথিবীর আর ছিল না।

াষ=নল। হুঁকার নলকে হিন্দুস্থানীরা নয় বলে। সাসানীয় বংশে নৌসে-পূর্ব্বে শাপুর নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি খোরাসানে নল-য়া একটী সহর বসান, সেটীর নাম 'নৈশাপুর'। সেটি ক্রমে নিশাপুর হইয়া ছে।

ন্দু অর্থে পারস্য ভাষায় সিন্ধুনদীর পরপারবর্ত্তী দেশ। তদ্দেশবাসীকেও উহারা ত। আরবীয়েরা সিন্ধ্ ও হিন্দ্ দুইটী দেশের উল্লেখ করেন। "তারিখি সিন্ধ্ ও সিন্ধু ও হিন্দু দেশের ইতিহাস। বাগদাদের খলিফাদিগের সময়ের একখানি আত-য়া যায়, তাহাতেও সিন্ধ্ ও হিন্দ্ ভিন্ন।

াকে পারস্য এবং আরবের লোকেরা একটী স্বতন্ত্র দেশ মনে করিত। উহাদের মতে পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থান, এইজন্য শতদ্রুর তীরে একটী নগরকে উহারা সর্হিন্দ বলিত। ক=শ্রেষ্ঠ।

ার (পার্সী)। সর্=শ্রেষ্ঠ, আর=জল=পানীয়। পারস্যের পেসদাদ বংশীয় সেদ্ খৃষ্টের কত পূর্ব্বে যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কলের কেন মৃত্যু হয়, কেন তাহারা চিরকাল বাঁচে না, এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত ান হইয়া এক পর্ব্বতের উপর তপশ্চরণার্থ গমন করেন এবং কেবল দুগ্ধ পান করিয়া তিবাহিত করেন। অবশেষে ঈশ্বর তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। তিনি ঈশ্বরের ই প্রার্থনা করেন, যেন তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু না থাকে। ঈশ্বর তাহাই স্বীকার করিয়া হইলেন। কালক্রমে মৃত্যু না হওয়াতে রাজ্যে এত প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে ক ধরে না এবং আহার্য্য বস্তুর অভাবে ভয়ানক ক্লেশ হইতে লাগিল। তখন জমসেদ বি পুনরারোহণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট এই নিবেদন করিলেন "প্রভো তোমার ছা, তাহাই ঠিক। মনুষ্যের তাহা ব্যতিক্রম করিতে যাওয়া ভ্রান্তি। অতএব যাহা াই হউক অর্থাৎ মৃত্যু হউক।" তাহাই হইল।

ই প্রভাবে জমসেদ্ অনেকগুলি বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি আপনাকেই ঈশ্বর মনে করিতে লাগিলেন। এই অহঙ্কা-ই তিনি জোহাকের নিকট পরাজিত হন। তিনি এক অন্ধের চক্ষু আরোগ্য করি-হস্ত বুলাইয়া দেখিলেন চক্ষু খুলিল না। পুনরায় হস্ত বুলাইলেন, তথাপি খুলিল, ীয় বার বুলাইলেন; তাহাতেও খুলিল না। তখন জমসেদ বুঝিলেন যে তাঁহার কল গত হইয়াছে এবং তিনি পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। জমসেদ্ পুনরায়

তপশ্চরণ দ্বারা অনুতাপের দ্বারা নষ্ট বিভূতির অনেকটা পুনরুদ্ধার করি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরিদুঁ কর্ত্তৃক জোহাক-কবলিত রাজ্য পুনর্লব্ধ হইয়াছিল।

এই জমসেদের অন্তঃপুরচারিণী কোন পরিচারিকা এক সময়ে শিরোরোগে অ হইয়াছিল এবং কোনরূপেই আরোগ্য হইতেছে না দেখিয়া আত্মহত্যা করিবার স বিষের অন্বেষণ করিতেছিল। পারস্য দেশে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে জন্মে; ইহা অ সুমিষ্ট। জমসেদের গৃহে সে সময় অনেক আঙ্গুর আসিয়া জমে এবং বহুসংখ্যক অতিরিক্ত আঙ্গুর এক পাত্রের মধ্যে পচিতে থাকে। পরিচারিকা ঐ পাত্র হইতে নি অনুভব করিয়া ভাবিল যে এ পাপ বস্তু নিশ্চয়ই বিষাক্ত হইয়া থাকিবে, অতএব করিয়া মরিতে পারি। এই ভাবিয়া প্রচুর পরিমাণে উক্ত পর্য্যুষিত দ্রাক্ষারস পান কিন্তু মরণ না হইয়া ইহাতে এক অপূর্ব্ব ফল ফলিল। উক্ত দাসী বিগতক্লেশ হইয়া হইল এবং উৎসাহে তাহার মুখে ফুল্লকমলবৎ শ্রী আবির্ভূত হইল। অল্পদিনের মধ্যে তাহার এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য যুক্ত হইল। তৎকালে জমসেদের রাজ্যে যুদ্ধ ছিল। উক্ত নারী যুদ্ধে মিলিত হইবার জন্য প্রমত্ত হইয়া উঠিল। জমসেদ্ এই সক অবগত হইয়া দাসীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহি ষিত দ্রাক্ষারসভাণ্ড দেখাইয়া দিল। জমসেদ্ ঐ রসের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য ত জনকে উহা খানিকটা পান করাইলেন। তাহারও মুখ ফুল্লারবিন্দশ্রী ধারণ করিল রাজা আপনার সভাসদবর্গকে উহা পান করাইলেন। তাঁহারাও উহা পান করিয়া ত ফুল্ল হইলেন। সেই অবধি জমসেদ মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া দ্রাক্ষারসে (খুসির মজলিস্) করিতেন। ইহাই জশনে জমসেদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত যেখানে পৃথিবীর কক্ষার সম্পাত হইয়াছে, সে স্থানটীকে বা ক্রান্তিপাত বলে। দক্ষিণায়ন সময়ে সূর্য্য এই বিষুববিন্দুতে অবস্থিত হন, হইতেই নূতন বৎসর ধরা হয়। বোম্বাইয়ের পার্সীরা ইহাকে পরেতি কহে এবং পার ইহাকে নরোজ কহে। এখনও বোম্বাইয়ের পার্সীরা নরোজের সময় হইতে পাঁচ ধরিয়া পূর্ব্বকথিত 'জমসেদী জশন' করিয়া থাকেন। এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে চলে। অগ্নিমন্দিরে উপাসনা করাও এ সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। পারস্যের পারসীকেরাও এই 'নরোজে জমসেদ" অর্থাৎ জমসেদের নরোজ খুব আনন্দের সহি বাহিত করেন। দিল্লীর বাদসাহেরাও এই উপলক্ষে জশন্ করিতেন।

জমসেদের সময় পর্য্যুষিত দ্রাক্ষারসের যে আশ্চর্য্য গুণ আবিষ্কৃত হয়, হইয়া উহার নাম রাখা হইয়াছিল 'সরাব'=শ্রেষ্ঠ পানীয়। কালক্রমে সেই শ্রেষ্ঠ অপব্যবহারে একটী অনিষ্টকর পানীয় পদার্থের মধ্যে গণনীয় হইয়াছে। যে সর প্রকাশ্যভাবে সকলে পান করিত, তাহা এক্ষণে গোপনে পেয় হইয়াছে। সরাব শব্দে কর্ত্ব প্রকটীকৃত হওয়াতে পারস্য দেশের অনেক ভদ্র পারসীক 'সরাব' ব্যবহার

ব্দ ব্যবহাব কবিতে ইচ্ছুক। কালক্রমে ঐ আবক শব্দেও লজ্জাকবত্ব আসিযা
কাবণ যে পদার্থের অস্থিতে মজ্জাতে লজ্জাকবত্ব, শুধু নাম বদলাইযা কত দিন
সাধু আববণে প্রযুক্ত কবা যাইতে পাবে।

সদেব বাঁদী হইতেই সবাবেব প্রচলন, পাবস্যেব পাবসীক ও পাবস্যশিক্ষিত ভাবত-
লমানগণও এ গল্প বলিযা থাকেন।

াব। পঞ্জ=পাঁচ, আব (পাবসা)=জল। পাঁচটী নদীবিশিষ্ট দেশ পঞ্জাব
ত।

ন্দুকুশ। যে পর্ব্বতে যবনদিগেব সহিত যুদ্ধে অনেক হিন্দু মাবা গিযাছিল, তাহাকে
লে, কাবণ কুশ্‌তন (পাবসী) ধাতুব অর্থ বধ কবা।

াহিনুব। কোহ্=পর্ব্বত, নুব=জ্যোতি। কোহিনুব নামে বিখ্যাত হীবক খণ্ডেব
কেই অবগত আছেন।

ত (পার্সী)=দৃশ্য=মুখ। খুব=ভাল। খুবসুবত=সুমুখ।

ল=অবস্থা।

রতহাল। অবস্থাব আকাব। আমাদেব দেশে পুলিশে চুবি প্রভৃতি ঘটনায
বাটীতে সুবতহাল করিতে আইসে। আমবা বলিযা থাকি সুবথাল আসিযাছে।
ইহাতে থাল, বাটী বা গেলাস কিছুই নাই।

না (পার্সী)=ঘব, যথা—বৈঠকখানা, তযখানা=ভাণ্ডাবঘবখানা।

লাস (পার্সী)=অনুসন্ধান।

নাতল্লাসী=ঘবেব অনুসন্ধান।

থ্‌ত্রে—জেন্দ এবং পল্লবী ভাষায় উষ্ট্রেব নাম। আববী ভাষায উষ্ট্রেব নাম

রথুষ্‌ত্রে=বর্ষীয়ান্ উষ্ট্র, কাবণ জবথ্ অর্থে বৃদ্ধ। এই জবথুষ্‌ত্রই ইউবোপীয-
জোবাষ্টাব বলিযা অভিহিত। ইনি অগ্ন্যুপাসক প্রাচীন পাবসীকদিগেব ধর্ম্ম-
প্রাচীন পাবসীদিগেব নামেব সহিত উষ্ট্র এবং অশ্ব প্রাযই সংযুক্ত থাকিত,
াস্প, গুস্তাস্প ইত্যাদি। সংস্কৃতেও দেখি যুবনাশ্ব, কৃশাশ্ব ইত্যাদি।

ানা (পার্সী)=হস্তাববক বস্ত্র, দস্ত=হস্ত।

ওয়া (পার্সী)=বিধবা।

ম (তুর্কী)=বড় লোকেব স্ত্রী=বিবি।

নু (পার্সী)=বিবি। পাবস্যেব সাসানীয বংশেব শেষ বাজা ইজ্‌দিগার্দ্দেব
ব নাম শহববানু। মুসলমান কর্ত্তৃক পাবস্যবিজয়েব সমযে এই কন্যা বিজেতাদিগেব
য়। পবে মহম্মদেব দৌহিত্র হুসেনেব সহিত ইঁহাব পবিণয হয। হুসেনেব বংশধবগণ
ামে বিখ্যাত। অতএব দেখিতে হইবে যে সৈয়দেব শবীবে পযগম্বেব বক্তও আছে

এবং প্রাচীন পারস্য রাজবংশেরও বক্ত আছে। মুসলমানেরা স্ত্রীলোকের নামের শব্দ প্রযোগ করিয়া থাকেন, যথা দুনিয়াবানু, মাহ্‌বানু, খাতুনবানু প্রভৃতি। জাদী (শব্দেরও ব্যবহার হয যথা—শহরজাদী, দুনিয়াজাদী প্রভৃতি। দুখ্‌তর (=দুহি বসান হয, যথা তুরান-দোখ্‌ত, আজিম-দোখ্‌ত ইত্যাদি।

জানু (পার্সী)=জানু। মামুদ গজনবী কবি ফির্দ্দৌসীকে শাহনা প্রণযনের পুরস্কার স্বরূপ ষাটি হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিব অঙ্গীকার করিয়া মন্ত্রীদিগের চালিত হইয়া ষাটি হাজার রৌপ্যমুদ্রা পাঠাইয়া দিলে কবি মামুদের তিরস্কার স্বরূপ লিখেন, তাহার প্রথমেই এই কথাটী আছে :—"আগর মাদর শাহবানু বুবে, মর জর তা বজানু বুদে" অর্থাৎ যদি তোমার মা বাদশাহের বিবি হইতেন, তাহা হইলে এবং স্বর্ণ আমার জানু পর্য্যন্ত হইত। ইহার মর্ম্ম এই যে তাহা হইলে তুমি দা পাইতে। সবক্তগীন বাদশাহের পুত্র ছিলেন না।

জর=সোণা। অতএব জরী মানে সোণালী কাজ করা বস্ত্র।

সবুর=সবর্ (আরবী)=ধৈর্য্য। "সবর্ তল্‌খস্ত্‌ ও লেকিন্ বরে শীরীঁ" অর্থাৎ ধৈর্য্য প্রথমে কটু বটে, কিন্তু ইহার ফল মিষ্ট। শীরীঁ=মিষ্ট, ও বাঙ্গালায় এই 'ও' বহুলভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

রোজ (পার্সী)=দিন। দো=দুই। সে, দা তুর্শ্‌ তাম বুযদ

বোজে দো সে সবর্ কুন্ শীরীঁ গর্দদ্"

ইহার অর্থ এই নূতন আনীত আঙ্গুর অম্লস্বাদযুক্ত হয। দু তিন দিন ধৈর্য্যধারণ করিলে পরম মিষ্ট হইবে। প্রণযের প্রথম ব্যাপারে সচরাচর এই কবিতাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কামান (পার্সী)=ধনুক। এখন আমরা কামান তোপের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করি। বোধ হয় cannon শব্দ হইতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 'কটাক্ষে কামান' আমাদের কবিরা সচরাচর এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ভ্রূকে ধনুক এবং অপাঙ্গের সহিত উপমিত করা হইয়া থাকে।

চারা (পার্সী)=উপায। "কি করিব, কোন চারা নাই"।

বেচারা=নিরুপায, সুতরাং গরীব ভালমানুষ।

মর্জী (আরবী)=যাহা পছন্দ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতে ইচ্ছা। "তোমার মর্জী তোমার ইচ্ছা।"

মজা (পার্সী)=আস্বাদন। সুস্বাদু জিনিষ আহার করিবার সময় আনন্দ হয, অতএব মজা=আনন্দ।

মজেদার=যাহাতে মজা পাওয়া যায। দার শব্দ দাস্তন ধাতু হইতে উৎপন্ন ধাতুর অর্থ রাখা বা ধারণ করা, যথা জমীদার, জমাদার, খরিদদার ইত্যাদি।

খরিদ (যাবনিক)=ক্রয়।

দেমাগ (আরবী)=মস্তিষ্ক। বড় দেমাগের লোক=বড় মস্তিষ্কের লোক। বাড়াবাড়ি লইলে দেমাগে অহঙ্কার অর্থ আসিয়া পড়ে।

মাফ—আরবী ওফু (=ক্ষমা) হইতে উৎপন্ন।

আক্কেল=আক্‌ল্ (আরবী)=বুদ্ধি, বিবেচনা।

মাল (আরবী)=দৌলত, ধনসম্পত্তি।

সাল (পার্সী)=বৎসর।

মস্‌নদ্ (আরবী)—সনদ্=আশ্রয়। যাহা দ্বারা support বা ঠেস্ হয়, তাহা মস্‌নদ=তাকিয়া বা বালিশ। কিন্তু গদী অর্থেও ইহার ব্যবহার পার্সীতে ও উর্দ্দুতে আছে। রাজপুতেরা মস্‌নদকে মস্থন্দ কহে। উহার অর্থ কেবল তাকিয়া।

সনদ=support=প্রমাণস্বরূপ বস্তু। "তোমার কি সনদ আছে"=(testimonial) বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্রাদি সম্বন্ধীয় নিদর্শন আছে।

গালিচা (আরবী)। কালী=বিছানা বিশেষ। কালীচা=গালীচা। কাফ অক্ষরের পরিবর্ত্তে গাফের অক্ষর ব্যবহার হয়, ইহাতে অর্থ পরিবর্ত্তন হয় না। 'চা' ক্ষুদ্রত্ববাচক (diminutive)

বাগীচা=ছোট বাগ=ছোট বাগান।

চাদর (পার্সী)। জামা (পার্সী)। উভয়েরই অর্থ বস্ত্র।

দানা (পার্সী)=বীজ বা গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু। বাঙ্গালায় পোস্ত দানা সোণার দানা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অথচ পার্সীতে দানা অর্থে পণ্ডিত, 'লোকটার দানাই আছে অনেক" অর্থাৎ উহার জানা অনেক।

দোপাট্টা (হিন্দী)। পূর্ব্বে এ দেশে পরিধান বস্ত্র অপ্রসর হওয়াতে গায়ে দেওয়ার কাপড় দুই পাট্টা লইয়া তৈয়ার হইত। এখন একপাট্টাকেও কেবল গাত্রবস্ত্র বলিয়া দোপাট্টা বলা চলিয়া গিয়াছে।

পাগড়ি। (হিন্দী) পাগ=শিরস্ত্রাণ, ড়ি=diminutive (ক্ষুদ্রত্ববাচক), 'মাথায় পাগ্‌ড়ি বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্চে"।

জুন্নার। (আরবী)=সুতা। খৃষ্টানদের গলায় ক্রস্ ঝুলান যে সুতা থাকে এবং প্রাচীন পার্সীদের কোমরে যে ঘুন্সী থাকে, তাহাকে আরবীয়েরা জুন্নার বলে। বোধ হয় উহা হইতেই পার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় ব্রাহ্মণের পৈতার নামও জুন্নার বা জেনেউ। কিন্তু অগ্ন্যুপাসক পার্সীরা আপনাদের কোমরের সুতাকে জুন্নার বলেন না, কস্তী বলেন। সুধু যে পার্সীর পুরোহিতদিগেরই ঐ চিহ্ন আছে, তাহা নহে, সমস্ত প্রাচীনধর্ম্মী পার্সীদিগেরই ঐ চিহ্ন। পুরোহিতদিগকে শ্বেতবস্ত্রধারণ ও টুপির প্রভেদে চেনা যায়।

মুকাবিল—আরবী কবল্ হইতে। কবল=সম্মুখীন হওয়া, সমকক্ষ হওয়া,

প্রতিদ্বন্দ্বী হওযা ইত্যাদি। বাঙ্গালাতে "মোকাবেলা কবাইযা দিল"=সম্মুখীন হইযা বুঝাইযা দিল।

কবুল (আববী)=মানিযা লওযা।

সবুজ (পার্সী) =হবিৎবর্ণ। এই জন্য শাক পাতাড়িকেও সব্জী বলে। বঙ্গদেশে শাক সব্জী চলন।

বুজরুগী =(পার্সী) বুজুর্গ (=পূর্ব্ব পুরুষ) শব্দ হইতে। অর্থ বদলাইযা ক্রমশঃ বৃদ্ধ, বিদ্বান্, গুণবান্ প্রভৃতি দাঁড়াইযাছে। সাধাবণ বিদ্যাবুদ্ধিব অতীত বিষয়কে বাঙ্গালীবা বুজরুগী বলে।

আজগবী বোধ হয আববী আজব্ (=আশ্চর্য্য) শব্দ হইতে উৎপন্ন। আজনব শব্দ হিন্দুস্থানে চলিত, ইহাবও অর্থ কোন অপূর্ব্ব বস্তু। কি হইতে কি হইল, বলিতে পাবি না।

কবজা (আব্বী)=দখল। কব্জা কবা=দখল কবা।

খবচ আববী খবজ শব্দ হইতেউৎপন্ন। ইহা হইতেই খাবিজ। অর্থাৎ যাহা পবিত্যক্ত।

কর্জ্জ=(আববী) কব্জ্=ধাব লওযা হইতে উৎপন্ন।

খোদা=(পার্সী) খুদা=ঈশ্বব।

জুদা (পার্সী)=ভিন্ন।

মবদানে খুদা ন খুদা বাসন্দ।
লেকিন জে্ খুদা ন জুদা বাসন্দ।

ঈশ্বব সমাহিত মানুষ ঈশ্বব নহেন বটে, কিন্তু ঈশ্বব হইতে ভিন্নও নহেন।

কদর (আববী)=সম্মান, আদব।

শামিযানা। পার্সী শাম অর্থে সাযং। যাহা ছাইযা দিলে সাযংকালীন ভাবেব উদয হয, তাহাকে শামিযানা বলে। এই জন্য চাঁদোযা অর্থ দাঁডাইযাছে।

রোখ বাঙ্গালাতে বাগ অর্থে ব্যবহৃত হয। হিন্দুস্থানে রুক্না অর্থে বাধা দেওযা। যদি কোন দুষ্ট লোক দৌবাত্ম্য কবে তাহাব সম্বন্ধে উসে রুকো অর্থাৎ উহাকে বাধা দিযা রাখ্ইস বলা হয। এই বাধা দেওযা, ভাব হইতে ক্রমে বাগেব ভাব দাঁড়াইযাছে।

তামাসা, ইসারা প্রভৃতি আববী শব্দ।

হববোলা। হব্ (পার্সী)=প্রত্যেক। বোলনা (হিন্দী)=বুলী। অর্থাৎ প্রত্যেক বুলি বলিতে পাবে যে, সে হববোলা।

বুলী=(হিন্দী) বোলী=ভাষা। মনুষ্যেব ভাষা ও পশুপক্ষীব ভাষা উভযই বুঝায।

বদমাযেস। (পার্সী) বদ=মন্দ ও (আববী) মাশ=অন্নসংস্থান বা বোজগাব মন্দ উপাযে যে বোজগাব কবে সেই বদমাশ। অর্থাৎ চোর, জালিযাৎ, বেশ্যা প্রভৃতি।

বদজাত=পার্সী বদ্ ও আববী জাত=প্রকৃতি। মন্দস্বভাব।

শুরু (আববী)=আবম্ভ।

শহর (পার্সী)=দেশ, নগর।

বিলায়ৎ (আরবী)=রাজ্য, দেশ। সুতরাং সকল রাজ্য, সকল দেশই বিলায়ৎ। কিন্তু ভালবাসা বশতঃ মুসলমানেরা কাবুল, পারস্য ও আরব এই সকল স্থানের লোককে বিলায়তী বলে। এখন আমরা পরম বিদেশ যে ইংলণ্ড, ইহাকেই বিলায়ৎ বলি। শব্দমাহাত্ম্যকে ধন্য।

কাহিল=(আরবী) কায়েল=হারিয়া যাওয়া।

শকর (পার্সী)=চিনি=(সংস্কৃত) শর্করা=(আরবী) সুক্কর=(ইংরাজী) সুগার।

কন্দ (আরবী)=মিষ্ট=(পঞ্জাবী) খণ্ড=খাঁড়।

দর্ (পার্সী)=দুয়ার=(সংস্কৃত) দ্বার=(ইংরাজী) door.

অস্প্ (পার্সী)=ঘোড়া=(সংস্কৃত) অশ্ব।

সতরঞ্জ—(পার্সী এবং আরবী) স্বনামপ্রসিদ্ধ খেলা=(সংস্কৃত) চতুরঙ্গ।

সুপেদ (পার্সী)=সাদা=(সংস্কৃত) শ্বেত।

বাদশাহ (পার্সী)=রাজা।

দূর (পার্সী)=কাছে নহে=(সংস্কৃত) দূর।

মুষ (পার্সী)=ইন্দুর=(সংস্কৃত) মূষ বা মূষিক।

অঙ্গুশ্ত্=আঙ্গুল=(সংস্কৃত) অঙ্গুষ্ঠ।

কর্‌দন, চরিদন, খুরদন প্রভৃতি পার্সী ধাতুর অর্থ করা, চরা, খাওয়া প্রভৃতি। সহস্র ক্রিয়াবাচক ও নামবাচক শব্দ পার্সীতে ও সংস্কৃতে এক। সংস্কৃতের 'র' পার্সীর 'প' হইয়া যায়, যথা অশ্ব=অস্প্, শ্বেত=সুপেদ। সংস্কৃতের 'গ' আরবীতে 'জ' হইয়া যায়, যথা ভঙ্গ্=বঙ্গ, চতুরঙ্গ=সতরঞ্জ। আরবীরা 'চ' বলিতে পারে না 'স' বলে, যথা চীন=সীন।

মুর্দ্দাফরোশ—মুর্দ্দ (পার্সী)=মড়া, মুরদন (মরা) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ফরোশ্ (পার্সী) ফরোখ্তন=বেচা ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে মড়া বেচে, এস্থলে যে মড়ার বস্ত্রাদি বেচে, সে মুর্দ্দাফরোশ। বাঙ্গালায় মুদ্দোফরাশ।

মস্‌করা (আরবী)=রঙ্গ করা (buffoonery), মস্‌করা ঐ অর্থে ব্যবহৃত।

আশ্‌কারা (পার্সী)=জাহির বা প্রকাশ করা। বাঙ্গালায় আদালত পুলিস বা জমীদারীর লোকেরা একটা মোকর্দ্দমা আশকারা করেন অর্থাৎ তদারক করিয়া যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করেন।

পীলসুজ—ফতীল (আরবী)=বাতী। সোজ (পার্সী) সোখ্তন=জ্বালান হইতে উৎপন্ন। অর্থ, যাহাতে বাতী জ্বলে। হিন্দীতে পিলসোৎ, বাঙ্গালায় পীলসুজ।

পন্ (হিন্দী) ভাববাচক বিশেষ্যপদের চিহ্ন যথা, সুখাপন্। বাঙ্গালায় ঐ 'পন্' পানা হইয়াছে—কৃষ্ণপানা, রাঙ্গাপানা। এই 'পানা' আবার জিহ্বাবিশেষে 'পাবা' হইয়াছে, যথা রাঙ্গাপাবা।

দোহাই (হিন্দী)=(বাঙ্গালা) দোহাই।

জরীমানা—(আরবী) জুরম্=অপরাধ, কসুর,, (পার্সী) আনা=সম্বন্ধ রাখা। অপরাধের সহিত যাহা সম্বন্ধ রাখে, তাহাই জুরমানা। এটী আরবী ও পার্সীমিশ্রিত সঙ্কর (hybrid) শব্দ। এরূপ উদাহরণ পূর্ব্বে অনেক দেওয়া হইয়াছে। এই জুরমানা বঙ্গে জরীমানা। কেহ কেহ জরীপানা বলে, সুতরাং বলিতে হয় যে কেহ যেন ইহাকে 'জরীর মতন' মনে না করেন।

তাগাদা (আরবী) তাকাজা=চাহা। তাকাজা শব্দের মূল ধাতু 'কজীয়া'র আর একটী অর্থ আছে—ঝগড়া বা বিতর্ক করা। যে বিতর্কযুক্ত কথার মীমাংসা করে, সে কাজী। বাঙ্গালার ছোট লোকে, মশায় কেজিয়ে করেন কেন, কেন বলে, তাহা পাঠক বুঝিলেন।

আরাম (পার্সী)=সুস্থতা। না থাকিলে বেযারামী বলা যায়। 'খাটে অনেক ছারপোকা থাকিলে শুইবার বড় বেযারামী'। বেযারাম=ব্যাধি এই বঙ্গপ্রচলিত অর্থ হিন্দুস্থানে অল্প দেখা যায়।

নকদ (আরবী)=নগদ (বাঙ্গালা)=cash.

বেমারী (পার্সী)=রোগ=ব্যামো (বাঙ্গালা)

শিকার (পার্সী)=যাহা মৃগয়া দ্বারা পাওয়া যায়, ইহার অর্থ হিন্দুস্থানে মাংস, বাঙ্গালায় মৃগয়া।

লাশ (পার্সী)=শব।

গাছ (হিন্দী)=বাগীচা, ছোট বাগান। আমকা গাছ=আমের বাগান। বাঙ্গালা হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত গাছ =বৃক্ষ।

নেহায়ৎ—(আরবী) নিহিঃ=নহী হোনা (অর্থাৎ যারপর আর নাই) হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালায়, নেহাৎ ভাল মানুষ=যার পর নাই ভাল মানুষ।

জিয়াদৎ (আরবী)=অনেক হওয়া। ইহার ভাব জিয়াদতী। এই জিয়াদত হিন্দী ও বাঙ্গালায় জাস্তি হইয়াছে। কিন্তু সুবোধ জিয়াদা শব্দ ব্যবহার করেন।

তচ্ নচ্ (বাঙ্গালা)=তহস্ নহস্ (উর্দ্দু)।

বাগান, বাগীচা, বাগ (পার্সী) বাজ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাজ=খোলা। বাগানের দৃশ্যও খোলা। বাজ্+জার=খোলা+জায়গা=বাজার (পার্সী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা)।

দরকার (পার্সী) দর্=মাঝখান, কার=কাজ অর্থাৎ কাজের মাঝখান অর্থাৎ 'আবশ্যক'।

কারখানা (পার্সী) কার=কাজ, খানা=গৃহ অর্থাৎ কাজের স্থান=ware-house

হামাহাল (পার্সী) হামা=সব, (আরবী) হাল=অবস্থা। অর্থাৎ সব অবস্থাতে। বাঙ্গালায় হামেহাল প্রচলিত।

জরূরী (আরবী) জরুর শব্দে পার্সী ঈকার সংযুক্ত হইয়াছে, অর্থ—অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কেবামৎ=আরবী কারামৎ=বুজরুগী। করম শব্দের অর্থ আত্মত্যাগের সহিত দান। এই জন্য ঈশ্বর করীম, তাঁহার ন্যায় দাতা আর কে? দিল্লীতে বাদশাহের সম্বোধন কারামৎ ছিল, কারণ বাদশাহও ঈশ্বরবৎ ও পরমদাতা। অত্যন্ত মহত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ মন্ত্র, তন্ত্র ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতি অর্থ ইহাতে এখন সূচিত হইতেছে। 'বেটার কেরামৎ দেখ'।

বখীল (আরবী)=যে আপনি ভোগ করে, পরকে দেয় না। এজন্য হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে বখীল=কৃপণ।

সাদা (পার্সী) যে বস্তুতে রঙের নক্সা নাই, তাহা সাদা, এইজন্য ইহার হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে প্রচলিত এক অর্থ সরল।

ডাবর (হিন্দী)=যাহাতে জল থাকে এরূপ বড় পাত্র। ডাবর নৈনী=বড়চক্ষু-ওয়ালী। বাঙ্গালায় যাহাতে পান ও তাহা ভিজাইবার উপযুক্ত জল থাকে, সেই ধাতু পাত্রকে ডাবর বলে।

দেরকো—যখন অঙ্গরক্ষক হইতে আঙরাখা হইয়াছে, দীপাবলী হইতে দেওয়ালী হইয়াছে, তখন দীপরক্ষক হইতে দেরকো হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে যাবনিক চিরাগ=প্রদীপ শব্দ প্রচলিত আছে।

ডাঙ্গর (হিন্দী)=হৃষ্টপুষ্ট, সুতরাং মূর্খ। বঙ্গে ডাগর=বড়। দুইই এক সঙ্গে লিখিলাম বলিয়া একটা হইতে আর একটা হইয়াছে, এ চিন্তা অনেকের হইতে পারে।

যাবনিক নজা শব্দের অর্থ কষ্ট, যন্ত্রণা। বাঙ্গালার 'নাজার' কি ইহা হইতে?

জায়গা (পার্সী) জায=স্থান, গা=স্থান। অতএব জায়গা=থাকিবার স্থান; বাঙ্গালাতেও তাহাই।

দরওয়াজা (পার্সী) দর্=দ্বার, আওয়েজ=ঝোলান=কব্জাযুক্ত=লটকান। যাহা দ্বারে কব্জাযুক্তভাবে লটকান থাকে, অতএব কবাট। বাঙ্গালায় দরজা।

দরবেশ—আওয়েখতন্ ধাতু হইতে আওয়েজ=আওয়েশ। পার্সীতে 'জে' নামক অক্ষর 'শিন' নামক অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়। বড় বড় সহরে দরজার উপর হইতে ভিক্ষুকদের জন্য কিছু ঝুলান থাকিত। ভিক্ষুকেরা গৃহস্থকে বিরক্ত না করিয়া ঐ ঝুলান পদার্থ লইয়া যাইত। যাহার জন্য দ্বার হইতে কিছু ঝুলিত, সেই দরবেশ। এইরূপে বহুব্রীহি সমাস করিয়া দরবেশ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায়। দরবেশ অর্থে হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে ফকীর, ভিক্ষু।

দেওয়ার (পার্সী) দাও=রক্ষা+আর=তুল্য। দাওয়ার অর্থে রক্ষকস্বরূপ; চাবিটী দেওয়ারও গৃহান্তর্গত মনুষ্যগণকে রক্ষা করে। পার্সী 'আলিফ' অক্ষর কখন কখন 'ইয়ে' অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। তাই, দাওয়ার হইতে দেওয়ার=বঙ্গে দেওয়াল।

বঙ্গে যাবনিক শব্দের প্রচলন মুসলমানদিগের কেন্দ্রস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ

দূরবর্ত্তী স্থান সকলে ঐ সকল শব্দ ব্যাপ্ত হইযাছে। এজন্য অনুমান কবা যায, যে ইদানীং মুবশিদাবাদে যত যাবনিক শব্দেব প্রচলন আছে, অন্যত্র তত নাই।

জলদী—পার্সী জলদ্=শীঘ্রগামী ঘোড়া। জল্‌দী=শীঘ্র।

বটান—হিন্দী বটনা অর্থ মুখস্থ কবা ও বটান অর্থে মুখস্থ কবান। পড়া মুখস্থ কবা ও কবান অর্থে হিন্দুস্থানে ঐ দুই শব্দ ব্যবহৃত হয। বাঙ্গালায বোধ হয কাহাবও 'বদনাম বটান'=বদ্‌নাম প্রচাব, এই কাবণেই হইযাছে, অর্থাৎ কথাটা একমুখ হইতে অন্য মুখে যাইতে যাইতেই প্রচাবিত হয।

পাট বাঙ্গালায কাজকে বলে। সকাল বেলাব 'পাটঝাট' কবা সকলেই জানেন। কোল ভাষাতে পাইটী শব্দ প্রচলিত, ইহাব অর্থ কাজ।

ধুচুনী প্রকৃতই কি দেশজ শব্দ? যাহাতে ধোয়া হয তাহাই যদি ধুচুনী হয়, তবে ধাব ধাতুব সহিত ইহাব সম্বন্ধ লোপ কেন কবি?

একজাতীয লোকেব নিকট অন্যজাতীয়েব স্থান ও মনুষ্যেব নাম সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রূপান্তব ঘটিযাছে। অন্যান্য বিষয সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। কিন্তু যেখানে স্বদেশীয় শব্দই ব্যবহৃত হয, সেখানে ঐরূপ ঘটিবাব সম্ভাবনা নাই। স্থান ও মনুষ্য সম্বন্ধে ইংবাজ ও মুসলমান কর্ত্তৃক ভাবতবর্ষীয শব্দ সকলেব যেরূপ পবিবর্ত্তন হইযাছে, তাহাব কযেকটা উদাহবণ নিম্নে দেওযা যাইতেছে।

যে মেদিনীকে ভাবতচন্দ্র বিদ্যাব রূপ বর্ণনায মাটী কবিযাছেন, ইংবাজেব কাছে তাহা মিড্‌না। যথা, মেদিনীপুব=মিড্‌নাপুব। মধুতে আব মধু নাই—উহা মড্, কেননা, মধুপুব=মডাপুব। হায যে মথুবাবাসিনী চিবদিন শ্যামসোহাগিনী, সেই মথুবা এখন ম্যাট্‌।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা=গ্যাঞ্জেস্; নর্ম্মদা=নর্ব্বডা। যে যমুনাপুলিনে বাধাবিনোদিনী শ্যাম অন্বেষণে পাগলিনী হইতেন, 'জমনা' নামে ইংবাজ তাহাব শ্রাদ্ধ কবিযাছেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনামেব যে সকল পবিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাবও একটু উদাহবণ দেওযা যাইতেছে। বাবাণসী=ব্যানাবস; অযোধ্যা=অযধ্, পৃথ্বীবাজ=পিথৌবা, বায-সিংহ=বৈসি, সংগ্রাম=সঙ্গা, চবক=স্ক্রু, ইহা আববীদিগেব কর্ত্তৃক হইযাছে

ইংবাজ ও মুসলমানেবা গ্রীক ও হিব্রু নামগুলিব ভিন্ন ভিন্ন উচ্চাবণ করিযা থাকেন, কোন্‌টা যে ঠিক তাহা গ্রীক ও হিব্রু না পড়িলে জানিবাব যো নাই। অ্যালেকজণ্ডাব=সেকন্দব, সক্রেটিস্=সুক্রাত, ইউক্লিড=ইউক্লেদস্, প্লেটো=আফ্লাতু; পিথাগোবস্=ফিসাগোবস্; বোম=রুম, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল=কুস্তনতুলিযা, ইহাকে তুর্কেবা ইস্তাম্বুল বলিয়া থাকে, আদ্রিযানোপল্—এদ্রেনে ইত্যাদি। জেকব=ইযাকুব, জোসেফ=ইউসুফ; ডেভিড=দাউদ, সলোমন=সুলেমান, মোজেস=মুসা, জিসস্=ঈশা ইত্যাদি।

প্রাচীন পাবস্য নামসকলকে ইউবোপীযগণ বিগড়াইযাছেন, যথা কুরুস্=কৈখ

স্‌ক=সাইবস, দবযাবুস্‌=দবাযুস=ডেবাযস, ক্ষযার্ষ=জবক্সীস্‌, বেহ্রাম=ব্যাবানস্‌ ইত্যাদি।

ভাবতবর্ষীযেবাও যাবনিক ম্লেচ্ছ শব্দসকলেব নানাৰূপ ৰূপান্তব কবিযাছেন। খাঁ খনান=খাঞ্জা খাঁ, টমাস্‌=টামস, প্রিডো=পিদ্রু, ইত্যাদি। বস্তুবাচক ও অন্যান্য শব্দও ৰূপান্তবিত হইযাছে। ইংবাজী শব্দ সকলেবও নানাৰূপ ৰূপান্তব ঘটিযাছে। যথা—লর্ড=লাট; ম্যাজিষ্ট্রেট=মেজেষ্টাব, হলাণ্ডাব=ওলন্দাজ, সেক্রেটবী=সেকেণ্ডব (হিন্দুস্থানী); কমাণ্ডাব=কুমেদান (হিন্দুস্থানী), হস্‌পিটাল=হাঁসপাতাল। ভট্টাচার্য্য মহাশযেবা ষ্টেসনকে ইষ্টাসন মনে কবেন, পদ্মাসন সিদ্ধাসনাদিব্‌ পবে ইহা অপেক্ষা ইষ্ট আসন আব কি হইতে পাবে?

মুন্সী—(আববী) নস্‌উন=উৎপন্ন হওযা। উহা হইতে ইন্‌সা=উৎপন্ন কবা। সাহিত্য বিষয়ে যে নূতন সৃষ্টি কবে সেই মুন্সী। সাধাবণতঃ চিঠি লিখিতে ও গদ্যবচনাতে যে দক্ষ, তাহাকেই লোকে মুন্সী বলে। বাঙ্গালা দেশে ইহাব ব্যবহাব হিন্দুস্থানেব ব্যবহাব হইতে ভিন্ন নহে।

মহল—(আববী) হলুল=উত্তবণ কবা। যে স্থানে উত্তবণ কবা যায, তাহাই মহল=বাটী। এইৰূপ মহল্লা=পাড়া শব্দও উৎপন্ন হইযাছে।

হাল—যে ঘটনাবলী আমাব উত্তবণ কবিযাছে বা আমাব উপব পডিয়াছে, তাহাই আমাব হাল=বর্ত্তমান অবস্থা। "লোকটা বড় বেহাল=মন্দ অবস্থাপন্ন"। হাল=বর্ত্তমান কাল। হাল সাল=বর্ত্তমান বৎসব।

মোহর্বীর (আববী) তহবীব=লিখা। যে লেখক সেই মোহর্বীব=মুহ্বী।

মজুদ (আববী) ওজুদ=existence, সুতবাং মজুদ=বর্ত্তমান=in existence

মিসল (আববী)=তুল্য হওযা। যে সকল কাগজপত্রে মোকর্দ্দমা লিখিত, উহা প্রকৃত ঘটনাবলীব একটী প্রতিকৃতি স্বৰূপ অর্থাৎ তাহাদেবই তুল্য, তাই ঐ সকলেব নাম মিস্‌ল্‌=মিচিল (বাঙ্গালা)। হিন্দুস্থানী মিস্‌ল্‌ উপমার্থে ব্যবহৃত হয যথা "চেহবা মিস্‌ল্‌ চাঁদকে"। মিসাল=উদাহবণ।

মতলব—(আববী) তলব্‌=চাহা। অতএব যে বস্তু চাহা যায অথবা মনে যে ইচ্ছা থাকে, তাহাকে মতলব কহে। বাঙ্গালায ও হিন্দুস্থানে একই অর্থে ঐ শব্দ প্রচলিত। তলব কবা=চাহা, ডাকা ইত্যাদি।

মালুম (আববী) ইলম্‌=জানা। যে বস্তু জানা গিযাছে, তাহা মালুম হইয়াছে। "বেমালুম ঠকালে" অর্থাৎ এৰূপ ভাবে ঠকাইল যে কিছুই অনুভব কবিতে পাবা যায নাই।

মুলতবী (আববী) ইলতবা=কোন কাজ অন্য সময কবিবাব জন্য বাখিয়া দেওযা=postpone। মুলতবী—অর্থে যাহা postpone কবা গিযাছে।

মুৎসদ্দী (আববী) সদ্‌উন=ভাব লওযা। কোন কাজের ভাব (responsi-

bility) যে লয, সে মুৎসদ্দী। বাদশাহদের সময়ে official staff এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহাব হইত। বাঙ্গালায ম্যানেজাব বা হেডক্লার্ক ভাবে মুৎসদ্দীবা মুচ্ছুদ্দী নাম ধাবণ কবিযা হাউসে কার্য্য কবেন।

সরফরাজী—পার্সী সেব্=মস্তক, ফবাম্তন=উচ্চ কবা অর্থাৎ কাহাকে সম্মানিত কবা। কিন্তু ইহাব আব একটী অর্থ সাধাবণে প্রচলিত আছে, যথা—অহঙ্কাব কবা। "তেবী সবফবাজী তয কবো" কিনা "তোব অহঙ্কাব গুটিযে নে" ঝগডাব সময এরূপ কথা ব্যবহাব হয। বাঙ্গালায় ফড়দালালী বা মোডলী অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয।

তয করা আববী তয্=শেষ কবা, মোকর্দ্দমা তয্ হইযা গিযাছে কিনা শেষ হইয়া গিয়াছে।

তহ (পার্সী)=থাক=fold, ইহাব আব একটী অর্থ 'নীচে' এবং এই অর্থে তহখানা=মাটীব নীচেব ঘব।

তা (বাঙ্গালা)=(হিন্দী) তাও=তহ্? (পার্সী); উদাহবণ এক 'তা" কাগজ। কিন্তু উর্দ্দুতে এক 'তখ্তা কাগজ' বলে, এক 'তহ্ কাগজ' বলে না।

ফর্দ্দ=পার্সী ফবদ্=এক। এক জোডা কাপডেব একখানিব নাম এক ফর্দ্দ কাপড।

তাক আববী তৌক হইতে উৎপন্ন। তৌক অর্থাৎ গোলাকাব বা খিলানাকার আছে যাহাতে, তাহাই তাক বা কুলুঙ্গী।

ফরাশ—ফবশ্ (আববী)=বিছানা।

ফরমাইশ (পার্সী)=সম্মানেব সহিত আজ্ঞা।

ফরমান্=বাদশাহী হুকুম।

হুকম্ (আববী)=আজ্ঞা।

হাকিম=যে আজ্ঞা কবে, সচবাচব বিচাবক।

মহকুমা=যে খানে হাকিমবা বসে অর্থাৎ বিচাব হয।

ফরিয়াদ (পার্সী)=দোহাই দেওযা, সাহায্য ভিক্ষা।

ফরিয়াদী (পার্সী)=দোহাই দেনেওযালা।

দাদফরেদ্=বিচাবপ্রার্থনা। 'এবিষযে আব দাদফবেদ নাই।' দাদ অর্থে বিচাব।

দজ্জাল—হজবতেব বিবোধী, ঈশ্ববোপাসনাব বিবোধী। তালমুদ গ্রন্থে ইহাব বর্ণনা আছে। এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, দজলা (আববী) অর্থাৎ টাইগ্রীসের নিকটে দজ্জালেলা (দজ্জাল) উৎপন্ন হইবে, বড় প্রকাণ্ড হইবে, বড উচ্চ আওযাজ হইবে, চল্লিশ দিনে পৃথিবী ফিরিবে ও ঈশ্বব উপাসনা বন্ধ কবিযা দিবে। সুতবাং দজ্জাল=বড দুর্দ্দান্ত লোক। বাঙ্গালাতেও তাহাই।

আওয়াজ (পার্সী)=মুখেব শব্দ।

মজাল—(আরবী) জৌলান=দৌড়ান। সুতরাং মজাল নহী=দৌড়িবার আর জায়গা নাই অর্থাৎ শক্তি নাই। এই হিসাবে মজালের মানে শক্তি। বাঙ্গালায় বলে 'কি মজাল যে কথাটা শুন্‌লে' অর্থাৎ আমার শক্তিতে তাহাকে কথাটা শুনাইতে পারিলাম না।

সোম (আরবী) সুম=অশুভ, ইহা হইতেই 'বেটা যেন সোম' অর্থাৎ অতি কৃপণ, বাঙ্গালায় প্রচলিত।

মূজী—(আরবী) ইজা=কষ্ট। যে কষ্ট দেয়, আত্মীয় বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, সেই মূজী। এই কথাটা বাঙ্গালায় রূপান্তরিত ভাবে প্রচলিত আছে কিনা মনে পড়িতেছে না। তবে 'বেটা মুচী' একথাটা মনে পড়িতেছে।

ভাঙ্গ (হিন্দী)=ভঙ্গ (সংস্কৃত)=বংগ (পার্সী)=বঞ্জ (আরবী)। যে সিদ্ধি গুলিয়া নেশা করা হয়, তাহারই এই চারিটী আকার। অনেক হিন্দুস্থানী শব্দ পারস্য ভাষার সামিল হইয়া গিয়াছে, যথা (হিন্দী) পানি=পানীয়=জল, (হিন্দী) জঙ্গল=বন বা জনশূন্য স্থান।

কোন কোন ভারতীয় শব্দ ভারতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বেই পারস্য ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সে কোন্‌গুলি, তাহা নির্ব্বাচন করিবার স্থান ইহা নহে। তবে বংগ্ তাহা বটে এবং কাহারও কাহারও মতে জঙ্গল। এই কথা কহিতে গিয়া মনে পড়িল, যে সংস্কৃত অভিধানে অসংস্কৃত শব্দ ও লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে যথা 'মড়মডায়িত'।

কিন্তু মডমায়িত শব্দে একটু আপত্তি হইতে পারে, কারণ ইহা অনুকরণ শব্দ মাত্র। অনুকরণ শব্দ কোন দেশ বিশেষে আবদ্ধ ছিল এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। দীনার, বাতাম, তমাকু, হুক্কা প্রভৃতি দ্রব্যবাচক শব্দ এবং দ্রেক্কাণ, এক্কাল প্রভৃতি জ্যোতিষিক শব্দও প্রকৃষ্ট উদাহরণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ক্রিয়া ও ভাববাচক শব্দই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু তাহার নির্ণয় মাদৃশ অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক হইতে পারে না, কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে ঐরূপ ক্রিয়া ও শব্দের তালিকা দেওয়া আছে। কাম্বোজ দেশীয় শব্ ধাতুর অর্থ চলা। শবতি=চলতি, সংস্কৃতে শব=মড়া।

বাতাম (পার্সী) বাদাম চিকিৎসা গ্রন্থে প্রচরূপ চলিতেছে। "বাতামো বাত-নাশকঃ" (ভাবপ্রকাশ)।

সংস্কৃত ভাষায় যেমন অন্যদেশীয় বা ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, ভারতীয় শব্দও সেইরূপ পার্সী মধ্যে গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি শব্দ কে কাহা হইতে লইয়াছে, স্থির করা যায় না। প্রাচীন পারসীক ও ভারতীয় আর্য্য এক কালে একভাষী একজাতি ছিলেন, ইহা বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। উভয় জাতির আচার ব্যবহার ও বেদ ও জেন্দাবস্থার ধর্ম্মপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান দৃঢ়তর হয়।

দুশ্‌মন্ (পার্সী)=শত্রু (সংস্কৃত) দুষ্টমন।
দুশনাম (পার্সী)=গালি=(সংস্কৃত) দুষ্টনাম।
নীম (পার্সী)=অর্দ্ধ=(সংস্কৃত) নেম=অর্দ্ধ।
বেদেই দুই শব্দ আছে, আধুনিক সংস্কৃত প্রচলন বন্ধ হইযাছে।

হলাহলা। এটী বাঙ্গালীবা ব্যবহাব কবেন। যেখানে ভাবী বন্ধুত্ব দৃষ্ট হয়, সেখানে বলা হয়, এদেব দুজনে একেবাবে হলাহলা গলাগলা। অনুমান কবি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায 'হলা' একটী প্রিয সম্বোধন। অত্যন্ত ভালবাসাবাসি থাকিলে পবস্পব হলাহলা সম্বোধনটা বাড়ে। তাই বোধ হয ইহাব বর্ত্তমান অর্থে প্রযোগ হইযাছে। আমবা ইহাও ত বলি, যে উহাদেব মধ্যে এত মাখামাখি যে 'তুইতোকাবী'ও চলে।

বাঙ্গালা ভাষাব মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত ও সাধারণে ব্যবহৃত ভিন্ন ভাষাব শব্দসকলেব নির্ব্বাচন এরূপ ভাবে চলে না। আদ্যবর্ণ লইযা তালিকা প্রস্তুত কবিতে হয় ও প্রত্যেকেব ইতিবৃত্ত ও ব্যুৎপত্তি স্থিব কবিতে হয।

বদল্, বাদল, কমবখ্‌ত্, বেলেল্লা, তুক্কো, জুলুম, হুজুব, ছেনাল, চুগল, চীজ, বক্‌শীশ, ইযাবকী, সবকাব, বোজকাব, নবম, গবম, মাবফত, কাঁহাতক, মালুম, মামলা, মাতব্বব, মামুলী, পহ্‌লা, পিযাবী, দুলাল, লাল, মেবামত, বফা, বদি, ওবফে, খাস, কাগজ, নমুনা, তামাম, তালিম, গোলাম, জনানা, বেযত, বেযাত, মর্দ্দানা, জলদী, কসুব, চাদব, তল্লাস, তৈযাব, পাইখানা, বিছানা, খানাতল্লাসী, দস্তব, দোকান, দফা, দবদ, দাম, তক্‌বাব, বস্, সাবাস্, বাহাবা, বমজানী, বেগাব, নিশান, বোসনী, বোসনচৌকী, ফেবেব, খাবাপ, খুমাব, খোঁযাড়ী, নিমকহাবাম, কাবীগব, এলোধাবাড়ী, ছোঁড়া, ছোকবা, ছেলে, নচ্ছাব, ডানুপিটে, ফবসা, জুজু, সিন্দুক, মিবিঞ্চিকে, জক্‌সকে, আদাড়ে, ব্যাদড়া, সুবতহাল।

বলা বাহুল্য উপবিউক্ত শব্দ সবলেব মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃতমূলকও থাকিতে পাবে।

অনেকে মনে কবেন যে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা এক মাত্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও উহাবই অপভ্রংশ মাত্র। সংস্কৃতেব পূর্ব্বে কোন অনার্য্য ভাষা ছিল ও সেই ভাষা ও সংস্কৃত মিলিত হইযা বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতিব সৃষ্টি হইযাছে, এ কথা তাঁহাবা স্বীকাব কবেন না। তাঁহাবা বলেন যে, যে সকল কথাব সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি হয না ও যে গুলি পার্সী ও আববী শব্দও নহে, সেগুলি বাঙ্গালী ও হিন্দীভাষী ব্যক্তিবা মধ্যে মধ্যে তৈযাব কবিযা লইযাছে। এমন কি স্ত্রীলোকেবাও এরূপ নূতন শব্দ তৈযাব কবে। এই মতেব অধ্যাপক মহাশযদেব নিকট কযেকটী প্রশ্নেব সমাধান ইচ্ছা কবি।

অন্য ভাষাব সহিত না মিশিলে অপভ্রংশ সম্ভাবনা কেন হইবে? দগ্বল না দিলে যেমন দুগ্ধ দধি হয না, সেইরূপ পূর্ব্বতন কোন ভাষার অস্তিত্ব স্বীকাব না কবিলে অপভ্রংশ হইবাব সম্ভাবনা কোথায? ইংবাজেবা কযেক শতাব্দী নানা দেশ বেড়াইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদেব ভাষা বদলাইতেছে না, কাবণ তাঁহাবা নিজ ভাষাতে নিতান্ত প্রযোজনীয় দুই একটী অপব

ভাষার শব্দ ভিন্ন অধিক লইতেছেন না, লইবার আবশ্যকতাও বুঝিতেছেন না। মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া এদেশীয়ের সহিত অধিক পরিমাণে মিশিলেন; সুতরাং তাঁহাদের ভাষা ও ভারতবর্ষের ভাষা মিলিত হইয়া উর্দ্দু সৃষ্ট হইল। যেখানে ঐরূপ মিশ্রণ, সেইখানেই নূতন ভাষার গঠন।

কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালা দেশে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দ লইয়া আসেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ও বৌদ্ধগণ সংস্কৃত, মাগধী ও হিন্দী লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে কেহ সংস্কৃত ও হিন্দী কোন সময়ে লইয়া গিয়াছিলেন কি না স্থির নাই। কিন্তু ডাগর, ডান্‌পিটে, পোড়া, থাম্‌চান প্রভৃতি বহুল শব্দ সংস্কৃত দূরে থাকুক, হিন্দীতেও নাই। ঢেঁকী শব্দটা হিন্দী হইতে লওয়া বোধ করিলে হানি নাই। কারণ কনোজ ও তৎসন্নিহিত স্থানের লোকের নিকট আমাদের ঢেঁকীও যাহা, তাহাদের 'ঢেকী'ও তাহা। পাঠক মনে রাখিবেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ সকল স্থান হইতেই বাঙ্গালায় আইসেন। তদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানী ঢেঁকলী বলিয়া একটা জিনিষ আছে, উহা নিম্ন-স্থান হইতে জল উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটা বাঁশ বা লম্বা কাঠ কপিকলের মত লাগান থাকে। তাহার একদিকে একটা ভারী পাথর বা মাটীর বোঝা অথবা একটা মানুষ থাকে; অপরদিকে দণ্ডীসংলগ্ন জলপাত্র থাকে। একজন দণ্ডীযুক্ত ভাগটা ঝুঁকাইয়া ধরে। পাত্র জলপূর্ণ হইলে সে হাত ছাড়িয়া দেয়। বিপরীত দিকে বোঝা থাকায় জলপাত্রটা উচু হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ঢেঁকী শঙ্কুমধ্য কপিযন্ত্র; এ ঢেকুলীও তাহাই। কিন্তু ফুলা, গিরা (আচল), ঝুড়ী, কড়ি, টাকনা, কাট্‌না, ভাজাল, চাকা (আস্বাদ লওয়া) পিঁড়ে, উনুন, ইহারা না সংস্কৃত, না মাগধী, না পার্সী, না হিন্দী, না আরবী, কিছুই নহে। যদি বল প্রয়োজনবশতঃ সেগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। প্রতিশব্দ থাকিতে সৃষ্টি আবশ্যক কি? তোমার দখলে যখন প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত ও হিন্দী রহিয়াছে, তখন মাথা ঘামাইয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে যাইবে কেন? তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, সমাচার শব্দ জানা থাকিলেও খবর শব্দ ব্যবহার কেন হইল? উত্তর— পেয়াদায়, বিজেতা মুসলমান ক্রমাগত খবর বলে, কাজেই 'সমাচার' চুপ হইল, 'খবর' চেঁচাইতে লাগিল। প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, মুসলমানেরা চাঁদ বলে কেন, 'মাহ্' ছাড়ে কেন? ইহাও প্রয়োজন বশতঃ। অধীন হিন্দুস্থানীগণ ক্রমাগত চাঁদ বলে, কাজেই মাহ্ চুপ হইল। প্রচুররূপে পার্সী ও হিন্দীর মিশ্রণ আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নূতন কথার সৃষ্টি আবশ্যক হয় নাই। যদি কদাচিৎ নূতন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও গ্রাম্য শব্দের মধ্যে নহে, বিদ্বানের ব্যবহার্য্য ভাষায় তাহা হইয়াছে। তাহাও উভয় ভাষার শব্দ সকলের অংশ লইয়া, একেবারে ভুঁইফোড় নূতন শব্দ সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রতি লক্ষ্য রাখ, ইহাই দেখিবে।

আমাদের কনোজিয়া পূর্ব্বপুরুষগণ বলিতেন "হাম মন্দরকো গয়েরহ্ন", আমরা এখন

বলি, আমি মন্দিরে গিয়াছিলাম। গয়েরহনের সহিত গিয়াছিলাম মিলে না। বেশ বুঝিতে হইবে যে এই ছি, ছে, ছ প্রভৃতি প্রত্যয় পূর্ব্বে ছিল না। রাজপুতানায় ও গুজরাটে ক্রিয়াপদসমূহে ছ অক্ষরের বড়ই প্রাবল্য। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হ ও ভ বড় ভাল বাসিতেন, যথা হুয়া, ভয়া। যাঁহারা বলেন, সংস্কৃত ও হিন্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন ভাষা ছিল না, তাঁহারা 'দ' বা 'ড' পছন্দ না করিয়া আমাদের কনোজিয়াগণের 'ছ' প্রবৃত্তির কি কারণ নির্দ্দেশ করিবেন? আমরা যদি বলি যে পূর্ব্বে একটী জাতি ছিল, তাহাদের ক্রিয়া পদের প্রত্যয় অনেকটা রাজপুতানা ও গুজরাটের প্রত্যয়ের সহিত সাদৃশ্য রাখিত, তাহা হইলে কি দোষ হয়? কনোজিয়াদের প্রত্যয় বাঙ্গালায় আছে, তাঁহারাও যেইব, লেব. দেব, করিব, বলেন, আমরাও যাইব, দেব ইত্যাদি বলি। মিশ্রণের নিয়মই এই,—কতক নূতন, কতক পুরাতন।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণীরা সকলেই প্রায় কাঠ বা ঘুঁটে পুড়িতেছে বলেন, 'দহন' 'জ্বলন' বলেন না। হিন্দী থাকিতে কনোজিয়াবংশধরেরা কেন যে একটী নূতন কথা তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করিলেন, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এরূপ নূতন কথা সৃষ্টির প্রবৃত্তি ত বড় দেখিতে পাই না। বিদ্বানদিগের মধ্যে কতকটা এ প্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু তাঁহারাও পূর্ব্বপ্রচলিত ভাষার শব্দ হইতে উহা সৃষ্টি করেন। আমরা মষদা মশ্‌টাই, মাখি বা চট্‌কাই। কনোজিয়ারা মষদা মাড়ত হন্ ও উর্দ্দুওয়ালারা মৎদা গূদ্‌ডা হু বলে। মশটাই মৃষ্ হইতে, মাখি ম্রক্ষ্ হইতে। এই দুই সংস্কৃত ও একটী উর্দ্দুর সঙ্গে চট্‌কাই কেন জুটিল? স্ত্রীমস্তিষ্ক এই অভিনব শব্দটির সৃষ্টি করিয়া বুঝি অধিকন্তু ন দোষায় মন্ত্রের সাধন করিয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে বাঙ্গালায় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে চট্‌কাই কথা ছিল।

সালিসী।—(আরবী) সুল্‌স্=তিন, ইহা হইতে সালিস=তৃতীয়। সালিসী অর্থে তৃতীয় ব্যক্তির কার্য্য, মধ্যস্থতা।

বাজে আপ্ত।—(পার্সী) বাজ্=ফের। ইয়াফ্‌তন হইতে ইয়াফ্‌ত=মিলিত প্রাপ্ত। যাহার ছিল, পুনরায় তাহার হওয়ার নাম বাজেয়াপ্ত হওয়া। চুরির মাল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মাল সে পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই অর্থের একটু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, গবর্ণমেণ্ট সেই জমীটা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন, কি না নিজ দখল করিয়া লইয়াছেন। সেই জমীটা পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ছিল, এরূপ স্থলে প্রয়োগটী ঠিক, অন্যত্র নহে।

হুবহু—(আরবী) হু=উহা, ব=সহিত, হু=উহা। উহার সহিত উহা। অর্থাৎ যে কে সেই, অবিকল (the very same)

মৌজ—(আরবী) তরঙ্গ। গঙ্গায় আজ বড় মৌজ হইতেছে।

ফকীর—(আরবী) ফক্‌র্=অভাবযুক্ত হওয়া (to be in want), সুতরাং ফকীর=

অভাবযুক্ত ব্যক্তি, গরীব। মহম্মদের উক্তি 'আল ফক্‌রো ফকুরী' অর্থাৎ আমার কিছুই নাই, আমি এই গর্ব্ব রাখি।

ফিকর্—(আরবী) চিন্তা, খেয়াল, সুতরাং উপায় ; কারণ উপায় চিন্তা ভিন্ন হয় না। বাঙ্গালায় ফিকির = কৌশল এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

খেয়াল—(আরবী) মনোযোগ, মন, ভাব এই সকল অর্থে হিন্দুস্থানে ও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। খেয়াল ছিল না = মনোযোগ ছিল না। "ক্যা উঁচা খেয়াল" = কি উচ্চ ভাব ইত্যাদি।

নাজেহাল পেশেমান—পেশেমান (পার্সী) = লজ্জাযুক্ত। নাজেহাল বোঝা গেল না। নাজুক হালের অর্থ হয় delicate situation বা সঙ্কট অবস্থা।

পতা—(হিন্দী) = নিশানী, চিহ্ন। বাঙ্গলায় 'পাতা পেলুম না' = চিহ্ন পাইলাম না, অনুসন্ধান পাইলাম না।

ঢাকসুমুর = ধার্ষ্টমো = (সংস্কৃত) ধৃষ্টতা।

সুত্‌রমুকুল = সুশৃঙ্খল (সংস্কৃত)।

বিচ্‌রমকুল = বিশৃঙ্খল (ঐ)।

অলপ্পেয়ে = অল্পায়ু (ঐ)।

বন্দ ও বস্ত উভয়ই পার্সী বস্তন্ (ধাঁধা) ধাতু হইতে লওয়া হইয়াছে, কোন কাজ আপনার হাতে লওয়াকে বন্দোবস্ত করা বলে।

বন্দ্‌গী—প্রচলিত অর্থ সেবা। বস্তন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমি বন্দগী করিতেছি অর্থাৎ বন্দিত্ব করিতেছি।

সরঞ্জাম—(পার্সী) সর্ = শেষ, অঞ্জাম = শেষ। দুই শব্দের এক অর্থ হইলে উভয়ের মিলনে যে শব্দের উৎত্তি হয়, তাহাতে উহাদের অর্থের তীব্রতা সূচিত হয়। কোন কার্য্যকে ভাল করিয়া শেষ করাকে সরঞ্জাম কহে। বাঙ্গলায় ইহার অর্থ আয়োজন দাঁড়াইয়াছে।

খালাস ও খোলসা—(আরবী) খল্‌স্ হইতে। খল্‌স্ অর্থে ছেড়ে যাওয়া, অব্যাহতি পাওয়া।

বোকা—(সংস্কৃত) বুক্ক = ছাগ। আমরা যখন কাহাকে বোকা বলি, তখন তাহাকে ছাগলই বলি। কদাচিৎ পাঁঠাও বলি।

বালাই—যাবনিক "বলা" শব্দের অপভ্রংশ। বলা = বিপদ। কি বালাই = কি বিপদ। 'বালাই লইয়া মরি' কোন প্রিয়তম সম্বন্ধে যদি বলা হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ইহার সমস্ত বিপদ লইয়া আমি যেন মরি,—এ ব্যক্তি ভাল থাকুক। "আয়ে বোশনিয়ে তরা তো বর্‌মন্ বলা সুদী" = হায়, আমার হৃদয়ের গুণ তুই আমার বিপদ স্বরূপ হইলি।

পিয়ারী—(হিন্দী) পিয়ার = ভালবাসা। যাহাকে ভালবাসা যায়, সেই পিয়ার, স্ত্রী হইলে পিয়ারী। আমাদের রাধা এই জন্য পিয়ারী বা প্যারী, কেননা কৃষ্ণ তাঁহাকে ভাল

বাসেন। 'পিষাবা' ফল কেন এত ভালবাসাব পাত্র হইল বলা যায না। পিযাব শব্দ আবার বোধ হয সংস্কৃত প্রিয় শব্দ হইতে হইযা থাকিবে। অথবা প্রিয় শব্দ পিযাব হইতে কোন কালে হইযাছিল। কোন্‌টা ঠিক্ কে বলিতে পাবে ?

গোঁযাব—(হিন্দী) গাঁও+আব (কিম্বা 'আল)=গ্রাম সম্বন্ধীয=গ্রামীণ, সুতবাং মূর্খ, জিদী, অমার্জ্জিত ইত্যাদি।

ধুচুনী—বাঙ্গালা ন ওঁনী প্রত্যযটা কবণবাচ্যে হয, কদাচিৎ কর্ত্তৃবাচ্যেও হয। চালনী=যাহা দ্বাবা চালা যায। কুকনী=যাহা দ্বাবা কোবা যায। বেলুন=যাহা দ্বাবা বেলা যায। বঁটিনী=যাহাব কাছে বঁটি আছে। কুটুনী=যে কোটে। ছেঁকনী=যাহা দ্বাবা ছেঁকা যায। ঝাড়ন বা ঝাড়নী=যাহা দ্বাবা ঝাড়া যায। সেইরূপ ধুচুনী=যাহা দ্বাবা ধোযা যায। ধুউনী না হইযা ধুচুনী কেন হইল ? এই 'চ' আদেশেব কি কোন নিযম আছে ? উত্তব, তাহা জানি না। তবে ধুউনী=যে ধোয—এই কর্ত্তৃবাচ্যদ্যোতক অর্থ বাখিলে কবণ-বাচ্যদ্যোতক আব একটী শব্দ না তৈযাব কবিলে চলে না। সেই শব্দ 'ধুচুনী' হইযাছে, এইরূপ যদি ভাবি, তাহাতে দোষ কি ?

বাঙ্গালা ভাষায অনেক শব্দেব এমন প্রতিশব্দ আছে, যাহা সংস্কৃত বা যাবনিক ভাষা হইতে নিষ্কাশন কবা যায় না। কদাচিৎ কোনটী হিন্দীব সহিত মিলান যায ; বাকীব কিছুই ঠিক কবা যায না।

ঠ্যাকার, গ্যাদা=অহঙ্কাব, অহঙ্কাবে মট্‌মটে।
ডোল, ঢপ=আকাব।
রক, পিঁড়ে=দাওযা।
শোঁকা=ঘ্রাণ লওযা (সুগন্ধা, চাটনা প্রভৃতি হিন্দীতে আছে)।
উকুড়ো=মুডকী (জেমোকাঁদিব দিকে ব্যবহৃত)।
নিকুন=পবিষ্কাব কবা।
কামান=ক্ষৌব কবা।
জল থই থই=জল পূর্ণ।
স্যাঙাৎ=মিত্র।
খুঁটী=প্রোথিত দণ্ড।
উনুন=চুল্লী, আকা।
চেটো, থাবা=হস্ততল।
নুড়কুৎ=ছেলে।
পোঁচ=কবতলেব দৈর্ঘ্য।
তাঁইস্=তিবস্কাব।
ল্যাংট উলঙ্গ=(নগ্ন হইতে কি ?)

পাঁদাড়=আবর্জ্জনা স্থান, আঁস্তাকুড়।

আস্ত=সম্পূর্ণ।

ত্যাঁদড়, ব্যাদড়া=দুষ্ট।

পগার=সঙ্কীর্ণ খাদ বা খাই। (হিন্দী পগ=পা)।

উঠান=চত্তর, পোলা=ছেলে, পুলে=ছেলে।

উজান=স্রোতের বিপরীত।

আবার=পুনর্ব্বার (রাজপুতানায় আবার শব্দ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ এখনি)।

জাঙ্গাল=মাটির বাঁধ।

ভ্যাজাল=গণ্ডগোল। পূর্ব্বদেশে নদীর জল কমিয়া গেলে নৌকাগুলি এক জায়গায় মিলিত হওয়াকে ভ্যাজাল কহে।

তুন=জোয়ার, (সুন্দর বনের দিকে ব্যবহৃত)।

টাক্‌না=ব্যঞ্জন।

হাই=জৃম্ভন।

বাটনা=শিলে পেষণ।

হাঁচি=ক্ষবথু।

ভাগাড়=গরুর শ্মশান।

নোড়া, নুড়ী=ডেলা, ঢিল।

খাবরা=কলসী ভাঙ্গা।

দৌড়ান=ধাবন।

সুরকি=ইটের গুড়া।

কচলান=ধোওয়া।

ড্যাকরা, ডান্‌পিটে=দুষ্ট বালক।

এয়িস্ত্রী, এয়ো=সধবা স্ত্রীলোক, সংস্কৃত আয়তি শব্দ হইতে কি?

টনকো=শক্ত।

রগড়ান=ঘষা।

ঠুন্‌কো=ভঙ্গপ্রবণ। স্ত্রীলোকের স্তনে ব্যথা হইলে তাহাকেও ঠুন্‌কো বলে।

রগড়=তামাসা।

নিপট=নির্দ্দয় (কেবল কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়)।

আলাৎ পালাত, আবল তাবল, গোল্লায় যাও প্রভৃতি বহুসংখ্যক শব্দ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে সংস্কৃতভাষীদিগের বঙ্গে আগমনের অনেক পূর্ব্বে হইতে একটী বা কতকগুলি প্রাচীন ভাষা বঙ্গে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতভাষীদিগের আগমনের পরে নূতন করিয়া আবার শব্দ তৈয়ার হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস হয় না। প্রয়োজন ব্যতিরেকে নূতন শব্দ সৃষ্ট কেন

হইবে? সংস্কৃতের পূর্ব্বে বঙ্গে যে একই ভাষা ছিল, এ বিষয়েও সন্দেহ হয়। কারণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল দেশজ শব্দ প্রচলিত আছে, তা হার কতক-গুলি এক জেলায়, কতকগুলি বা অন্য জেলায় কথিত হয়। পিঁড়ে=বক, আ কা=উনুন উত্তর দেশে প্রচলিত, কলিকাতা অঞ্চলে নহে। এই সকল ব্যাপারে সহজে এই অনুমান হয়, যে যে জেলার প্রাচীন বাঙ্গালীরা যে যে শব্দ ব্যবহার করিত, সেই সেই শব্দ এখনও ব্যবহৃত আছে ও বহুল সংস্কৃত শব্দের মধ্যে থাকিয়া সেই সেই শব্দগুলি তত্তৎস্থানের দেশজ শব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। একটী উদাহরণ দিতেছি। মণিপুরে এখন বিশেষরূপে সংস্কৃতের ও বাঙ্গালাভাষার আমদানী হইতেছে। তাহাদের অনেক দেশজ শব্দের বিনিময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক দেশজ শব্দ আজিও বদলায় নাই। কতক-গুলি কখনও বদলাইবে, এরূপ বোধ হয় না। তথায় চাঁদ=যথা, সূর্য্য=নুমি, জল=ইশিং, দুধ=সঙ্গম, অহঙ্কার=থোই, পগার=খুম্বন, এখনও প্রচলিত আছে। কোলদেশে সংস্কৃতজ্ঞের প্রভূত পরিমাণে গতিবিধি নাই। যদি কখনও হয়, তথাপি খাওয়া=জুমকেটা, আপনি=গম্‌কে, দুধ=তোযা, জল=দা, চলিয়া গিয়াছে=সেনেতোনা, এ সকল বহু-শতাব্দীতেও পরিবর্ত্তিত হইবে না। আবার দেখুন, হিন্দুস্থানে পাঠানদিগের সময়ে পারস্য-ভাষার প্রচুর ব্যবহার হইত, কিন্তু হিন্দী মরিল না। পরে আকবর শাহ পারস্য ও হিন্দী মিশাইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে বহু হিন্দী শব্দ পারস্য প্রতিশব্দ সত্ত্বেও প্রচলিত হইল। বড় বড় সহর হইতে যত দূরে যাইবে, পারস্যের মিশ্রণ ততই কম ও বিশুদ্ধ হিন্দীর ততই আধিক্য। লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যাইবে, যে মথুরার হিন্দী হইতে মৈণ-পুরীর হিন্দী কিছু ভিন্ন, তাহা হইতে কাশীর ভিন্ন, তাহা হইতে ত্রিহুতের ভিন্ন। সেইরূপ সংস্কৃতজ্ঞগণের পদার্পণের পূর্ব্বে বঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রাচীন বাঙ্গালা কথিত হইত। কেহ কেহ বলিবেন যে, সে সময় ত সমুদ্র হিমালয়ের নীচে পর্য্যন্ত ছিল, তোমার প্রাচীন বাঙ্গালা কহিত কে? ইহার উত্তরে এমত বলা যাইতে পারে যে, হিমালয়ের নীচে সমুদ্র থাকার কাল লক্ষবর্ষের সংখ্যায় গণিত হওয়া উচিত। আর ভাষা বিষয়ে প্রাচীনার্ব্বাচীনত্ব সহস্রবর্ষের সংখ্যায় গণিত হওয়া উচিত। কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, তোমার প্রাচীন বাঙ্গালীরাও ত অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে, অতএব তাহারাও অন্য স্থান হইতে ঠ্যাকার, গ্যাদা, নুড়কুৎ প্রভৃতি প্রস্তাবিত শব্দ সকল আনিয়া থাকিতে পারে। বাঙ্গালা দেশের জমি ফুড়িয়া ত ঐ সকল শব্দ নির্গত হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালীরা অন্য স্থান হইতে শব্দ সকল আনিয়া থাকিবে, বিচিত্র কি? মনুষ্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধি-কারের পৌর্ব্বাপর্য্যে ইয়ত্তা হয় না। আমরা কেবল সংস্কৃতভাষিগণের আগমনের পূর্ব্বভাব বিচার করিতেছি।

আমরা এ কথাও অস্বীকার করি না, যে নূতন শব্দও সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হয়, তাহা একবার লেখা হইয়াছে। উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে কি প্রকারে নূতন শব্দ দৃষ্ট

হইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করুন, দেখিবেন, পূর্ব্বপ্রাপ্ত শব্দসকলের সংযোগ বা রূপান্তর করণেই তাহা সাধিত হইতেছে।

বাদা = সুরা।

কমর (পার্সী) = কটিদেশ।

শিন্নি = শীরণী = যাহা দুধের ন্যায় স্বাদযুক্ত অর্থাৎ মিষ্ট। শীর (যাবনিক) = ক্ষীর (সংস্কৃত)। আরবেরা কোন কথার আদ্যক্ষরকে হসন্ত রাখে না। ক্ষীর উহারা উচ্চারণ করিবে না, 'ক্'টাকে উড়াইয়া দিবে। এজন্য এদেশে আরবী পাঠীরা ও পারসীপাঠীরা স্কুলকে ইস্কুল বা সিকুল করিয়া উচ্চারণ করে। ত্রিফলকে ইত্রিফল কহে। শীরনী মিষ্ট মাত্রকেই বুঝায়। কিন্তু বাঙ্গালীরা সত্যনারায়ণের পূজার বাতাসা ও কাঁচা শিন্নিকেই বুঝেন। কদাচিৎ সইস্‌চাঁদের শিন্নিও চলিত আছে।

জায়গীর—জা কিম্বা জায = ভূমি। গিরিফতন ধাতু হইতে গীর শব্দ। উক্ত ধাতুর অর্থ ধরা। গীর শব্দের অর্থ যে ধরে। অতএব জায়গী = জাগীর = estate = ভূমিসম্পত্তি। জাগীরদার অর্থে যাহার ভূমিসম্পত্তি আছে, কারণ দার শব্দের অর্থ যে রাখে বা ধারণ করে।

গোলাপ = গুলে আর। পারসীতে 'গুল' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ ফুল; কিন্তু ইহার এক বিশেষ অর্থ গোলাপ ফুল; এবং 'আব' শব্দে জল, অতএব 'গুলে আব' অর্থে গোলাপ ফুলের জল। কিন্তু গোলাপ বা গুলাবের প্রচলিত অর্থ গোলাপ ফুলই রহিয়া গেল। বাস্তবিক গোলাপ = গোলাপ জল হইলেও আমাদিগকে গোলাপের উপর জল ব্যবহার করিয়া গোলাপ জল করিতে হয়। যুনানী চিকিৎসকেরা গোলাপের জন্য 'গুলে সুর্খ' শব্দ ব্যবহার করেন। কারণ সুধু জল লিখিলে হয় ত পাঠক পুষ্প সাধারণকে বুঝিতে পারেন। সুর্খ = লাল। সুধু গুল শব্দ যে গোলাপ অর্থ ব্যঞ্জক, তাহা গুলকন্দ শব্দে বুঝিয়া লও। কন্দ = চিনি। বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন শব্দে 'গুল' কেবল পুষ্প অর্থেও ব্যবহৃত আছে, যথা—গুল বাহার = ফুলের নক্‌সা, গুলজার = বাগান। পশ্চিমাঞ্চলে গুলে বাস = কৃষ্ণকেলি, গুলমেহেদী = দোপাটী, গুলেযসমন = চামেলী। পারস্য, আরব ও তুরুষ্ক প্রভৃতি দেশে যে ব্যক্তি যে পুষ্পকে জঙ্গল বা বিদেশ হইতে আনিয়া আপনার বাগানে প্রথম রোপণ করিত, ঐ পুষ্প তাহারই নামে অভিহিত হইত, যথা—গুলে বাস = গুলে আব্বাস, অর্থাৎ যে পুষ্প আব্বাস কর্ত্তৃক জনপদমধ্যে প্রথম আনীত হয়। এইরূপ গুলমেহেদী = মেহেদী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বা তাঁহার দেশে প্রথম প্রকাশিত পুষ্প।

গোলাপ আর জোলাপ একই কথা। আরবের লোক 'গাফ্' অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না। গ এর স্থানে জ ব্যবহার করে। গুলাবকে জুলাব বলে। গুলাব = গোলাপ ফুলের জল। জুলাব = গোলাপ ফুলের জল। কিন্তু ঐ সকল দেশে গোলাপ ফুলের জল বিরেচক (সারক)। গোলাপ পাপড়ীতে প্রস্তুত গুলকন্দ যে বিরেচক, তাহা

অনেক বাঙ্গালী জানেন। যবন দেশে জুলাব শব্দে গোলাপেব জল এই অর্থ ক্রমে অপ্রচলিত হইযা বিবেচক বস্তু মাত্রই বুঝাইতে লাগিল। [আববেরা চ উচ্চাবণ কবিতে পাবে না, চএব স্থানে স উচ্চাবণ কবে, যথা চীন=সীন। প উচ্চাবণ কবিতে পাবে না, প এব স্থানে ব উচ্চাবণ কবে, যথা, ঋপি=ঋবি]।

জুল্ ফ্—আমরা কাণেব নিকটেব চুলগুলাকেই জুল্ফী বুঝি, কিন্তু পাবস্য কবি কখন উহাকেও বুঝেন, কখনও সমগ্র কেশদামকেও বুঝেন।

নিমকী—নমকীন। নমক শব্দেব অর্থ লবণ। অতএব নমকীন শব্দে লবণসংযুক্ত বুঝিতে হইবে। ময়বাব দোকানে আমবা দুই আস্বাদেব খাবাব দেখিতে পাই, নমকীন ও মিঠা,—যথা কচুবী ও জিলিপী। পাবস্যকবিদিগেব নিকট হুসন্ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দুই প্রকাব। হুসনে নমকীন ও হুসনে সবীঃ। সবীঃ ঊষাকালীন পূর্ব্বাকাশেব বর্ণকে বলে। অতএব হুসনে সবীঃ বলিলে লাল টক্‌টকে, তাহাতে ঈষৎ হবিদ্রাভা মিলিত আছে, এরূপ বঙ বুঝায়। হুসনে নমকীন বলিলে চাঁদপানা ঠাণ্ডা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গোছেব বঙ বুঝায়। মুখেব চেহাবা সম্বন্ধেও হুসনে সবীব সহিত টিকোলো, ঝাড়ালো ভাব মিশ্র আছে। হুসনে নমকীনেব সহিত ঢল ঢলে মোলাযেম ভাব মিশ্রিত আছে। অনেক পাবস্য কবিব চক্ষে হুসনে নমকীন অধিক প্রিয, এই সৌন্দর্য্যকে তাঁহাব 'সব্‌জ'ও বলিযা থাকেন। নিম্নলিখিত কবিতাটীতে পাবস্য কবিদিগেব পছন্দ বুঝিতে পাবা যাইবে।

নেস্ত তুর্কানে খতাবা খুবী এ সব্‌জানে হিন্দ্।
চোবচিনি খুর্দ গাঁবা কয্ বর্‌খোযাঁ নমক্॥

খতাবাসী তুর্কীদিগেব মুখে হিন্দুস্থানেব সবুজেব সৌন্দর্য্য নাই; যাহাবা নিবন্তব চোবচিনি খায, তাহাদেব খোযানেব উপব নমক কোথায?

চীনেব পশ্চিমভাগে খতাদেশ। চীন ও খতা প্রভৃতি স্থানে চোবচিনিব বডই প্রচলন। ঐ সকল স্থান হইতে আমাদেব দেশে চোবচিনি আসিযা থাকে। যে সকল ব্যাবামী চোবচিনি বাঁধা নিযমে খায, তাহাদিগকে নুন খাইতে নাই। তাই কবি বলিতেছেন, ক্রমাগত যাহাবা চোবচিনি (বাঙ্গালীব টোপ্‌চিনি) খায, তাহাদেব নিকট লবণেব আস্বাদ কোথায? হিন্দুস্থানেব মুখশ্রী পাবস্য কবিদিগেব চক্ষে কত প্রিয, তাহা ইহাতেই বুঝা যায। আমাদেব 'সংস্কৃত লাবণ্য শব্দও লবণ শব্দ হইতে উৎপন্ন। অতএব নমক বা লবণে কিছু আছে। নহিলে মাঝে মাঝে নুন ও লঙ্কা দিযা মুডি খাইতে ইচ্ছা হইবে কেন?

হাফেজ একস্থানে কহিযাছেন, "তোমাব প্রণযেব দ্বাবা আমাব ক্ষত হৃদযে তুমি তোমাব রূপস্বরূপ নমকদান ভবিযা নমক দিতেছ"।

ফফড় দালাল। দালাল আববী দলিল শব্দ হইতে উৎপন্ন। দলিল শব্দে বাদানুবাদ বা প্রমাণ বিচাব বুঝায। যে ব্যক্তি ক্রয বিক্রয স্থলে মধ্যস্থ হইযা বিচাব বিতর্ক কবে, সেই দালাল। ফফড, পপড় বা পড়্‌পড়্ হিন্দী গ্রাম্য শব্দ। ইহাব অভিপ্রায এই যে বিনা

আহ্বানে আপনি উপবপডা হইযা যে দালালী কবে, সেই ফফড় দালাল। হিন্দুস্থানে এই শব্দ বঙ্গীয অর্থে প্রচলিত। সুতবাং বলিতে হইবে যে, হিন্দুস্থান হইতে উহা বাঙ্গালায গিযাছে। এই শব্দটিব তত্ত্ব নির্ণয কবিযা আমাব সন্তোষ হয নাই। কাবণ ফাঁপা, ফোঁপবা প্রভৃতি শব্দ শূন্যমধ্যতা বা অসাবতা ব্যঞ্জক। উহাদেব হিন্দী প্রতিশব্দ পোলা ও পোল। ফফড় কথাব জনযিতা ফোঁপবা হইতেও পাবে। কিন্তু এক কথা এই যে হিন্দুস্থানে ফাঁপা বা ফোঁপবা শব্দ নাই, অথচ ফফড় আছে। ফফডকে পোল হইতে কেমন কবিযা উৎপন্ন কবিতে বসি? আমি এখন যাহা লিখিতেছি, অনুসন্ধানে যদি বুঝি যে আবও সন্তোষকব ব্যাখ্যা মিলিতে পাবে, তাহা পশ্চাৎ জানাইব। সমস্ত শব্দ সম্বন্ধেই পাঠক আমাব এইরূপ প্রবৃত্তি জানিবেন।

উকীল। আববী ওকালৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহাব অর্থ সমর্পণ। মোকর্দ্দমা যাহাকে সমর্পণ কবা যায, সেই উকীল। আববী ভাষায ঈশ্বরও উকীল, কাবণ তাঁহাকেও আমবা সমস্ত সমর্পণ কবিযা থাকি।

গর্‌বা। হাসিব গব্‌বা উঠিযাছে। সম্ভবতঃ এই শব্দটী আববী গব্বব=অহঙ্কাব এবং গেব্‌বা=অহঙ্কাবী শব্দদ্বযেব সহিত সম্বন্ধ বাখে। মত্তভাবে হাসা অহঙ্কাবেব কাছা-কাছি জিনিষ। কিন্তু ইহাব সম্বন্ধে আমি এখনও সন্দিহান। তাহাব বিশেষ কাবণ এই যে গব্‌বা শব্দ হিন্দুস্থানে অপ্রচলিত। আবও কাবণ এই যে অতিহাস্য বহু সমযে সবলতাব পবিচাযক।

গরীব। আববী গুববৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। গুব্‌বৎ অর্থে জন্মস্থান হইতে দূবে যাওযা বা প্রবাস। এরূপ অবস্থায প্রায়ই লোকে ভাল মানুষ বা ধনহীন হইযা পড়ে, তাই এই দুই অর্থে হিন্দুস্থানে গবীব শব্দ ব্যবহাবে আইসে। কিন্তু বাঙ্গালীবা ভালমানুষ অর্থে ইহা কম ব্যবহাব কবে, ধনহীন অর্থে অধিক ব্যবহাব কবে। ইহাব আসল অর্থ প্রবাসী, কিন্তু হিন্দুস্থানে প্রচলিত উর্দ্দুভাষায এই আববীয় অর্থ লোপ পাইযাছে। যদি কদাপি ব্যবহৃত হয ত 'গবীব উল বতন' অর্থাৎ বতন (জন্মস্থান) হইতে দুববর্ত্তী। এই বতনটিব অধিকন্তু প্রযোগ আবশ্যক হইযাছে, নহিলে সুধু 'গবীবে' ওভাব আসে না।

বেওতন=বে বতন। ভদ্রাসন হইতে কোন গৃহস্থকে তাড়াইযা দিলে বেবতন কবা হয। বাঙ্গালা ভাষায ইহাব প্রকৃত অর্থই প্রচলিত। বতন আববী শব্দ। পাঠক এই 'ব'টী ইংবাজী 'w'ব ন্যায উচ্চাবণ কবিবেন। ইহা অন্তঃস্থ 'ব', ইহাব উচ্চাবণ 'ওঅ'। আমি অনেকগুলি আববী শব্দের উল্লেখ কবিলাম। বাঙ্গালা ভাষায এত আববী শব্দ কি প্রকাবে আসিল?

৬৩৫ খৃষ্টাব্দে পাবস্যেব শেষ বাজা ইজ্‌দীগার্দ আববীয মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পবাজিত হন। এই ভাগ্যহীন বাজা একুশ বৎসব বযসে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পাবস্যের বাজা হইযাছিলেন। পববৎসবে খলিফা ওমাবেব সমযে আববগণ কর্ত্তৃক পবাজিত হন। তিনি আব ষোল বৎসব

জীবিত ছিলেন ও ছোটতে বড়তে আরবীদিগের সহিত ষাটটী যুদ্ধ করেন ও প্রায় সকল যুদ্ধেই হারেন; কিন্তু কিছুতেই বশতাপন্ন হন নাই বা মুসলমান হন নাই। যাহা হউক সত্বরই পারস্য সম্পূর্ণরূপে আরবীগণের ভোগভূমির স্বরূপ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে প্রচুর আরবীয় শব্দ পারস্য ভাষার সামিল হইয়া গেল। আবার ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্বকালে ঐ নবীন পারস্য ভাষা হিন্দীর সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রাচুর্য্যযুক্ত উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইল। এইজন্য হিন্দুস্থানী উর্দ্দুভাষায় যেমন বিস্তর পার্সী শব্দ, সেইরূপ বিস্তর আরবী শব্দও জুটিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালাতে ঐ হিন্দী, পার্সী, আরবী জড়িত উর্দ্দু বহুলভাবে প্রবেশ করিয়াছে।

দাখিল—দখল শব্দ হইতে। দখল অর্থে অধিকার করা। দাখিল=অধিকৃত হওয়া। বাঙ্গালায় ক্রমে ইহার অর্থ সন্নিবিষ্ট বা সামিল হইয়া গিয়াছে।

তাজ্জব—আরবী উজুব (আশ্চর্য্য) হইতে।

আচম্বিত। হিন্দী 'আচম্বা' হইতে উৎপন্ন। আচম্বা শব্দের অর্থ অকস্মাৎ বা আশ্চর্য্য।

নেশায় চুর।—নশ্‌শা আরবী। চুর=(চূর্ণ) হিন্দী। অর্থাৎ নেশাতে চূর্ণ বা কর্ম্মে অপারগ। এই ভাবে উর্দ্দুতে 'নশ্‌শেমে চুর' শব্দ প্রচলিত আছে।

কছম=(পার্সী) কিস্‌ম=প্রকার।

রস্‌সা=(পার্সী) রসন=দড়ী।

পস্তানা=হিন্দী পছ্‌তাওনা বা পছ্‌তানা। পস্‌=পশ্চাৎ, তাও বা তাব=তাপ। অতএব পশ্চাৎ তাপ করাকে পস্তানা বলে।

কম—পার্সী শব্দ, ঐ ভাষাতেই ইহার অর্থ 'অল্প'।

চম্পট। হিন্দী ও উর্দ্দুতে চম্পৎ শব্দ আছে, কিন্তু আরবী ও পার্সীতে তাহা নাই। সুতরাং হিন্দী হইতে উহা উর্দ্দুতে মিশিয়াছে বলিতে হইবে। চম্পৎ শব্দ পলায়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর সাহের ওস্তাদ কবিবর জৌক লিখিয়াছেন—

চম্পই রঙ্কা ওহ্‌ আপ্‌নী দেখা কর্‌ আলম। এক আলমকা হো দিল্‌ লেকে বগলমে চম্পৎ। সে আপনার চম্পকবর্ণের মুখশ্রী দেখাইয়া বহুজনের হৃদয়কে আপনার কক্ষে লইয়া চম্পৎ দিল।

ওস্তাদ (পার্সী)=শিক্ষক।

বগল—(পার্সী) ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ কক্ষ, হিন্দীতে কাঁখ। বাঙ্গালাতেও ঐ কাঁখ শব্দ প্রচলিত।

কিনারা (পার্সী)=সীমা। বাঙ্গালাতে সীমা অর্থে কিনারা প্রচলিত। কিন্তু উপায় অর্থেও কিনারা বাঙ্গালায় আছে। ইহাও সীমা বা শেষ অর্থ হইতে প্রণোদিত। কার্য্যের কিনারা করার নাম তাহার শেষ করা, অথবা যে উপায়ের দ্বারা তাহা শেষ হয়, তাহা

করা। 'এ বিপদে সে কিনারা পাইল।' তরঙ্গায়িত নদী হইতে কিনারা পাওয়ার নাম যেমন উদ্ধার পাওয়া, সেইরূপ এখানে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

ফাঁসী। হিন্দী ফঁসনা ধাতুর ণিজন্ত ফাঁসনা। ঐ ফাঁসনা হইতে ফাঁসী। ফসন = কোন জালে জড়িত হওয়া। ফাসনা = কোন জালে জড়িত করা।

চেহারা (পার্সী) = মুখমণ্ডল।

তদবীর (পার্সী) = উপায়।

রকম (আরবী) = প্রকার।

গুলজার। গুল (পার্সী) = ফুল, জার (পার্সী) = কেয়ারী। গুলজার অর্থে ফুলের কেয়ারী, ইহা হইতেই ইহার প্রচলিত অর্থ শোভাময়।

পোষ। (পার্সী) পোষিদন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ আবরণ ও পরিধান। সেই জন্য পালঙপোষ মানে যে কাপড় খানাতে পালঙ ঢাকা যায়। পালঙ সংস্কৃত পালঙ্কের অপভ্রংশ।

তথ্‌তাপোষ = যে জিনিষটা তখতাদ্বারা ঢাকা থাকে। তখ্‌ৎ পার্সী শব্দ। বাঙ্গালা দেশে তখ্‌তাপোষ বলিতে কাষ্ঠশয্যা বুঝায়, কিন্তু হিন্দুস্থানে ইহার অর্থ যাহার দ্বারা তখ্‌তা ঢাকা যায়।

বালাপোষ = উপরের পরিধান (বালা = উপর)।

বোলবোলা = বোলবালা। বোল্ হিন্দী শব্দ, ইহার অর্থ বোলি বা বাক্য—এখানে ইহার অর্থ হুকুম। বালা অর্থে উৎকৃষ্ট বা উচ্চ। এজন্য হিন্দুস্থানে আশীর্ব্বাদ করে "তোমার বোলবালা হউক" অর্থাৎ তোমার হুকুম উচ্চ হউক, ভাব এই যে, তুমি একটা বড়লোক হও। বাঙ্গালায় বোলবালা বদ্‌লাইয়া গিয়া বোলবোলা শব্দ চলিয়াছে এবং প্রতাপ অর্থ দ্যোতন করিতেছে। কেহ যেন 'বহুল ভাল' হইতে বোলবোলাকে না টানেন।

হাড়পাক। হাড়পাকের বোঝা সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলাতে কোন কোন স্থানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের হা'র হইলে তাহাকে পাক খাইতে হয় ও তৎকালে তাহার মস্তকে বোঝা চাপান হয়, এই প্রথা আছে। সেই প্রথা হইতেই কষ্টকরত্ব ব্যঞ্জক হাড়পেকের বোঝা বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

মজ্জাভঙ্গ = মজ্জিভঙ্গ = মজ্জিভঙ্গ বা মাঝাভঙ্গ, ইহারই একটা রূপান্তর ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। মধ্যভঙ্গ হইলে জীবমাত্রেরই যেরূপ ক্লেশপূর্ণভাবে চলন হইয়া পড়ে, সেইরূপ অপমান, অর্থনাশ বা প্রিয়বিয়োগাদিতে মনুষ্য ক্লেশপূর্ণ ভাবে কালযাপন করে। সেই জন্য অপমানাদি মজ্জাভঙ্গের কারণ।

শামাদান। পার্সীতে শামা শব্দে প্রদীপ বুঝায় ও দান অর্থে যাহার উপর রাখা যায়। ইহার অন্যান্য উদাহরণও বাঙ্গালায় প্রচলিত পার্সী শব্দে পাওয়া যায়, যথা আতরদান,

বাতিদান প্রভৃতি। অতএব শ্যামাদান অর্থে পিলসুজ বা তদ্বৎ দীপধারক বস্তু বুঝায় জানা গেল। শ্যামা ঠাকুরাণীর নিকট যাহা দান করা যায়, তাহা শ্যামাদান, এরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

দার ও দারী। যে রাখে সে দার ও তাহার ভাব দারী। যথা খবরদার, খবরদারী। যখন বলি খবরদার হও, তখন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে খবর রাখিও, অসতর্ক হইও না। সংক্ষেপে আমরা খবরদার মাত্র বলিয়া থাকি। খবরদারী অর্থে সতর্কতা। ঐ রূপ জমীদার জমীদারী, জমাদার জমাদারী, হাওয়ালদার হাওয়ালদারী, তলবদার তলবদারী। এই হাওয়ালদার আমাদের দেশে হালদার রূপ প্রাপ্ত হইয়া কতকটা জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে।

খবর = সংবাদ।

জমা = সমূহ।

জমা শব্দের সমূহ ব্যঞ্জক ভাব বাঙ্গালা ভাষায় আছে। মানুষ জমা হইয়াছে দেখ। কত টাকা জমা করিলে। এই সমূহ অর্থ হইতে জমা অর্থে অনেক টাকা বুঝাইয়া গিয়াছে। অমুকের জমাজমী আছে, একথায় অমুকের টাকাও আছে, ভূসম্পত্তিও আছে, এইরূপ বুঝায়।

গিরি। গিরিফতন ধাতু হইতে গির্, গিরি ও গিরিফতার শব্দের উৎপত্তি। উক্ত ধাতুর অর্থ ধরা। কেরাণীগিরি অর্থাৎ কেরাণীর কার্য্য ধরা বা অবলম্বন করা। গেরেপতার কর অর্থাৎ গিরিফ্‌তার কর; তাৎপর্য্য—ধর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, তোমার দয়াতে আমি গিরিফ্‌তার হইলাম ও অমুক নারীর প্রেমে সে গিরিফতার হইল, এইরূপ চলন আছে। এই সকল স্থলে ধরা পড়া, বাঁধা পড়া এই অর্থ সূচিত হইতেছে। গিরি শব্দের প্রচলন বাবুগিরি, মুন্সীগিরি প্রভৃতি শব্দেও দেখ।

বাবু। পার্সীতে মাম্ শব্দে মাতা ও বাব শব্দে পিতা বুঝায়। ঐ দুই শব্দ বাব বাব ব্যবহার বশতঃ মা, বাপ আকার ধারণ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। 'উ' এই প্রত্যয়টী অত্যন্ত স্নেহবাচক ও অনেক স্থলে নিকৃষ্টত্ববাচক। বাবু শব্দের 'উ' প্রত্যয়টী স্নেহবাচক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাবু শব্দের দ্বারা স্নেহপূর্ব্বক পিতাকে ডাকা হয়। হিন্দুস্থানে এইরূপ অভিপ্রায়ে কথাটী উৎপন্ন হইয়া ক্রমে প্রতিপালক, ধনী, পদস্থ ব্যক্তি এই সকলের জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। বাবু শব্দ ক্রমে পূর্ব্ব অর্থ ত্যাগ করিয়া বড়লোক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আবার আর এক আশ্চর্য্য এই যে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শব্দটী অপ্রচলিত হইয়া বাঙ্গালা দেশে প্রখর ভাবে প্রচলিত হইতে লাগিল। এরূপ ঘটনার কারণ স্থির করা কঠিন নহে। মনে কর কোন দেশের ভাষায় কোন একটী বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিতে অনেকগুলি শব্দ আছে; কিন্তু সেই ভাবটী অপর ভাষায় প্রবেশ করিলে তদ্জ্ঞাপক সকল শব্দগুলি প্রবেশ করে না; একটি বা বড় জোর দুইটি মাত্র শব্দ

চলিয়া যায় ও মিশিয়া পড়ে। স্কুল শব্দটি যত প্রচলিত, আকাডেমী সেমিনারী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় তত প্রচলিত নহে।

দুনিয়া শব্দ বাঙ্গালায় যেমন চলিয়াছে, পৃথিবী অর্থ প্রকাশক খলক্‌ৎ প্রভৃতি শব্দ তেমন চলে নাই। জীব বুঝাইতে বাঙ্গালীরা জানোয়ার শব্দ মাত্র লইয়াছে, হেওয়ান শব্দ লয় নাই। কারণ ভিন্নভাষীরা অনেকগুলা বিদেশীয় শব্দ লইয়া কি করিবে? আর একটী কথা পাঠকের মনে রাখা উচিত। একবিষয়সম্পৃক্ত কতকগুলি কথা এক ভাষায় যে যে বস্তু বা ভাব প্রকাশ করে, সন্নিহিত দেশের ভাষায় কথাগুলি প্রচলিত থাকিলে ও এক বিষয় সম্পৃক্ত হইলেও, ঠিক তত্তৎ বস্তু বা তত্তৎ ভাবের দ্যোতক হয় না। যেমন ছিলাম ও হুকা একবিষয়সম্বন্ধীয় বস্তু, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ছিলাম অর্থে এক ডেলা তামাক, যাহা কলকের মধ্যে সাজা হয়, তাহাই বুঝায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম্ অর্থে কলকে, তামাক নহে। হুকা আমাদের দেশে কাহাকে বলে সকলেই জানেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ওটাকে 'নারিয়েল' বলে। হুক্কা বলিলে ধাতু প্রস্তুত সট্‌কা বা গড়গড়াকে বুঝায়।

হদ্দ কথাটা পার্সী হদ্। হদ্ অর্থে সীমা। ইহা বাঙ্গালায় প্রচলিত চৌহদ্দী শব্দেই বুঝিতে পারা যায়। উর্দ্দুভাষী ব্যক্তি চূড়ান্ত এই অর্থে হদ শব্দের ব্যবহার করেন। যেমন শেখীকা হদ, গুস্তাখীকা হদ্, বেইমানিকা হদ্ অর্থাৎ দম্ভের চূড়ান্ত, অবিনয়ের শেষ সীমা, অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা ইত্যাদি। বেহদ্ শব্দের অর্থ অসীম। বাঙ্গালায় যে হদ্দ মজা, হদ্দ তামাসা, হদ্দ বিচার, হদ্দ অবিচার, হদ্দ হারাতে, ইত্যাদি কথা আছে, তাহাতে হদ্দ হদ্ শব্দের পার্সী অর্থই জ্ঞাপিত হইতেছে।

হাড়।—ইংরাজি হার্ড হইতে হাড, এরূপ মনে করিতে নাই। কারণ কোন অনুভবের আতিশয্য জ্ঞাপনার্থ সকল দেশেই হাড কথার সংযোগ দেখা যায়। হাড হাড়ছাড়া কিছুই নহে। বাঙ্গালায় দেখ, "গালিটা হাড়ে হাড়ে ফলিল" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ফলিল। এমন বাতাস কর, যে হাড় ঠাণ্ডা হয়। তিনি এই মীমাংসাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন। তুমি এই অপমানটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছ। এই সকল স্থলে হাড় গভীরার্থ প্রবোধক হইতেছে। উর্দ্দুতে উস্কে বাৎসে মেরী হড্ডী হড্ডী জল গয়ী অর্থাৎ উহার কথায় আমার অস্থি অস্থি (প্রত্যেক অস্থি) জ্বলে গেছে, এখানেও হাড় অত্যর্থবোধক।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে হাড়হাবাতে অর্থে অত্যন্ত হাবাতে। হাবাতে যে 'হাভাত' কি না 'হা অন্ন' 'দরিদ্র', তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কথা উপলক্ষে পার্সীর বহুসংখ্যক শব্দ যে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলিতে হইল। পারস্য দেশে আরবী ও পারসীতে মিশ্রিত অনেক সঙ্কর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার হিন্দুস্থানে পার্সী ও হিন্দীতে অনেক সঙ্কর শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষাতে উভয়বিধ মিশ্র শব্দই দৃষ্ট হয়।

CENTRAL LIBRARY

কোতোয়াল (হিন্দী)=কোট+ওযাল=দুর্গ বক্ষক, এক্ষণে এই কোতোযাল নগবেব প্রধান শান্তিরক্ষককে বুঝায।

সাহেব (আববী)=অধিকাবী। যথা সাহেবদৌলত=ধনবান্, সাহেব হুসন=সৌন্দর্য্যেব অধিকাবী=সুন্দব, সাহেব আকল=বুদ্ধিমান্। কিন্তু ক্রমশঃ এই সাহেব অর্থে মনুষ্য, ভদ্রলোক, সভাব সভ্য ইত্যাদি হইযাছে। পবে সাহেব অর্থে ইংবাজ দাঁড়াইযা গিয়াছে। সাহেবেব অর্থ—'ঈশ্বব' পর্য্যন্ত। মহাত্মা কবীব কহিযাছেন "ভলীবুবী সব্বী সুন্ লিজো কব্ গুজবান্ গবীবীমে সাহেব মিলে সুববীবে।" অর্থাৎ লোক ভাল মন্দ যাহা বলে সব শুনিযা লও এবং নিবীহ ভাবে কালযাপন কব, ঈশ্বরকে ধৈর্য্যেব দ্বাবাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাব (আববী)=পুস্তকেব অধ্যায। বাঙ্গালাতে কোন বিষয়েব বিশেষ হিসাবকে বাব বলে।

বাবৎ (পার্সী)=জন্য। যথা মোকর্দ্দমা বাবতে আমাব ৫০০৲ টাকা খবচ হইল।

বাবা (পার্সী)=পিতামহ। বাঙ্গালায পিতা অর্থে ব্যবহৃত হয।

বারকশ (পার্সী)=যে বোঝা লইযা যায়। ইহাই কি বাঙ্গালা বাবকোশ ?

বারগীর (পার্সী)=যে নিজে ঘোড়া বাখে না, কিন্তু পবেব ঘোড়ায চড়ে। ইহাই কি মহাবাষ্ট্রীয লুটেবা সওযাব ?

বার (পার্সী)=সময়। এক বাব=এক সময=এক দফা।

বাজ (আববী)=শিকাবী পক্ষিবিশেষ।

বাজু (পার্সী)=বাহু।

বাজুবন্দ (পার্সী)=বাহুতে বদ্ধ অলঙ্কাববিশেষ। ইহাই বাঙ্গালীব বাজু।

বারবরদার (পার্সী)=যে ব্যক্তি বোঝা উঠাইযা লইযা যায়।

বারবরদারী (পার্সী)=বোঝা লইযা যাওযাব বেতনাদি। একথা বাঙ্গালাতেও এই অর্থে ব্যবহৃত হয।

বাতল (আববী)=মিথ্যা=বাতিল (বাঙ্গালা)।

বালিগ (আববী)=বযঃপ্রাপ্ত হওযা, ইহা হইতেই আমাদেব সাবালগ, নাবালগ। বাঙ্গালীবা নাবালক বলেন, বলুন, আমবা নাবালককে বালকই বুঝিব অর্থাৎ যে বযঃপ্রাপ্ত নহে।

বাজী (পার্সী)=খেলা। আমাদেব দেশে সচবাচব দ্যূতক্রীড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভেল্কী, বাঁশবাজী প্রভৃতিও বুঝায। বাঙ্গালীবা হাব জিতেব সর্ত্তকেও বাজী কহেন। যথা, কি বাজী ফেলবে।

বাবর্চ্চী (পার্সী)=পাচক।

বরখাস্ত (পার্সী)=উঠাইযা লওয়া।

বরবাদ (পার্সী)=উচ্ছন্ন যাওয়া।

বখ্‌ত্‌ (পার্সী) ভাগ। কম বখত্‌, বদ্‌বখ্‌ত্‌=মন্দ ভাগ্য।

বখশীশ (ঐ)=দান।

বখ্‌শী (ঐ)=বেতনবিভাগকারী রাজকর্ম্মচারী।

বখিল (আরবী)=কৃপণ। "দাতার চেয়ে বখিল ভাল স্পষ্ট জবাব দেয়।"

বদলা (পার্সী)=পরিবর্ত্তে যাহা দেওয়া হয=বিনিময়।

বদনাম (ঐ)=দুর্নাম।

বরাত (ঐ)=অংশ। "কি বলিব আমার বরাতে নাই।" বাঙ্গালায় বরাত=অদৃষ্ট।

বরদাস্ত (পার্সী বরদাস্তন=উঠান ধাতু হইতে)=যাহা উঠাইতে পারা যায় বা সহ্য করা যায়।

বরতরফ (পার্সী)=কর্ম্মচ্যুত করা।

বখ্‌রা (পার্সী)=অংশ।

বস্‌ (পার্সী)=বহুত। "বস্‌, বোকোনা"=ঢের হয়েছে, আর বকিও না।

বগল (পার্সী)=বাহুসন্ধি, ক্রোড। লড়কা বগল্‌মে ঢুঁঢোরা সহরমে=ছেলে কোলে রহিয়াছে, কিন্তু সহরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বাঃ (পার্সী)=আচ্ছা। বঃ ও বাঃ=বাহবা=আচ্ছা এবং আচ্ছা।

বখার (আরবী)=বাষ্প। হিন্দুস্থানে ইহা জ্বর রূপে বিখ্যাত, কারণ জ্বর পেটের বাষ্প অথবা বাহিরের বাষ্প হইতে উৎপন্ন।

বাহর (ঐ)=খোলা। বাঙ্গালা বাহির।

বকর (ঐ)=গাভী। ইহা হইতেই বক্‌রা=ছাগল, গরু ইত্যাদি।

বাহার (পার্সী)=বসন্ত=শোভা।

বায়না=কোন বস্তু ক্রয়ের জন্য পূর্ব্বাহ্ণে যে কিছু দেওয়া হয়।

বয়নামা=বিক্রয়ের দস্তাবেজ।

বাহানা (পার্সী)=কারণ। "তিনি সেই বাহানায় বাটী চলিয়া গেলেন" অর্থাৎ সেই কারণ দেখাইয়া গেলেন।

বেশী (পার্সী)=অধিক।

বেদ (ঐ)=বেত, (সংস্কৃত) বেত্র।

পাজী (ঐ)=নীচ, অযোগ্য।

পা (ঐ)=পদ।

সানি (আরবী)=দ্বিতীয়। ছানি তদ্ভবক=দ্বিতীয়বার তদ্ভবক।

লা (ঐ)=না, যথা, লাসানি=অদ্বিতীয়।

নাচার=লাচার=নিরুপায় (চারা=উপায়)।

গিবা (হিন্দী) = আঁচল।

তন্নতন্ন (সংস্কৃত) = পুঙ্খানুপুঙ্খ = তৎ ন তৎ ন। নৈযায়িকেরা বলেন "এতদ্ বৈদান্তিকা উচুঃ, তন্ন তন্ন।"

মস্ত (পার্সী) = মাতাল, "ঈশ্বর প্রেমে মাতোযারা।" বাঙ্গালায় কি জানি কেন, মস্ত = বৃহৎ।

অক্‌সার (আরবী) = সর্ব্বদা।

একসা (পার্সী) = একই প্রকার।

জন্ = স্ত্রী। বহুবচনে 'জনানা'।

হাজি (আরবী)।

মোরগ (পার্সী) = পক্ষী। মুরগী = পক্ষিণী। কালেতে কুক্কুট এবং কুক্কুটী বুঝাইয়া যাইতেছে।

কুল (পার্সী) = সমুদায়।

বিলকুল = এমন কি সমুদায়। কারণ বিল্ (আরবী) = এমন কি। এজন্য বিলকুল একটী মিশ্র শব্দ অথবা hybrid word

দফ্‌তর (আরবী) = কাছারির কাগজ পত্র।

দফে (ঐ) = একবার।

দস্তুর (ঐ) = নিয়ম, কায়দা। পারস্যের অগ্ন্যুপাসকদিগের প্রধান পুরোহিত।

চারা (হিন্দী) = গো মহিষাদির খাদ্য গুল্মাদি। আমাদের দেশে চারা = ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

খত্ (আরবী) = রেখা ; ক্রমশঃ চিঠি অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

খেতাব (ঐ) = নাম, উপাধি।

খতম্ (ঐ) = শেষ।

নামা (পার্সী) = চিঠি। "নবিসন্দা দানদ্ দরনামা চীস্ত্" অর্থাৎ লেখকই কেবল জানেন যে চিঠিতে কি আছে। এই নামা শব্দের ব্যবহার ওকালতনামা, বয়নামা, জাহাঙ্গীর নামা, বাজিনামা প্রভৃতি কথার মধ্যে পাঠক দেখিবেন।

দরবার (পার্সী) = বাদশাহী কাছারি = রাজসভা।

দর্জ্জী (ঐ) = যে সেলাই করে। দরজ্ = সেলাই।

দোহাই—আরবী দুআ = ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা।

শীশা (পার্সী) = কাচ, শীশমহল = কাচমহল।

শিশি (ঐ) = কাচের বোতল।

জজিয়া (আরবী)। ইহার পার্সী গজিয়া। নৌসেরোঁয়ার রাজত্ব সময়ে পারস্যে অগ্ন্যুপাসক সম্প্রদায় ব্যতীত খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি বিবিধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিতেন। ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদের ধর্ম্ম যাহাতে সচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতে পারেন, এই

জন্য তাহাদের নিকট হইতে একটী কর লওয়া হইত। তাহাকে জজিয়া বলিত। উহা প্রত্যেক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার উপরে নির্দ্ধারিত ছিল। পরিমাণ যৎসামান্যই ছিল। এখনকার দিনে মুসলমানেরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে ঐ কর গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক সময় পরিমাণ দুঃসহ হইয়া উঠে। পারস্যের বর্ত্তমান বাদশাহের পিতার নাম নসরুদ্দিন শাহ। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। যে সময় ইনি বিলাত গমন করেন, তখন অধ্যয়নাদি কার্য্য উপলক্ষে লণ্ডনবাসী বোম্বাইয়ের পার্সীগণ পার-স্যের বাদশাহকে একটী সভায় আমন্ত্রিত করিয়া অভিনন্দন করেন এবং এই প্রার্থনা করেন যে যদিও আমরা প্রায় ১৩০০ বৎসর পারস্য হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি আমরা আপনাকে আমাদের পিতৃভূমির রাজা বলিয়া আপন রাজা মনে করি। আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী পারস্যবাসী পার্সীগণ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যারপরনাই উৎপীড়িত হইয়া থাকে। আপনার ন্যায় সদাশয় বাদশাহের নিকট যে, এই অত্যাচারের প্রতিকার হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি।" নসরুদ্দিন শাহ প্রথমতঃ পরিহাস করিয়া বলিলেন, যে তোমাদেরই স্বধর্ম্মাবলম্বী বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহ নৌসেরোঁয়া কর্ত্তৃক বিধর্ম্মীদিগের উপর জজিয়া কর স্থাপিত হইয়াছিল, অতএব তোমরা কেন ঐ করের বিরুদ্ধে এখন কথা কহিতেছ? যাহা হউক তিনি লণ্ডনবাসী পার্সীদিগের সমাদরে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে পারস্যে প্রত্যাগত হইয়াই অগ্ন্যুপাসক পার্সীদিগের নিকট হইতে জজিয়া কর উঠাইয়া লন এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যে কি মুসলমান কি অমুসলমান সর্ব্ববিধ প্রজাই আমাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করুক। এই অমেয়াত্মা বাদশাহ অগ্ন্যুপাসক পার্সীদিগের উপর আরও কয়েকটী বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহার নাম প্রত্যেক প্রজার জিহ্বায় রটিত হইতেছে।

আরবীয়েরা 'গ' উচ্চারণ করিতে পারে না, 'জ' বলে। যথা গজিয়া=জজিয়া, ভঙ্গ=বজ্জ; চতুরঙ্গ=চতরঞ্জ।

শোহরত (আরবী)=প্রচার। শোহরত হইতে মশহর কথার সৃষ্টি। ইহার অর্থ বিখ্যাত, নামজাদা। বাঙ্গালায় মাশুলচোর=মশহুরচোর=বিখ্যাত চোর, সে যে বাস্তবিক মাশুল চুরি করে তাহা নহে।

ইস্তেহার শব্দও এই শোহরত শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ যাহা দ্বারা প্রচার করা যায়=বিজ্ঞাপন।

পায়া (পার্সী)=পদ। "ব্যাটার বড় পায়া হইয়াছে"।

পায় (পার্সী)=পা, যেমন পায়দান, পাদান=যাহাতে পা রাখা যায়।

পয়মাল (পার্সী)=পামাল=দুর্ভাগ্যবান হইয়া যাওয়া।

পায়জার (পার্সী)=জুতা। বাঙ্গালায় পয়জার।

পায়খানা (পার্সী)=স্বেদখানা।

হাসিল (আরবী)=কর আদায় করা বা ফল গ্রহণ করা।

মহ্‌সূল (আরবী)=যে কর আদায় করা হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালার 'মাশুল'।

হিসাব (আরবী)=গণনা।

রফ্‌ত্‌ (আরবী)=অভ্যাস।

মিসমার (আরবী)=পেরেক, খোঁটা। যে স্থানে তাঁবু গাড়া হয়, সে স্থান খুব পরিষ্কার না করিলে তাঁবু গাড়া হয় না। এইজন্য মেছমার করা=কেটেকুটে সাফ করা।

গোলাব পাশ=যে পাত্র দ্বারা গোলাব জল ছিড়কাও করা হয়। পার্সী 'পাশীদন্' ক্রিয়ার অর্থ ছিড়কাও করা।

কামরা (আরবী)=ঘর।

ইশারা (আরবী)=ইঙ্গিত।

ফাজিল (আরবী) খুব, উত্তম। "ব্যাটা বড় ফাজিল" অর্থাৎ যত জানে তাহা অপেক্ষা কিছু বাড়াবাড়ি বা জেয়াদা দেখায়।

ফাল্‌তো (যাবনিক ফালতু শব্দ হইতে উৎপন্ন)=বাজে জিনিষ=অদরকারী জিনিষ।

ফানূস্ (আরবী)—আমাদের দেশের ফানস।

ফলানা (আরবী ফলাঁ হইতে উৎপন্ন)=ব্যক্তি।

তার (পার্সী)=সূতা।

সদর (আরবী)=প্রত্যেক জিনিষের অগ্রভাগ, মুখ, প্রধান অংশ, যথা সদর দরওয়াজা, সদর নায়েব ইত্যাদি।

অন্দর (পার্সী)=মধ্য; যথা অন্দরমহল।

আফ্‌সোস্ (পার্সী)=দুঃখ।

বাঙ্গালা ভাষার গঠন কার্য্যের মধ্যেও আরবী, পার্সীর দুই একটী নিয়ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত 'চ' এবং বাঙ্গালা 'এবং' অর্থে পারসী 'ও' ব্যবহৃত হয়; যথা—রাম ও যদু ও বিনোদ ও কেশব পাস হইয়াছে। এই অনেকবার 'ও' বসান ইংরাজীর দেখাদেখি আজকালকার বাঙ্গালায় উঠিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ছিল। এখন কেবল শেষে একটী 'ও' থাকে। কয়েকটী উপসর্গ বা অব্যয় আরবী পার্সী হইতে গৃহীত হইয়াছে, যথা—অভাব-বাচক 'বে', উদাহরণ বে-আরাম, বেহায়া, বেদাগ, বেমালুম, বেচারা। আমরা আবার উহাতে সঙ্কর শব্দ প্রস্তুত করিয়াছি, যথা বেরঙ। বেপড়া=যে পুস্তক পড়া হয় নাই।

দর=মধ্য, যথা, দরকার=কাজের মধ্য।

দরমাহা=মাস সম্বন্ধীয় অর্থাৎ বেতন।

বদ=মন্দ। যে শব্দের পূর্ব্বে ইহা বসিবে তাহাকেই মন্দ করিয়া দিবে, যথা—বদনাম, বদহাওয়া, বদগন্ধ (hybrid), বদ আহার, বদ হজম ইত্যাদি।

না (অভাববাচক এবং বিপরীতার্থ বোধক)। যথা=নামবদ, নাচার।

কয়েকটী প্রত্যয়েরও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার হইতেছে। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য করিবার জন্য ভাববাচক 'ঈ' প্রত্যয়, যথা, বদমেজাজ হইতে বদমেজাজী, বদনাম হইতে বদনামী, এইরূপ বদমাইসী, পণ্ডিতী, মাষ্টারী ইত্যাদি। আবার বিশেষ্য হইতে বিশেষণকারী 'ঈ' হিন্দী হইতে লওয়া হইয়াছে। যথা—দরকার হইতে দরকারী, সরকার হইতে সরকারী। দার, কার, গিরি, দান প্রভৃতি শব্দোৎপন্ন প্রত্যয় বাঙ্গালায় বহু পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে, যথা—মজাদার, মীনেকার, নক্‌সকার, দাতাগিরি, কলমদান। হিন্দী পন্=পানা বিস্তর ভাবে চলিতেছে, যথা—বাঙালপানা, তেতোপানা ইত্যাদি।

দিল্ =(পার্সী)=মন, হৃদয়।

"তৌ অঙ্গরী বদিলস্ত ন বমাল।
বুজুরগী ব অকলস্ত ন বসাল॥"

অর্থাৎ বড়মানুষী হৃদয়ের সহিত, সম্পত্তির সহিত নহে, গুরুত্ব বিবেচনার সহিত, বয়সের সহিত নহে।

ব=সহিত। আমাদের দেশে বলিয়া থাকে যে "চোর বামাল ধরা পড়িয়াছে কি না" অর্থাৎ মালের সহিত ধরা পড়িয়াছে কিনা।

হোশ (পার্সী)=চেতনা, জীবন, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহাই বাঙ্গালার হুঁশ্।

হোশীয়ারী হুশিয়ারী=খবরদারী, হুশিয়ার=খবরদার।

দস্তাবেজ (পার্সী)=কাগজপত্র।

তোপ (তুর্কী)—লস্কর এবং তোপ দুইই বুঝায়।

জহাজ (আরবী)=জাহাজ=বৃহৎ পোত।

জহান (পার্সী)=পৃথিবী। শাহ্‌জহাঁ=পৃথিবীর রাজা। জাহাঙ্গীর=জঁহাগীর=পৃথিবীর অধিকারী। নুরজাহান=নুরজহাঁ=পৃথিবীর জ্যোতিঃ। জহানাফ্রী=পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা=ঈশ্বর। "দিলন্দর জাহানাফ্রী বন্দ্ ও বস্।" অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টাকে বাঁধ্, তাহা হইলেই বাস্, আর চাই কি?

শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচার্য্য।
জবলপুর।

বাঙ্গালা কর্ম্মকারক।

বাল্যকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণে পড়িয়াছিলাম, কর্ম্মকারকে 'কে' বিভক্তি হয়। উদাহরণ যথা :—

ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।
অবোধকে বুঝাব কত বোধ নাহি মানে॥

এই 'কে' বিভক্তি গ্রাম্য কথাবার্ত্তার ভাষায় 'রে' আকার ধারণ করে। কখন কখন 'কে' বা 'রে'র পরিবর্ত্তে 'য' বসে। সর্ব্বনাম শব্দগুলির প্রয়োগে এই ত্রিবিধ বিভক্তিরই ব্যবহার দেখা যায়। যথা—তাহাকে, তাকে বা তারে দেখ্‌তে পেলাম না, কাহাকেও, কা'কেও বা কারেও না বলে, সে পালিয়েছে। কলিকাতার ভাষায় কারুকে, আমাদের নদীয়া অঞ্চলে কাউকে এইরূপ পদও ব্যবহার হয়। যা'কে দেখ্‌ছে তাকেই ধর্‌ছে, যারে তারে তো আর ডাকা যায় না, তোমাকে আমারে কি আর একথা বলিতে পারে; তোমায় আর সালিসী করিতে হ'বে না, আমায় একবার ডেকেছেন, তোমারে হেরিলে অঙ্গ জ্বলে, "তোমারে না পেলে আমি ছাড়ির না, ছাড়িব না।" এই 'কে' 'রে' ও 'য' র উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই।

কিন্তু সচরাচর কর্ম্মকারকে এই সকল বিভক্তি না হইয়া পদটী যেমন তেমনই (uninflected) থাকে, এরূপ উদাহরণের সংখ্যাই বেশী। আমার বিবেচনা হয়, কর্ম্মকারকে বিভক্তি না দেওয়াই বাঙ্গলা ভাষার সাধারণ নিয়ম। বিভক্তির প্রয়োগ বিশেষ বিধি। যে উদাহরণ স্বরূপ ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেটিতেও দেখি 'ধান' ও বোধ' এ দুইটী পদে বিভক্তির প্রয়োগ নাই। এক্ষণে ইহার ভিতর একটি সহজ নিয়ম আবিষ্কার করা যায় কি না ভাবিয়া দেখা যাক।

প্রথমতঃ সর্ব্বনাম শব্দে inflection (বিভক্তিযোগ) হয়। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম শব্দে বিভক্তিযোগ হয় না। এই নিয়মটী ঠিক ইংরাজী ভাষার নিয়মের অনুরূপ। ইংরাজীতে me, thee, him, her, বাঙ্গালায় আমাকে, আমারে, আমায়, তোমাকে, তোমারে, তোমায়, তাহাকে, তাহারে ইংরাজীতে it, that, this ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম, ইহারা কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়স্থলেই সমান থাকে, রূপান্তরিত হয় না। বাঙ্গালাতেও ঠিক তাহাই। যথা—এ (ইহা) না কর্‌লে চলবে কেন? তা (তাহা) বল্লেতো আর বাঁচি না। ইংরাজীতে relative ও interrogative pronoun ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলে কর্ম্মকারকে রূপান্তরিত হয় না, which, that, what, যথা, পক্ষান্তরে পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত who র রূপান্তরে whom হয়। বাঙ্গালায়ও ঠিক তাহাই। যথা—'যারে দেখ্‌তে নারি, তার হাঁটন বাঁকা' এস্থলে সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ। যা বারণ কর্‌ব তাই কর্‌বে, যা তা লিখ্‌লে

কোনও ফল হয না, যা দেবে দাও, তা ভেবে কি হবে? কি বল? কি কব? এস্থলগুলিতে সর্ব্বনাম ক্লীবলিঙ্গ।

দ্বিতীযতঃ, বিশেষ্য পদেব মধ্যে সংজ্ঞাবাচক শব্দেব (proper noun) উত্তব বিভক্তি হয। যথা—বামকে বল, হবিবে ডাক, কৃষ্ণকে মাব, যদুকে ধব, অভযকে সাধ, প্রসন্নকে আন। 'বাম বল, বাঁচা গেল' - 'হবি হবি বল' এ সব স্থলে অর্থেব একটু বিশেষত্ব আছে। সাধাবণ বিশেষ্য পদেব উত্তব কিন্তু প্রাযই বিভক্তি হয না। মনুষ্যবাচী বিশেষ্য যথা—লোক ডাক, বেহাবা ডাক, বামুন বল, চোব ধব, ধোপা আন। ইতবজীববাচী ও অচেতন পদার্থ-বাচী বিশেষ্য যথা—কি কথা বল্‌ছিলে বল, কথা কও, কথা কব, 'গরু মেবে জুতা দান', পাঁটা ধব, বাঘ-মাব, সাধ পুবাও, গা মোছ, পা ধোও, শাক বাছ, কুটনো কোট, বাটনা বাট, থালা আন, পযসা দাও, জিনিস লও, 'ফেল কড়ি মাখ তেল'।

বলা বাহুল্য যে ইংবাজী বিদ্যালযেব নিম্নশ্রেণীতে 'I see the sun'=আমি ঐ সূর্য্যকে দেখিতেছি, Bring the goat=ঐ ছাগলকে আন ইত্যাদি রূপ যাহা শেখান হয, তাহা বাঙ্গালা ভাষাব নিযম নহে, ইংবাজী ভাষাবও নহে, কেন না উভয ভাষাবই কর্ম্মকাবক বিভক্তিশূন্য। ওটা ইংবাজী শিক্ষক মহাশযদিগেব স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বা মৌলিক আবিষ্কাব। তাহাব জন্য বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীজাতি এই শ্রেণীব শিক্ষক মহাশযদিগেব নিকট ঋণী।

তৃতীযতঃ, 'ধোপা ডাক' 'ধোপাকে ডাক' দুইরূপ প্রযোগই আছে, কিন্তু উভয অর্থের প্রভেদ আছে। 'ধোপাকে ডাক' বলিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট (definite) ধোপা বুঝায। ধোপা ডাক বলিলে একজন যে সে ধোপা হইলেই চলিবে এইরূপ একটা ভাব আসে। ছোঁড়াকে ফিবাইযা দেওযা ভাল হয নাই' এস্থলে একজন জ্ঞাতপূর্ব্ব বালককে বুঝাইতেছে। এইরূপ বিশেষ ব্যক্তিব নির্দ্ধাবণ অর্থে চোবকে ধব, বামুনকে ফিবাও, ইত্যাদি প্রয়োগ হয। তাহা হইলে একটা নিযম এই পাওযা গেল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইতে বিভক্তিব প্রযোগ হয, অন্যত্র নহে। বস্তুব সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না।

[বাঙ্গালায 'টা' ও 'টি' অনেক সময়ে definite articleএব কাজ কবে, লোকটা=the man, বালকটি=the boy, এখানে কোন নির্দ্দিষ্ট লোক বা নির্দ্দিষ্ট বালক বুঝাইতেছে। এস্থলে কর্ম্মকাবকে বিভক্তিযোগ হওযাই নিযম। যথা লোকটাকে বল, বালকটিকে ডাকিযা আন। ইতব জীবেব পক্ষে বিকল্পে যোগ হয, ঘোড়াটা ধব, ঘোড়াটাকে ধব, কুকুবটা মাব, কুকুবটাকে মাব। জন্তব পক্ষে বিভক্তিযোগ হয না, কলমটা দাও; বইটা পড়, লাঠিটা ঘুবাও।—পঃ সঃ।]

চতুর্থতঃ, মানুষকে অমন কথা বলা যায না, ঘটককে ক'নে দেখতে পাঠাও, স্বামীকে ভক্তি কব, ইত্যাদি স্থলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি না বুঝাইলেও বিভক্তিব প্রযোগ হইতেছে। কেন? এ সকল স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুব যোগে বিভক্তিব প্রযোগ হইতেছে। এ সব স্থলে গৌণকর্ম্ম

(indirect object) বুঝাইতে বিভক্তির প্রয়োগ হইতেছে। ইহা অধিকাংশ স্থলেই ইংরাজী 'to' প্রযোগের অনুরূপ।

অতএব, এ বিষযের আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া গেল। ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে, সংজ্ঞাবাচক শব্দে, নির্দ্দেশার্থে এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণকর্ম্মে বিভক্তির প্রযোগ হয়। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। এই সিদ্ধান্তে কোনও ভ্রম প্রমাদ আছে কি না, পাঠকবর্গকে বিচারের ভার দিলাম।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবল্লভের রসকদম্ব।

(১৩০৯ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত)

দুই খানি রসকদম্ব গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইযাছে। একখানি যদুনন্দন ঠাকুরের ও অপর খানি কবিবল্লভের রচিত। দ্বিতীয় খানি অদ্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। কবিবল্লভ কৃত রসকদম্বের দুই খানি অনুলিপি আমরা পাইযাছি। ইহাদের এক খানি ১১৬৪ সাল বা ১৬৭৯ শকাব্দের ও অপর খানি ১৬৫০ শকাব্দের হস্তলিপি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দুই খানিরই ব্যবহার করিযাছি।

গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ইহা এক সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রতি শ্লোকে চারি পংক্তি বা চরণ। কবির কথা অনুসারে গ্রন্থে ৬০২০০ অক্ষর আছে,—

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয অযুত অক্ষর॥

১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রদীপে' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয এই গ্রন্থ একবার অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিযাছেন। তথায তিনি 'দুই শতাধিক ছয অযুত অক্ষর' কথার অর্থ ২০,৬০,০০০ করিযাছেন। তাহা ভ্রমাত্মক বলিযা বোধ হয, কারণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ পযার হইলেও গ্রন্থান্তর্গত চারি সহস্র পংক্তিতে ৫৬০০০ অক্ষর সংখ্যা হইত। গ্রন্থ মধ্যে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী অনেক আছে, সুতরাং অক্ষর সংখ্যা ৬০২০০ হওযা অসম্ভব নয, বরং সঙ্গতই।

রসকদম্ব ২২ অধ্যাযে বিভক্ত। প্রথম ও শেষ অধ্যাযের কিয়দংশ গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বর্ণনীয বিষযের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কবির পরিচয, গ্রন্থ রচনার সময, গ্রন্থের অবলম্বন ও অন্যান্য দুই একটি বিষয প্রদত্ত হইযাছে। দ্বিতীয অধ্যায হইতে মূল গ্রন্থের আরম্ভ। প্রতি অধ্যাযে এক একটি রস লইযা আলোচনা করা

হইযাছে। যে অধ্যাযে যে বসেব আলোচনা আছে, তাহাব শীর্ষদেশে সেই বসেব নাম উল্লেখ কবা হইযাছে, যথা :—

২	অধ্যায়	...	...	সূত্র রস	১৩	অধ্যায়	...	ভাব রস
৩	„	...	...	বৈভব রস	১৪	„	...	ভজন „
৪	„	...	...	হাস্য „	১৫	„	...	বীভৎস „
৫	„	...	...	প্রেম „	১৬	„	...	আস্থা „
৬	„	...	...	অদ্ভুত „	১৭	„	...	ভক্তি „
৭	„	...	...	শিক্ষা „	১৮	„	...	ভীত „
৮	„	...	...	স্তুতি „	১৯	„	...	বিস্ময „
৯	„	...	...	ভেদ „	২০	„	...	করুণ „
১০	„	...	...	শৃঙ্গার „	২১	„	...	বীর „
১১	„	...	...	প্রেম „	২২	„	...	দীক্ষারস*,
১২	„	...	...	শান্তি „				

গ্রন্থ বচনায কবিব অবলম্বন :—

"কলিযুগে চৈতন্য সরল অবতার।
নিজগণ সঙ্গে কৈল প্রেমেব প্রচাব॥
বৃন্দাবনে রূপসনাতন মহাশয়।
বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয॥
তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ।
পযারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিয়া প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আব করিযা প্রমাণ॥
মুঞি মূর্খ হীন তাহে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সংকটে॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতা দেখি কবিল আবম্ভ।
পযারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥"

উপবোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কবিব অবলম্বন বনমালী দাস, শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা এবং পুবাণ। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কাহাব বচিত জানি না, ইহাব নাম এই প্রথম শুনিলাম, কখন দেখি নাই। বনমালী দাস বৃন্দাবনে রূপসনাতনেব নিকট বসতত্ত্ব শ্রবণ কবিয়া কবিকে সমস্ত অবগত কবান। গ্রন্থেব মূল অবলম্বন ইহাই।

কবিব গুরুর নাম উদ্ধব, পিতাব নাম বাজবল্লভ এবং মাতাব নাম বৈষ্ণবী। বগুড়া জেলাব অন্তঃপাতী কবতোযানদী তীবস্থ মহাস্থানেব সন্নিকট অবোঢা গ্রামে কবিব নিবাস ছিল যথা :—

"নিজ গুরু ঠাকুব উদ্ধবদাস নাম।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভনা॥*
পিতা বাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যাখ্যা॥
আর যত বন্ধুগণ দিল উপদেশ।
তা সভাকে কৃষ্ণপ্রেম লভুক বিশেষ॥
কবতোযা তির† মহাস্থানের সমীপ।
অরোঢা গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

---

* পাঠান্তব স্বভাব।

† শ্রীযুক্ত বজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয এস্থলে 'করোত জাতিব" পাঠ কবিযাছেন। উহা যে ভ্রম তাহা তিনি এখন স্বীকাব করিবেন।

* গ্রন্থের শেষে যে গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহাতে দীক্ষারস লিখিত হইযাছে। লেখক।

মুকুটরায় নামক কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে কবিবল্লভ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন :—

"কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে। দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
তাহাতে মুকুট রায় ভজিল সজ্ঞানে॥ অনুরোধে করাইল প্রবন্ধ নির্ণয়॥

গ্রন্থরচনার সময় :—১৫২০ শকাব্দের ২০শে ফাল্গুন কবির গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় :—

"ফাল্গুন ফাল্গুনী ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে। বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
বিংশতি অংশক শুক্লার শুভবার শুভক্ষণে। তখনে রচিল রস কদম্ব পুস্তক॥"

রসকদম্ব পাঠ করিয়া বোধ হয় কবি সুপণ্ডিত ও রসিক ভক্ত ছিলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, রচনানৈপুণ্য এবং ভাবুকতা পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

কবি সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমরা কিছু খোজ পাই নাই।

(১) কবিবল্লভ কবির উপাধি, না তাঁহার নাম? যদি ইহা তাঁহার উপাধি হয়, তবে তাঁহার নাম কি ছিল?

(২) কবির জাতি কি, তাহা জানিতে পারি নাই। গ্রন্থ পাঠে তাহার কিছুই বোঝা যায় না। গ্রন্থে তাঁহার যেরূপ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হয়।

(৩) কবির বসতি স্থলের নাম লইয়া একটু গোলযোগ আছে। দুই খানি হস্ত লিখিত পুথিতে দুই প্রকার দেখিলাম (১) অমরাড়া (২) অরোড়া। এ দুই নামের কোন একটি ঠিক হইতে পারে অথবা দুইটিই অপর কোন নামের অপভ্রংশ। যাহা হউক, কবির বাসগ্রামের প্রকৃত নাম কি?

(৪) কবির বাটীর চিহ্ন কিছু আছে কি না? এবং তাঁহার বংশের কেহ এখন জীবিত আছেন কি না? পরিষদের সভ্যগণ উদ্যোগী হইলে শীঘ্রই ইহার মীমাংসা হইতে পারে।

গ্রন্থের আরম্ভ ভাগ এইরূপ :—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়ৎ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জং রম্যং ভক্তমধুব্রতং।
নত্বা রস কদম্বাখ্যং করোতি শ্রীকবিবল্লভঃ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

আহির রাগ। পয়ার।

জয় জয় নাগর শেখর রসগুরু। প্রেমরস ভক্তিদানে সুদ্ধ মহাশয়।
অজাচক জাচক পুরুখ কল্পতরু। দোস লেস নাহি ধরে গুণের আশ্রয়॥ ১॥
নিজ নাম অসীম নগর (?) বিস্তারিল। নিজ গুণ কুসুম কীর্ত্তন প্রকাশিল॥
প্রেমনাম ফল দিয়া অখিল তুষিঞা। জিব নিস্তারিল প্রভু অতি সান্ত হঞা॥
হেন প্রভু রূপ করি নয়ন পুতলি। হৃদয়ে বান্ধিব গুণ প্রেমের শুতলি॥
রসনা নর্ত্তক করি সে নামা বাবেশে। শ্রবণ পুরিত কবি সেহি গুণ জসে॥ ৩॥

সে তনু প্রসাদ ঘ্রাণে নাসিকা তুষিব।
প্রণাম কারণে নিজ শির নিজোজিব॥
সে পদকমলে বিমল মধুকর।
ভুজজুগ করি দিব কর্ম্মের কিঙ্কর॥ ৪॥

চরণ কবিয়া অগ্র দেখি তার লোক।
নিজ দেহ নিজোজিব খণ্ডিব ভব শোক॥

কবি নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল খর্ব্ব ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ॥
লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে॥
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি।
অন্তরে প্রবেশ তবে না হয় মাধুরী॥

অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান।
পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান॥
তে কারণে দাঁড়াঞা কহিল নিজ মনে।
পূর্ব্ব পক্ষ সন্ধান যে করে সেই জানে॥
গ্রাম্য কথা হেন মতে ছাড় সর্ব্ব জনে॥
নিরবধি কর প্রেম অমৃত ভোজনে॥

কবি পয়ার দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীকে যথাক্রমে খর্ব্ব, দীর্ঘ ও মধ্যম ছন্দ বলিয়াছেন। পয়ার শব্দও স্থানে স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন। এই তিন ছন্দ ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের ব্যবহার নাই।

২ অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় সূত্ররস। সূত্ররস শব্দের তাৎপর্য্য কি, ভাল বুঝিলাম না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত চরিত এবং দ্বারকার নাগরিকগণ কিরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে, তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

৩ অধ্যায়ের বর্ণনীয় দ্বারকার বিভব। দ্বারকানগরী, তথাকার, স্ত্রী, পুরুষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ের বর্ণনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ, ইহাতে কবির কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নগরের বর্ণনায় একটু বিশেষত্ব আছে। বর্ণনায় কোথাও ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার উল্লেখ নাই, নগরের প্রধান প্রধান সমস্ত গৃহই 'চালের ছাওনি'। সঙ্গে সঙ্গে গগনস্পর্শী গড়ের কথাও বলিয়াছেন।

নগর বর্ণনা :—

জয় জয় দ্বারাবতী, অদ্ভুত চরিত্র অতি,
সিন্ধুগর্ভে পুরীর নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বে কুশাস্থলী নাম, ত্রিভুবনে অনুপম,
কেবা জানে তাহার প্রমাণ॥
শুনিঞা গরুড় মুখে কৃষ্ণ তথা গেল সুখে
জাতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মশেষ।
রজতে রচিত মহি, কাঞ্চনে খচিত তহি
নানা ধাতু চরিত্র বিশেষ॥ ৫৬
কত কত অদ্ভুত, মরকত মণিযুত,
গড়গণ পরশে গগন॥

মুকুতা প্রবাল ভাড়া, ঝড়েসিত রত্ন ধারা,
বিরাজিত চঞ্চল চামরে॥ ৫৭
মধ্যে মধ্যে কত শত, রজত রচিত পথ
অগোর চন্দন যাহে ধরে।
ফটিকে রচিত বেদি, অমূল্য রতন নিধি,
মণিগণ প্রদীপ বিহরে॥
অমূল্য স্তম্ভের জ্যোতি, প্রতিবিম্ব নানা রীতি,
শ্বেতবর্ণ নীল পীত দেখি।
বিচিত্র সোপান ছটা, অলক্ষিত রূপ ঘটা,
চাহিতে চমকি চলে আঁখি॥ ৫৮

দ্বাদশ যোজন জুড়ি, প্রমাণ প্রসর পুরী পটবাসে ইন্দ্রজাল, চামরে ছাওনি চা[illegible]
ঝলঝলি ঝলকে কিরণ ॥ তাতে শুক ময়ূর বিহরে।
পুরবিন্দু আর জত, প্রবাল রতন যুত, হেমঘটে জলে পুরী, প্রতি ঘরে সারি সারি,
সুন্দর সিন্দুর বর শিরে। ধবল পতাকাধ্বজ উড়ে ॥

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদেও পুরের সর্ব্বপ্রধান গৃহ বর্ণনার সময় লিখিত হইয়াছে :—

সেই পুরে কেবল প্রধান এক ঘর। রত্নমণি ধাতুগণ চালের ছাওন।
বিচিত্র নির্ম্মাণ বিধিবুদ্ধি অগোচর ॥ প্রবাল মুকুতা ঝারা সোপান গঠন।
প্রধান কনক বেদি শোভর সুচ্ছন্দ। নির্ম্মল চামরে শোভে চালের ছাওনি।
স্ফটিকের স্তম্ভ তাহে শতধারা বন্ধ ॥ কনক সলিল ঘট পল্লব দোলনি ॥

মহাস্থানের সুবৃহৎ গড় দেখিয়া বোধ হয় কবি দ্বারকার গড়ের কল্পনা করিয়াছেন।

৪ অধ্যায়ে হাস্যরস। শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহে বসিয়া আছেন; অনুচরীগণ শুশ্রূষা করিতেছে, এমন সময় রুক্মিণী তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার রূপ বর্ণনায় কবি নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সুদীর্ঘ বলিয়া তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণরুক্মিণীর হাস্য পরিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

২৬ হইতে ৫৫ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৬ হইতে ৭৫ শ্লোক পর্য্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়। ৭৬ হইতে ১৮৫ শ্লোক পর্য্যন্ত চতুর্থ অধ্যায়।

৫ অধ্যায়ের বিষয় প্রেমরস। রয়বত (রৈবতক ?) পর্ব্বতে দেবদেবীগণের বিহার ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৬ হইতে ১৯৫ শ্লোক পর্য্যন্ত পঞ্চম অধ্যায়।

৬ অধ্যায়ে অদ্ভুতরস, ব্রহ্মাণ্ড বর্ণন ইহার বিষয়। রুক্মিণীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ বর্ণনা করিতেছেন। ইহাতে, সৃষ্টিতত্ত্ব, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, গোলোক প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৬ হইতে ৩১৫ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধ্যায়।

৭ অধ্যায়ে শিক্ষারস। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কহ কহ প্রাণনাথ ই বড় বিস্ময়। তখনি জন্মিয়া কর্ম্ম করে কার বলে ॥
এমত ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড কাহা হৈতে হয় ॥ পাপ পুণ্য দুঃখ সুখ ঘটে কি কারণ।
কোন জনে সৃষ্টি করে কে করে পালন। কৃপা করি কহ নাথ সব বিবরণ ॥
পুনরপি সৃষ্টি নাশ হয় কি কারণ ॥ পূর্ব্বে নাহি পাপ পুণ্য অদৃষ্ট না ধরে।
জখনে জনমে জীব আদি সৃষ্টিকালে। তবে কোন দুঃখ সুখ জীব কেন্যা করে ॥

ইহার উত্তরে কবি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা যাহা বলাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৩১৬ হইতে ৩৫০ পর্য্যন্ত ৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়ে স্তুতিরস। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়োৎপাদক বর্ণনা ও সপ্তম অধ্যায়ের প্রশ্নের পাণ্ডিত্য পূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী দেবী মোহপ্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয় দমন, ব্রহ্মাকে ছলনা প্রভৃতি ব্যাপার তাঁহার স্মৃতিপথে

সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল। তাহাতে তিনি অধিকতর ভীত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাইয়া তাঁহার সহিত যে ক্রীড়াকৌতুক করিয়াছেন, তজ্জন্য অতি বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, যে তিনি (রুক্মিণী) লক্ষ্মী, তিনি নিজেকে এখন আর চিনিতে না পারিয়া অনর্থক অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছেন। নিজেদের পরিচয় আরও বিশদরূপে দিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে শান্ত করিলেন।

৩৫১ হইতে ৩৬৫ পর্য্যন্ত অষ্টম অধ্যায়। নবম অধ্যায়ে ভেদরস।

রুক্মিণীর প্রশ্ন—

তোমার সৃজন প্রজা পালহ আপনে। আপনে করহ কর্ম্ম জীবে দুঃখ ভোগে।
তবে অনুগ্রহ ছাড়ি দুঃখ দেহ কেনে॥ এ সকল কুৎসিত সৃজিলে কোন যোগে॥

শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তর দিতে গিয়া প্রথমে মানুষের জন্ম বিবরণ বর্ণনা করিলেন, বর্ণনার মধ্যে অনেক যোগের কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। জন্মের পর

মহামায়া জীবের চিত্ত মারোপিঞা।
ঊনবিংশ অংশ দেয় অঙ্গ বিবর্জিঞা॥

সঙ্গে সঙ্গে জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের অনুভব শক্তি আসিয়া জুটে এবং সেই কারণ বশতঃ পার্থিব পদার্থে আসক্তি জন্মায়। বাত পিত্ত কফ জীব শরীর আশ্রয় করিয়া জীবের স্বকৃত আচরণ ভেদে জীবের কষ্টদায়ক হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার ও হিংসা জীবের স্বাভাবিক সহচর, জীব নিজ ইচ্ছা দোষে ইহাদের কোন না কোনটির অধীন হইয়া কষ্ট পায়। কবি এই প্রসঙ্গে জীব শরীরকে একটি রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:—

মন নামে রাজা তাতে চঞ্চল প্রচণ্ড॥ অহঙ্কারের সৈন্য লোভ পরম সবল।
রাজ্য থাকি করে নানা দেশেত সঞ্চার। তাহার সঙ্গতি নিত্য ত্যাগের কন্দল॥
কোন কার্য্য সাধিতে অসাধ্য নাহি তার॥ মোহ সঙ্গে বৈরাগ্যের সঘন বিবাদ।
সর্ব্বস্থানে গতি করে চরিত্র অদ্ভুত। কামে ধর্ম্মে হিংসা রস নাহি অবসাদ॥
অহঙ্কার বিনয় তাহার দুই সুত॥ শান্তিগণে সতত আঘাতে মহাক্রোধ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার সকল তরঙ্গ। সমতা হিংসার করে পরম বিরোধ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ তার সঙ্গ॥ মদ সঙ্গে ধৈর্য্যগণে নিত্য করে রণ।
কনিষ্ঠ তনয় নাম অবল কুমার। দম্ভ সঙ্গে মহাযুদ্ধ করে স্নেহগণ॥
শান্তি দয়া ক্ষমা ধর্ম্মসঙ্গতি তাহার॥ এই মত অন্যোন্য বাড়ায় যুদ্ধ কার্য্য।
পিতৃভূমি লইতে দুহার অভিলাস। যে জন প্রবল হয় সেই লয় রাজ্য॥
নিত্য নিত্য করে দুহে বিবাদ প্রকাশ॥ যদ্যপি বিনয় জিনে চণ্ড অহংকারে।
কেহো কারো বশ নহে অন্যোন্য কন্দলে। আপন সমান তবে না দেখে সংসারে॥
পিতার দুর্ল্লভ দেহে কাকো না নিবারে॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ আপ্ত পাত্রগণ।
দুই সহোদরে যুদ্ধ দেখে দুই গণে। তা সভার চিত্ত রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥
সেনাপতি সেনাপতি বুঝে জনে জনে॥ পরচিত্ত দার ভূমি হিংসে অতিশয়।

অশেষ অবিধি করে মনে নাহি ভয়॥
অন্যের নির্ম্মল কর্ম্ম নিরবধি হিংসে।
আপনি অবিধি কৈসে আপনে প্রশংসে॥
অহংকারের বশ হয় যেই যেই জন।
অবশ্য তাহাকে ঘটে প্রমাদ লক্ষণ॥
অহঙ্কার নির্জ্জিঞা বিনয় যদি বসে।
তবে দেহ পূর্ণ করে নানা ধর্ম্ম রসে॥
সর্ব্বত্রে আলগ হঞা বসয়ে সংসারে।
লীলায়ে সকল কর্ম্ম সাধিবারে পারে॥
দেহ রাজ্য, মন রাজা, বুদ্ধ কলেবরে।
যে পুত্র সবল হয় তার সঙ্গে চলে॥
না করে নিষেধ আজ্ঞা করে সমাদর।
আপনি হি করে কার্য্য পুত্র আজ্ঞা লঞা॥
আপন উদ্যোগে জীব মন বশ করে।
মন বশ কৈলে সব ইন্দ্রিয় নিবারে॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন—এইরূপে জীব নিজ ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় যোগে সুখ দুঃখ ভোগ করে। আরও বলিতেছেন :—

যদি আমি সর্ব্ব কর্ম্মে সভাকে নিবারি।
তবে আর সৃষ্টি আমি করিতে না পারি॥
কৃষ্ণ কর্ম্ম সাধিতে না দেখি আদি অন্ত।
শক্তি অনুমানে সাধে কার্য্যবুদ্ধিমন্ত॥
আকাশে উড়ায়ে পক্ষ অনন্ত প্রচুর।
জার যত শক্তি তারা উঠে ততদুর॥

৩৬৬ হইতে ৪১০ পর্য্যন্ত ৯ম অধ্যায়॥

১০ অধ্যায়—শৃঙ্গারবস। ইহার বর্ণনীয় নিত্যলীলা।

রুক্মিণী কৃষ্ণকে কহিতেছেন :—

তুমি যে ঈশ্বর সর্ব্বজীবের আধার।
তোমার সমান কিছু সাধ্য নাহি আর॥ ৪১২
তাতে মনে মোর বিস্ময় এক বড়।
দেব চর্য্যা কালে তুমি কাকে ধ্যান কর॥
দেব দেবেশ্বর নিত্য ভাবয়ে তোমারে।
হেন তুমি ভাবহ অর্ব্বহ কার তরে॥ ৪১৩

কৃষ্ণ এইবার উত্তরে বলিলেন, তিনি নিত্য বৃন্দাবন ভাবনা করেন। এই অধ্যায়ে নিত্য বৃন্দাবনের সুদীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বৃন্দাবনে ষট্‌কোণ পদ্মের মধ্যস্থলে কিশোর কিশোরী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বৈকুণ্ঠাদি যত যত স্থানের প্রধান।
আবির্ভাব তিরোভাব সভাতে বাখান॥
কিন্তু নিত্য স্থান আছে মনের অগম্য।
সাধারণে কি কাজ আমাতে বড় বম্য॥
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি তাতে জরামৃত্যু ভয়।
সাধন ক্রীড়ার হেতু নিত্য রূপে রয়॥
এ সব নিগূঢ় কথা গুণ কর্ম্ম ভেদ।
সর্ব্বকাল সেবা করি না বুঝিস বেদ॥
* * *
কিশোর কিশোরী তথা সর্ব্ব কাল ধরে।
শৃঙ্গার বিগ্রহ বিনে অন্য নাহি করে॥
কুটিল কুণ্ডল আধ ললাটে বন্ধন।
কদম্ব কুসুম মালে চূড়ায় শোভন॥
সঘন হাসিত মুখ চমৎকৃত দশন।
সুরঙ্গ অধর ওষ্ঠ নাসিকা মোহন॥
কর্ণে নব মঞ্জরী বিচিত্র ঘন দোলে।
উচ্চ বক্ষে শোভা করে মালতীর মালে॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত যোগে অষ্ট বর্ণ।
বৈজয়ন্তী নামে মালা শোভে জানুসম॥
দীর্ঘ গ্রীবে কেতকী পরাগ সুরঞ্জিত।
সুরঙ্গ লবঙ্গ খোপা পৃষ্ঠে সুদোলিত॥
আজানুলম্বিত ভুজ পুষ্প অলঙ্কার।
নাগেশ্বর কেশরে বলয় যুগসার॥
কটিতটে পীতবাস চম্পক বসনা।
ধটির অঞ্চল পদ উপরে দোলনা॥

তাহাতে ময়ুর পুচ্ছ করে ঝলমলি।
চৌদিকে চঞ্চল দোলে লবঙ্গের ঝুরি॥
ঝলকে তিলক দীর্ঘ অলকা কপালে।
ভূকতলে সজল নয়ান নৃত্য করে॥
বাতুল চরণোপরি সুরঞ্জিত দোলে।
করতলে মুরলী সঙ্গীত সার বোলে॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ বিরাজিত চারু।
নটবর নাগর শেখর রস গুরু॥

কবি কোথাও ধাতব অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। পুষ্পঅলঙ্কারের তিনি বড়ই পক্ষপাতী। কিশোরীর রূপও তদ্রূপ ঃ—

শুদ্ধ হেম তনু কিবা কনক কেতকী।
নাগেশ্বর কেশরে অধিক শোভা দেখি॥
পরশে নবনী কিবা শিরিশ মালতী।
অলকিত রূপ নহে নয়নের গতি॥
কুঞ্চিত সুবেশ কেশ কপালে টালনি।
তাহার উপরে সিথী শিখণ্ড সাজনি॥
গুলাল মালতী মালা বেড়ি বেড়ি সাজে।
অরুণ তিলক ভাল চন্দনের মাঝে॥
ভূরুপরে অপরে কেশর তুক ভাল।
অঞ্জনে রঞ্জন কঞ্জ খঞ্জন নয়ান॥
কপোলে সুপত্রাবলী বিচিত্র লেখন।
নিরুপম নাসা গণ্ড বলিত গঠন॥
দাড়িম্ব কুসুম কিবা অধর প্রবাল।
দশন মুকুতা কিবা তড়িতের মাল॥
শ্রুতি যুগে কুসুম স্তবক লম্বাঙ্কুরে।
কণ্ঠে মালতীর দাম বনমালা দোলে॥
কেয়ুর কঙ্কন করে কুসুমে রচিত।
পুষ্প মালা জাদ খোপা সঘন দোলিত॥
নিতম্ব রঞ্জিত নীল পট্ট পরিধান।
মুকুর নূপুর বর চরণে প্রধান॥
স্বরাগ পরাগ তনু ধূসর কেশরে।
অঙ্গে অঙ্গে অলঙ্গত রঙ্গ ভঙ্গ ধরে॥
করে ধরি যুবরী অধর তলে রাখি।
সরস পঞ্চম ধ্বনি বোলায় সুমুখী॥
বেশ রস বয়স শোসর দুই অঙ্গ।
গতি মতি শীরিতি আরতি সম অঙ্গ॥

কিশোর কিশোরীর চতুর্দ্দিকে ,ষট্‌কোণে ছয়জন প্রধানা নায়িকা বর্ত্তমান। ইহাদের চতুর্দ্দিকে ষোড়শ-দল পদ্মে ষোল জন সখী বর্ত্তমান।

পদ্ম একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত চতুষ্কোণ দ্বারা বেষ্টিত। চতুষ্কোণের প্রতি পার্শ্বের মধ্যস্থলে একখানি করিয়া রত্নবেদী এবং প্রতি বেদীতে একজন করিয়া সানুচরী দেবী উপবিষ্ট। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য ও সজ্জা অতি অপূর্ব্ব। নিত্য বৃন্দাবনে ঃ—

গীত বিনে বচন না করে কোন জনে।
নৃত্য গীত বিহনে চলিতে না জানে॥
পরশ বিহনে বাড়ে রভস আনন্দ।
ভক্ষাবিনে স্বাদ জন্মে দ্রব্য বিনে গন্ধ॥
কুসুম নিস্তেজ নহে, অমল বসন।
অদেয় বৃদ্ধ এ নহে, অখণ্ড যৌবন॥
ইন্দ্রিয় বিষয় মন বুদ্ধি সুচেতন।
কৃষ্ণ প্রিয় শরীরে সভার সমর্পণ॥
অহেতুকী ভক্তি তারা নিরবধি করে।
গুণযোগে নির্গুণ ভজয়ে নিরন্তরে॥

নিত্য বৃন্দাবনের চারি দ্বারে চারি সরোবর আছে, "অমৃত সমান তার বারি মনোহর ঃ—

পূর্ব্ব দ্বারে সিদ্ধিরস প্রদায়ক নামে।
রত্নমণি হেমময় তাহার সোপানে॥
অশোক কাননে লতাকুঞ্জ দ্রুমে শোভা।
ভ্রমর ঝঙ্কারে তাতে মধুপানে লোভা॥
দক্ষিণে আনন্দরসপ্রদ সরোবর।
রতন সোপান বন নিকুঞ্জ সুন্দর।
নলিনী দোলনী শোভে ললিত লহরি।
উড়ে পড়ে মধু পিয়ে মাতাল ভ্রমরি॥

কেবব (?) কানন জলে দোলে ইন্দিবর।
সুগন্ধি পবনগতি শীতল মন্থর॥
যত্নযোগে সাধিগে জতেক ভক্ত জায়।
জেরূপ পবশ বিনে কৃষ্ণ নাহি পায়॥
কাল পাঞা সে জন পরশে সাধুগণ।
তবে তার হয কৃষ্ণ আনন্দ ভাজন॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে সুগন্ধ শীতল।
অবিরত কুসুমে ঝরযে মকরন্দ॥

নিত্য বৃন্দাবনেব প্রতি দ্বাবে দুইটি কবিয়া বৃক্ষ অবস্থিত। শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি কৃষ্ণেব সখাগণ তথায বর্ত্তমান। নিত্য বৃন্দাবনেব দক্ষিণে কালিন্দী দেবী বত্ন আসনে উপবিষ্ট। তাঁহাব আসনেব নিম্নদেশ হইতে মকবন্দ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হৈতে শুদ্ধবসে পূর্ণ নদী বহে। তাহাব

দুই কুলে রত্নতটি অমৃত বাহিণী।
কৃষ্ণ প্রেম পূর্ণ ভক্তি আনন্দ দাইনি॥

তথায অষ্টদল ও অষ্টাদশদল সমন্বিত দুই পথ আছে। প্রতি দলে শ্রীকৃষ্ণেব ভিন্ন ভিন্ন বিলাস দৃশ্য বিদ্যমান। সমস্ত বৃন্দাবন চাবি স্বর্ণ প্রাচীবে পবিবেষ্টিত। প্রতি প্রাচীবে একজন কবিযা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে, তাঁহাদেব নাম ত্রিপুবা, ভুবনেশ্ববী ও মহামাযা, গণপতি, পশুপতি, সূর্য্য ও প্রজাপতি প্রাচীবেব চাবি কোণে অবাস্থত। ইহাব পবে প্রতি প্রাচীবেব একটি কবিযা সুমধুব বর্ণনা দেওযা হইযাছে। এই অধ্যাযটি অতিশয দীর্ঘ। দীর্ঘ হইলেও, বর্ণনাব লালিত্য ও কবিত্বে, নিত্য বৃন্দাবনেব অদ্ভুত দৃশ্যে ও কবিব ভক্তিবসে হৃদয এতই অভিভূত হইযা পড়ে, এক সঙ্গে সমস্ত নিঃশেষ না কবিযা পাঠ হইতে বিবত হওযা যায না। উপবে লিখিত বিষযগুলি ব্যতীত এই অধ্যাযে আবও অনেক উল্লেখযোগ্য বস্তু বহিযাছে। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইযা পডিল ভযে তাহাব আলোচনা হইতে বিবত হইলাম। ৪১১ হইতে ৫৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত দশম অধ্যায।

পববর্ত্তী অধ্যায কযটিতে কি কি বিষয আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা বলিযা প্রবন্ধেব উপসংহাব কবিব।

গ্রন্থেব অধিকাংশ রুক্মিণী ও কৃষ্ণেব কথোপকথন। রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিতেছেন কৃষ্ণ উত্তব কবিতেছেন। প্রতি অধ্যাযেব বর্ণনীয বিষয কোন কোন স্থানে নিজ কথায না দিযা রুক্মিণীব কথা প্রকাশ কবাই অধিকতব যুক্তিযুক্ত মনে কবি।

১১ অধ্যায—প্রেমবস। রুক্মিণী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, ১৬০০০ বিশিষ্ট বাজবংশজাতা, সুলক্ষণসম্পন্না স্ত্রী থাকিতে তিনি কেন ধাতবঅলঙ্কাবপবিশূন্যা, পুষ্পালঙ্কাব পবিহিতা একজন সামান্য বমণীকে দেবার্চ্চনা ছলে চিন্তা কবিযা থাকেন। ১০ অধ্যায কেবল এই প্রশ্নেবই উত্তবে পূর্ণ। ৫৩১ হইতে ৫০০ শ্লোক পর্য্যন্ত দশম অধ্যায—

১২ অধ্যায—শান্তিবস। রুক্মিণীব প্রশ্নঃ—

"কহ কহ প্রাণনাথ নির্ম্মল স্বভাব।
কেমত ভজনে হয কৃষ্ণ প্রেম লাভ॥

নাগর কিশোরী ভাব সরস প্রস্তাবে। কোন কর্ম্মে কর্ম্মনাশ সুসাধকে কবে।
বিনে কায়ক্লেশে লোক ভজে কোন ভাবে॥ কৃপা করি এ সব নাথ কহিবে আমারে॥

বৈষ্ণবদিগের বক্তব্য অনেক বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ৫৪০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়।

১৩ অধ্যায়—ভাববস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

শুন শুন প্রাণনাথ মোর নিবেদন। কেমনে আসক্তি জন্মে, প্রেমের উদয়।
কতেক প্রকার হয় ভক্তির লক্ষণ॥ সকল কহিয়া নাথ ঘুচাহ সংশয়।

কৃষ্ণের উত্তর সুদীর্ঘ। ৬০১ হইতে ৬৫৫ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অধ্যায়।

১৪ অধ্যায়—ভজনরস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

অদ্বৈত অচ্যুত, তেজ ধনি যুত মানসে সকল, জন্মে কর্ম্মফল
ব্রহ্ম হেন তাকে জানি। কিহেতু জন্মিঞা মরে॥
রূপ নৈরাকার, কর্ম্ম নাহি তার ক্রোধ ভয় ভ্রম, তার কেনে শ্রম,
নির্গুণ হেন বাখানি॥ একথা বুঝিতে নারি।
সে কেনে আপনে, বদ্ধ হঞা গুণে আর এক চিত্তে, সংশয় ভাবিতে
থাকে দুখে গর্ভ বাসে। সেহো কহ সত্য করি॥
মানুষ শরীর, সমান অস্থির যত সাধুগণ, বুঝিয়া কারণ
অশেষ ভোগ বিলাসে॥ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠে।
কভু হয় মীন, কভু কূর্ম্ম চিহ্ন, বিধি অস্ত্রাঘাত, মূর্ত্তি করি তাত,
বরাহ কেশরী হঞা। অশেষ সন্ধানে গঢ়ে॥
নানা কর্ম্ম যোগে, দুষ্ট উপভোগে মূর্ত্তি প্রকাশিঞা, যতনে পূজিঞা
অশেষ শরীর পাঞা। জলে সমর্পণ করে।
পত্নী পুত্র ধরি, রাজ্য ভোগ করি, তাতে কোন শক্তি, কেনে করে ভক্তি
নানা অবতার ছলে। বুঝিঞা কহিবে মোরে॥
শত্রু মিত্র ভাব, সুখ দুঃখ লাভ কোথা থাকে ব্রহ্মা, নাহি জন্ম কর্ম্ম
জন্ম মৃত্যু হয় কালে॥ তাতে মূর্ত্তি করি পূজা।
এমোর বিস্ময়, ঈশ্বর জে হয়, না জানি নিশ্চয়, ঘুচাহ সংশয়
সে কেনে এমত করে। মানসে কেনে না ভজে॥

উত্তরে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ৬৫৬ হইতে ৬৮০ পর্য্যন্ত ১৪ অধ্যায়।

১৫ অধ্যায়—বীভৎসরস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

জে সব চরিত্র ভাব কহিলে আপনে। পরম সুগম পথ জানিঞা স্বরূপ।
সংসারী সকলে তাহা না আচরে কেনে॥ তবে কেনে সাধনা করে নিত্যরূপ॥

উত্তর সুন্দর। ৬৮১ হইতে ৭৪৫ শ্লোকপর্য্যন্ত—১৫ অধ্যায়।

১৬ অধ্যায—আস্থাবস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

বেদ হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম সভাতে গোচর। নিত্য স্থানে মহাপ্রভু কোন বর্ণ ধরে।
তবে কেনে কহ কৃষ্ণ দেব অগোচর॥ কোন ভাবে ভাব করে প্রকৃতি সকলে॥

উত্তর যথোপযুক্ত। ৭৪৬—৮০৫ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৬শ অধ্যায়।

১৭শ অধ্যায—ভক্তিবস।

রুকিণীর সহিত কৃষ্ণ বযবত (।) পর্ব্বতে গেলেন। তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিযা তাঁহাদিগকে নানারূপ স্তবস্তুতি দ্বারা অভ্যর্থনা করিযা বত্নবেদীতে উপবেশন করাইল ও নানা উপচারে তাঁহাদিগের সেবা করিল। এমন সময বীণা হস্তে নারদমুনি তথায কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। নারদমুনির রূপ বর্ণনা অতিশয সুন্দর। অধ্যায়টি ভক্তিরসপূর্ণ, হৃদয সরস করিবার উপযোগী। ৮০৫ হইতে ৮১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত—১৭শ অধ্যায।

১৮শ অধ্যায—ভীতিবস।

নারদ কর্ত্তৃক সংসারী জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপের বর্ণনাও নরকের বৃত্তান্ত কথন এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয। গমন কালে মুনিবর ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি পারিজাত পুষ্প শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা রুক্মিণীর মস্তকে প্রদান করিলেন। রুক্মিণীও সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিলেন। ৮২০ হইতে ৮৬৪ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৮শ অধ্যায।

১৯শ অধ্যায বিস্ময়বস।

বযবত গিরি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে দ্বারাবতী নগরী দর্শন করিযা এবং শ্রীকৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী তাঁহার বিরহে কিরূপে কাল কাটাইতেছেন ইহা ভাবিযা বিস্মিত হইলেন। এই অধ্যাযে ইহাই বর্ণনীয। ৮৬৪ হইতে ৮৭৪ শ্লোক পর্য্যন্ত—১৯ অধ্যায।

২০ অধ্যায—করণবস।

নারদমুনি একটু রহস্য দেখিবার জন্য সত্যভামার গৃহে গিযা পারিজাত পুষ্পের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত একটি পারিজাত পুষ্প শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে রুক্মিণীর কবরীতে বান্ধিযা দিযাছেন। সপত্নীর প্রতি স্বামীর এতাদৃশ ভালবাসা দেখিযা সাধারণ রমণীর ন্যায সত্যভামা বিকল হইযা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে ভযানক অস্থির হইযা পড়িলেন। নারদ ব্যাপার দেখিযা বযবত গিরি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিযা আনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে ১০০ পারিজাত পুষ্প দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ২০শ অধ্যাযে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। ৮৭৫—৯২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ২০ অধ্যায।

২১শ অধ্যায বীরবস। এই অধ্যায়ের বর্ণনীয বিষয পারিজাত পুষ্পের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নারদকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ, কৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের তাচ্ছীল্য প্রকাশ, কৃষ্ণের সহিত

ইন্দ্রের যুদ্ধ ও ইন্দ্রের পরাভব এবং পারিজাত বৃক্ষ সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান। ৯৩০ হইতে ৯৬৪ পর্য্যন্ত ২১ অধ্যায়।

২২শ অধ্যায় দীক্ষাবস।

ইন্দ্রপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা ও রুক্মিণীকে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র দিয়া কিশোর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিল। ইহাতেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ছন্দঃ সম্বন্ধে কবি বড়ই সাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন। ছন্দঃ পতন ক্বচিৎ দেখা যায়। 'র' ও 'ল' কে অভেদ ভাবে অনেক স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন যথা—

লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে।
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥

উপান্তদ্বয়ের ক্ষমতার দিকে তিনি লক্ষ্য করেন নাই যথা ঃ—

গোলকের রীতি অতি অসীম উপমা।
কোটি কোটি অনন্তে দিতে নারে সীমা॥

অনেক স্থলে শব্দের পূর্ব্বে 'অ' অনর্থক ব্যবহার করা হইয়াছে; অনাস্তিক অর্থ এস্থানে নাস্তিক।

অনাস্তিক জনের সুদৃঢ় নহে ভাব।
একান্তিক জনে সত্য জন্মে প্রেমলাভ॥

রসকদম্ব ব্যতীত কবি অন্য কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা, জানা যায় নাই। যদি তিনি অন্য কিছু না লিখিয়া থাকেন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এক রসকদম্বই তাঁহার কীর্ত্তি। কবিবল্লভ ও তাঁহার কাব্য 'রসকদম্বের' স্থান, সাহিত্য জগতে কোন স্তরে, তাহা সুবিবেচকগণ স্থির করিবেন। রসকদম্ব এত দিন পর্য্যন্ত যে অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। বটতলা হইতে পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হইয়াছে কিনা জানিনা। শীঘ্রই ইহার এক অতি সুন্দর সংস্করণ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
রাজসাহী।

তমলুক।

তমলুক মেদিনীপুর জেলার মহকুমা বা উপবিভাগ। বর্ত্তমান তমলুক সহর রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এই সহর সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল। চর পড়িয়া সমুদ্র এখন প্রায় সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াছে। এখনও এইরূপ চর পড়িতেছে। সমুদ্র আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে রূপনারায়ণ ও ভাগীরথী সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সঙ্গম স্থলে এই সহর অবস্থিত ছিল। যদি ইহার ইতিহাস না থাকিত, কেহ একথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আমি গত শীতকালে দেখিয়াছি, ভাগীরথীর মুখে এক প্রকাণ্ড চর উদ্ভূত হইতেছে, কালক্রমে আর একটী থানা বসাইবার আবশ্যক হইবে। এই চর জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া যায়, কেবল ভাটার সময় দেখা যায়। থানা সুতাহাটা নন্দীগ্রামের সমস্ত ভূমিই যে এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিলে এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যদি দুই কি তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটী মানচিত্র পাওয়া যাইত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে এই দুইটি থানার বিন্দুমাত্র ভূমি তাহাতে নাই। এখন এই দুই থানায় প্রায় দুই লক্ষ লোক বাস করে। এখনও এত স্থান পড়িয়া আছে যে আরও দুই লক্ষ লোকের বসতি হইতে পারে।

বহু পুরাকালে তমলুক একটী পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত আছে, সেই সময় এক পরাক্রান্ত রাজবংশ এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের পতাকায় ময়ূর অঙ্কিত থাকিত বলিয়া তাঁহাদিগকে ময়ূরধ্বজবংশীয় রাজা বলিত। যখন অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া এই দেশে আসিয়াছিলেন তখন ময়ূরধ্বজ রাজার পুত্র সেই অশ্ব ধরিয়াছিলেন। রাজকুমারের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রায় পরাস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সৈন্য প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণের পরামর্শে যুদ্ধে বিরত হইয়া উভয়ে ব্রাহ্মণের বেশে রাজসভায় যাইয়া অশ্বমোচন প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়া প্রার্থনা করিলেন যেন এই যুগল মূর্ত্তি তিনি চিরদিন দেখিতে পান, এবং কৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া জিষ্ণু (অর্জ্জুন) ও হরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রের উপকূলে এক মন্দিরে স্থাপিত করিলেন। কথিত আছে, রূপনারায়ণ নদ পাঁচ ছয় শত বৎসর হইল এই প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রাস করিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটী বহু কষ্টে রক্ষা করিয়া আর একটী মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে।

তমলুক হিন্দুর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। এখানে বর্গভীমা নামে মহাকালীর মন্দির স্থাপিত আছে। কে কবে এই মন্দির স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি এই যে ময়ূরধ্বজবংশীয় মহারাজ গরুড়ধ্বজ এক ধীবরের প্রতি

আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহাকে প্রত্যহ একটী জীবিত সউল মৎস্য দিতে হইবে। সে তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিতে না পারায় তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ধীবর প্রাণভয়ে পলাইয়া এক জঙ্গলে আশ্রয় লইলে মহাদেবী ভীমা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাদেশ করেন যে, তিনি ধীবরের বাড়ীতে থাকিয়া প্রত্যহ মৃত মৎস্য জীবিত করিয়া দিবেন। ধীবর যে সময়ে ঐ মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সময় অনেক মৎস্য ধরিয়া শুকাইয়া রাখিত। পরে মহাদেবী ভীমা, একটী কূপের জল ছিটাইয়া দিয়া প্রত্যহ একটি একটি করিয়া মৃত মৎস্য জীবিত করিয়া দিতেন। ধীবরের আর কখনও মৎস্য দিতে ত্রুটী হয় না দেখিয়া, রাজার মনে সন্দেহ হয়, তিনি তাহার নিকট হইতে কৌশলে সমস্ত জানিয়া লইলেন। মহাদেবী ভীমা ধীবরকে এইরূপ বিশ্বাসহন্তা দেখিয়া তাহার আবাস ছাড়িয়া প্রস্থান করেন। যাইবার সময় আপনার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সেই কূপের মুখে স্থাপন করিয়া কূপ বন্ধ করিয়া দেন। রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই মূর্ত্তি স্থানান্তর করিয়া কূপের জল বাহির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই মূর্ত্তির উপর একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান ভীমার মন্দির। কেহ কেহ বলেন, এই কূপের জলে যে কেবল মৃতসঞ্জীবন গুণ ছিল তাহা নহে; ইহার জলে ডুবাইলে অন্য ধাতু স্বর্ণ হইয়া যাইত। জনশ্রুতি এইরূপ যে ধনপতি সদাগর একদা বাণিজ্যে যাইবার সময় তাঁহার পোত হইতে দেখিতে পান যে একজন লোক সুবর্ণ পাত্রে জল লইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই কূপের জলে ডুবাইয়া তাহার পিতলের পাত্র সুবর্ণময় হইয়াছে। ধনপতি সহরস্থিত সমস্ত পিতলের বাসন ক্রয় করিয়া এই কূপে ডুবাইয়া দেখিলেন সমস্তই স্বর্ণ হইয়া গেল। তিনি সিংহলে এই সমস্ত সুবর্ণপাত্র বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই ভীমার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই মন্দিরসংলগ্ন একটি কূপে স্নান করিলে বন্ধ্যাদোষ নিবারণ হয়, এইরূপ সাধারণ লোকের বিশ্বাস। বহুদূর হইতে অপুত্রক বন্ধ্যানারীগণ দলে দলে আসিয়া এই কূপে স্নান করিয়া থাকেন। ডুব দিয়া যিনি যাহা পান তিনি তাহা আপন মস্তকের কেশে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তীরস্থিত একটী বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়া যান। পুত্র হইলে আসিয়া ভীমার পূজা দেন। লোকে আশ্চর্য্য হয় যে এত জিনিষ এই কূপে কোথা হইতে আসে। বোধ হয় মন্দিরের অধিকারী ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ইটের ঢিল ও অন্যান্য দ্রব্য উহাতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই কূপের তলে কখনও ঐ সকল দ্রব্যের অভাব হয় না।

এই মন্দিরের অদূরে "কপালমোচন" তীর্থ। মহাদেব সতীর মৃত্যুতে অধীর ও ক্রোধান্ধ হইয়া দক্ষকে হত্যা করেন। গুরুজন হত্যা পাতকে দক্ষের মস্তক শিবের হাতে লাগিয়া রহিল, কিছুতেই তাহা ফেলিয়া দিতে পারিলেন না। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি এই পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি দক্ষকপাল তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। তিনি

পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারস্থ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে তাম্রলিপ্তের ভীমামন্দিরের কূপে স্নান করিবার উপদেশ দিলেন। মহাদেব তাহাই করিলেন। এই কূপে স্নান করিলে সেই নরকপাল তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। এই জন্য এই কূপকে লোকে কপালমোচন তীর্থ বলিত। ইহাতে স্নান করিলে নরহত্যা জনিত পাপও বিদূরিত হইত। রূপনারায়ণ এই কূপ ভাঙ্গিয়া আপনার গর্ভে লইয়াছেন। এখন আবার সেই স্থানে সামান্য একটী সুতীখাল রাখিয়া বিস্তীর্ণ চর পড়িয়া নদী বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনে এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। সমাগত নর নারী এই সুতীখালের কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিয়া আপনাদিগকে পাপমুক্ত মনে করেন।

উপরোক্ত দেব মন্দির ছাড়া এখানে আর একটি ঠাকুর বাড়ী আছে, তাহাকে মহাপ্রভুর বাটী বলে। এখানেও অনেক লোকের খাইবার বন্দোবস্ত আছে। মহাপ্রভুর অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। এখনও অনেক আছে, তবে কেহ দেখিবার লোক নাই। মন্দির সেবকগণ অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন এখনও করিতেছেন।

বর্গভীমার মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা এক সময়ে বৌদ্ধ মন্দির ছিল তাহাই পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে হিন্দু মন্দির করা হইয়াছে। মন্দিরের গঠন দেখিলে বোধ হয় যেন একটি ছোট মন্দিরের উপর আর একটি মন্দির গাঁথা হইয়াছে। নদীর ভাঙ্গনিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা বৌদ্ধ সময়ের, ইহাতে হস্তী ও বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া অঙ্কিত আছে। তাহাতে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে বৌদ্ধ রাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। এই সকল মুদ্রা এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে বৌদ্ধ রাজা ফুনন্দের নাম পালিভাষায় "ফোনোকেনি" মুদ্রায় অঙ্কিত আছে। আবার কতকগুলি মুদ্রায় হরিণ সিংহ ও হস্তী চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই শেষোক্ত মুদ্রাগুলি যে হিন্দু রাজত্ব সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ বৌদ্ধ মুদ্রায় হিন্দুর স্বস্তিক চিহ্ন কখনই অঙ্কিত হওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্ত মুদ্রা তমলুক স্কুল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

পঞ্চমশতাব্দীর প্রথম ভাগে ফাহিয়ান এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, আর এই স্থান হইতেই তিনি পোতারোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। আবার ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে হিউএনসাং নামক আর এক জন চীন দেশীয় পরিব্রাজক তমলুকে আসিয়া ইহার তাৎকালীন ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাকে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগর দেখিয়াছিলেন। আর তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজিত ছিল। তিনি দশটি বৌদ্ধ মন্দির, এক সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং দেড় শত হস্ত উচ্চ অশোক রাজার স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হয় যাঁহারা অনুমান করেন, বর্গভীমার

মন্দির বৌদ্ধ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নহে। হিন্দুরা বলেন, যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা মহারাজ গরুড়ধ্বজের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথার্থই ইহার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে এখনও আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই জন্যই লোকে দেবশিল্পীর কথা বলিয়া থাকে। এই দেবস্থানের চতুর্দ্দিক তিন প্রস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত। ভিত্তির নিম্নে প্রস্তর সদৃশ কঠিন বহুতর কড়ি কাঠ শ্রেণীবদ্ধ সাজান আছে। তাহার উপর প্রস্তর ও ইষ্টক রাশি দিয়া প্রায় বিশ হাত উচ্চ করিয়া প্রাচীর নির্ম্মিত। বাহিরে দেখিলে একটিমাত্র প্রাচীর বোধ হয়, কিন্তু তিনটি প্রাচীর গাঁথিয়া একটি করা হইয়াছে। দুইধারে ইটের ও মধ্যে মধ্যে প্রস্তরের প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রায় চল্লিশ হাত উচ্চ। এই প্রাচীরের বিস্তার প্রায় ছয় হাত। কি করিয়া যে এত বড় প্রস্তর এই রূপ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়াছিল তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। ভীমার মন্দিরের উপরিভাগে বিষ্ণুচক্রোপরি আসীন একটী ময়ূরের প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। দেবী মূর্ত্তি এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। দেবী শিবের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মানা। তিন হস্তে প্রহরণ, চতুর্থ হস্তে অসুরের ছিন্নমস্তক। দেবীর চারিদিকে বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি। মন্দির চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম বড় দেউল, ইহার মধ্যে মূর্ত্তি সকল রক্ষিত আছে। ইহাই প্রকৃত মন্দির। দ্বিতীয় জগমোহন বা সভামণ্ডপ, তৃতীয় যজ্ঞমণ্ডপ, চতুর্থ নাটমন্দির। এই নাটমন্দিরের বাহিরে রাজপথ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী।

লোকে বলে দেবী মহামহিমময়ী। সকলেই তাঁহাকে ভয় ভক্তি করে। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশ মারাঠার অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়াছিল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত বর্গীরাও দেবীর ভয়ে তমলুকের কিছুমাত্র অনিষ্ট করে নাই। তাহারা দেবীকে মহামূল্য উপচারে পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিল। কথিত আছে, রূপনারায়ণ নদও দেবীর সম্মানার্থে মন্দিরের অদূরে আসিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন মেঘগম্ভীর স্বরে বান ডাকিয়া আসে, তখনও মন্দিরের অদূরে সেই হুঙ্কার একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। ইহার কোন নৈসর্গিক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ সে বিষয় কোন অনুসন্ধান করেন নাই। রূপনারায়ণ নদ অনেকবার মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। ইহারও কোনও নৈসর্গিক কারণ আছে। বিক্রমপুরের রাজবাড়ীর নিকটে ঠাকুরাণী বাড়ী নামক একটী দেবীমন্দির আছে, সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মা অনেক বার তাহার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। সেখানেও লোকে দেবীমাহাত্ম্যের কথা বলিয়া থাকে।

এই স্থানে ধোপাগণ একখণ্ড প্রস্তর পূজা করে। ইহারা বলে বেহুলাসতী লখিন্দরের মৃত দেহ লইয়া ভাসিতে ভাসিতে এই স্থানে আসিয়া নেত্য ধোপানীর এই পাটে স্বহস্তে কাপড় কাচিয়া লইয়াছিলেন। সেই অবধি এই পাট এই খানেই আছে।

এই স্থানের প্রাচীন রাজগণ ময়ূরধ্বজবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। শশাঙ্কনারায়ণ রায় এই

বংশের শেষ রাজা। তিনি অপুত্রক। লোকান্তর হইলে কালুরায় নামক একজন কৈবর্ত্ত শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া এই দেশে রাজত্ব বিস্তার করেন। বর্ত্তমান তমলুকের কৈবর্ত্ত রাজা কালু রায়ের বংশে উদ্ভূত ষড়্‌বিংশতিতম পুরুষ। সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন ইঁহার আর কিছুই নাই। ইহার রাজপ্রাসাদ গড় সবই গিয়াছে। কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। রাজবাড়ী খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে; চারিদিকে জঙ্গলে সমাকীর্ণ, দেখিলে মনে হয় না যে ইহার মধ্যে মনুষ্য বাস করে। ইঁহারা ময়ূরধ্বজবংশীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের বংশাবলীর পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। ময়ূরধ্বজ
২। তাম্রধ্বজ
৩। হংসধ্বজ
৪। গরুড়ধ্বজ
৫। বিদ্যাধর রায়
৬। নীলকণ্ঠ রায়
৭। জগদীশ রায়
৮। চন্দ্রশেখর রায়
৯। বীরকিশোর রায়
১০। গোবিন্দদেব রায়
১১। যাদবেন্দ্র রায়
১২। হরিদেব রায়
১৩। বিশ্বেশ্বর রায়
১৪। নৃসিংহ রায়
১৫। শম্ভুচন্দ্র রায়
১৬। দীপচন্দ্র রায়
১৭। দিব্যসিংহ রায়
১৮। বীরভদ্র রায়
১৯। লক্ষ্মণসেন রায়
২০। রামসিংহ রায়
২১। পদ্মলোচন রায়
২২। রাজকৃষ্ণ রায়
২৩। গোলোকনারায়ণ রায়
২৪। বুলিনারায়ণ রায়
২৫। কৌশিকনারায়ণ রায়
২৬। অজিতনারায়ণ রায়
২৭। কৃষ্ণকিশোর রায়
২৮। চন্দ্রার্ক রায়
২৯। মৌজিকিশোর রায়
৩০। মার্কণ্ডকিশোর রায়
৩১। ইন্দ্রমনি রায়

পুত্র
সুধন্বা রায়

কন্যা
মৃগয়াদেবী স্বামী কুমার জমীনভঞ্জ রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
কন্যা চন্দ্রদেবী—স্বামী—শশাঙ্ক রায়
কালু ভুঁইয়া রায়
ধাঙ্গড় ভুঁইয়া রায়
মুরারি ভুঁইয়া রায়

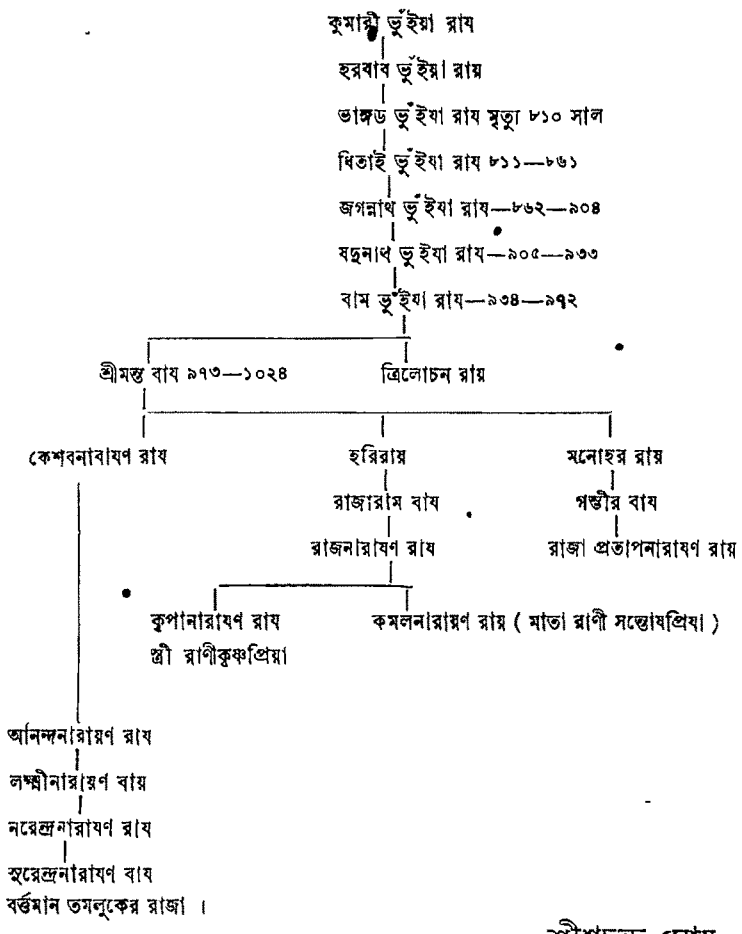

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ,
তমলুক।

বৃন্দাবন দাসের গোলোক-সংহিতা।

(অবিকল প্রতিলিপি)

শ্রীহবি।

অখণ্ড মণ্ডলাকাবং ব্যাপ্ত জেন চবাচবং।
তৎপদং দর্শিতং জেন তস্মাৎ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সৃষ্টি স্থিতি ব্রহ্মাণ্ডনিরূপণং।

আদৌ পাতাল বর্ণনং॥

সর্ব্বাদৌ মহাশূন্য ঃ তদুপবি অন্ধকার ঃ তদুপবি ধুন্ধুকার ঃ তদুপরি স্থিব পবন ঃ তদুপরি কুর্ম্মবাজ ঃ তদুপরি ঐরাবত ঃ অনন্তের সহস্র ফণা ঃ

আব মহা ফণা ঃ তাব পবে সপ্ত পাতাল ঃ কি কী ঃ অতল ঃ ১ ঃ বিতল ঃ ২ ঃ সুতল ঃ ৩ ঃ তলাতল ঃ ৪ ঃ বসাতল ঃ ৫ ঃ মাহাতল ঃ ৬ ঃ পাতাল ঃ ৭ ঃ এই সপ্ত পাতাল ॥ তদুপবি পৃথিবি ॥ পৃথিবিবেষ্টিত সপ্ত সাগর ॥ কি কী ॥ লবণ ১ ইক্ষু ২ সুবা ৩ সর্পিস ৪ দধি ৫ দুগ্ধ ৬ জলান্তকা ৭ ঃ সপ্ত দ্বিপ বেষ্টিত সপ্ত সাগব। সপ্ত দ্বিপের নাম কি। জম্বুদ্বিপ পক্ষদ্বীপ কুসদ্বিপ কাঞ্চন-দ্বিপ সাকবদ্বিপ পুস্করদ্বিপ অনন্তদ্বিপ।৭। জম্বুদ্বিপবেষ্টিত লবণ সমুদ্র ১ পক্ষ দ্বিপবেষ্টিত ইক্ষুসমুদ্র ২ কুসদ্বিপবেষ্টিত সুরাসমুদ্র ৩ কাঞ্চনদ্বিপবেষ্টিত সর্পিস-সমুদ্র ৪ সাকবোদ্বিপবেষ্টিত দধিসমুদ্র ৫ অনন্তদ্বিপবেষ্টিত দুগ্ধসমুদ্র ৬ পুস্কর-দ্বিপবেষ্টিত জলান্তকা।৭। জলান্তকাব জল গগন পর্সিত। পৃথিবির মধ্যে স্তম্ভ সুমেরু পর্ব্বত। পকাব কি মেরু মন্দার ঃ ভাবতবর্ষ সুপারু ৪।

পৃথিবি পর আকাশ। তদুপরি মহা আকাশ তদুপরি দুই লক্ষ প্রহরেব পথ সূর্য্য।

সপ্তবাব নিরূপণং।

রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুক্র সনি ॥ তদুপবি দুই লক্ষ প্রহরের পথ চন্দ্র। তদুপরি দুই লক্ষ জোজন তারামণ্ডল। তদুপরি পঞ্চাশ লক্ষ জোজন সপ্ত সর্গ। সপ্তদশ লক্ষ জোজন তদুপবি ভুবলোক। ত্রিযোবিংশতি লক্ষ যোজন তদুপবি ভূলোক। ইন্দ্র সচী সহিত। পঞ্চ-বিংশতি লক্ষ জোজন তদুপরি ব্রহ্মলোক। সপ্তবিংশতি লক্ষ জোজন তদুপরি সুরলোক। নবলক্ষ জোজন তদুপরি মহোলোক। ত্রিলক্ষ জোজন তদপরি সিবলোক। দুর্গা সহিত। ব্রহ্মলোক সাবিত্রি সহিত। তদুপরি পঞ্চাশ লক্ষ জোজন বৈকুণ্ঠে স্থান। তাহাতে লক্ষ্মী নারাযণের স্থিতি। তদুপবি বিরজা সমুদ্র। তদুপবি ব্রহ্মসাযুজ্য। তদুপবি কারণ সমুদ্র। তাহাতে মহা বিষ্ণুব স্থিতি। তদুপবি মহাশূন্য। তদুপরি পরব্যোম ধাম। মহা বৈকুণ্ঠ প্রসীদ্ধ। তন্মধ্যে সর্ণবেদিকোপরি ঃ সর্ণমন্দির বেষ্টিত কল্পতরু। তন্মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণ পীতবাস। তন্মধ্যে চারি দ্বার। চারি দ্বারে রহু। কে কে। বাসুদেব ১ সঙ্কর্ষণ ২ অনিরুদ্র ৩ প্রদ্যুম্ন ৪। তন্মধ্যে নারাযণ সর্ণ মন্দিরে। বামে লক্ষ্মী দক্ষিণে সরেস্বতি। তদুপরি গোলক

তথাহি।

সহস্র পত্রকমলং গোলোকাক্ষ মহৎপদং।
তৎ কর্ণিকাবং তদ্ধামং তদনন্তবং সষন্তবং ॥ ইতি

তন্মধ্যে ষট্‌কোণে অষ্টদল পর্ণ। তাব মধ্যে ছয পদ্ম নিসৌডসা নানা জন্ত্র পবাযনি। সেই অষ্ট দলে চৌসট্টি নাযিকা। নানাবসপবাযণা। ষট্‌কোণে ছয পদ্মিনী। বস গান নৃত্যগীত বাসস্থলীতে শ্রীহবি বিহরতি।

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাবদ ইহাবা গমনাগমন কবেন। তদুপবি শেত দ্বিপ জ্যোতির্ম্ময ব্রহ্মা। আব্রহ্ম স্তম্ভ। স্থির বাউ। অখণ্ড শীখর।

তদুপবি ব্রজলোক কৃষ্ণতনু সম।
উর্দ্ধ অব্যাপি আছে নাহিক নিযম॥
সেই নিত্য বৃন্দাবন চিন্তমনি ভোম।
চন্দ্র সূর্য্য উদ অস্ত নাহিক নিযম॥

তথাহি

চিন্তামণি ভুমিস্তোযং মমৃতং বস পুবিতং।
বৃক্ষ কল্পদ্রুমং তত্র সুবভি বৃন্দা সেবিতং॥ ইতি
নানা পুষ্প ফল সব অবিবত ফলে।
ঋবিযা পড়যে পুষ্প কৃষ্ণপদতলে॥
পাকীযা হযেন ফল অমৃতসমান।
বৃক্ষসব কচিফল কৃষ্ণে কবে দান॥
বৃক্ষসব কথা কহে মনিষ্যেব বীতি।
পতি সুত ছাড়ি তাবা কৃষ্ণে বতি॥
ছয বিতু মূর্ত্তিমন্ত নিকটে বিহরে।
আজ্ঞা অনুসারে তারা সদা সেবা করে॥
তন্মধ্যে মন্দিব অষ্ট কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
মনি মুক্তা মাণিক্য শোভযে স্থানে স্থান॥
ফটি কাঁচ কাঞ্চন আব বতন পাথর।
মন্দিব বেষ্টিত সভ শোভে থরেথব॥
কালিন্দী জমুনা তিবে কল্প
সেই খানে

জাহাব প্রকাশ হয় গোলক সিখর।
গোলকেব প্রকাশ হযত চরাচব ॥
চিচ্ছক্তি বিলাস হয সুদ্ধসত্ত নাম।
তাহার প্রকাস হয পরব্যোম ধাম ॥
তার চাবি দ্বাবে হয চাবি নাবাযণ।
তা সভাব যত নাহিক গনন ॥
পশ্চিমদ্বাবে অনিরুদ্ধ হয বক্তবর্ণ।
উত্তবদ্বাবে পদ্মনাভ ধবে কৃষ্ণবর্ণ ॥
পূর্ব্বে লক্ষ্মী সরেস্বতী সহীতে বাসুদেব।
দক্ষিণে বেবতী বাবণী সহিতে সঙ্কর্ষণ দেব ॥
মহানিধি জল সেই পবম কাবণ।
পদ্মাসনে মহাবিষ্ণু কবেন সযন ॥
তাহাব প্রকাস হয বৈকুণ্ঠ মহাধাম।
লক্ষ্মীব সহিতে তাহা সতত বিশ্রাম ॥

তথাহি।

বৈকুণ্ঠ তৎশক্তি মিশ্রিতং তদুর্দ্ধঞ্চ মহাশূন্যং।
গোলক পঞ্চাশকোটি জোজনং ॥ ইতি ॥
গোলকের প্রকাশ হয গোকুল মহাধাম।
পবব্যোমের প্রকাস মথুবা জার নাম ॥
বৈকুণ্ঠের প্রকাশ হয দ্বাবকা নগবী।
লক্ষ্মী সরেস্বতী সত্যভামা জার নাবি ॥

তথাহি।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিধামশ্চ সর্ব্বমুক্ষবিনির্ণয়ং।
[illegible]কোটি কোট্যাংস ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব ॥১
[illegible]া মুকুন্দাদ্যাসনাতনী।

সমস্ত পুঁথির মধ্যে কোথাও হস্তলিপির তারিখ পাওয়া গেল না। কাগজ ও বর্ণের গঠন দেখিয়া বোধ হয় পুঁথিখানি শতাধিক বৎসরের হাতের লেখা।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি মেয়েলি ব্রত ও ছড়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট সাহিত্য জগৎ কৃতজ্ঞ।

মেয়েলি ব্রত নামক পুস্তকে ও প্রবাসী পত্রিকায় অঘোর বাবু মঙ্গলচণ্ডীর অনেকগুলি ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের সংগৃহীত ছড়া দুটি পাইলাম না। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ছড়া দুইটির প্রথমটি শ্রীমান রমেশচন্দ্র বাগচীর যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি আমার স্বসম্পর্কীয়া শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবীর নিকট হইতে পাইয়াছি। ছড়া দুইটির জন্য আমরা উভয়ের নিকটেই কৃতজ্ঞ রহিলাম।

(১)

পূজিয়ে মঙ্গলচণ্ডী ত্রিজগতের মাতা
শ্রীধরে কয়ে মঙ্গলচণ্ডীর কথা॥
মঙ্গল কারণে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
সেবায় * * দেবী ভকত বৎসলা॥
আপদ কালে দেবী করিও স্মরণ।
দারিদ্র্য ঘুচে বহুত বন্ধন॥
ধনে সুখে [illegible] কাল সুখে বয়।
* * দেবীর কৃপায়॥
উজানীতে বসে রাজা বিক্রমকেশরী॥
কুটি আট দশ পশু তাদের প্রাণ বধিল॥
প্রাণের ভয়েতে তারা ভ্রান্তি মেলিল।
মা সর্ব্বমঙ্গলার পায় নিবেদন করিল॥
নারিও চারিও মা প্রাণে না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে মা সিন্দুর রক্ষা করিও॥
কালকেতু যমদূত হয়ে এক ব্যাধ।
খেদিয়ে সে মারে মা বিনে অপরাধ॥
সুসঙ্গে চলিয়ে যাও না কর বিচার॥
কালহেনে কালকেতুর ব্যাধ॥
ডানে আড়িনু বাণ বামে নিহারে।
হাতের ধনুক বাণ খসে খসে পড়ে॥

হেন কালে পেল বেদে সুবর্ণ গুটিকা ॥
গুটিকা পেযে বেদে যাযত বাসায ॥
ডাক দিযা বলি তোবে শুন নিজ ঘবে।
আব কিছু না পাইলাম গুটিকাব তবে ॥
বেদিযা গেল তবে স্নান কবিবাবে।
ব্যাধিনী গেল তবে দা মাগিবাবে ॥
গুটিকা মূর্ত্তি ছেড়ে মা নিজমূর্ত্তি ধবে।
কাব ঝি বৌ কালু ধবে আন্‌লি ঘবে ॥
কাব তো ঝি বৌ আমি ধবে আনিনি ঘবে ॥
সতী নামে ধবেছি আমি দেবীব চবণ।
আমাব ঘবে মা তুমি এলে কি কাবণ ॥
তোব ঘবে এলেম আমি হেতু কবিবাবে।
হাতেব অঙ্গুবি আমাব হাবাল নগবে ॥
একপল খনি খোঁড় পঞ্চ আভবণ।

* * *

ধন কালু উঘাবিযা তোল ॥
ধন পাইযা কালু ভাবে মনে মন।
ধন থাক্‌তে এত দুখ পেলাম কি কাবণ ॥
মাংস কাটিয়া আমি বিকাব ভাগে ভাগে।
এইতে অধিক দুঃখ আমাকে সেইত ভাল লাগে ॥
উজানীতে বসে বাজা বিক্রমকেশবী।
তাহাব বাজোতে বসে সাধু ধনপতি।
লহনা খুলনা তাব দুই সে যুবতী ॥
প্রথমে লহনা নাবী লক্ষ্মী বড সীতা।
শেষে খুলনা নাবী স্বামীব দুর্ভাগা।
নাবীব কর্ম্মেব ফল * *
স্বামী থাকিতে নাবী [illegible]
[illegible] হাবাল ছাগল ॥
চাহিতে চাহিতে খুলনা অতি ঊর্দ্ধস্বরে।
কান্দিতে কান্দিতে খুলনা ফেবে বনে বনে ॥
কিমতে বহিব আমি পতিব চবণ ॥
দুঃখ অপাব মোব তাপ ও বিনাশ ॥
ইহা হতে বিধি মোব করুক নিস্তাব ॥
অবণ্যে বোলা বোলি শুনে খুলনাব নিল মন।
মঙ্গল চণ্ডীব পূজা যুবতীব সম্মান।
আমবা যতেক নাবী তোমাকে দিলাম ॥
সাধুব সুদৃষ্টে পড লৌটুক ঘব ॥
বব পেযে খুলনা নাবী যায নিজ ঘবে ॥
হাবাযে ছিল ছাগল কটি পেল মধ্য পথে ॥
বসিবাবে দিল খুলইক উত্তম চকুবি।

পবিবাবে দিল খুলইক কাঁচা পাটেব সাড়ী ॥
সুবর্ণেব ঘট বাবা সাধুব কবে যাত্রা ॥
পিছন দিকে চেয়ে দেখে খুলনা নাবী আইসে ॥
যত যত কামনাবী তত তত বাবা।
বব বিধানে নাবী পূজে ঘব বারা ॥
সাধুব কুপিত মন * *
বাঁ পাযে টানিল দেবীব ঘট বাবা ॥
অস্তি অস্তি বলে ঘট শিবে বন্দিল।
দুগ্ধে * ঘট আহ্বান কবিল ॥
নাবিও চাবিও মা প্রাণে না মাবিও।
সর্ব্ব ধন লযে সিন্দুব বক্ষা কবিও ॥
ঘট ঘুবে খুলই নাবী যায স্বামী পাশ ॥
ডাক দিযে বলে তোবে শুন নিজ পতি ॥
উপজিল খুলনাব জানে সর্ব্বজন।
হেন কালে হল সাধুব বনিজ মিলন ॥
আপন হস্তে পত্র লেখে দেযত আপনি ॥
কন্যা ছাওযাল হয যদি নামে শ্রীমতী।
পুত্র ছাওযাল হয যদি নামে শ্রীপতি ॥
মহামহা নিন্দা তবে সাধুব পববাস।
পথে ত হইবে সাধুব বহুত বিনাশ।
এক খানি নৌকা যায সিংহল পাটনে।
পদ্ম হস্তে হস্তী নাবী গিলে আব উগলে ॥
এক শত কথা হল বাজাব সে কাণে।
সুশিল্লা বাজা এসে দেখে কিছু নাহি আছে ॥
ধন জন লযে থুল আপন ভাণ্ডাবে।
সাধুবা বঞ্চিত হল নিকাশ বন্ধনে ॥
নিকাশ বন্ধনে সাধু আছেন ত্রিশ কাল ॥
হেন কালে হল খুলই পুত্র ছাওযাল ॥
নামকবণ চুড়াকবণ দিল কত দিনে।
লিখিবাবে দিল শ্রীমন্তকে বাজপাঠশালে।
চাট বওযা উঠেবে কুমাব শ্রীপতি ॥
হাতেব খড়িখানি প'লত খসিযা ॥
তোমাকে বলি আমি পড়ুযা ভাই।
হাতেব খড়ি খানি দাওত তুলিযা ॥
এতক দিবসে বেটা পিতা নাহি চিনে।
জারুযা যতেক বলে খড়ি তুলিবাবে ॥
আপনাব খড়ি শ্রীমন্ত আপনি তুলিল।
মাথায হাত দিযে শ্রীমন্ত ভূমিতে বসিল ॥
মা সৎমা তাবা ব্যাকুলিত হয়ে।
কেন পুত্র ভাব তুমি ভূমেতে বসিয়ে ॥

আমার পিতা গেছে মা বল কোন ঠাঁই ॥
পিতার উদ্দেশে আমি যাব একবার।
না যদি পাঠাও মা যাবত সম্ভব ॥
নারায়ণ বিষ্ণুতেলে স্নান করিল।
ছুতার ডাকিয়া শ্রীমন্ত নৌকা বানিল ॥
দৈবককে ডাকিয়ে শ্রীমন্ত যাত্রা করিল।
মায়েরঁ আট চাল দুর্ব্বা শিরেতে বন্দিল ॥
সৎমায়ের আট চাল দুর্ব্বা কোঁছায় করে নিল।
চণ্ডিকায় স্মরি শ্রীমন্ত নৌকায় উঠিল ॥
এক খানি নৌকা যায় সিংহ দিঘলে।
পদ্ম হস্তে হস্তী নারী গিলে আর উগলে ॥
এত শত কথা শুন বাজার সে কাণে।
সুশিল্লা বাজা এসে দেখে কিছুই না আছে ॥
ধন জন লয়ে থুল আপন ভাণ্ডারে।
শ্রীমন্তে কাটিতে গেল দক্ষিণ মশানে ॥
যে না খাঁড়া তুলে সে না কাটা যায়।
রক্ত পূঁয়ে শ্রীমন্তের পঞ্চ ধারা বয় ॥
তা দেখি এক জন এল দৌড় পারা।
কি কর সুশিল্লা বাজা নিশ্চিন্ত বসিয়া ॥
তোমার রাজ্যে হল বাঁড়ীর মুণ্ডমালা ॥
তা শুনে সুশিল্লা বাজা হস্তীর স্কন্ধে যায়।
কত ঘাঁটা খেতে হস্তিনাং খেল।
কতক ঘাঁটা যেতে রাজা দুই চোক খেল ॥
হাস্তিয়া ধরে গিয়ে দেবীর চরণ।
আমি ত মা জানি না তুমি কোন জন ॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলাম চরণ।
~~নারিও চারিও মা প্রাণে~~ না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে মা সিন্দুর রক্ষা করিও ॥
ভালই করলি রাজা ওরে ভালই নিল মনে।
আমার সেবকের নাগাল পেল কোন খানে ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিবি।
প্রথম মহাদেবীর কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিবি
আগরাড়ী নিয়ে দিবি উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইবি ঘর ॥
স্বপন দেখায়ে সর্ব্বমঙ্গলা অন্তর্দ্ধান হল।
কটক সহিতে রাজার জয়ধ্বনি পল ॥
সে রাত্রি থাকে রাজা কটক সহিতে ॥
নিশি অবশেষ হল প্রাতেক বিয়ান।
পঞ্চ পত্রে লেখে দিল সবার প্রধান ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিল।

প্রথম মহাদেবীর কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিল ॥
আগা বাড়ী নিয়ে দিল উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইল ঘর ॥
উত্তম মধ্যম গন্ধ চন্দন।
পিতাতে পুত্রেতে দেখা হল ততক্ষণ ॥
লায়ের হুড়াহুড়ি শুনে বিক্রমকেশরী।
কাহার নাও যায় বুঝিতে না পারি।
গর্ভের পুত্র যায় পিতা উদ্ধারিয়া।
* * আন তাক ধরিয়া ॥
আমার কুমারীর সঙ্গে দিব তার বিয়া।
সে রাত্রি থাকে সাধু কটক সমাজিয়া ॥
নিশি অবশেষ হল প্রাতে বিহান।
পঞ্চপত্রে লিখে দিল সবার প্রধান ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিল।
মহাদেবীর কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিয়ে দিল ॥
আগবাড়ী নিয়ে দিল উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইল ঘর ॥
মা সৎমা তাহারা স্মরে সর্ব্বক্ষণ।
খুল্লনার পতি পুত্র আসিবে কতক্ষণ ॥
হেন কালে ডিঙ্গা যেয়ে ঘাটেতে লাগিল।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তার জয়ধ্বনি হল ॥
আগ দুয়ারে নিয়ে যেয়ে ডিঙ্গা পরিচ করে।
পাছ দুয়ারে নিয়ে যেয়ে বৌ পরিচ করে।
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে বাসর ঘরে ॥

---

(২)

পূজিব কালিকাদেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
করুণা ধাম, কৃপাময়ী নাম,
তুমি দেবী ভকতবৎসলা ॥
তোমার চরণ, যে করে স্মরণ,
সিদ্ধি হয় মনস্কাম।
কলিযুগে তুমি, আদ্যা সনাতনী,
মঙ্গলচণ্ডিকা তোমার নাম ॥
বাড়াও সুপদ, ঘটাও বিপদ,
সকলি তোমারি শক্তি।

কৈলাসে বসিযা, পদ্মাবে লইযা,
আপনি করিছ যুক্তি ॥
আপন নন্দন, করিযা ছলন,
মানবী লোকে পূজা প্রকাশে।
খুলনা সুন্দবী, আপনাব ঘট ভবি,
পূজেন মঙ্গল বাবে।
সেই ঘট ঠেলি পায, সাধু সিংহলে যায,
বন্দী হলেন কাবাগাবে ॥
খোল বাজে, কবতাল বাজে,
বাজে শঙ্খেব ধ্বনি।
কামরূপী পূজা কবে
নমো নাবাযণী।
তোমার পূজাব ফলে শ্রীমন্তসুত হইল কোলে।
অষ্ট চাল দুর্ব্বা শিবে চলিল সহবে ॥
কালীদহে মাযা কত দেখে।
বাঁচিয়া মশানে, পাইযা নানা জনে,
সুশীলাবে কবিলেন বিযে ॥
বন্দীঘব মেঙ্গে নিলেন দান।
বিধি বিষ্ণু হবে, মানবী কি বলতে পাবে,
জন্মে জন্মে পাই যেন ঐ বাঙা চবণ ॥

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
বাজসাহী।

সপ্তম-বার্ষিক অধিবেশন।

গত ২৯শে বৈশাখ (১৩০৮), ১১ই মে (১৯০১), রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় পরিষৎ-কার্য্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম-বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন,——

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি।)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ,
(সহকারী-সভাপতি)

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ।
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এম্ এ, বি, এল্।
„ প্রমথনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল্।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বি, এল্।
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ।
„ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাভূষণ, এম্ এ,।
„ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্, এম্, এস্।
„ চারুচন্দ্র ঘোষ।
„ গোবিন্দলাল দত্ত।
„ শরচ্চন্দ্র সরকার।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ প্রমথনাথ মিত্র।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্, এন্, পি, এস্।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ কালিদাস নাথ।
„ গিরীশচন্দ্র রায়।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
„ বসন্তকুমার বসু।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ ডাঃ ইন্দুভূষণ মজুমদার, এম্, এ, বি এল্, এল্, এম্, এস্।
„ চুনিলাল গুপ্ত।
„ শচীন্দ্রনাথ বসু।
„ কামিনীনাথ রায়।
„ অম্বিকাচরণ দাস।
„ কবিরাজ করুণাকুমার সেনগুপ্ত।
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ।
„ মুনীন্দ্রনাথ সাঙ্খাবত্ন।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
„ নগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।
„ ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্।
(সম্পাদক)।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদক)
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ }

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক গণ্যমান্য প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

(১) মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) সপ্তম বার্ষিক-কার্য্য বিবরণ পাঠ, (৪) ১৩০৮ সালের কর্ম্মচারি-নির্ব্বাচন, (৫) ভাওয়ালাধিপতি ৺ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের এবং পরিষদের অন্যতম সভ্য ৺ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও (৬) বিবিধ বিষয়। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর গত একাদশ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র ঘোষ, ৮নং সৃষ্টিধর দত্তের লেন। (২) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ, ৬৭নং সিমলাষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৩) শ্রীযুক্ত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ, ১৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৪) শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্, এ, বঙ্গবাসী কলেজ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্ত্বনিধি, শ্যামবাজার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, (৬) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভারত সঙ্গীত-সমাজ, ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, (৭) শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ বসু ৩৪।৫ নং রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট, (৮) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৯নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৯) শ্রীযুক্ত আশুতোষ প্রামাণিক, ৮৬নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (১০) শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, ১ম মুন্সেফ বাবু বিভূভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাসা, মেদিনীপুর। (১১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ সিংহ, মোক্তার, মেদিনীপুর। (১২) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গোস্বামী, হেড আসিষ্টাণ্ট, সেক্রেটারিয়েট, শিলং। (১৩) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্রাণগোবিন্দ মিত্রের বাটী, ধলদীঘী, বর্দ্ধমান। (১৪) শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র সেন, পুলিস্ আফিস, শিলং। (১৫) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বাগনান, হুগলী। (১৬) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত, কবিরাজ, ঢাকাপটী, বড় বাজার কলিকাতা, (১৭) শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ, গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ। (১৮) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ভবানীপুর। (১৯) শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান। (২০) শ্রীযুক্ত রাজা বনওয়ারী মুকুন্দ দেব বাহাদুর, বনওয়ারী আবাদ, মুরশিদাবাদ। (২১) শ্রীযুক্ত গোকুলানন্দ ঠাকুর দক্ষিণ খণ্ড, রাণীগঞ্জ। (২২) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস, হেড মাষ্টার, ভগবান ইনিষ্টিটিউশান, বাহুবল, শ্রীহট্ট। (২৩) শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, মাগুরা, যশোহর। (২৪) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, মোক্তার, পাবনা। (২৫) শ্রীযুক্ত রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কেচ্‌কা, কালিপাহাড়ী, পোঃ রাণীগঞ্জ। (২৬) শ্রীযুক্ত রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, মথুরা (২৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহা, চোরবাগান অর্ণষ্টুডিও, ২৪নং ভুবন বাঁড়ুয্যের গলি, চোরবাগান। (২৮) শ্রীযুক্ত রাজা রঘুনাথ মল্লদেব বাহাদুর, ঝাড় গ্রাম, মেদিনীপুর। (২৯) শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী, মতিহারী। (৩০) ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমামহেশ্বর সামন্ত, ইউনিয়ান ফার্ম্মেসী, ৩নং বসাক লেন কলিকাতা। (৩১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, উকিল, খুলনা। (৩২) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, ৩১নং শিবপুর রোড, হাবড়া।

(৩৩) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বসু ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তার মেদিনীপুর। (৩৪) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভূমি-সম্পাদক, ৯নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। (৩৫) শ্রীযুক্ত জলধর সেন, বসুমতী-সম্পাদক, ১১৫।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, (৩৬) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি, এল্, হাইকোর্টের উকিল, ৬৯নং সার্পেন্টাইন লেন, শিবালদহ। (৩৭) শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর দক্ষিণেশ্বর। (৩৮) শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র বর্ম্মণ, আগরতলা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্,(৩৯) মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর, (৪০) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, (৪১) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, শিবনারায়ণপুর, (৪২) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, জেনারল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, নূতন সভ্য, (৪৩) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৪) শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ বি এল, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৫) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৬) শ্রীযুক্ত রাধানাথ পালিত, বি এল্, মেদিনীপুর। (৪৭) শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকিল মেদিনীপুর। (৪৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কর, বি এল্, হেডমাষ্টার, রীপণ স্কুল হাওড়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল্, নূতন সভ্য, (৪৯) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৩নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। (৫০) শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত রায়, ৩নং বসাক বাগান লেন। (৫১) শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ নন্দী, ৭।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (৫২) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, খলসিনী, (৫৩) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ১১নং সিকদার বাগান লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫৪)শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন।

তৎপরে সপ্তম-বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের সারাংশ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিবর্গ ১৩০৮ সালের জন্য নিযুক্ত হইলেন,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সভাপতিত্রয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্ সি, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্, সহকারীসম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল্, পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, আয়ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের শূন্য স্থান পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণদ্বারা পূর্ণ করা হইল। নিম্নে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইল।

(ক) নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্, এ।

(খ) মনোনীত সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ, বি এল্।
২। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
৫। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৬। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
৭। „ চারুচন্দ্র ঘোষ।
৮। „ অক্ষয়কুমার বড়াল।

৩। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত
৪। „ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী, সাহিত্য-সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষা বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

নগেন্দ্র বাবু আরও বলিলেন, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি সাহিত্য-সমালোচনী সভা হইতে বর্ষে বর্ষে ২০০০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। এতদ্ব্যতীত সারস্বত-সমাজ হইতেও এই উদ্দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইত। পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি উৎসাহী ছিলেন, প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রকাশ জন্য ইহাকে ২০০৲ টাকা দানও করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, রাজারাহাদুরের অভাব কেবল সাহিত্যে নহে, সুকুমার কলার বহু বিভাগেই অনুভূত হইবে। তিনি একান্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। তাহার গুরুভক্তি প্রবলা ছিল। আশা করা যায়, তাঁহার অভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সমালোচনী সভা বিলুপ্ত হইবে না। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল, এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিজন-বর্গকে পাঠান হউক।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "পরিষদের অন্যতম সভ্য কবিবর যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকতপ্ত আত্মীয়বর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন,"পদ্যপাঠ" আমাদের প্রায় সকলেই পাঠ করিয়াছেন। যদুগোপাল বাবুর কবিতা বড় মিষ্ট। বিশেষ সে সকল কবিতার সহিত আমাদের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত বলিয়া বুঝি আরও মিষ্ট। পদ্যপাঠের গ্রন্থকার সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্যমোদিমাত্রই দুঃখিত। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন, বার্ষিক বিবরণে অনেক আশার কথা আছে। আমাদের সভ্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে এখনও সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই। আশা করি, তাঁহারা সত্বরই চাঁদার টাকা দিয়া সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের কার্য্যও বিস্তৃত হইবে, সুতরাং উঁহারা যে সত্বর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, এ আশা দুরাশা নহে।

পরিষদের শাখা-সমিতি সকলের মধ্যে আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি হইতে বিশেষ কার্য্য হইয়াছে। পরিভাষা-সমিতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালা ভাষা এখনও গতিশীল, ইহার গতিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পরিভাষা একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আশা করা যায়, সভ্যদিগের নিকট সাহায্য পাইলে পরিষৎ এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তব্য, ভাষায় হস্তক্ষেপ করা এখন অকর্ত্তব্য, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রী ও লালিত্য রক্ষার নিয়ম আবিষ্কার করা আবশ্যক।

অভিধানের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয় আলোচ্য, বর্ষে পরিষৎ পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক অধিবেশনে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। শরৎবাবু এবং সতীশবাবুর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চরক ও সুশ্রুতের কাল-নির্ণয় বিষয়ক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আশা করা যায়, প্রফুল্লবাবু তাঁহার বিরাট চেষ্টার ফল শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুঁথি-সংগ্রহের কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে যে সকল পুঁথি ও চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সভ্যগণের আনন্দ ও শিক্ষাদায়ক হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশনে আবৃত্তি করিবার প্রথা বর্ত্তমান বর্ষে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। আবৃত্তিতে অর্থ পরিস্ফুট হয়। বিদ্যালয়ে ভালরূপ পড়া ও আবৃত্তি শেখান ভাল। এ বিষয়ে যদি কাহারও উৎসাহ থাকে, তবে একটা পারিতোষিক দিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে উৎসাহ-বর্দ্ধন করিলে ভাল হয়। আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ এতই বিকৃত যে আমরা সংস্কৃত ভাষার হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের সংস্কৃতকে "বাবু স্যাংস্কৃট্" বলিলে চলে। প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ যখন স্বতন্ত্র, তখন সেই স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উচ্চারণ-শুদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত কলেজে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

পরিষৎ এখনও শিশুকাল অতিক্রম করেন নাই। একান্ত সুখের বিষয়, ইহারই মধ্যে পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নানা হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। বিবিধ শাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন, দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি সকল প্রকার সাহিত্যের সমালোচনা, এ সকলই

পরিষদের বিরাট উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। "ফ্রেঞ্চ একাডমী" দুই চারিজন সভ্য লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া এখন কত বড় হইয়াছে। এখন কত বিদ্বান ইহার সভ্য হইবার জন্য ব্যস্ত। প্রতি বৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতি বৎসর নূতন প্রচারিত বাঙ্গালা গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসরে সাহিত্যের গতির একটা আলোচনা হয় ও পাঠকগণেরও ভাল গ্রন্থের সংবাদ জানিবার কতকটা উপায় হয়। পরিষৎ যে সকল গ্রন্থ প্রশংসার যোগ্য মনে করেন, যদি তাঁহাদের ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, তবে তাঁহাদেরও উৎসাহবর্দ্ধন করা হয়। গত বর্ষের সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ যোগ্য বলিয়া আমি মনে করি, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র গল্প।

নব কথা	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
সাজি	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
তমস্বিনী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভ্রমণ।

হিমালয়	শ্রীজলধর সেন।
দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ইতিহাস।

সিরাজুদ্দৌলা	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।
মীর-কাসিম	ঐ
মুরশিদাবাদ-কাহিনী	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বৈজ্ঞানিক।

কোন গ্রন্থ নাই, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সুপাঠ্য।

দর্শন।

বসু মল্লিক-ফেলোশিপের লেক্‌চার—ষড় দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

আত্মিত্বের প্রমাণ	শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বিএল্।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, সি,আই, ই, রায় বাহাদুর।
বিশালা (বৌদ্ধধর্ম্ম মহিমা)	শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

বিবিধ।

ভবভূতি	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
ভাষা তত্ত্ব	শ্রীশ্রীনাথ সেন।
বিশ্বকোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
অভিশাপ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত।

হাসির গান	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ।
শত গান	শ্রীসরলা দেবী

কবিতা।

ক্ষণিকা কথা কাহিনী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গীতিকা	শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।
বেণু	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।
মর্ম্মী গাথা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
অশোক গুচ্ছ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অনুবাদ।

সংস্কৃত নাটকসমূহ	শ্রীজ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতঃপর পরিষদের গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, সমস্ত বৎসর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ আদিত্য পরিষদের গ্রন্থরক্ষক মহাশয়কে অনেকরূপে সাহায্য করায় পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে পরিষদের সভ্য, কর্ম্মকারক, পুস্তকদাতৃবর্গ ও অনুগ্রাহকবর্গকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া সভার কার্য্য শেষ করা যাইতেছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।
২৬।২।০৮

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,
সভাপতি।
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে ১৩০৮ সালের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, } সভাপতি।
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর }
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।
„ ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্, এম্, এস্।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু (ক)।
„ কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
„ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
„ ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু (খ)।
„ রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।
„ তড়িৎকান্তি বক্সী এম্, এ।
„ ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্ এম্, এস্।
„ সত্যকৃষ্ণ বসু।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
„ কৃষ্ণলাল সাহা।
„ সুরেন্দ্রকুমার রায়, বি, এ।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
„ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।
„ ভুবনমোহন বসু।
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ চারুচন্দ্র ঘোষ।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্, এ।
„ ভুবনমোহন বিশ্বাস।
„ কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত।
„ „ অবিনাশচন্দ্র সেন।
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্। (সম্পাদক)
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ। } (সহকারী
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী। } সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) বার্ষিক উৎসব ও সম্মিলনের নিমিত্ত স্থানদান করায়, ভারত সঙ্গীত সমাজকে পরিষৎকর্ত্তৃক ধন্যবাদ প্রদান, (৪) প্রবন্ধপাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবাবী আমলের বিধি ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "জগন্নাথ তীর্থে গুরু নানক ও জগন্নাথের আরতি" নামক প্রবন্ধ, তৎপরে তৎ-কর্ত্তৃক শিখধর্ম্মগ্রন্থ "জপজী হইতে কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা, (৫) বীণাপাণি-সাহিত্য-সমিতি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্গীয় রামগোপাল সেনের ছবি গ্রহণ, (৬) মৃত সভ্য ৺ যোগেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ, (৭) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণাদি পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্টজন কলেজের অধ্যাপক, আগরা। (২) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রয়াগসাহিত্যমন্দির, এলাহাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (৩) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার, (৪) শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, ১২ নং হরিপালের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন মিত্র,এম্ এ বি এল্, পিয়ারীচাঁদ মিত্রের গলি, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (৬) ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল সাহা, ৫৮ নং পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক —শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, নূতন সভ্য, (৭) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ সেন, ১৮নং ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী, নূতন সভ্য, (৮) ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম্ বি, ৩২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (৯) শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস, এম্ এ, মুঙ্গের।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১০) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বসু রাধানাথ মল্লিকের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (১১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, ১৯ নং শ্যামপুকুর লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, ৬নং সনাতন শীলের লেন, বহুবাজার।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিক-মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল,—"পরিষদের সপ্তম বার্ষিক উৎসবাদি নির্ব্বাহ জন্য ভারত-সঙ্গীত-সমাজ তাঁহাদিগের সুপ্রশস্ত গৃহ ও প্রাঙ্গণাদি ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষৎকে বাধিত করিয়াছেন, পরিষৎ সে জন্য সঙ্গীত-সমাজের সভ্যবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ-পাঠের মধ্যকালে সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহা তাঁহার প্রায়-প্রকাশিত ইতিহাসের একটি অধ্যায়। শীঘ্রই ঐ ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। আমরা অদ্যকার প্রবন্ধ হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, ঐ ইতিহাস কিরূপ উৎকৃষ্ট হইবে এবং উহার উপযুক্ত বিষয়-সংগ্রহে কালীপ্রসন্ন বাবু কিরূপ অনুসন্ধান, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অদ্যকার প্রবন্ধ শুনিয়া বুঝা গেল, মুসলমান-রাজত্ব কেবলই যে অত্যাচার ও বিলাসিতার রাজত্ব ছিল তাহা নহে, সেকালেও প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এবং রাজ্যের অনেক সুব্যবস্থা ছিল, তবে ইউরোপীয় প্রথা যতটা মার্জ্জিত নিয়মে গঠিত, তাহা ততটা নহে। আকবরের উদারতার রাজ্যে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুবই বেশী ছিল, কিন্তু আরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতার রাজত্বে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কোরাণের ধর্ম্ম মানাইবার জন্য অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তা বল-প্রয়োগ করিতেন, ইংরাজ-রাজত্বে সে ভয় নাই। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় শিখ ও মহারাষ্ট্র অভ্যুদয় হইয়াছিল। খৃষ্টান রাজত্বের সূত্রপাতে যে বল-প্রকাশ হয় নাই এমন নহে, পর্ত্তুগীজেরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিত, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞাই ইংরাজ-রাজত্বকে এতটা দৃঢ় ও এতটা শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, আজ আমরা এই প্রবন্ধে মুসলমান রাজত্বের রীতিনীতি, প্রভাব, উন্নতি, অবনতি, দেশের অবস্থা ইত্যাদির বিবরণ শুনিলাম। এ সকল বিষয়ে আমাদের আজ অনেক জ্ঞানলাভ হইল। প্রবন্ধ শুনিয়া আজ আমরা সুখী হইয়াছি।

তৎপরে ঋতেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এবং গুরু নানকের সম্বন্ধে আজ অনেক জানা গেল। গুরু নানক জগন্নাথে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। সময়ের কথা ধরিয়া বিচার করিলে যেন মনে হয় যে, প্রবন্ধকার যে সময়ে গুরু নানককে জগন্নাথ তীর্থে উপস্থিত করিতেছেন, ইতিহাস অনুসারে সে সময়ে চৈতন্যদেবও জগন্নাথে উপস্থিত ছিলেন, অথচ এরূপ একজন ঈশ্বর-প্রেমিক জগন্নাথে আছেন বা আসিলেন জানিয়া, উভয়ের দেখা শুনা হইল না, ইহা একটু আশ্চর্য্য-জনক বলিয়া বোধ হয়। প্রবন্ধকারকে এজন্য অনুরোধ যে, এ সম্বন্ধে তিনি আর একটু অনুসন্ধান করিয়া উভয়ের জগন্নাথে উপস্থিতির কালাকাল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আমাদের জানাইবেন। তাঁহার প্রবন্ধ অতি সুন্দর। তাঁহার শিখ গ্রন্থের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যাকৌশলও প্রশংসনীয়।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পরিষদের সভ্য ৺ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বালেশ্বরের কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন "পরিষদের উৎসাহী সভ্য যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের অকাল-মৃত্যু হওয়ায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত আছেন এবং তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।" এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল। নগেন্দ্র

বাবু জানাইলেন, কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের একখানি বড় ছবি তাঁহার আত্মীয়বর্গ পরিষদে উপহার দিবেন।

তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ছবির জন্য টাকাকড়ি আদায়ের কথা উঠিলে হেমেন্দ্র বাবুর প্রতি ভার দেওয়া হইল।

চারবাবু গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিলে স্থির হইল যে, চাঁদা আদায়ের পূর্ব্বে সাধারণকে বিশদরূপে জানাইবার জন্য পরিষদের একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার অনুমোদন করিলে স্থির হইল, আগামী রবিবার এই বিশেষ অধিবেশন করা হউক। এসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ভূমি-দানের দলীল রেজিষ্টারী হইয়া গেলে সেই দলীল উপস্থিত করিয়া এই অধিবেশন করা উচিত, তজ্জন্য উহা এক্ষণে স্থগিত থাকে। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সভাপতি।
৩০ আষাঢ়, ১৩০৮।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ৩০ আষাঢ় (১৩০৮) ১৪ জুন (১৯০১) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ ললিতমোহন ঘোষাল।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ লাডলীমোহন ঘোষ।
„ কুমার শরৎকুমার রায়, এম্ এ।
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
„ অম্বিকাচরণ দাস।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
„ বসন্তকুমার বসু।

শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্, এম্, এস্।
„ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র।
„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্ এ।
„ সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সত্যভূষণ বন্দোপাধ্যায়।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্ত্বনিধি মহাশয়ের "অদ্বৈত-বাদ" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের "ইশা খাঁ মসনদ ই-আলী" নামক প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।
		,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, দর্প-নারায়ণ ঠাকুরের লেন।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
,,	,,	রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
,,	,,	শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, আদমপুর, ভাগলপুর।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণরায়	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	,,	রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দেব, লক্ষ্মীপুর রাজবাটী, বাঁকা পোঃ, ভাগলপুর।
,,	,,	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বেদান্তরত্ন, লক্ষ্মীপুর, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীযুক্ত মনোমোহন ধর, হেডমাষ্টার, শিয়ার শোল স্কুল, রাণীগঞ্জ।
,,	,,	শ্রীযুক্ত ভবনাথ আশ, ২১ নং রামতনু বসুর লেন।
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বসু, বি,এল্, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।
		শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, সবরেজিষ্ট্রার, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।

,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি,এল,	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ, বি এল্।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিংহ, চম্পাইনগর, ভাগলপুর।
,,	,,	মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পাইনগর ভাগলপুর।
,,	,,	,, গোপীমোহন সিংহ, জেমো, রঘুনাথপুর।
,,	,,	কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, দিনাজপুর।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,	শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ,	ডাঃ কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্ বি, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

অতঃপর প্রথম প্রবন্ধ-পাঠক উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ উপযুক্ত না হওয়াতে প্রবন্ধ-বিষয়ে কেহই কোন আলোচনা করিলেন না। সভাপতি মহাশয়ও লেখক উপস্থিত নাই বলিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া যবদ্বীপে হিন্দুদিগের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর নিকট একটু বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আনন্দ বাবুর প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, আনন্দবাবু প্রসঙ্গতঃ যবদ্বীপের উল্লেখ করিয়া দীনেশবাবুর যে কৌতূহল বাড়াইয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, আজিকার প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। যাহা হউক, যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, তখন আমি যতদূর জানি, বলিতেছি। রামায়ণের কাল হইতে যবদ্বীপের সহিত হিন্দুর সংশ্রব দেখা যায়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের বর্ণনা পাঠে বর্ত্তমান সুমাত্রাদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া বুঝা যায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উহার নাম মলয়দ্বীপ। মলয়দ্বীপে ত্রিকূট পর্ব্বত, তদুপরি লঙ্কা বা রাবণ-রাজধানী। সুমাত্রার উত্তরাংশ এখনও সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া অভিহিত হয়। সুমাত্রার পার্শ্বে কর্পাত দ্বীপ আছে, উহাই পৌরাণিক যৌপ্যক দ্বীপ। লবকুশ লঙ্কা দর্শনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামানুসারে রামদ্বীপ, লক্ষ্মণদ্বীপ, লবদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপের নাম এখনও ঐ অঞ্চলের দ্বীপাবলী মধ্যে পাওয়া যায়। বুসী জাতীয় লোকেরা সুমাত্রার পার্শ্ববর্ত্তী সাগরকে লঙ্কাই সাগর বলে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসী জাতির নাম বক্ক বা বক্ষ। যবদ্বীপে হিন্দুশাস্ত্রের পুরাণাদি এবং রামায়ণ পাওয়া যায়। বালিদ্বীপের অধিবাসীরা হিন্দু, তথাকার কবিভাষায় লিখিত রামায়ণ কতকটা ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালীর অপেক্ষা এই সকল দ্বীপের সহিত তৈলঙ্গীদিগের সংশ্রব বেশী ছিল। পুঁথিতে তেলগু

ভাষার সহিত অক্ষর সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালীর সহিত বরং সিংহলের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, বলিলেন, আনন্দবাবুর প্রবন্ধ অতি সুন্দর। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস আমরা বিশেষ জানি না। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যায়। এরূপ অবস্থায় আনন্দবাবু বঙ্গের এক প্রদেশের ইতিহাসের বিশেষতঃ বারভুঞার একজনের বিশেষ বিবরণ জানাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিলেন। তবে তিনি যে ভাবে সোনা বিবির বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল লাগিল না। প্রসঙ্গতঃ লঙ্কা, যবদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপ সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে এই সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। থ্যাটো বলেন সুবর্ণদ্বীপ ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী। মহাবঙ্কিত সুবর্ণদ্বীপে গিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থেও এসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বাঙ্গালীর সঙ্গে যবদ্বীপের যে ঘনিষ্ঠতা এক সময়ে ছিল, তাহার নিদর্শন বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান। যবদ্বীপের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় কহিলেন, প্রবন্ধ লেখক ধন্যবাদের পাত্র। আমরা নিজের দেশের ইতিহাস জানি না। বিশেষতঃ আমি বিশেষ লজ্জিত, আমি ইশাখাঁর নামও জানিতাম না। আনন্দবাবুর প্রবন্ধে আমি বিশেষরূপ উপকৃত। স্বদেশের স্বজাতির ইতিহাস যে সময়েরই হউক, জানা বড় আবশ্যক। আনন্দবাবু সে পক্ষে আমাদিগকে কিছু কিছু জানাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমি ইতিহাস আলোচনা করি নাই, সুতরাং একটা অনুরোধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অবতারণাকালে তাহার বৃত্তান্তগুলি কি উপায়ে সংগৃহীত, তাহার প্রমাণগুলির উল্লেখ করা উচিত। মুসলমান ঐতিহাসিক অনেক আছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে আজিও কোন আলোচনা হয় নাই; এই উপায়ে তাঁহাদের নামাদি জানিতে পারিলে ক্রমে আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে। জন প্রবাদ, স্থানীয় প্রবাদ, স্থানীয় অট্টালিকাদির খোদিত লিপি প্রভৃতি অবলম্বনে ইতিহাসাদি লিখিত হয়। সে সকলের উল্লেখ প্রবন্ধে থাকা উচিত। অদ্যকার আনন্দবাবুর প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময় উহাতে ঐ সকল প্রমাণের উল্লেখ করিলে ভাল হয়। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে যবদ্বীপের যে সকল কথা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটি সুলিখিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আমরা শুনিতে পাইলে চরিতার্থ হইব। বিশেষতঃ যবদ্বীপের ভাষা যখন বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তখন উহা আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। বাঙ্গালী কখন সিংহলে যাইত, যবদ্বীপে যাইত, বুদ্ধের আগে কি পরে, তৎসম্পর্কে কি কি কথা বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, ঐ সকল দ্বীপের গ্রন্থাদির তুলনা, ভাষার তুলনা, করিয়া সমস্ত খুলিয়া লিখিলে প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইবে। সতীশ বাবু নগেন্দ্র বাবু, এবিষয়ে আমাদের কিছু শুনাইলে সুখী হইব। তাঁহারাও এ বিষয়ে পরে লিখিবেন বলিলেন।

অতঃপর গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি
১১ শ্রাবণ। ১৩০৮।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ১১ই শ্রাবণ ২৭ জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত সভ্য গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (সহঃ সভাপতি)
„ রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।
„ প্রদ্যুম্ননাথ ঠাকুর।
„ যোগেন্দ্রনাথ বসু বি এ।
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম এ।
„ গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম এ, বিএল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিএল।
„ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
„ কানাইলাল খোষাল।
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী।
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ সতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ শরচ্চন্দ্র সরকার।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ সুরেশচন্দ্র বসু।
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ সত্যকৃষ্ণ বসু।
„ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
„ আনন্দনাথ রায়।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। (ক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী-সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল—(১) কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন (৩) প্রবন্ধ-পাঠ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,—এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	১। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ; ভদ্রকালী পোঃ, উত্তরপাড়া।
,,	,,	২। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ ; শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরখেলের বাটী, মাণিকতলা রোড।
,,	,,	৩। শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, ৩৩নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪নং বীডন ষ্ট্রীট
,,	,,	২ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪ন হেমচন্দ্র কবের লেন।
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	,,	১। পণ্ডিত শ্রীযুক্তরাধাসুন্দর আচার্য্য মহাদেবপুর মধ্যইংরাজী স্কুল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধে কোন গবেষণা নাই। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ এখন যাহা আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ। সেই সকল ব্যাকরণ যে প্রণালীতে রচিত হয়, তাহারই সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহাই বলিব। আজকার প্রবন্ধে আসল কথার বিশেষ কিছুই নাই, ইহা ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এ আলোচনার জন্য একা আমি, দাঁড়াই নাই, আমার বন্ধু-বান্ধবেরাও এবিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল কথা বলিলেন, তাহার অনেকাংশ ঠিক। আমারও একখানি বাঙ্গালা-ব্যাকরণ আছে, কিন্তু সুখের বিষয় যে, তিনি যতগুলি দোষের কথা বলিয়াছেন, অধিকাংশের উদাহরণ আমার ব্যাকরণখানিতে নাই। শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত, তাঁহাদের ন্যায় লোকের অভিপ্রায় অনেক সময়ে উপদেশ বা হুকুমের কাজ করে, কারণ, তাঁহাদের অভিপ্রায়-অনুসারে গ্রন্থকারগণকে পুস্তক লিখিতে হয়। আজকাল বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কারের একটা ঢেউ উঠিয়াছে। এখনও বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কৃত-ব্যাকরণের পন্থানুসরণে লিখিত হয়, কিন্তু সংস্কার-প্রার্থীরা কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির দোহাই দিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণকে প্রাকৃতব্যাকরণের আদর্শে গড়িতে চাহেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা অদ্য= অজ্জ=আজ, কার্য্য=কর্জ্জ=কাজ" ইত্যাদি সংস্কৃতের প্রাকৃত ও বাঙ্গালা অপভ্রংশ শব্দমালার উল্লেখ করেন। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা সেকালে লেখা-পড়ার ভাষা ছিল। তদ্ভিন্ন

প্রাকৃত ভেদে নাটকাদিতে যে বিভিন্ন অপভাষার প্রযোগ দেখা যায, তাহাদের মাগধী, লাটী, মাথুরী, প্রভৃতি নাম হইতেই বুঝা যায যে, সেগুলি তন্নামক দেশ-প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। নাটকাদিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের শাসন অনুসারে পাত্র-বিশেষের মুখে ঐ সকল ভাষার প্রযোগ হইত। এখনকার কথোপকথনের ভাষাকে আমরা লেখা পড়ার ভাষায তুলিযা লইতে গিযা একটু গোলে পড়িযাছি। চাটগাঁযের কথা, বিক্রমপুরের কথা, আসামের কথা সমস্তই বাঙ্গলা; কিন্তু কাহার সাধ্য, ঐ সকল দেশের লোক পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে। আমার বোধ হয সেইরূপ, তখনকার নানা দেশের কথোপকথনের ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এখনকার তেলগু, তামিল ভিন্ন হিন্দী, উড়িযা, আসামী, বাঙ্গালা, মরহাট্টী সমস্তই সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তবে কালক্রমে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বযুগের অপভ্রংশ ভাষায অর্থাৎ সেকালের কথোপকথনের ভাষায শব্দসংখ্যার সাদৃশ্য বেশী থাকিযা গিযাছে, কিন্তু তাহাতে কি? মূলে তজ্জন্য তাহা সংস্কৃতানুসারিণী না হইবে কেন? লিখিত ও কথিত ভাষা কোন কালেই এক নহে, যে প্রাকৃত ভাষা আমরা নাটকাদিতে দেখি, তাহাই যে তখনকার কথোপকথনের ভাষার ঠিক প্রতিরূপ, তাহা বলা যায না। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে,—হুতমী ভাষা, আলালী ভাষার সমান নহে, অথচ উভযই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বিদ্যাসাগরের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা এক নহে। এখনকার অনেক নবীন লেখকের চেষ্টা হইযাছে যে, এতদঞ্চলের কথোপকথনের ভাষার শব্দের অপভ্রংশরূপের যেরূপ উচ্চারণ হয, লিখিত ভাষায় তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহারা "বিদিকিচ্ছি" লিখিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, "যাইব" লিখিতে ভালবাসেন, কিন্তু "অদ্য" লিখিলে, "গমন করিব" লিখিলে বিরক্ত হন। ইঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশযকে দোষ দেন, কারণ তিনিই লেখা পড়ার ভাষাকে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল করিযা গড়িযা গিয়াছেন। তাহা নয, বিদ্যাসাগর মহাশযের পূর্ব্বে প্রাচীন গীতকার কবিদিগের গানের ভাষা, দেওযান মহাশযের গান, নিধুবাবুর গান, রামপ্রসাদের গান প্রভৃতির ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত ভাষার রূপ বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেকের আপত্তি বাঙ্গালা ভাষায সংস্কৃত শব্দবাহুল্য হইলে উহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইযা পড়িবে, অভিধান, ব্যাকরণ পাশে না রাখিযা মাতৃভাষার সাহিত্য পাঠ করা চলিবে না,—আমার মত তাহা নহে, পূর্ব্বে বরং শিক্ষা সঙ্কুচিত ছিল, নকল করিযা কৃত্তিবাস কাশীদাস, সত্যনারাযণ না পড়িলে সাহিত্য পড়িতে পাওযা যাইত না, সাহিত্য রসাস্বাদন করিতে হইলে গাযানের গান শুনিতে হইত। এখন তাহা নাই; এখন mass education চলিযাছে, সকলেই বালককাল হইতে বিদ্যাসাগরের ভাষায অভ্যস্ত হইতেছে, mass education বৃদ্ধি হইলে, প্রসার হইলে ঐ আশঙ্কা দূর হইযা যাইবে না কি? এখন যে আকারের ভাষা লেখা পড়ার ভাষা বলিযা দাঁড়াইযা গিয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশযের অবলম্বিত ভাষার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে চলিত হইযাছিল। সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য থাকায, তাহা চাটগাঁ হইতে আসাম এবং মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি

সর্ব্বত্র বোধ সুলভ আছে, কিন্তু এই ভাষাকে ভাঙ্গিয়া যদি এই প্রদেশের slang অপভাষার এবং colloquial গ্রাম্য ভাষার শব্দ দিয়া নূতন করিয়া গড়িতে যাই, তবে ফল কি হইবে? এত দিনের চেষ্টায় যাহা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আবার পিছাইয়া পড়িবে। সত্য কথা বলিতে কি, এখনকার এই নূতন ভাষায় লিখিত শতকরা ৭৫ খানা পুস্তক আমিই বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠন সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে অনেকে "পিতা" পদকে শব্দের মূল রূপ বলিতে চাহেন। কারণ বাঙ্গালায় "পিতা" এই শব্দে বিভক্তি যোগ হয়, পিতাকে, পিতার, পিতা দ্বারা কাজেই তাঁহারা "পিতৃ" শব্দের অস্তিত্ব বাঙ্গালা ব্যাকরণে লোপ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য পৈতৃক, পিতৃব্য, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি স্থলে "পিতা" পাইবেন কোথা? পিতাকে, পিতার, পিতাদ্বারা প্রভৃতি পদের জন্য যদি অভিনব ব্যাকরণ প্রয়োজন হয়, তবে পৈতৃক প্রভৃতির জন্য পূর্ব্ব ব্যাকরণ মানিব না কেন? কারকের বিভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই "দিয়া" "দ্বারা" "হইতে" প্রভৃতি যে অর্থে বিভক্তি সে অর্থে সে সকল শব্দের অন্য প্রয়োগ দেখি নাই, হইতে পারে বলিয়াও বোধ হয় না। হাত দিয়া খাই, আর "টাকা দিয়া ধান লই" এই দুটি "দিয়া" র অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। সম্প্রদান কারক বাঙ্গালায় নাই কেন?—দুটা "কে" বিভক্তি রাখিতে হয় বলিয়া কি সম্প্রদান কারক উঠাইয়া দিব?—সংস্কৃত দুটা "ভ্যস্" দুটা "ভ্যাম্" আছে, কৈ, কাহারও গোল লাগে কি? সে স্থলেও অর্থ বুঝিয়া কারক নাম বলিতে হয়, তবে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র নিয়ম কেন হইবে? বৃহদাকার বিভক্তি সংস্কৃতেও আছে, বাঙ্গালায় থাকিতে দোষ কি? আর যদিই হয়, তবে উহাই বাঙ্গালা কারকের বিশেষত্ব হউক না কেন? "হইতে" "থেকে" "কর্ত্তৃক" বাদ দিলে বাঙ্গালায় অপাদান ও করণ কারকের এক প্রকার অভাব হইয়া পড়ে, আর উহাদের বিভক্তিত্ব স্বীকার না করিলে ঐ সকল স্থলে উহাদের সার্থকতাই বা কি হইবে, তাহা বুঝি না। ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তব্য এই, মারিয়া যাইব, খাইয়া ফেলিব, ইহাদিগকে মিশ্র ক্রিয়া না বলিয়া পূর্ব্বাংশকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিলে অর্থ হইবে কেন? মরিয়া যাইব—অর্থাৎ আগে মরিব পরে যাইব? এরূপে ক্রিয়া বিভাগ করিতে হইলে বাঙ্গালার ভূ অর্থাৎ হওয়া ও কৃ অর্থাৎ করা ভিন্ন ধাতু থাকে না। তবে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল। বাঙ্গালায় মৌলিক ধাতুর ব্যবহার বাড়ান আবশ্যক। অবশেষে বক্তব্য এই আজ কাল অনেক ভাবুক লেখক দেখা দিয়াছেন। এই সকল ভাবুক লেখকের ভাবের লেখায় অনেক সময় কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ঠিক থাকে না, বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কাজেই আমাদের ভাবগ্রহ হয় না। তাঁহাদের ভাব তাঁহাদের মনেই রহিল, লেখায় ফুটিল না, আর আমি বুঝিয়া লইব,—একি electricity নাকি? এ ভাবের ভাষা বাড়িলে আর কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগরের ভাষা পড়িয়া কেহ কিছু বুঝিবে না। অতএব আমার অনুরোধ এই, ভাষার গতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, লোকে যে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে না গিয়া, যাহা আছে তাহা মাজিয়া

ঘসিয়া লওয়া হউক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া একটা কাজ করা ভাল। ইংরাজী ব্যাকরণের যে ধরণের সংস্কার হইতেছে, ঠিক সেই ধরণেই যে আমাদেরও ভাষা সংস্কার করিবার জন্য নাচিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। বিদেশী অনুকরণে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছি, আবার বিদেশী অনুকরণে অর্দ্ধপ্রস্তুত ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করি কেন?

তৎপরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। আমিও যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এখানকার বাঙ্গালা ব্যাকরণ গুলিকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হয় না। তাহার কারণ আজ আমরা যে ভাষায় এই বিচারবিতর্ক করিতেছি তাহা আমার ভাষাই হউক, আর পাঁড়ে মহাশয়ের ভাষাই হউক, ইহার গঠনের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ আবশ্যক হয় না বা তাহার নিয়মাদি ইহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অল্পতা যাঁহারা সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা সংস্কৃতই শিখুন। তাঁহাদের বাঙ্গালা শিক্ষারূপ গলগ্রহ কেন? এখনও বাঙ্গালা ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করিতেছে, ভাষার পুষ্টি হইতেছে, এ অবস্থায় কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে গেলে চলিবে কেন? যখন বিভিন্ন ভাষার শব্দ লইয়া এ ভাষা পুষ্ট হইতেছে, তখন ব্যাকরণও বিভিন্ন প্রণালীর হইলেই বা ক্ষতি কি? তবে আমার মতে ব্যাকরণের সময় এখনও হয় নাই। বাঙ্গালার লিখিত ভাষার আদর্শ যদি তারাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা বা বিদ্যাসাগরের ভাষা হয়, তবে সে ভাষা অনুস্বারবিসর্গশূন্য সংস্কৃত ভাষাই হইবে। বাঙ্গালা ভাষাই হইবে না। সে ভাষা যদি কালে লোপ হয় হউক। আর একটী কথা কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে না হইলে ভবিষ্যতে সংস্কৃত শিখিবার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি বালকমাত্রেই যে ভবিষ্যতে সংস্কৃত পাঠ করে, এরূপ কোথাও দেখিয়াছেন? বাস্তবিক যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় আস্থা নাই তাহাদিগের এ গলগ্রহ কেন? তবে যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ শিখিতে চাহেন, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিবেন। আধ বাঙ্গালা আধ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া লাভ কি?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে মতামত খুব ঠিক। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁড়ে মহাশয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ যত বেশী হউক, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার শব্দ কিছু আছে কি না? যদি থাকে তাহাদের জন্য ব্যাকরণের রূপ কিরূপ হওয়া উচিত? সংস্কৃতাদি প্রাচীন ভাষার গতি কিছু সংক্ষিপ্তভাব দিকে। এখনকার ভাষার গতি বিস্তারের দিকে। পূর্ব্বে সন্ধি সমাসাদির দ্বারা শব্দযোগ করিয়া শব্দের অর্থান্তর ঘটাইয়া ভিন্নার্থ প্রকাশের চেষ্টা হইত, এখন প্রত্যেক অর্থের জন্য বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার হয়। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, ভাষায় যে সমস্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ আছে, সে সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রয়োজনমত সারসঙ্কলন হওয়া উচিত।

এইরূপে নবকল্পিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে সংস্কৃত, উর্দ্দু, পার্সী ইত্যাদি অধ্যায় ভেদ থাকিলে চলিতে পারে।

প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, যে ভাষা সামান্য লোকে বুঝিত, অপভাষা বলিয়াই কেবল যে তাহা নাটকে সামান্য জনের মুখে দেওয়া হইত এমন নহে। কুমারে আছে, শিবপরিণয়ে শিব সংস্কৃতে মন্ত্র পাঠ করিলেন, আর পার্ব্বতীকে প্রাকৃত মন্ত্র পড়ান বা বুঝান হইল। সুতরাং যাহা সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা প্রাকৃত হওয়াই উচিত। সেই জন্যই বুদ্ধদেব তৎকালপ্রচলিত পালি ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা করেন। এখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে সাধারণবোধ্য করিতে হইলে ইহার সংস্কৃতত্ব হ্রাস করা আবশ্যক হইবে। শব্দত্যাগ করিতে বলিতেছি না। শব্দের ব্যবহার, পদ ও বাক্য গঠনাদির ব্যবস্থা প্রাকৃতভাবে হওয়াই উচিত। অজ্জ ও কজ্জ সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে "জ" এর সাদৃশ্য দেখাইয়া আজ ও কাজ শব্দ উৎপাদনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। প্রাকৃত ভাষার "য" এর প্রয়োগ যত বেশী, তত "জ" এর নহে, সুতরাং কার্য্য হইতে কজ্জ করিবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় "য" ত্যাগ করিবার কারণ "য" এর অভাব নহে এবং সেই অভাবকে মূল ধরিয়া বাঙ্গালায় "কাজ" লিখিতেও যে "য" বাদ দেওয়া হয় তাহা নহে। মিশ্রধাতু সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে অর্থ করিলেন, ওরূপ অর্থ কেহ করে না।" "মরিয়া গেল"—এখানে "গেল" গমনার্থক নহে, ইহা ক্রিয়ার সমাপ্তিসূচক অংশমাত্র। ঐ অংশের অর্থ ওরূপ নহে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ। তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে বলিবার আমার কিছু নাই। তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া যাঁহারা সমালোচনা করিলেন, তাঁহাদিগের কয়েকটি কথা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

কোন কোন বক্তার কথায় বোধ হইল, তাঁহারা ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মনিগড়ে শৃঙ্খলিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভাষার স্রোতকে ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করা আমার বোধ হয় ঐরাবতের গঙ্গাস্রোতরোধ চেষ্টার মত উপহাসাস্পদ। আমার বিশ্বাস উহা মানুষের ক্ষমতায় হয় না। ব্যাকরণের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নহে—ভাষার বিদ্যমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়াই ব্যাকরণের কার্য্য। দুটি প্রাচীন ভাষার উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ দেখুন সংস্কৃত ভাষা, যে ভাষার ভিত্তির উপর বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠিত করার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাকরণও কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে সংস্কৃত ভাষার যে আকার ছিল, কালে বৈদিক ভাষার সে আকার পরিবর্ত্তিত হইল। যখন বৈদিক ভাষা সংস্কৃত আকার ধারণ করিল, তখন ভাষার প্রকৃতি ও অবস্থা এবং বৈদিক ভাষার সহিত

প্রভেদ দেখাইবার জন্য পাণিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যাকরণ রচিত করিলেন—তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বত্র দেখান হইয়াছে, "ছন্দসি ভাষায়াং" এইরূপ। তাহাতেও সংস্কৃত ভাষা নিগড়িত হইল না, তাহার স্বাধীনগতি থামিল না। ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা যথাযথ বুঝাইতে পাণিনিসূত্রে কুলাইতে পারিলেন না। কাত্যায়ন তখন বার্ত্তিক রচনা করিয়া পাণিনির সূত্রকে সময়োচিত করিতে অগ্রসর হইলেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিককে যদি সমসাময়িক স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মানিতে হয়, যে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির সূত্রের ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন জন্য তিনি বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব নহে। নতুবা বলিতে হয়, পাণিনির পরে ভাষায় যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইয়াছিল। তাহা দেখাইবার জন্য বার্ত্তিককার পাণিনির সূত্রে নূতন সূত্র যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ পূর্ব্বে ছিল না। রোমকেরা যখন গ্রীস্ জয় করে, তখন রোমকেরা গ্রীস্ সাহিত্যের মনোহারিতায় মুগ্ধ হয়। উহাতে তাহাদের প্রবেশলাভের জন্য গ্রীক্ বৈয়াকরণেরা গ্রীক ব্যাকরণ প্রস্তুত করে। ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত বা নিগড়িত করিবার জন্য গ্রীক ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

সেইরূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত, যে তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে, তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেহ কিছু গড়িবেন না।

আজ অনেকেই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমার বোধ হয় তাঁহারা একটী কথা অনুধাবন করেন নাই। ভাষা বিজ্ঞানে যাহাকে Postposition পর নিপাত বলে, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ কতকগুলি আছে। 'হইতে, দ্বারা, থেকে' প্রভৃতির কারকের বিভক্তিবৎ ব্যবহার হয়। সংস্কৃতের সেইরূপ হয় না। অন্য ভাষার উদাহরণ দিলে কথাটা ভাল বুঝা যাইবে। ইংরাজিতে যেমন কারকার্থ প্রকাশক of, to, in, প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়—যথা সেইরূপ বাঙ্গালায় 'হইতে' 'থেকে', 'দ্বারা', প্রভৃতির পর নিপাত হয়,—যেমন ছাদ হইতে জল পড়িতেছে।

সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদি জননী বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা, লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও কাহারও ব্যাকরণ লাটিন ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত নহে। সমস্ত মানবজাতি মনুর অপত্য বলিয়া যদি ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতিকে কেহ এক বলিতে চাহেন, তাহা যেমন ভুল হয়, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংস্কৃতের সহিত এক বলাও সেইরূপ ভুল। সত্য বটে এই সকল ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত অন্তর যে তাহাকে হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে এক বলা যায় মাত্র। যাঁহারা শিক্ষার দোহাই দিয়া বা বিভিন্নদেশবাসী লোকের মধ্যে ভাষার একত্ব সাধন দ্বারা একতা

স্থাপনের কথা বলেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে এ প্রণালীতে ভাষার একতা হয় না, জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইলে তবেই একতা হয়। জেলায় জেলায় বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্নতা আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য গঠিত না হইলে একতা হইতে পারে না। ভাষার একত্বসম্পাদন ব্যাকরণে হয় না। কোন দেশে প্রতিভাশালী লেখক জন্মিলেই লোকে তাহার রচনা অনুকরণ করিতে চেষ্টা পায়, এইরূপে সাহিত্যের ভাষার গতি একত্বের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কোনরূপ একতা থাকে না। প্রতিভাশালী লেখক যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানের কথিত ভাষাই লিখিত ভাষার আদর্শ হয়। এইরূপ ইংলণ্ডে চসারের ভাষা, ইটালীতে দান্তের ভাষা, জাতীয় ভাষা হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার গদ্য সাহিত্যের পরিণতি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথমে রাজা রাম মোহন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরে বঙ্কিম বাবু ভাষার বল্গা ধরিয়া তাহাকে যে দিকে লইয়া গিয়াছেন, ভাষা সেই দিকে গিয়াছে। এখনও বঙ্কিমের ভাষাই চলিতেছে, তাঁহার ভাষারই অনুকরণ সর্ব্বত্র হইতেছে। পাঁড়ে মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পরে বিদ্যাসাগরের ভাষার অবোধ্যতার যে লোপের যে আশঙ্কা করিলেন, আমি দেখিতেছি তাহার কোন প্রতিকার নাই। তাহা হইবেই হইবে। ইংলণ্ডেও তাহা হইয়াছে। চসারের বা সেক্সপিয়রের ভাষার অভিধান ব্যাকরণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়।

ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা পাইলে বিদেশী ভাষা বুঝা দূরে থাক, বিভিন্ন প্রদেশীয় ভাষার একত্ব সাধন দূরে থাক, শিক্ষারই বিস্তার হইবে না। পাঁড়ে মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, সে কালে শিক্ষার বিস্তার ছিল না। শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেব কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে বলিয়াই পালি ভাষায় উপদেশ গ্রন্থাদি নিবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আলোচনা কালে অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাত দেখাইয়া যে সকল সুবিধার কথা উল্লেখ করিলেন, তাহার কোনটিই সংস্কৃতের প্রলেপময় ভাষা দ্বারা হইবার নহে। এসম্বন্ধে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বাক্‌ল্ বলেন, জর্ম্মনিতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক প্রতিভাবান্ জ্ঞানী সুলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও জর্ম্মণীতে ইংলণ্ডের ন্যায় শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তাহার কারণ এই যে জর্ম্মণের সাহিত্যের ভাষা জন সাধারণের ভাষার অনেক দূরে। আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভাষা, যে ভাষা শিক্ষাবিস্তারের মিডিয়ম, তাহা সাধারণের ভাষার অতি নিকটবর্ত্তী।

ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে সে পরিবর্ত্তন যত সাধারণের বোধ্য হয়, ভাষার নিকটস্থ হয়, ততই ভাল। তাহাই বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই। নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর

দিযাছেন। শাস্ত্রী মহাশযেব বক্তৃতায় আজ অনেক বিষয শিক্ষা হইল, সেজন্য আমি তাঁহাব নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ব্যাকবণ প্রবন্ধ কিরূপ হইবে, এ সন্দেহ আমাব ছিল, কৌতূহলী হইযা আসিযাছিলাম, কিন্তু এমন মনোজ্ঞ প্রবন্ধ শুনিব, তাহা কল্পনা কবিতেও পাবি নাই। ভাষা যে আমবা নিজে ইচ্ছা কবিলে, গডিতে পাবি, ভাঙ্গিতে পাবি, এরূপ নহে। সংস্কতেব সহিত বাঙ্গালাব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায কিরূপ পার্থক্য আছে, সেগুলি লক্ষ্য কবাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহাব বর্ত্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকবণ গঠনেব চেষ্টা হইতে পাবিবে। আমাবও মনে হয যে বাঙ্গালা ব্যাকবণ সংস্কতমূলক হবে কেন? সংস্কত শব্দেব বাহুল্য বাঙ্গালায় বেশী বলিযাই ভাষাব গঠনাদিও সংস্কত ব্যাকবণানুসাবে কবিতে হইবে? বাঙ্গালা ভাষাব প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন? তবে সংস্কত ব্যাকবণ আলোচনা কবা আবশ্যক, নতুবা আমবা ঠিক পথে চলিতে পাবিব না। আমাব আব বক্তব্য নাই, শাস্ত্রী মহাশযকে আমাব ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইযা আমি আমাব বক্তব্য শেষ কবিতেছি।

তৎপবে শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী, এম্, এ, মহাশয বলিলেন, আমাব একটা কথা বলিবাব আছে। শাস্ত্রী মহাশযেব নিকট আমবা কৃতজ্ঞ। ব্যাকবণ সম্বন্ধে আলোচনা তিনি আবম্ভ কবিযা পবিষদেব একটি উদ্দেশ্যসাধনেব সূত্রপাত কবিলেন। ব্যাকবণ শব্দেব শাস্ত্রীয অর্থ Etymology. শব্দেব বহস্য জানা আবশ্যক, শব্দটি কোথা হইতে আসিতেছে জানিতে পাবিলে আমবা আমাদেব ভাষাটিকে চিনিতে পাবিব, তখন আমাদেব নিজেব জাত্তি জানিতে পাবিব। শাস্ত্রী মহাশয অদ্য যে আলোচনা আরম্ভ কবিলেন, আশা কবি ইহা সবেগে চলুক। এই আলোচনাব ঘর্ষণে কিঞ্চিৎ উত্তাপেব উদ্ভব অনিবার্য্য; তবে আলোকেব উদ্ভবও যথেষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ, মহাশয বলিলেন,—আমি শাস্ত্রী মহাশযেব ছাত্র, আমা দ্বাবা প্রবন্ধেব সমালোচনা হওয়া উচিত নহে, তবে এ সম্বন্ধে আমাব মনে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইযাছে, তাহা তাঁহাব নিকট উপস্থিত কবিযা আবও কিছু শিখিতে চাই। বাঙ্গালা ব্যাকবণ যখন আবশ্যক হইযাছে, তখন তাহা কিরূপ হইবে ইহাই বিচার্য্য। সকল কাজেব আদর্শ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকবণেব আদর্শ কি হইবে? প্রথমতঃ বাঙ্গালা কোন একখানা পুস্তক লইযা বিবেচনা কবা উচিত, তাহাতে সংস্কত শব্দ ও অন্যান্য ভাষাব শব্দ কি পবিমাণে আছে। যে ভাষাব শব্দ সংখ্যা অধিক হইবে, ব্যাকবণ তদনুসাবে গঠিত হইলে ক্ষতি কি? অদ্য আলোচনা কবিযা বিভিন্ন দিকে যাইবাব চেষ্টা কবিতেছেন। তাহা ঠিক নহে। একটা সামঞ্জস্য আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার এ অবস্থায সংস্কত ব্যাকবণ অনুসাবে সৃজন, কৃষক প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ হইলেও আব তাহা ত্যাগ কবা যায না। একজন বলিযাছেন, বাঙ্গালা ভাষা অল্পদিনের শিশু ইহাকে নিয়ন্ত্রিত কবিযা দিলে ইহাব স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইযা ইহার অঙ্গ হানি

হইবে। সত্য; কিন্তু শিশুর অভিভাবকের তাহার পদস্খলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, নতুবা তাহাতেও অঙ্গহানি সম্ভাবনা। একজন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ভাষার গতি সংক্ষিপ্ততার দিকে ছিল, এখন একটি শব্দ মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখনকার ভাষায় যে একেবারে সংক্ষিপ্ততার অভাব তাহা নহে। বিদেশীয় ভাষাতেও সন্ধি সমাসের অস্তিত্ব দেখা যায়. ইংরাজীর Pickpocket, Scarecrow প্রভৃতি শব্দ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক পদকে এককরার জন্যই ভাষার সন্ধি সমাসের আবশ্যক হয়। যাঁহারা ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার গতি প্রতিরোধ আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা ভাষার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিতেছেন না। অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার যে প্রার্থনীয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যাঁহারা বৈদেশিক শব্দ লইয়া ভাষায় পুষ্টির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলেন যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার বিদেশী শব্দের বা নূতন শব্দের এত প্রাদুর্ভাব হইবে যে সংস্কৃত শব্দগুলি টিম টিম করিতে থাকিবে। আমার মতে সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের যোগে আবশ্যক শব্দসমূহ রচনা করিয়া লইতে যে বিলম্ব, বিদেশীশব্দকে বাঙ্গালার অঙ্গীভূত করিয়া ব্যবহার করিতেও সেই পরিমাণ বিলম্বই হইবে, এরূপ স্থলে মূলভাষার সহিত নৈকট্য রাখা কি প্রার্থনীয় নহে। এরূপ হইলে ভাষায় একটা আদর্শ থাকিবে, নতুবা বৈদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্যে এবং তাহাদের ব্যবহারের একটা সুসঙ্গত প্রণালী না থাকায় ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতাই বাড়িবে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গড়িলে বিশেষ ক্ষতি কি হইবে?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—এতক্ষণ যাঁহারা প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই একটা বিষয়ে গোলমাল করিয়া তর্ক বিস্তার করিতেছেন। সকলেই অভিধান ও ব্যাকরণ এই দুটাকে একার্থ বোধক করিয়া আলোচ্য করিয়াছেন। তাহা নহে, ব্যাকরণের কার্য্য ও অভিধানের কার্য্য স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন যাহাকে ভাষার প্রকৃতি বা genius বলে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেই genius বা মূল প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, তাহার দিকে কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। সকল ভাষাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত আছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার, গঠন, ইত্যাদি তত্তৎ ভাষার নিজের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। আমরা সকলেই যে ভাষার আলোচনা করিলাম, এই ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদি দ্বারা এ ভাষার গঠন হওয়া অসম্ভব, অতএব যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এবিষয়টা স্মরণ রাখিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্য বড় বেশী নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যের আদর্শ। তাঁহার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র। আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য

আবশ্যক। যে কোন ভাষার গতি পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, ভাষা ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত হয় না,, গঠিত ভাষার নিয়মাদি নির্দ্ধারণ ব্যাকরণের কার্য্য। বলিবার কথা উভয়পক্ষেই বিস্তর আছে। মীমাংসাও অল্পে হইবে না। এবিষয়ের যে বিস্তৃত আলোচনা হয়, আর তাঁহা পরিষদেই হয়, ইহা ত্রিবেদী মহাশয়ের মত, আমারও মত বটে। আমার নিজের মনের ঝোঁক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার প্রভেদ যত কম থাকে, ততই ভাল। যা বলি তা বেশ বুঝি, কিন্তু তাহা লিখিয়া বুঝাইতে গেলে অভিধান ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন হইবে না, ইহা একটু বিষদৃশ বোধ হয়। তবে ভাষার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য কিছু কিছু পার্থক্য কথিত ভাষার সঙ্গে থাকাও আবশ্যক। সে কতটা প্রয়োজন, তাহা সুলেখক ও সুকবি সহজেই বুঝেন। তাঁহাদের লেখায় তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান উপাদান সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভাষার গতিও লক্ষ্য করা উচিত। বাঙ্গালা ভাষা এখন কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালা ব্যাকরণের ঠিক পথপ্রদর্শক হইবেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বড়ই উপকার করিলেন, তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

অবশেষে গ্রন্থ উপহার দাতাদিগকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

গত ২৫ শ্রাবণ (১৩০৮), ১০ই আগষ্ট (১৯০১) শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ ধর্ম্ম পাল
কুমার „ শরৎকুমার রায়, এম্ এ।
„ „ হেমেন্দ্রকুমার রায়।
„ „ শরদিন্দু নারায়ণ রায়, এম্ এ।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।
„ ব্রহ্ম-বান্ধব।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
ডাক্তার „ বসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু (ক)।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু (খ)।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ হাবাণচন্দ্র রক্ষিত।
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।
„ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
„ সুবেন্দ্রনারায়ণ রায়।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।
„ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি, এ।
„ করুণাকুমার সেন গুপ্ত।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল।
(সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
(সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। কার্য্যবিবরণ-পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুমত্যনুসারে কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে কতকাংশ পড়িয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন, এই প্রবন্ধ বিস্তৃত ভাবে পুস্তকাকারে শীঘ্রই ছাপা হইবে।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বিএল,	১। শ্রীরামগোপাল ঘোষ সম্পাদক, করঞ্জলী বান্ধব সমিতি, ডায়মণ্ড হারবার, ১২নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
„	„	২। শ্রীচন্দ্রকমল লাহিড়ী দ্বারমোক্তার, কুচবিহার।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	৩। শ্রীসারদাপ্রসাদ সরকার, সব ডিভিসন্যাল আফিসার, কাটোয়া।
„	„	৪। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৩নং পঞ্চাননতলা লেন, হাবড়া, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
„	„	৫। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅনাথনাথ পালিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীচারুচন্দ্র বসু, মসজীদবাড়ি ষ্ট্রীট।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীঅক্ষয়কুমার মল্লিক, ১ নং বলরাম বসুর ২য় গলি, ভবানীপুর।
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,	৮। শ্রীসত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ নং ডকটার্স লেন।
,,	,,	৯। সুরেন্দ্রনাথ কুমার ৩১ নং সুরীজ ট্যাঙ্ক লেন।
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	১০। শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী উকীল জজকোর্ট, পাবনা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	১১। শ্রীঅরুণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
শ্রীকুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথপাল চৌধুরী	১২। শ্রীতড়িৎভূষণ রায়, বিএ। কুমারটুলী।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১৩। শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, বি এ ৯১ নং রামকৃষ্ণপুর লেন।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী		১৪। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী English clerk, Raj office. Nashipur

পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল মহাশয় ইংরাজিতে যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই :—প্রবন্ধ পাঠক সত্যেন্দ্রবাবু আমাকে হীনযান ও মহাযান শব্দের ব্যাখ্যা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই দুটি শব্দ ভারতেই চলিত। আমি ভারত-ভ্রমণে আসিয়াই উহা শুনি। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানগ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযান সম্প্রদায়ে ছয় খানি পারমিতা আছে। সিংহলে দশখানি পারমিতা দেখিতে পাই। হিমালয়াদি স্থানবর্ত্তী দেশের বৌদ্ধগণ বুদ্ধবচনকে বুদ্ধ-ভাষিত বা সারদা-ভাষিত বলিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন দেব-ভাষিত বা ঋষি-ভাষিত নামক কতকগুলি বুদ্ধ-বচনের অনুবাদ আছে। সিংহলে বুদ্ধ-ভাষিতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। হিমালয়াদি স্থানবর্ত্তী বৌদ্ধগণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সিংহলাদি হীনযান ভুক্ত। সিংহলে বুদ্ধ-ভাষিতের প্রাধান্য, অথচ তাহাকেই হীনযান বলা হয়। আর উত্তরের দেবভাষিত বা ঋষিভাষিতকে অর্থাৎ বুদ্ধশিষ্যগণের অনুবাদাদিকে মহাযান বলা হয়। মধ্যম-যান ও একযান নামক ঈষৎ পার্থক্য-বিশিষ্ট মতও আছে। জাপান-ভ্রমণকারীরা সিংহলের মন্দিরাদি দেখিয়া কিন্তু মহাযানের কথাই বলেন। সত্যেন্দ্রবাবু "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, ঐ মন্ত্র উত্তর-ভারতে দেবপূজায় ব্যবহৃত, সিংহলে উহা নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে অভিধর্ম্মপিটক পাঠ করা উচিত, পালিভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পালি ব্যাকরণ লিখিতেছেন। আপনাদের ন্যায় কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণকে ধন্যবাদ যে, আপনারা বিশেষতঃ সত্যেন্দ্রবাবুর ন্যায় গণ্য-মান্য লোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার আদর বাড়িতেছে।

তৎপরে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রাত্রি অনেক হইয়াছে, প্রবন্ধপাঠককে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধের সমস্ত বিষয় ইংরাজী গ্রন্থরাশি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু একটী প্রবন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের এইরূপ একত্র সংগ্রহ বিশেষ উপকারী। বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে যে ব্যক্তি নূতন আলোচনা করিবে বা পড়িবে, তাহার বিশেষ সুবিধা হইবে। কারণ্ড-ব্যূহ আজ ২৫।২৬ বৎসর হইল কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে, উহাতে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। ওঁ মণি পদ্মে হুঁ মন্ত্রের মণি বজ্র নয়, আর পদ্ম পদ্মফুল নয়। মণিভদ্রের নাম হইতে মণি এবং পদ্মপাণির নাম হইতে পদ্ম শব্দ লইয়া মন্ত্রটী গঠিত। মহাযান ও হীনযান শব্দের ব্যাখ্যা নেপালে এইরূপ—বুদ্ধ নিজ ধর্ম্মে বলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই উদ্ধার হইবে, আর যাহারা তাঁহার নিজমুখে উপদেশ শুনিয়াছে সেই শ্রাবকেরা উদ্ধার হইবে, তবে সে এ জন্মে নহে, পরজন্মে হইবে। প্রত্যেক বুদ্ধ নিজে উদ্ধার হইবে, পরকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে এই দুই যান ছিল। পরে কনিষ্কের কিছুদিন পরে মহাযানের উৎপত্তি। মহাযান অর্থে খুব বড় সওয়ারী—যাহাতে জগৎশুদ্ধ প্রাণী যাইতে পারে অর্থাৎ উদ্ধার হইতে পারে। কনিষ্কের ৫০ বৎসর পরে নাগার্জ্জুন। কারণ্ড-ব্যূহে অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সকলকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন? তিনি বলিলেন, বৈষ্ণবকে বিষ্ণুরূপে, শৈবকে শিবরূপে, গণেশোপাসককে গণেশরূপে, সূর্য্যোপাসককে সূর্য্যরূপে ইত্যাদি। অবলোকিতেশ্বরের নির্ব্বাণকালে জগতের জীবজন্তু সকল প্রার্থনা করিল, করুণাধার, আমাদের কি হইবে? তাহাতে তিনি বলিলেন, জগতের একটী প্রাণীও নির্ব্বাণ অপ্রাপ্ত থাকিতে আমি নির্ব্বাণ লইব না। ইহাই মহাযানের বিস্তৃত ও উদার ভাব। ২০০।৩০০ বৎসরের মধ্যে মন্ত্রযানের উৎপত্তি। সেই সময়ে ওঁ মণি পদ্মে হুঁ প্রভৃতি মন্ত্রের উৎপত্তি। অশ্লীলতার ভাব এই সময়ে বিস্তৃত হয়। তৎপরে বজ্রযানের উৎপত্তি। দৈত্যাদির ভয়ে বৌদ্ধেরা আত্মরক্ষার জন্য বজ্র ব্যবহার করিতেন এবং মন্ত্রাদি সাধন করিতেন। ১০ম শতাব্দীতে কালচক্রযান। ইহার ৩০।৪০ পাতা টীকার এক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। টীকা বড় কঠিন। শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযানকে হীনযান বলে। হীনযান বলিয়া কোন sect ছিল না। মহাযানীরা শ্রাবকযান ও প্রত্যেক বুদ্ধযানকে হীনযান বলিয়া অবজ্ঞা করিত। অপর সমস্ত মহাযান।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পদত্যাগ উপলক্ষে প্রস্তাব করেন, "রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতদিন পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির ধনরক্ষকের কার্য্য যেরূপ যত্ন সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছেন,

তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন এবং এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।”

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি,

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

গত ২৩শে ভাদ্র (১৩০৮), ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯০১), রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী জেলার ইল্লোডনিবাসী শতাবধানী পণ্ডিত ব্রহ্মশ্রী বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রী বিদ্বত্তিলক মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার যুগপৎ বহুবিষয়ে অবধান অর্থাৎ মনোযোগ-কৌশল দর্শন করিবার জন্য এই অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে বহুসংখ্যক বিদ্বজ্জনের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি নাম উল্লিখিত হইল,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম্ এ।
„ „ কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্করত্ন।
„ „ চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
„ „ রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন।
„ „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
„ „ দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
„ „ প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
„ „ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
কুমার „ শরৎকুমার রায় এম্ এ।
„ „ হেমেন্দ্রকুমার রায়।
Mr. R. D. Mehta, C. I E.

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।
„ „ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।
„ „ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ „ করুণাকুমার সেন গুপ্ত।
„ „ শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ।
„ „ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
„ „ চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ বি এল।
„ „ কিশোরীলাল গোস্বামী, এম্, এ, বি, এল।
„ „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্,এ, বি,এল।
„ „ শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল্
„ „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
„ „ শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
জগদীশচন্দ্র বসু বি, এল।

শ্রীযুক্ত	দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি, এল।	শ্রীযুক্ত	গিরীশচন্দ্র রায়।
„	চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম,এস্।	„	গৌরহরি সেন।
„	রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি, এস্।	„	বসন্তকুমার বসু।
		„	দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
„	সরসীলাল সরকার, এল্, এম্, এস্।	„	লাড্‌লীমোহন ঘোষ।
		„	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
„	রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।	„	কিরণচন্দ্র দত্ত।
„	দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।	„	শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
„	অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ	„	পূর্ণচন্দ্র দত্ত।
„	কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি এ।	„	নগেন্দ্রনাথ বসু।
„	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ।	„	বাণীনাথ নন্দী।
„	পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, বি এ।	„	কালীনারায়ণ সান্যাল।
„	ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।	„	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।	„	দুর্গাদাস লাহিড়ী।
„	পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ।	„	বীরেশ্বর পাঁড়ে।
„	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।	„	অক্ষয়কুমার বড়াল।
„	যতীশচন্দ্র সমাজপতি।	„	রমেশচন্দ্র বসু।
„	অনঙ্গমোহন পাল।	„	নরেন্দ্রনাথ সেন।
„	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	মুন্সী	আবদুর রহিম।
„	বিশ্বম্ভর মিত্র।		

কার্য্যারম্ভের বহু পূর্ব্বেই সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৫৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীরাম শাস্ত্রী সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সভায় উপস্থিত হন।

সভাপতি মহাশয় কার্য্যারম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের সংক্ষেপে পরিচয়াদি বলিয়া দিয়া সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে প্রশ্ন করিবার জন্য অহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় পরিচয়ান্তে উদাত্তস্বরে স্বরচিত শ্লোকে গুরু-বন্দনা ও বাগ্‌দেবীর স্তোত্র-পাঠ করিলেন,—

তাঁহার গুরু-বন্দনার শ্লোক (অনুষ্টুভ্),—

গুরুং গুরুকৃপাপূর্ণং সুব্রহ্মণ্য সুধীমণিম্।
সুশ্লোকসম্পদে বন্দে শ্রীমতামগ্রতো দ্রুতম্॥

তাঁহার ভারতী-বন্দনার শ্লোক (আর্য্যা),—

সদসীহ কুতোঽবদমিতি,
যা চিন্তাহং শতাবধানীতি।
কৃপয়া মাতর্ভারতি,
সংহর সংহর সমূলমধুনা তাম্॥

অতঃপর সংক্ষিপ্ত ভাবে মঙ্গলাচরণ করিয়া তিনি পণ্ডিতগণের প্রশ্নের উত্তরদানে প্রস্তুত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় মধ্যস্থ হইলেন।

ক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়কে যুগপৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হয়,—

১ম। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—

"স্রগ্ধরয়া বৃত্তেন ভবতা কলিকাতানগরী বর্ণনীয়া"—

অর্থাৎ স্রগ্ধরাছন্দে আপনি কলিকাতা নগরীর বর্ণনা করুন।

২য়। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় একটী ইংরাজী বাক্যের শব্দগুলির ক্রম বিপর্য্যস্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শতাবধানী পণ্ডিত যথা-ক্রমে ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটি আবৃত্তি করিবেন।

৩য়। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ৩য় প্রশ্ন করিলেন,—

"উপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাযাশ্চ বিমর্শঃ"—ইত্যস্য কোঽর্থঃ উপলব্ধ্য ব্যবস্থাযাঃ অনুপলব্ধ্য ব্যবস্থাযাশ্চ সংশযকারণত্বে কা যুক্তিঃ, অনযো সংশযকারণত্বং কস্য সম্মতং কস্য বা ন ?

৪র্থ। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি মহাশয় শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয়ের অভ্যর্থনার্থ স্বয়ং একটী কবিতা রচনা করেন। তাহার চারিটি চরণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারিবারে পাঠ করিবেন। শতাবধানী পণ্ডিতকে শেষে সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে হইবে।

৫ম। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় একটি বাঙ্গালা কবিতার আটটি কথা আটবারেও চারণ করিলেন। শতাবধানী পণ্ডিতকে শেষে তাহা সম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয় মালিনীছন্দে একটি পার্ব্বতী-বর্ণনা-ত্মক শ্লোক রচনা করিতে বলিলেন, উহার চারি চরণে "শ্রীস্তে সান্তাং" এই চারিটি পদ সংযুক্ত থাকিবে।

৭ম। পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্ত-সাখ্যতীর্থ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"পঞ্চচামরছন্দসা শৈশবং বর্ণনীযম্"— অর্থাৎ পঞ্চচামরছন্দে শৈশব বর্ণন করুন।

৮ম। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"তোটক-ছন্দসা—সাগর সঙ্গমো বর্ণনীযঃ"—অর্থাৎ তোটকছন্দে সাগর সঙ্গম বর্ণনা করুন।

৯ম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমস্যা পূরণার্থ একটি কবিতার এক চরণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সেই চরণ শুনাইয়া দিলেন, —"ধত্তেঽধিকং গৌরবম্"। শতাবধানীকে এই বাক্যাংশ অবলম্বনে একরূপ একটী শ্লোক রচনা করিতে হইবে—যাহার শেষ চরণে এই বাক্যাংশ থাকিবে।

১০ম। রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এতক্ষণ বসিয়া একটি ছোট পেটা ঘড়ি মধ্যে মধ্যে বাজাইতেছিলেন। কোনবারে ৩, কোনবারে ৫, কোনবারে ২ ঘা দিতে ছিলেন। মাননীয়

মেটা মহোদয তাহাব হিসাব গোপনে বাখিতে ছিলেন। শতাবধানী মহাশযেব মনোযোগ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তব সকলের গোলোযোগেব মধ্যেও এই ঘণ্টানাদেব দিকে ছিল। এই প্রশ্নেব উদ্দেশ্য, সর্ব্বশেষে পণ্ডিত বলিবেন, সর্ব্বশুদ্ধ কতবাব ঘণ্টা বাজিযাছে এবং প্রথম হইতে কোন্‌বাবে কত ঘা শব্দ হইযাছে।

১১শ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন পণ্ডিতেব গণনাশক্তি পবীক্ষাব জন্য জিজ্ঞাসা কবিলে ১৮৯৭ সনেব ১২ই জুন কি বাব ছিল?

১২শ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয ইতিমধ্যে শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয়কে অবধান হইতে বিচ্যুত কবিবাব জন্য কতকগুলি ফটোগ্রাফ আনিযা উপস্থিত কবিলেন এবং পর্য্যাযক্রমে তাহাব এক এক খানি দেখাইযা তাহাদেব নামমাত্র শুনাইযা যাইতে লাগিলেন। এই প্রশ্নেব উদ্দেশ্য, শতাবধানী শেষে পর্য্যাযক্রমে সকল ছবিব নাম উল্লেখ কবিবেন।

শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয এইরূপে সমস্ত প্রশ্ন একবাবে উপর্য্যুপবি শুনিযা লইযা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীব সহিত হাস্যপবিহাস কবিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা ৬টাব সময হইতে প্রকৃত কার্য্যাবম্ভ হয, তাহাব পব কিঞ্চিদধিক দুই ঘণ্টা পবে শতাবধানী পণ্ডিত মহাশয সমুদায প্রশ্নেব উত্তব দিতে আবম্ভ কবেন। প্রায ৮।০টা পর্য্যন্ত প্রশ্ন শ্রবণ কথোপকথন ও বহস্যালাপে কাটিযা গিযাছিল।

প্রত্যেক প্রশ্নেব উত্তব সভাস্থলে শতাবধানী মহাশয যেরূপ দিযাছিলেন, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল এবং শ্লোকগুলি ছাপা হইবে শুনিযা শতাবধানী মহাশয় পবদিন কোন কোন শ্লোকে কিছু কিছু সামান্য পবিবর্ত্তন কবিযা দিযা যান, তাহা পাদ-টীকায সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রশ্নগুলিও যেমন যুগপৎ শুনান হইযাছিল, তেমনি শাস্ত্রীজীও এক এক কবিযা অবিবামে এক এক জনেব প্রশ্নেব উত্তব দিযা যাইতে লাগিলেন।

১ম প্রশ্নেব উত্তবে স্রগ্ধবাছন্দে নিম্নলিখিতরূপ কলিকাতা বর্ণনা কবিলেন,—

হর্ম্ম্যৈ সৌধৈশ্চ কৈশ্চিদ্ ধনিনৃপমণিভিঃ শোভমানা নিতান্তম্,
বীথ্যাং বীথ্যাঞ্চ চিত্রৈ র্বিবিধপদভবৈবাপণৈবেধমানা।
নানাবিদ্যাতিহৃদ্যা নিখিলমতজনান্যোন্যকৃত্যোজ্জ্বলেযম্,
প্রায়ঃ সর্ব্বত্র কৃত্যা প্রতিদিনমপি সা কালিকাতাস্তি দৃষ্টা॥*

২য প্রশ্নেব উত্তব,—ইংবাজী যে আটটি শব্দ বিভিন্ন সমযে একটি একটি কবিয়া উচ্চাবিত হইযাছিল, আশ্চর্য্যেব বিষয, শতাবধানী শাস্ত্রীমহাশয ইংবাজী ভাষায অনভিজ্ঞ হইযাও

---

* হর্ম্ম্যৈঃ সৌধৈশ্চ কৈশ্চিদ্ধনমণি-তুলিতৈর্বস্তুভিঃ শোভমানৈঃ,
বীথ্যাং বীথ্যাং বিচিত্রৈর্বিবিধ পদভবৈরাপণৈরেধমানা।
নানাবৈশদ্যহৃদ্যা নিখিলমতজনান্যোন্যচর্য্যোজ্জ্বলৈষা,
প্রায়ঃ সর্ব্বত্র কৃত্যাদভিরুচিহি পুরীকালিকাতাস্তি দৃশ্যা॥

নবম ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ।

(১৩০৯ সালের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত)

এই গ্রন্থখানি কৌষীতকারণ্যকের ১, ৭, ৮, ৯ বা ৬, ৭, ৮, ৯ অথবা প্রথম চারি অধ্যায়ে গঠিত। গ্রন্থকার জানা নাই। গ্রন্থের নাম ও সমাবেশ কিছু বিচিত্র ধরণের। মুক্তিকোপনিষদ গ্রন্থে ব্রাহ্মণোপনিষদভিহিত আরও দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে—ত্রিশিখী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ও মণ্ডল ব্রাহ্মণোপনিষৎ। কিন্তু এই দুই খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় এই নাম সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকিলেও বর্ত্তমানে নিবৃত্ত হইতে হইল। তবে অনুমান করা যায় যে এই গ্রন্থখানি বিনায়ক ভট্টের উল্লিখিত মহাকৌষীতক ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থের অংশ হইতে পারে, এবং উক্ত গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হওয়ায় আরণ্যক গ্রন্থের সহিত এখানি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কুষীতক কোন ক্ষত্রিয়ের নাম বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত এই গ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার নিমিত্ত বোধ হয় তাঁহার কোন বংশধরের অভিলাষে রচিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজার অভিলাষেই যে এই গ্রন্থ খানি রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার আরও দুইটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথম, গ্রন্থে ব্রাহ্মণাপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও দ্বিতীয় পরব্রহ্মের পর্য্যঙ্কের ক্ষত্রিয়াসনের সহিত তুলনা। এই দুই কারণে একটী সূক্ষ্মতর অনুমান করা স্বাভাবিক বোধ হইতেছে। অনুমানটি এই যে এই গ্রন্থখানির রচনাকর্ত্তাও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ যে এমন সরল ভাবে ক্ষত্রিয়ের বৈঠকখানা হইতে অন্দর মহল পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম বর্ণনে প্রয়োজিত করিবেন, সেটা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তটি ন্যায্য বলিয়া বোধ হয়, যে কুষীতক রাজার কোন বংশধর এই গ্রন্থখানি রচিত করেন। এই সিদ্ধান্ত হইতে গ্রন্থের রচনা কাল নির্ণয় করিবার একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কুষীতক রাজার স্মৃতি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবার কালে এই গ্রন্থখানির রচনা হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহা অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত অনুমান এই যে, কুষীতক রাজার পুত্র কৌষীতক রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও তাঁহার উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার মানসে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তটীও অনুমানসাপেক্ষ এবং প্রমাণান্তর বিনা এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেইগুলির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। পুরাণশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার না করিলে বৈদিক কালের কোনও ঘটনার কালনির্ণয় হইতে পারে না, সুতরাং এই গ্রন্থসম্বন্ধেও বিষ্ণুপুরাণের সাহায্য লওয়া হইল। পুরাণ শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের কালনির্ণয় নিতান্ত দুরূহ নহে এবং এইরূপ নিদর্শন সাহায্যে এই গ্রন্থের কালনির্ণয় সম্ভব হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে কৌষীতক রাজার নাম পুরাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এক্ষণে উল্লিখিত নামগুলির বিষয় কিছু বক্তব্য আছে।

ত্রিশীর্ষা ত্বাষ্ট্র—ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা একজন বিখ্যাত বৈদিক ঋষি। ইঁহার ভগিনী ত্বাষ্ট্রীও বৈদিক সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ধর্ম্ম হইতে চতুর্থ পুরুষ নিম্নে এবং বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। ত্বষ্টার সুখ্যাতিতে বেদমন্ত্র সকল পরিপূর্ণ। তিনি সুপাণি, সুগভস্তি, সুকৃৎ, তক্ষক, অগ্রজ, গোপা ইত্যাদি। ইঁহার পুত্র ত্রিশিরা, ও কন্যা সরণ্যু। সরণ্যু অশ্বিদ্বয়ের মাতা, এবং ত্রিশিরাকে ইন্দ্র বধ করেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্ গ্রন্থে ইন্দ্র বলিতেছেন, অহং ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্, আমি ত্রিশিরা নামক ত্বষ্টার পুত্রকে বধ করিয়াছি। ত্বষ্টা সম্বন্ধে বৈদিক সমাজে মতদ্বৈধ ছিল। একদল সুখ্যাতি করিতেন, অপরদল তাঁহাকে অসুরপদবাচ্য করিতেন। একদলে তাঁহার শিল্প বিদ্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে দেবতুল্য বোধে সম্বোধন করিতেন ও তাঁহাকে আরাধনা করিতেন; অপর দলে তাঁহাকে সামান্য সূত্রধর বলিয়া অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এক দলে তাঁহার কন্যাকে সম্মানিত করিলেন, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞা রমণী বলিয়া অর্চ্চনা করিলেন এবং বিবাহ সভার বর্ণনে একটি ছন্দোবদ্ধ ঋক্ রচনা করিলেন, (১)

---

(১) ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি
ইতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পরি উহ্যমানা
মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ
কৃত্বী সবর্ণামাদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্ যৎতদাসীৎ
অজহাদ্ উ দ্বা মিথুনা সরণ্যুঃ॥ (ঋগ্বেদ—১০ মণ্ডল ১৭ সূক্ত)

অর্থ। ত্বষ্টা দুহিতার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, সেই যজ্ঞে ত্রিভুবন উপস্থিত হইলেন, যমপ্রসূতি (ত্বাষ্ট্রী) বিবস্বতের জায়ারূপে (জায়ারূপ ধারণ করিয়া) আপনাকে (আপনার প্রকৃত রূপ বা আত্মরূপ) লুকাইলেন। মর্ত্ত্যগণ হইতে অমৃতাকে (অমৃতাংশ) লুকাইয়া রাখিলেন এবং সবর্ণাকে (মরণধর্ম্মা দেহে) অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করিলেন ও পরে গর্ভত্যাগ করিলেন।

এই অর্থ সায়ণের অনুমত নহে, কিন্তু এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সায়ণ ভাষ্যের বিচার এস্থলে অনাবশ্যক।

অপবদলে তাঁহাকে অশুদ্ধা ও চঞ্চলা বলিযা কুৎসিত গল্প বটনায প্রবৃত্ত হইলেন(১)। ত্বষ্টাব বিপক্ষদলেব নেতা ইন্দ্র। ইন্দ্র ও ত্বষ্টাব মধ্যে প্রাযই বিবাদ চলিত, কিন্তু ত্বষ্টা ও ইন্দ্র সম্বন্ধীয বৈদিক মন্ত্র ও ইতিহাস বিচাব কবিযা দেখা যায যে যদ্দিও ইন্দ্র প্রাযই যুদ্ধে জযী হইতেন, কিন্তু ত্বষ্টা ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যাযপবাযণ ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। যে ইন্দ্র ত্বষ্টাব গৃহে প্রাযই সোমপানে আহূত হইযা চবিতার্থ হইতেন,—ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ—যে ইন্দ্র ত্বষ্টৃনির্ম্মিত বজ্র ব্যতিবেকে কখনও যুদ্ধে জযী হইতেন না, তিনিই হিংসাপ্রেবিত হইযা সেই ত্বষ্টাব পুত্র ত্রিশিবাকে বধ কবিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। "স ইন্দ্রোঽমন্যত অযং বাব ইদং ভবিষ্যতি" (কঠক)—ইন্দ্র মনে কবিলেন যে ত্বষ্টা সকলই হইবে (সবই ইহাব হইবে)। এইরূপ বিবেচনা কবিযা তিনি ত্বষ্টাব দলভুক্ত কোনও লোককে ত্বষ্টাব পুত্র ত্রিশিবাব বধেব নিমিত্ত নিযুক্ত কবিলেন। "স তক্ষকং তিষ্ঠন্তমব্রবীৎ আধব অস্য ইমানি শীর্ষাণি ছিন্ধি তস্য তক্ষণ উপদ্রুত্য পবশুনা শীর্ষাণি অচ্ছিনৎ।" এই সূত্রধবেব নাম ত্রিত (আপ্ত্যপুত্র)।

স পিত্র্যাণি আযুধানি বিদ্বান্
ইন্দ্রেষিতঃ আপ্ত্যো অভিঅযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তবশ্মিং জঘন্বান্
ত্বাষ্ট্রস্য চিৎ নিঃসসৃজে ত্রিতো গাঃ॥
ভূবি ইৎ ইন্দ্রঃ উদিনক্ষন্তম্
ওজো অবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানম্।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্ বিশ্বরূপস্য গোনাম্
আচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পবা বর্ক॥ (ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮ সূক্ত)

এ মন্ত্র দুইটী কোনও ইন্দ্রপক্ষীয ঋষির বচিত। এতৎপক্ষীয বিববণটি তৈত্তিবীয সংহিতা (২) ও শতপথ ব্রাহ্মণেও (৩) আছে। উভয গ্রন্থেব বিববণেই ত্বাষ্ট্রেব তিনটি

(১) নিরুক্ত ১২।১০

"তত্র ইতিহাসমাচক্ষতে। ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বতঃ আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনযাঞ্চকার। সা সবর্ণাং অন্যাং প্রতিনিধায অশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্যঃ আত্মনেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভুব। ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণাযাং মনুঃ।

(২) বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রিযোঽসুরাণাম্। তস্য ত্রীণি শীর্ষাণি আসন্ সোমপানং সুরাপানং অন্নাদনম্। স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগং অবদৎ পবোক্ষং অসুরেভ্যঃ। সর্ব্বস্মৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি। যস্মৈ এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতঃ। তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদ্বন্ বৈ বাষ্ট্র পর্য্যাবর্ত্তযতি ইতি তস্য বজ্রমাদায শীর্ষাণি অচ্ছিনৎ (তৈত্তিরীয সংহিতা ২।৫।১)।

(৩) তৈত্তিরীয ব্রাহ্মণে যে বিববণটী দেখা গেল, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ; বরং শত্রুপক্ষোচিত আরও বিববণ বাহুল্য আছে ঃ—স ত্বষ্টা চুক্রোধ কুবিন্মে পুত্রমবধীৎ ইতি সোপেন্দ্রমেব সোমমাজহ্রে স যথাঽযং সোমঃ প্রসুতঃ এবং অপেন্দ্র এব আস। ইন্দ্রো হ বৈ ইক্ষাঞ্চক্রে ইদং বৈ মা সোমাদন্তর্য্যন্তি ইতি। স যথা বলীযানবলীযস এবমনুপহূত এব যো দ্রোণকলসে শুক্র আস তং ভক্ষযাঞ্চকার স হ এনং জিহিংস সোঽস্য বিশ্বন্নেব প্রাণেভ্যো দুদ্রাব। মুখাদ্ হ এবাস্যাথ সর্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ। সঽত্বষ্টা চুক্রোধ কুবিদ্ মেঽনুপহূতঃ সোমমভক্ষদিতি। *** সঃ যো দ্রোণকলসে শুক্রঃ পরিশিষ্ট আস তং প্রবর্ত্তযাঞ্চকার ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব ইতি ***।

মস্তক কল্পিত হইযাছে এবং তিন মস্তকেব দ্বাবা তিনি তিন প্রকাব উপদেশ কবিতেন বলিযা তাঁহাব নিন্দাবাদ কবা হইযাছে। কিন্তু আমাদেব বোধ হয যে এই সকল নিন্দাব বচনাকর্ত্তাবাই ধবা পডিযাছেন।

ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপকে বধ কবিযা ইন্দ্র ঋষিমণ্ডলীব নিকট অবমানিত হইযাছিলেন এবং তাঁহাব সোমভাগ হইতে তিনি কিছুকালেব জন্য বঞ্চিত হযেন * এবং বহু চেষ্টাব পব সোমভাগ পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। (১)

মন্ত্র ও ইতিহাস অনুসাবে ইন্দ্র ও ত্রিশিবা সমকালিক ব্যক্তি। পুরাণ শাস্ত্রে দেখা যায, যে ত্রিশিবা প্রজাপতি হইতে অষ্টম পুরুষ নিম্নে।

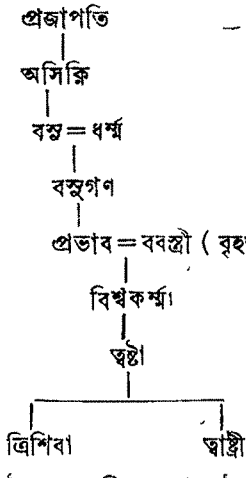

সুতবাং ইন্দ্রও প্রজাপতি হইতে অষ্টম পুরুষ নিম্নে বলা যাইতে পাবে। এবং পুবাণোক্ত কাশ্যধন্বন্তবিব সময়েই এই যুদ্ধ ঘটিযাছিল। সমালোচিত গ্রন্থ অনুসাবে ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দন সমকালিক ব্যক্তি। কিন্তু পুবাণ শাস্ত্র অনুসাবে প্রতর্দ্দন প্রজাপতি হইতে একাদশ পুরুষ নিম্নে।

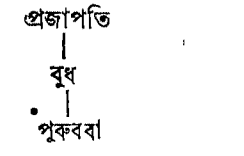

---

* ঐতরেয ব্রাহ্মণ ৭।২৮

(১) এই উপনিষদ্ খানিব 'রচনাকর্ত্তা ইন্দ্রপক্ষীয ব্যক্তি। পুরোহিত ত্বষ্টাকে বধ করায় ইন্দ্রের প্রতি দোষারোপ না কবিযা, তিনি ইন্দ্রকে সত্যস্বরূপ ও সত্যের আধার বলিযা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইযাছন (সত্যং হীন্দ্রঃ)। আর একটি প্রমাণ ইন্দ্র বলিতেছেন, "তস্য মে তত্র ন লোম চ নামীযত।" ইন্দ্র স্বযং গর্ব্বিতভাবে একথা বলিলেও আমরা প্রমাণান্তরে অবগত হই যে ত্বষ্টৃবধের জন্য ইন্দ্রকে বহুতব নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে ইন্দ্র বহুসন্ধি অতিক্রম করিয়া গর্ব্বিত হইযাছেন, তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিতে চেষ্টা করা নিতান্ত পক্ষপাতিতার কার্য্য, এবং একপ ব্যক্তির পক্ষে পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দেওযা ধৃষ্টতামাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা ইন্দ্রপক্ষীয় হইলেও সত্যবাদী, সুতরাং ইন্দ্রের দোষ লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই।

পুরুরবা
|
আয়ু
|
ক্ষত্রবৃদ্ধ
|
কাশ্য
|
দীর্ঘতমা
|
ধন্বন্তরি
|
কেতুমান্
|
দিবোদাস
|
প্রতর্দ্দন

সুতরাং বেদ ও পুরাণ একত্র করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের মধ্যে দুই পুরুষ মাত্র ব্যবধান এবং প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণনা করিলে উভয়ের বয়সের প্রভেদ প্রায় ৪০ বৎসর। ইন্দ্র যখন বৃদ্ধ, প্রতর্দ্দন তখন যুবা পুরুষ। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইন্দ্র যে বয়সে প্রতর্দ্দনের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহার অন্ততঃ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ—ইন্দ্রের সহিত প্রহ্লাদবংশীয়দিগের যুদ্ধেরও উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, "বহ্বীঃ সন্ধা অতিক্রম্য প্রহ্লাদীয়ানহনম্", অনেক সন্ধি অতিক্রম করিয়া প্রহ্লাদীয়দিগকে বধ করিয়াছি। প্রহ্লাদীয়দিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের একটি বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের উক্তিতে বোধ হয়, এই যুদ্ধটি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। "অথ দৈত্যৈরুপেত্য বজিরাত্মসাহায্যদানায়াভ্যর্থিতঃ প্রাহ যোৎস্যেঽহং ভবতা-মর্থে, যদ্যহমমরবজয়াদ্ ভবতামিন্দ্রো ভবিষ্যামি। ইত্যাকর্ণ্যৈতৎ তৈরভিহিতো ন বয়মন্যথা বদিষ্যামোঽন্যথা করিষ্যামঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থমযমুদ্যোগঃ তেনাপি চ তথৈবোক্তে দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং ভবিষ্যসীতি সমন্বীপ্সিতম্। বজিনাপি অসুরবলং নিসূদিতম্। ইন্দ্রশ্চ বজিচরণযুগলমাত্মশিরসা নিপীড্যাহভয়ত্রাণদানাদস্মৎপিতা ভবান্ যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ। স চাপি রাজা প্রহ্লাদ এবমেবাস্ত।" দেবদৈত্যসংগ্রামে দৈত্যগণ বজির সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলিলেন, আমাকে আপনারা ইন্দ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বীকৃত হইলে আমি আপনাদের সহায় হইব। তাহাতে তাঁহারা সম্মত না হইয়া বলিলেন, আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ, তাঁহারই জন্য আমাদের চেষ্টা, সুতরাং এ প্রকার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না। কিন্তু দেবতারা সম্মত হওয়াতে বজি তাঁহাদের জয়ী করিলেন। তৎপরে ইন্দ্র বজির চরণযুগল মস্তকে নিপীড়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাদের রক্ষাকর্ত্তা রূপে আপনি পিতৃবৎ হইয়াছেন, সুতরাং আপনার পুত্ররূপেই আমি ইন্দ্রত্ব ভোগ করি।

বজি সহাস্যে বলিলেন, তাহাই হউক। সুতবাং বজিব পুত্রবূপে ইন্দ্র বাজত্ব কবিতে লাগিলেন। কিন্তু বজি পবলোকগত হইলে তাঁহাব পুত্রগণ আচাবানুসাবে বাজ্য প্রার্থনা কবিল, কিন্তু ইন্দ্র তাহাদিগকে বাজত্ব প্রত্যর্পণ না কবায, বজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পবাজয কবিযা ইন্দ্রত্ব কবিতে লাগিলেন। (১) "ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতিমেকান্তে দৃষ্ট্বাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতুবাহ।" কিছুকাল গত হইলে স্বপদভ্রষ্ট ইন্দ্র বৃহস্পতিব সকাশে স্বকীয় দুববস্থাব বিষয় নিবেদন কবিলেন। বৃহস্পতি যে কাবণেই হউক বলিলেন, তোমাকে শীঘ্রই আমি পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত কবিতেছি। "ইত্যভিধায তেষামনুদিনাভিচাবিকং বুদ্ধিমোহায শক্রস্য চ তেজোবৃদ্ধযে জুহাব। তে চাপি তেন 'বুদ্ধিমোহেনাভিভূযমানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্ম্মত্যাগিনো বেদবাদপবাঙ্মুখা বভূবুঃ। ততশ্চ তানপেতধর্ম্মচাবান্ ইন্দ্রো জঘান।" এই বলিযা বৃহস্পতি বজিপুত্রগণেব বুদ্ধিমোহেব নিমিত্ত অভিচাবাদি ক্রিযা কবিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রেব প্রতিষ্ঠালাভেব নিমিত্ত হোম কবিলেন। এই প্রকাবে বজিপুত্রগণ অভিভূত হইযা ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদপবাঙ্মুখ হইল। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অনাযাসে হনন কবিলেন।

এই ইতিহাসেব প্রথমাংশ হইতে জানা যায, প্রহ্লাদীযদিগেব সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র বজিব সাহায্যে জযলাভ কবিযাছিলেন। বজিব সাহায্য বিনা তিনি কখনই এ যুদ্ধে জযী হইতে পাবিতেন না এবং বজিব অনুগ্রহ বশতই তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ কবিযাছিলেন।

প্রহ্লাদ প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ নিম্নে। সুতবাং ষষ্ঠ পুরুষ হইতে অধস্তন কাহাব সহিত ইন্দ্রেব যুদ্ধ হইযাছিল, তাহা স্থিব কবা দুরূহ। কিন্তু একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান কবা যাইতে পারে। বিষ্ণু পুবাণ বলিতেছেন :—

বিবোচনস্তু প্রাহ্লাদিঃ বলির্জজ্ঞে বিবোচনাৎ।
বলেঃ পুত্রশতস্যাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে॥

প্রহ্লাদ
|
বিবোচন
|
বলি
|
শতপুত্র
(বাণজ্যেষ্ঠ)

শ্রীমদ্ভাগবতানুসাবে বিবোচনপুত্র বলি ইন্দ্রকে পবাজিত কবেন, অবশেষে স্বযং পবাজিত হযেন, এবং ত্বষ্টাব ইতিহাসে দেখা গিযাছে যে প্রজাপতি হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ ধন্বন্তবিব

(১) বজিসুতাঃ শতক্রতুমাত্মপিতৃপুত্রমাচারাদ্রাজ্যং যাচিতবন্তঃ।
অপ্রদানে চাবজিত্যেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং চক্রুঃ।

সময়েই ত্রিশিরার সহিত যুদ্ধ ঘটে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে ইন্দ্র ধন্বন্তরির সময়ে যুদ্ধে ও কলহে ব্যাপৃত থাকিতেন ও প্রহ্লাদীয় যুদ্ধও প্রায় ঐ সময়েই ঘটে। প্রহ্লাদীয় যুদ্ধের সময় বলি বৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাবান্ এবং যুদ্ধের অনতিকাল পরেই তিনি কাল-গ্রাসে পতিত ও তাঁহার পুত্রগণ বালত্বে সংস্থাপিত হয়েন। এ সময় তাঁহার পুত্রগণও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা নারদের পরামর্শেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এ হিসাবে বলি প্রহ্লাদীয় শতপুত্রগণের দুই পুরুষ ঊর্দ্ধে; এবং প্রকৃত ঘটনাও তাহাই।

যতি ঃ—ইন্দ্র বলিতেছেন, "অকৃন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছন্"। অকৃন্মুখ যতিগণকে ব্যাঘ্রমুখে দিয়াছি। অকৃন্মুখ শব্দটির পুরাণশাস্ত্রের কোথাও ব্যবহার হইয়াছে কিনা জানি না; বিষ্ণুপুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে এ শব্দটি নাই। ভাষ্যকার শঙ্করানন্দ শব্দটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

"অকৃন্মুখান্ যতীন্, কৃচ্ছ্রদ্ধঃ বেদাধ্যয়নং তেন উপনিষদর্থবিচারো ব্রহ্মমীমাংসাপর-পর্য্যায়ো লক্ষ্যতে, তদ্যেষাং মুখে নাস্তি তে অকৃন্মুখাঃ, তান্ যতীন্ প্রযত্নবতশ্চতুর্থাশ্রমিণঃ।"

সুতরাং শঙ্করানন্দমতে অকৃন্মুখ যতি অর্থে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গরহিত চতুর্থাশ্রমী ব্যক্তি-গণ। "অকৃন্মুখ" স্থলে "অকর্ম্মঘ" সায়ণের অনুমত পাঠ তাঁহার মতানুসারে অকর্ম্মঘান্ যতীন্ অর্থে "ব্রাহ্মণবেশধারিণোঽসুরান্"। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুমোদিত হইতে পারে না। কারণ অসুরমাত্রেই ব্রাহ্মণ এবং সকল অসুরই যজ্ঞোপবীতধারী। শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রশস্ত একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। ইন্দ্রপ্রহ্লাদীয় যুদ্ধের বিবরণের শেষাংশ হইতে প্রমাণ হয় যে বলিপুত্রগণকে বৃহস্পতি বিমোহিত করায় তাঁহারা বেদবাদপরাঙ্মুখ হয়েন, সুতরাং তাঁহাদিগকে যতি বলা সম্ভব হইতে পারে। এবং বলিপুত্রগণ এতদ্ভাবাপন্ন হইবার পরই ইন্দ্র উঁহাদিগকে বধ করিতে সক্ষম হয়েন। সুতরাং অকৃন্মুখ যতি অর্থে বলিপুত্রগণই বুঝিতে হইবে। কিম্বা আর একটি অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। যতি নাম-ধারী বলির কতকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। ইঁহারা অনাশ্রমী ও অবৈদিক এবং ইঁহারাও ইন্দ্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং অকৃন্মুখ যতি বলিতে ইঁহারা উদ্দিষ্ট হওয়া সম্ভব।

অকৃন্মঘ বা অকৃন্মুখ শব্দ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান করিয়া বৈদিক ও প্রাচীন পারসীক (Zend) ভাষার মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য অবলম্বনে কতক-গুলি নিয়ম সূত্রবদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই শব্দ হইতে সেই নিয়মের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। প্রাচীন বৈদিক ভাষায় একটি 'থ' প্রত্যয় ছিল, এবং আমরা অনুমান করিতে পারি যে উক্ত জেন্দ ভাষায় ঐ 'থ' স্থলে মন্ প্রত্যয় ব্যবহার হইত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে 'থ' ও 'মন্' প্রত্যয়ের অর্থ একই। দ্বিবিন্দু (ঃ) যে ধ্বনি-সূচক চিহ্ন, 'থ' ও সেই ধ্বনির রূপান্তর এবং আমরা পশু ও অস্পষ্টবাক্ জীবমাত্রে দেখিতে পাই যে ঐ ধ্বনি কোন উদ্দিষ্ট বস্তুবাচক। উক্ত ধ্বনির দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু, গুণ, বা ব্যক্তির

প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। এ ধ্বনিটি সর্ব্ব দেশেই প্রচলিত আছে। কারণ ইহা জীবমাত্রের সাধারণ সম্পত্তি। 'খ' ও দ্বিবিন্দুর (অর্থাৎ বিসর্গের) উচ্চারণমাত্র বিভিন্ন, অর্থ উভয়ের একই (১)। স্বাভাবিক ভাবে এবং কোন বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারণ করিতে হইলে বিসর্গ উচ্চারণ স্থানে 'খ'ই উপস্থিত হয়। জীবমাত্রের সরল ভাষায় দ্বিবিন্দুধ্বনির বা 'খ'এর যে অর্থ, বৈয়াকরণিক ভাষায় 'মন্' প্রত্যয়েরও সেই অর্থ। বৈদিক ভাষার 'খ' প্রত্যয় স্থানে জেন্দ ভাষায় 'মন্' প্রত্যয় হয়। সংস্কৃত চক্ষুঃ (চষ+খ)=জেন্দ চষমন্ (চষ্+মন্), এই নিয়মের সহিত মিলাইলে সংস্কৃত অকস্মাৎ ও জেন্দ আবিস্মান্ একই শব্দের রূপান্তর বলিয়া প্রতীত হইবে। অকস্মাৎ=অ+কৃ (স্ম)+খ। 'মু' এই বর্ণের 'উ' কার উচ্চারণ সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত। এই 'খ' স্থানে মন্ ব্যবহার করিলে অকস্মান্ হয়। আরও কৌতূহলের বিষয় এই যে দুইটি শব্দের এই ব্যুৎপত্তি যদি স্থির করা যায়, তাহা হইলে দুইটির একই অর্থ হয় এবং ব্যবহারেও দেখা যায় যে দুইটি ভাষায় দুইটি শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'অ' নাস্তি ভাবব্যঞ্জক। কৃ (ম্) =প্রকাশ, আলোক, বা অগ্নি *, অকৃ (ম্)=অপ্রকাশ অনালোকিত বা তমোময়। অকৃ (ম্) খ বা অকৃ (ম্) মান্=তমোময় ব্যক্তি বা যাহারা নিরগ্নি ব্যক্তি।

পৌলোমাঃ ও কালকাঞ্জাঃ—বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্রগণ পৌলোমাঃ ও কালকেয়াঃ।

বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা।
উভে সুতে মহাভাগে মরীচেস্তু পরিগ্রহঃ॥
তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবসত্তমাঃ।
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ॥

কশ্যপতনয় বিপ্রচিত্তির পুরোগম দৈত্যগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের একটি বর্ণনা পুরাণগ্রন্থে আছে। সেই যুদ্ধে দৈত্যগণ জয়ী হওয়ায় ইন্দ্র ও বিষ্ণু চিরাভ্যস্ত হীন উপায়ে দৈত্যদিগকে পরাস্ত করেন। এ যুদ্ধের বিবরণ এই,—দুর্ব্বাসা ইন্দ্র কর্ত্তৃক অবমানিত বোধ করায়, তাহাকে অভিসম্পাত করেন এবং ইন্দ্র রাগান্বিত হইয়া যাগযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় অমরাবতী নিঃশ্রীক হইয়া যায়। এই সময় সুবিধা বিবেচনা করিয়া বিপ্রচিত্তি পুরোগম দৈত্যেরা দেবগণকে আক্রমণ ও পরাজিত করিল।

---

(১) এই অর্থবাচক 'হ' পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে শুনিতে পাওয়া যায়। 'হ' পূর্ব্ববঙ্গীয় আশ্চর্য্যবাচক শব্দ। এই 'হ' হইতেই পশ্চিমবাসীর হ্যাঁ, অ্যা ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীও বিসর্গ স্থানে হ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন। কিন্তু হ' অপেক্ষা 'খ' ই বিসর্গের বিশুদ্ধতর উচ্চারণ।

* অগ্নির বীজমন্ত্র রং।

(১) পরে তাঁহারা দেবদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া অসুরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সমুদ্রমন্থন (২) করিতে লাগিলেন। এই সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতভাণ্ডের অধিকার সম্বন্ধে দেব ও দৈত্যদিগের মধ্যে বিবাদ হয় ও অবশেষে ধন্বন্তরির হস্তে সেই ভাণ্ড রক্ষিত হয়। দেবগণ বিষ্ণুকে স্ত্রীবেশে ধন্বন্তরির নিকট প্রেরণ করেন ও বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে প্রতারিত করিয়া অমৃতভাণ্ড লইয়া পলায়ন করেন। এই ইতিহাস হইতে প্রতীয়মান হয় যে ধন্বন্তরি নিরপেক্ষ ছিলেন ও কোন দলভুক্ত ছিলেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি ইতিহাসেও দেখা গিয়াছে যে সে যুদ্ধ দুটিও ধন্বন্তরির সময়েই ঘটিয়াছিল। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সেই ধন্বন্তরিই সমুদ্রমন্থনের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ইঁহারই রাজত্বকালে ইন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন।

দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন—দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দনের অনেক নাম ছিল, যথা সত্রাজিৎ, অজাতশত্রু, কুবলয়াশ্ব, বৎস ইত্যাদি। দিবোদাস বংশই কাশ্য বংশ (৩), উপরের বংশাবলী দেখিলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে কাশ্য অজাতশত্রু ও দৈবোদাস প্রতর্দ্দন একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম মাত্র (৪)। কাশ্য অজাতশত্রু অর্থে শঙ্করানন্দ বলেন 'কাশ্যং কাশীদেশাধিপতিম্'। এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ প্রথমতঃ পুরাণমতে অজাতশত্রুর পূর্ব্বপুরুষ কাশ্যের নামেই তাঁহার বংশ পরিচিত; দ্বিতীয়তঃ কাশী নামে জনপদ এ সময়ে ছিল কি না, আমাদের জানা নাই; তৃতীয়তঃ এই গ্রন্থে যতগুলি জাতীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলি দেশবাচক নহে, বরং ইহাই প্রতীত হয়, যে কতকগুলি দেশের নাম উপনিবিষ্ট জাতির প্রধান ব্যক্তিদিগের নাম ধরিয়াই স্থির হইয়াছিল; যথা উশীনর, মৎস্য, কাশী, বিদেহ, কোশল, কুরু, ইত্যাদি।

তাৎকালিক সমাজ।

চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা—এই গ্রন্থে বর্ণবিভাগের কোন নির্দ্দেশ নাই, থাকিবার বিশেষ কারণও নাই। তবে পুরোহিত ও সম্রাটগণের পরস্পর আচরণ সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। চিত্রবাজ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন লোক আছে যেখানে আমি সংবৃত হইতে পারি, অথবা দুইটি পথের কোন্ পথ অনুসরণ করিলে সংবৃত স্থান প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জ্জিতে।
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দ্দৈতেয়দানবাঃ॥

(২) সমুদ্রমন্থন সম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের অনুমান হয়, যে উভয় পক্ষীয় রত্নাদি একত্র করিয়া সমান ভাগ করিয়া লইবার জন্যই সমুদ্রমন্থন নামে যজ্ঞ হইয়াছিল।

(৩) ইত্যেতে কাশ্যা ভূপতয়ঃ কথিতাঃ (বিষ্ণুপুরাণ)।

(৪) এই অনুমান প্রমাণসাপেক্ষ। যদি গার্গ্য বালাকি প্রতর্দ্দনের সমসাময়িক না হয়েন, তাহা হইলে এ অনুমান সঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থ বা পুরাণ শাস্ত্র হইতে গার্গ্য বালাকির সময়নির্ণায়ক প্রমাণ নাই।

যায় ? (তং হাভ্যাগতং পপ্রচ্ছ গৌতমস্ত পুত্রোঽসি সংবৃতং লোকে যস্মিন্ মা ধাস্তস্তন্ততমো বাধ্বা তস্ত মা লোকে ধাস্তসীতি)। চিত্রবাজের প্রশ্নের উদ্দেশ্য মুক্তিবিষয়ে জ্ঞানলাভ। তিনি জানিতে উৎসুক হয়েন, যে মুক্তিলাভ বাস্তবিক সম্ভব কি না অর্থাৎ এমন কোন অবস্থা সম্ভব কি না, যে তাহা হইতে সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না। আরও জানিতে ইচ্ছা করেন যে যদি বাস্তবিক এ প্রকার অবস্থা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম (যজ্ঞাদি) ক্রিয়া ও অন্য পন্থা অনুসরণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ উপায়ে সেই অবস্থা লাভ করা যাইবে ? এই প্রশ্নের অর্থ তিনি জানিতেন না, সুতরাং বলিলেন, "নাহমেতদ্বেদ হন্তাচার্য্যং পৃচ্ছানীতি" হায়, আমি এ বিষয় অবগত নহি, আমি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি। এই কথা বলিয়া, তিনি পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন, "অহমপ্যেতন্ন বেদ সদ্যস্তের বয়ং স্বাধ্যায়মধীত্য হবামহে যন্নঃ পরে দদত্যেহ্যুভৌ গমিষ্যাব"। (আমিও এ বিষয় অবগত নহি, এস আমরা রাজ সকাশে যাইয়া বেদ অধ্যয়ন করিব, আমরা উভয়েই যাইব। উভয়েই কুশহস্তে রাজ-সকাশে উপনীত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত হইলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পুরোহিতগণ কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু বহুসংখ্যক সম্রাট্ ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী ছিলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যমাত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন। গ্রন্থ-রচনাকালে পুরোহিতগণ মধ্যে বোধ হয় আধুনিক কালের ন্যায় দুই প্রকৃতির লোক ছিলেন—বিনীত ও উদ্ধত। গ্রন্থরচনার পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, এবং তৎসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে রাজা ধনঞ্জয়ের সময় উভয় প্রকৃতির পুরোহিত আমাদিগের নয়নগোচর হয়েন। তাৎকালিক বিনীত ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত ত্বষ্টা, উদ্ধতের দৃষ্টান্ত দুর্ব্বাসা। আরুণি ও শ্বেতকেতু (চিত্রবাজের রাজত্বকালে) যেমন বিনীত ছিলেন, গার্গ্য বালাকি (অজাতশত্রুর রাজত্বকালে) তেমন উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। আরুণি শ্বেতকেতু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত রাজসকাশে উপনীত হয়েন, কিন্তু গার্গ্য বালাকি ব্রহ্ম উপদেশ দিবার নিমিত্তই রাজসকাশে উপস্থিত হয়েন। (১) শ্বেতকেতু সম্মানিত হইলেন, বালাকি অবমানিত হইলেন এবং জ্ঞানী অজাতশত্রুর উপদেশে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। বহু তর্কের পর বালাকি বুঝিলেন, যে তিনি অজাতশত্রুর সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত নহেন। "তং হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু বালাকো ইত্যেতাবদিতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচ-অজাতশত্রুর্মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্য ইতি। তত উহ বালাকিঃ সমিৎপাণি প্রতিচক্রম উপায়ানীতি হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তন্মন্যে যৎ ক্ষত্রিয়োব্রাহ্মণমুপনয়েতৈতহি

(১) অথ হ বৈ গার্গ্যো বালাকিরনূচানঃ সম্পন্ন আস। * * * স হাজাতশত্রুং কাশ্যমাব্রজ্যোবাচ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি।

ব্যেব ত্বা জ্ঞপযিষ্যামীতি"। অজাতশত্রু বালাকিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, এই আপনাব জ্ঞান? বালাকি উত্তব কবিলেন, 'এতদপেক্ষা অধিক আমি অবগত নহি'। তখন বাজা বলিলেন, সুতবাং বিনা কাবণে গর্ব্বিত হওয়া বিধেয নহে, আমি আপনাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিব। হে বালাকি, যিনি এই বিশ্বেব কর্ত্তা, তিনিই জ্ঞাতব্য। তখন বলাকপুত্র সমিৎ হস্তে বলিলেন, 'আমি আপনাব নিকট উপস্থিত' আমি আপনাব শিষ্য হইতে ইচ্ছা কবি। অজাতশত্রু বলিলেন—ব্রাহ্মণেব ক্ষত্রিযেব নিকট উপদেশ গ্রহণ কবা সামাজিক নিযমবিবদ্ধ, যাহাই হউক আমি যতদূব অবগত আছি সবই জ্ঞাপন কবিব। আরুণি ও বালাকি সম্বন্ধীয উপাখ্যান দুইটি তুলনা কবিলে স্পষ্ট প্রতীযমান হয় যে চিত্রেব সময এই নিযমটি ছিল না, কিন্তু অজাতশত্রুব সময এই নিযম সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয উভযই তাহা অতিক্রম কবিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ব্রহ্মজ্ঞান—এই উপনিষৎখানিতে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত বহিযাছে, আমবা তদপেক্ষা কিছু অধিক জ্ঞানলাভ কবিয়াছি বলিযা বোধ হয না। ববং ইহা স্বতই মনে হয যে প্রাচীনগণ যাহা লিখিযা গিযাছেন, তাহাই মানব জ্ঞানেব সীমান্ত প্রদেশ। গ্রন্থকর্ত্তাব মতে বা চিত্রবাজেব মতে বা বেদান্তমতানুসাবে চন্দ্র স্বর্গেব দ্বাব স্বরূপে কল্পিত হযেন। যাঁহাবা স্বর্গ পবিত্যাগ কবেন, তাঁহাবা মুক্তিলাভ কবেন এবং যাঁহাবা স্বর্গ কামনায় যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন কবেন, তাঁহাবা স্বর্গ হইতে পুনবায় বর্ষিত হযেন। (১) গ্রন্থ কর্ত্তার বিশ্বাস যে ইহলোক হইতে যে কেহই অপসৃত হউন, তাঁহাকে চন্দ্রলোকে যাইতে হইবে (যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি)। যে কে ইত্যাদি পদেব অর্থ কি? শঙ্কবানন্দ বলিযাছেন :—যে বৈ কে চ যে কে চ ত্রৈবর্ণিকাঃ প্রসিদ্ধাঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতাবঃ অস্মাৎ প্রত্যক্ষাৎ লোকাদবলোকনযোগ্যাৎ ত্রৈবর্ণিকদেহাৎ প্রযন্তি অপসর্পন্তি ম্রিযন্ত ইত্যর্থঃ। শঙ্কবানন্দ মতে যে কে ইত্যাদি পদে ত্রৈবর্ণিকদিগকে উদ্দেশ কবা হইযাছে। কিন্তু স্বকপোলকল্পিত অর্থ প্রতিপাদন পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এই বচনেব সবল অর্থটি গ্রহণ কবাই কর্ত্তব্য। গ্রন্থকাবেব মর্ম্ম এই যে, যে কেহ (যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি) এই পৃথিবী হইতে মৃত হয, সেই বস্তু বা ব্যক্তি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয যথা জল এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইযা চন্দ্রলোকে গমন কবে এবং তথা হইতে পুনবায বৃষ্টিরূপে প্রত্যাগত হয়। মনুষ্যেব আত্মা জলেব ন্যায এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইযা চন্দ্রলোকে গমন কবে, সেই চন্দ্রলোকে বাস কবিযা পুনবায বৃষ্টিব ন্যায পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন কবে। যাঁহাবা চন্দ্রলোক অতিক্রম কবিতে সমর্থ, তাঁহাবা ক্রমান্বয়ে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি লোক অতিক্রম কবিযা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হযেন।

---

(১) এতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যচ্চন্দ্রমাস্তং যঃ প্রত্যাহ তমবিসৃজ তেঽথ যো ন প্রত্যাহ্ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি।

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পথে নানা বিঘ্ন বসতি করে এবং সেইগুলি অতিক্রম করিতে না পারিলে ব্রহ্মলাভ হয় না। এই সকল লোক ও বিঘ্ন ব্যাপারাদিমানসিক অবস্থার পরিচায়ক নাম বলিয়া বোধ হয়। কারণ চিত্র বলিতেছেন, "স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি" তিনি বিজরা নদী মনের দ্বারা অতিক্রম করেন, "স আগচ্ছত্যারং হ্রদং তং মনসাত্যেতি", তিনি 'আর' হ্রদে উপস্থিত হইয়া মনের দ্বারা তাহা অতিক্রম করেন। ব্রহ্ম যজ্ঞময় ভাবে কল্পিত হইয়াছেন অর্থাৎ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য তাঁহাকে সর্ব্বময় ভাবে বর্ণিত করা। তিনি যজ্ঞ ও অযজ্ঞ মন্ত্র ও অমন্ত্রক ইত্যাদি রূপে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, গ্রন্থকারের মতে তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। পরম ব্রহ্মের পর্য্যঙ্ক হইতে যদি তাৎকালিক পর্য্যঙ্ক সম্বন্ধে অনুমান করা ন্যায্য ও সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হয় যে গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্বকাল অবধি আধুনিক 'খাটিয়া" ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবাজ উপদেশ দিলেন, মন্ত্র ব্রহ্ম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৌষীতকী উপদেশ দিতেছেন, প্রাণ ব্রহ্ম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উপদেশ দিতেছেন, সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয়ই সমান যত্নে পরিত্যাগ করেন, বরং ইহাই বলা উপযুক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পাপ বা পুণ্য প্রভৃতির সংস্কার থাকে না, কারণ তিনি বাসনা রহিত ও শান্তিরূপ এবং আনন্দময়। *

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

—o—

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে † চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চল হইতে নিম্ন-প্রকাশিত ছড়াগুলি সংগৃহীত হইল। চেষ্টা করিলে এরূপ আরও অনেক ছড়া সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য সত্যই আমাদের এই নিজস্ব সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের রক্ষণের জন্য আমাদের যে একান্ত যত্নপর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে আর কথা কি?

ছড়াগুলি সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সকলেই জানেন, চট্টগ্রামের কথিত ভাষা বাঙ্গালা হইলেও ইহা একটা স্বতন্ত্র উপভাষায় পরিণত হইয়াছে। লিখিত ভাষার সহিত ইহার এতই বৈষম্য যে, চেষ্টা করিলে ইহা হইতে আমরা একটা নূতন পৃথক ভাষার সৃষ্টি করিতে পারিতাম। আমাদের ঘরের কথা বিদেশীয়ের পক্ষে খুবই দুর্ব্বোধ্য

* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বলিতেছেন—"ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন নাস্য পাপং চক্ষুষো মুখান্নির্গচ্ছতি নীলং বেতীতি"। নীল শব্দের অর্থ কি? সংবর্ত্ত সংহিতায় এতদনুরূপ একটি বচন আছে—যথা—বিষাগ্নি-শ্যামশবলাস্তেষামেবাবিনির্দ্দিশেৎ" (১৭০) এই দুইটী বচনের মধ্যে কোন সংস্পর্শ আছে কি না?

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১ম ভাগ ৩য় সংখ্যায় "ছেলেভুলান ছড়া" দ্রষ্টব্য।

হইবে, সন্দেহ নাই। ছড়াগুলিতে চট্টগ্রামের কথিত ভাষার কতকটা নিদর্শন অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হইবে। কোন কোন শব্দ আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি, লেখায় তাহার সুর (intonation) ঠিক বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আর এমন অনেক শব্দও আছে, যাহা বজায় রাখিতে গেলে কেবল টীকাটিপ্পনীর বাহুল্য ভিন্ন অন্য কোন ইষ্টসিদ্ধি হয় না। এই দুই কারণে ছড়াগুলিতে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিতে হইল। অপভ্রষ্ট হইলেও চট্টগ্রামী ভাষা একবারে নিয়মপরিশূন্য নহে। ইহার সূত্রসঙ্কলন নিতান্ত কঠিন হইলেও বিদেশীয়দের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা নিম্নে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

১। ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়ম।

১। সপ্তমী বিভক্তির 'তে' এবং তুল্যর্থক 'তে' প্রায়ই 'ত্' ও 'ত' হয়। যথা—বাড়ীতে=বাড়ীত্, ঘরেতে=ঘরত্, করিতে=করিত।

২। ষষ্ঠী বা সপ্তমীর বহুবচনে শব্দের উত্তর 'অত্' (অৎ) হয়। যথা—মামারত্=মামাদিগের বা মামা দিগেতে; সেনরত্=সেন দিগের বা সেন দিগেতে।

৩। ষষ্ঠী বিভক্তিতে অকারান্ত শব্দে 'এর' না হইয়া 'অর' হয়। যথা—বাঁশর্=বাঁশের, ঘরর্=ঘরের।

৪। ইকারান্ত বা উকারান্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'অর্' বা 'এর্' হয়। যথা—বউঅর, বউএর, ঝিঅর, ঝিএর।

৫। পঞ্চমী বিভক্তিতে শব্দের উত্তর 'তুন্' বা 'থুন্' হয়। যথা—উত্তরতুন্ বা উত্তর-থুন্=উত্তর হইতে।

৬। অনদ্যতনী ক্রিয়ার 'ইয়াছে' বা 'ইয়েছে' স্থলে 'ইযে' বা 'ইএ' হয়। যথা—দিয়াছে (দিয়েছে)=দিয়ে বা দিএ; গিয়াছে (গিয়েছে)=গিযে (গেইযে) বা গিএ (গেইএ), আইসেছে=আইস+ইএ=আইস্সে বা আইস্তে, করেছে=কৈর্+ইএ=কৈর্য্যে=কৈর্গে, ধরেছে=ধৈর্+ইএ=ধৈর্য্যে=ধৈর্গে। সমস্ত রকারান্ত ক্রিয়ারই এইরূপ।

৭। উক্ত ক্রিয়ার 'ইযাছি' বা 'ইযেছি' স্থলে 'ইই' ও 'ইযাছ' বা 'ইযেছ' স্থলে 'ইয' বা 'ইঅ' হয়। যথা,—করিযাছি বা করেছি=কর্+ইই=করিই=কর্গিই। দিযাছি=দিই বা দিযি। লইযাছি=লযি। করিযাছ (করেছ)=কৈর্+ইঅ=কৈর্য্য=কৈর্গ্য। দিযাছ=দিয। লইযাছ=লইয। সমস্ত রকারান্ত ক্রিয়ার এইরূপ।

৮। নিত্যপ্রবৃত্ত ক্রিয়া উত্তম পুরুষে 'ম'কারান্ত হয়। যথা,—করি=করম্, দিই=দেম্, যাই=যাম।

৯। ভবিষ্যতী ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের উত্তর 'মু,' 'ম্' বা 'অম্' হয়। যথা—দিব=দিমু=দিম্=দিঅম। যাইব=যাইমু=যাইম্=যাইঅম্। করিব=করিমু=করিম্=(করি+অম্)=করম্ (উচ্চারণে কিন্তু 'কর্গাম্' হয়। সমস্ত 'ব' যুক্ত ক্রিয়ার এইরূপ।

১০। উক্ত ক্রিয়ার প্রথম ও মধ্যম পুরুষের 'ইবে' স্থলে 'ইব' ও 'ইবা' হয়। যথা—(সে) দিব, (তুমি) দিবা।

১১। অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষের ক্রিয়াগুলি 'তক্' ভাগান্ত হয়। যথা—(আপনি) করন = কর্তক্, যাউন = যাতক্, আসুন = আস্তক্। তিনি করুন = তাঁহা কর্ত্তক ইত্যাদি।

১২। বর্ত্তমানা ক্রিয়ার 'ইতেছে,' 'ইতেছ' ও 'ইতেছি' স্থলে যথাক্রমে 'এব্' (অ্ব্), 'অব্' ও 'ইব্' হয়। যথা,—করিতেছে = কর্+এব্ = করেব্, যাইতেছে = যা + এব্ বা অ্ব্ = যাএব = যাব্, করিতেছ = কর্+অব = কর্অব = করব্, লইতেছ = লঅব্, করিতেছি = কর্+ইব্ = করিব্, লইতেছি = লইব্।

১৩। বর্ত্তমানা ক্রিয়ার 'ইতেছেন' স্থলে 'তন' হয়। যথা—করিতেছেন = করতন্ (কর্তন্), যাইতেছেন = যাতন্; আসিতেছেন = আস্তন্ (আস্তন)।

১৪। 'নিকট' বুঝাইলে শব্দের উত্তর 'তে' হয়। যথা—আমার নিকট = আমার্তে (আমার্ত্তে), তোমার্তে, গরুর্ত্তে, মুনির্তে ইত্যাদি।

১৫। তুচ্ছার্থে তুমর্থক ধাতুর উত্তর 'তি' হয়। যথা—তোরে দিতি ন কহিব্ ? = তোমাকে দিতে কহিতেছি না ? কাম করতি যা = কাজ করিতে যাও।

১৬। সপ্তমীতে বা 'জন্য' অর্থে শব্দের উত্তর 'রে' হয়। যথা—'ঝড়রে নেহালি দিযম্'। ঝড়রে = ঝড়ে বা ঝড়ের জন্য।

১৭। 'বি' ভাগান্ত শব্দের 'বি' 'ইব' হয়। যথা—সাবি = সাইব, চাবি = চাইব, দাঁড়ি = দাঁইড় ইত্যাদি।

১৮। 'উ'কারান্ত শব্দের উত্তর 'টা' দিলে 'আ' হয়। যথা—দুটা = দুআ (দুয়া), গরুটা = গরুআ (গরুয়া)।

১৯। নিশ্চয়ার্থে 'এক' শব্দের পর 'ই' দিলে অন্তস্থিত 'ক'র দ্বিত্ব হয়। যথা—একই = এক্কই (এক্কৈ)।

২০। প্রথম পুরুষে সম্ভ্রমবোধক 'ইবেন' স্থলে 'বাক্' হয়। যথা—(তিনি) যাইবেন = যাইবাক্, লইবেন = লইবাক্। (আপনি) যাইবেন = যাইবাক্, করিবেন = করিবাক্ ইত্যাদি।

২১। প্রথম পুরুষে অদ্যতনী ক্রিয়াগুলি বিকল্পে হসন্ত হয়। যথা—উঠিল = উঠিল্, করিল বা কর্ল = করিল্ বা কৈল্।

২২। পরোক্ষা ক্রিয়াগুলির এইরূপ, যথা—(সে) গিয়াছিল = গেইল, কহিয়াছিল = কহিল্। (তুমি) গেইলা, কহিলা। (আমি) গেইলাম্, কহিলাম। ইত্যাদি।

২। উচ্চারণ-ঘটিত নিয়ম।

১। ষষ্ঠ্যন্ত শব্দগুলির উচ্চারণে অন্তে 'ও' উচ্চারিত হয়। যথা—মামার = মামারো, আমার = আমারো।

২। 'উআ' প্রত্যযান্ত শব্দগুলিব উচ্চাবণ বডই অদ্ভুত, লেখনীমুখে ঠিক ব্যক্ত কবা কঠিন। যথা—হাতুযা=হাৎউআ, পড়ুযা=পড়্গউআ।

৩। 'ইআ' প্রত্যযান্ত শব্দগুলিব উচ্চাবণও প্রায এইরূপ। যথা,—দুযাবিআ=দুযাব্যা=দুযার্গ্যা; বাড়িআ=বাড গ্যা, বিদেশীযা=বিদেশ্যা।

৪। 'আ' প্রাযই 'এ' হয়। যথা—টাকা=টেকা, কাঁটা=কেঁটা, কাঁচা=কেঁচা।

৫। স=ফ, অ, হ, শ=ছ, ট বা ঠ=ড, গ=অ, ক=অ, ন=ল, ই=উ, ম=ঙ। যথা,—

সুতা=ফুতা, আইস=আইঅ, কিসেব=কিঅব (বা কিএব), সাপ=হাপ, সাডে=হাডে, সুঁচ=হুঁচ, সবা বা শবা=হবা; শিক্কা ও শণ=ছিক্কা ও ছন, লাঠি=লাডি, ঘাঁটা=ঘাঁডা, কাঁটা=কেঁটা=কেড়া, লাগি=লা+অ্+ই=লাই, শৃগাল=শিআল=হিয়াল, বিকাল=বিয়াল, তোকাইযা=তোযাইয়া, নাড়ি=লাড়ি, নামাই=লামাই, ইন্দুব=উন্দুব, তোমাব=তোঙাব, আমাব=আঙার।

৬। কোন কোন স্থলে 'আ' স্থানে 'আই' হয। যথা—কাল (কালি)=কাইল, গাল (গালি)=গাইল, মাব (মাবি)=মাইব। ইকাবান্ত বা লুপ্ত 'ই'কাব যুক্ত শব্দেই উহা বেশী ঘটে।

৭। 'কোন' শব্দ 'কন' হয।

৮। 'ন'কাবান্ত শব্দেব পব 'খান' থাকিলে তাহা 'নান' হয। যথা—পবাণ খান=পবাণ্নান, বিছান খান=বিছান্ নান। ছড়াগুলিতে কিন্তু এ নিয়ম বক্ষা কবি নাই।

৯। 'গোটা' শব্দ 'গুআ' হয়। যথা—একগোটা=এক্গুআ। বাঁশগোটা=বাঁশ্গুআ।

১০॥ 'গাছি' শব্দ 'গাছ' হয। যথা—দশগাছি=দশগাছ।

১১। জিজ্ঞাসাবোধক 'কি' এখানে 'নি'রূপে ব্যবহৃত।

ছড়াগুলিতে অনেকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আছে। পাদটীকা দ্বাবা ছড়াগুলিকে কণ্টকিত না কবিযা আমবা এইখানেই তাহাদেব ব্যাখ্যা দিলাম। বলা আবশ্যক যে, অনেক শব্দেব অর্থবোধে বা অর্থপ্রকাশে আমবা অক্ষম। এই বকম কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আমাব পবিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিতব্য "পুঁথিব বিববণেব" পাদটীকায সন্নিবেশিত কবা গিযাছে।

অক্ত=সময, বেলা।

আইয়ম=আইসম্, আসি। অপবার্থ—কাল বা আমল। আজিযা=আজ, আম্বল=অম্বল=অম্ল।

উপাসী=উপবাসী।

কণ্ডে বা কোডে=কোন্ ঠাঁই, কোথায। "কোণ্ডে'ও হয। সেইরূপ,—এণ্ডে, এডে=এই ঠাঁই, এখানে। করই=চাউলভাজা, কব্কবা=জল না দিযা ভাত বাধিলে

সেই ভাতকে 'কব্‌কবা' বলা যায়। কহল=পাখীবিশেষ; কুচিয়া=এক প্রকার জল-জীব। কুঁইলা=কোকিল; কুবগাল=পক্ষী বিশেষ; কুড়া=মোরগ। কেমেন=কেমন, কেঁয়াইল=কাকালি, কেবাক্=এক প্রকার বেত বিশেষ, কেযা=কেন।

খেড=খড, খাক=অলঙ্কার।

গই=গিযা, গভীন=গভীর, গরবী=বন্যা (cyclone); গুবা—ছোট, গুষ্ঠি=গোষ্ঠী; গোঞাই=গোঁসাঞি, গোরখ=গোরক্ষক।

চইল বা চৈল=চাউল; চক্কর=চক্র; চুড়া=চিবা, চিপিটক, চোমরী=চামরী।

ছাতা=মযলা।

জাযত=বেত বিশেষ; জোন=জ্যোৎস্না।

ঝলি=বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বাঁশের যে 'বেড়া' দেওযা হয তাহা।

ঠেল্যা=জলের কলসী।

ডুলি=যান বিশেষ; ডেকা বা ডেযা=গোবৎস।

ঢাই=ঢাকী, ঢাকবাদ্যকর। ঢুলন=দোলা।

তই=তবে

থিযা=স্থির হও বা দাঁড়াও।

ধাফাই=ধাবাই, দৌড়াইযা দেওযা।

নদ্য=না দিও; নানা=মাতামহ; নাকুআ=আবাতি বা কড়া।

নিদ্রালী,—এই শব্দকে কেহ কেহ 'নিদ্রাণী' বলে। সম্ভবতঃ 'নিদ্রার বাণী' হইতে 'নিদ্রাণী' হইযা থাকিবে।

নুনাইযা=আদুরে; নেহালি=বেজাই, লেপ।

পরেযার=পরের, পসরি=প্রহরী, পুতানি=পুত্রবতী * ইহা গালি দেওয়ার সময ব্যবহৃত হয। পেকুআ=মাটীযালেরা যাহাতে করিযা মাটী উঠায। পোআ বা পোলা=ছেলে; পোউআ=পোআটা।

বড়্‌কি=বর্ষী, বড়ই=কুল (plums), বাড়া=ধান ভানা, বাড়িআ=বাঁশ বিশেষ; বাহ্নে=বাহ্নিতে, বিলাই=বিড়াল; বেজন=ব্যঞ্জন, বেল=বেলা।

ভইন বা ভৈন=ভগিনী, ভইজ=ভ্রাতৃজাযা, ভায়াবি ঝি=ভাশুরের ঝি বা কন্যা, ভোঁযর=ভোমর=ভ্রমর।

মলা বা মোলা=ভাজা চাউল নির্ম্মিত এক প্রকার মিঠাই। মাউ=মামু=মামা। মুড়া=পাহাড়; মেজা=আবর্জ্জনা।

লগে=সঙ্গে; লড়া=সম্ভবতঃ 'লহর'। লাতুরি=ছোট কন্যা। লাই=লাগি; (অপ-বার্থ) বংশনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ; লাদ—পশুর মলত্যাগ।

---

* 'পুত খাওনি' অর্থও হয।

সদায=সদাগিরিতে, স্থান=স্থান।

হাতিনা=গৃহের অংশ বিশেষের নাম। হাতুয়া—দুগ্ধদোহনপাত্র, হাজিলে=হারাইলে, হাম্বা—গোবৎসের ডাক বা গাভী। হাড়া—সাড়া; হাঁড়গে=সারিয়াছে,উকারিয়াছে; হিঁয়া=সীবন করা, সিলা।

প্রাচীনসাহিত্য-সুলভ বলিয়া আর কতকগুলি শব্দের টীকা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

একই ছড়ার নানারূপ পাঠ শুনা যায়। আমি কোনটাই পরিত্যাগ করি নাই। ছড়াগুলিতে এক ভূমি (বা ভূম) বাজার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে "ভোমং বাজ্য" আছে, কিন্তু সকলে তথাকার বাজারকে "পোহাং বাজা" বলিয়া থাকে। কয়েকটি ছড়া বেশ মিষ্ট। ছড়াগুলি এই :—

(১)

তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামারত্ আছে টুন্থা ভাই।
সঙ্গে খেলা খাই॥
ও দুধে ভাতে খাই।
চল মামার বাড়ীত্ যাই॥

(২)

তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামার বাড়ী বড় ভালা।
কিল চুড়া নাই॥

(৩)

তাই তাই তাই।
নানার বাড়ীত্ যাই॥
হাম্বার দুধু খাই।
হাম্বার দুধু ন দিলে,
হাতুয়া ভাঙি ধাই॥

(৪)

অলি আয্‌বে আয্।
বার্গ্যা বাঁশর চুলন মোর
কেরাক্ বেতর বান।
অলি আয়রে আয়॥

মাএ দিএ কাচ খাক,
বাপে দিএ সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই নিয়ে
তুমি বাজার বাড়ী।
অলি আয্‌বে আয়॥

(৫)

অলি অলি অলি।
বাঁশ পাতার ঝলি॥
দাইর্গ্যা পুঁটি ধৈর্‌গে উজান,
মণি ঘুম যাইত বুলি॥

(৬)

আয্ চান্দ আয্ আয্।
আইলা দেম্, বাইলা দেম্,
মাছ কুটি মেজা দেম্,
চুড়া ঝাড়ি কুরা দেম্,
কলা ছুলি বাকল দেম্,
চান্দ্ কপালে পুড়ুস্॥

(৭)

আয্ চান্দ্ আয্ চান্দ্।
কলা দিম্, মোলা দিম্,
ধেয়ন গাইয়র্ দুধু দির্ম্।
গাইয়র্ নাম চুঙুরী,
ডেকার নাম ভুঙুরী॥ পুড়ুস্॥

(৮)

ধব্ ধব্ ধব্ পোলা ল।
ফুলমালাবে কোলে ল।
দৌড়াই দেম্ সতীনব বিলাইবে॥
কালা বিলাই ধলা বিলাই,
কন্ সতীনে পালে।
বাত্ হৈলে সতীনব বিলাই,
দুযাব ধরি ঠেলে॥
বিলাই মাবিবাব আশে,
মুই গেলাম্ দুযাবব কাছে,
খাপ্ দি থাকি, ঝাপ দি ধৈব্লাম্
ও সতীনব বিলাইবে॥

(৯)

বড়্ বউ বড়্যাব ঝি।
তান্ কথা কৈযম্ কি॥
মধ্যম বউঅব হাতত্ হবা,
সকল গুষ্টি ভাতে মবা।
ছোট বউঅব্ হাতত্ পান,
সকল গুষ্টিব পবান খান॥

(১০)

ও হলদ্যা গুযা খা।
ছিবিপুব বেড়াই যা॥
ছিবিপুবব কন্ ঘাঁটা।
পুব দুযার্গ্যা মাদাব কেঁটা॥
মাদাব কেঁটা হেট কবি।
আস্তন্ লক্ষ্মী বল কবি॥
আস্তন্ লক্ষ্মী যাইবাক্ কই।
খাট বিছাই দে বস্তক্ গই॥
খাটব তলে বাঘব ছা।
হাড়ুম হুড়ুম কবে বা।
যে ন মাতে তাবে খা॥

(১১)

আলুব ছাড়া কচুব ছাড়া।
মামাব্ বিষা দুপুবধাবা॥
মামীবে নিত আইস্তে হাডে তিনটা মবদ্।
ভাকআ ছিড়ি পৈড়্গে মামী জোট্ পুকুব্-
গ্যাব্ পাবত্॥
মামারে পাব কবাতে লাগে আনা আনা।
মামীবে পাব কবাতে লাগে কাণেব সোণা॥
মামা কাটে চিকণ ফুতা,
মামী কাটে পাট।
অ মামী ন কান্দিষ,
মামা তোমাব বাপ॥

(১২)

ও বাছা ন কান্দিও ন ভাঙিও গলা।
কাইল বেহানে আনি দিযম্ চক বাজাবব
লোলা॥
চক বাজাবব দক্ষিণ দিগে,
তোমাব মাতা কান্দেব্ যে চিকণ চিকণ গলা।
হাটুআ লোকে কয যে
ই * তাব বাড়ীত্ কি।
ই তাব বাড়ীত্ এক জনবে বান্ধি এড়্গে
মৈষব লড়াই দি॥

(১৩)

ও বুড়ী বুড়ী কুটনী।
গরু চবাতি যাবিনি॥
যাইম্ যাইম্ বিযালে।
কুড়া নিল হিযালে॥
জামাই আইলে কি বুলিম্।
ধুতি পিন্ধি নিকলিম্॥
খাস্যা পাতা ভবি দিম্।
এক্কৈ টানে উডাই দিম্॥

* ই তার=এই তার।

(১৪)

মণি কান্দে কিঅব্ লাই।
চিকণ চৈলব ভাতব লাই॥
আঁউট্যা দুধব সববু লাই।
সুন্দব একৃগুআ জামাইব লাই॥
(অথবা,—সুন্দব একৃগুআ বউঅব্ লাই॥)

(১৫)

এক ছিযলি বান্ধে বাড়ে দুই ছিয়লি খায।
ঠাকুব বেটা জগন্নাথ ঘোডাত্ চড়ি যায়॥
ঘোডায বলে পাটকাপড্গ্যা বন্ধে বলে সাডী।
সেই সাডী উড়াই দিলাম ভুম্বাজাব বাডী॥
ভুম্ বাজা ভুম্ বাজা কি কব বসিযা।
তোমাব পুতে মাবণ্ খাইযে দববাবে বসিযা॥

(১৬)

ধনী ধনী ধনী, ধনীই বলা।
সাত্ ভাইএব ভৈন্ চন্দ্রকলা॥
গাছব আগাব উপব ঢুলেব্যে
কুব্গাইল্যাব বলা॥

(১৭)

নিদ্রালি মাউবে আমাব বাডীত্ আইস।
খাট্ নাই পালঙ নাই,
পিড়ি দিতাম্ জাগা নাই,
আমাব মণিব চখেব উপব বৈস॥

(১৮)

ও নিদ্রালিব মা, আমাব বাড়ীত্ আইও।
গাল ভবি সুপাবি দিযম্,
বাটা ভবি পান দিযম্,
বাছাব চক্ষুব উপব বৈও।
ডাইল ও দিযম্,
চইল ও দিয়ম্,
বসাই কবি খাইও॥

(১৯)

মণি পান্তা ভাতব শনি।
অম্বল বড় ঝাল।
মাছ পাতবি দেখ্যে মণি,
তিনটি দিযে ফাল॥

(২০)

আমাব মণিব মামাব বাড়ীব্ পিছে
দুসবিযা আতা।
আতা কাটি পেলাইল কুঁইলা
নিযে মাথা॥
শাম পুকুব্গ্যাব্ তেব দিন,
বাঘ গেইযে পানী খাইত,
হরিণ গেইয়ে চাইত।
ঘুঙ্গ্যা উন্দুব খাপ্ দি বৈসে
বাঘব চোখ খাইত॥

(২১)

মণি কোডে মণি কোডে,
হাঁওলা পাতাব তলে।
হাঁওলা পাতা উল্টাই চাইলে,
বিজলী ছটক মাবে॥

(২২)

বড়্ মামী বড়্ মামী,
বড়্ ডালম্ তলে।
ছোট মামী তেতই তলে।
তেতই পাতা তুলসী,
আমাব মামী উর্ব্বশী।
উর্ব্বশী ঝিএব লাম্বা চুল,
বাম্বে বাম্বে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলব উপবে
দুআ বিবিক্ষি জলে।
বিবিক্ষি চাইতুম্ গেলুম্বে
সাপে চক্কব ধবে।

সাপ পেলাইলাম্ পাকাইয়া,
লাঠি আন্‌লাম্ ঢাকাইযা।
খাটব তলে বাঘব ছা,
হাড়ুম হুড়ুম কবে বা।
যে ন মাতে তাবে খা॥

(২৩)

ও কবলী কবই ভাং।
পেটব ভিঁতব নাব্‌কল ভাং॥
সাধু গেইযে কৈল্‌কাতা।
ন আইএব্ যে কি কথা॥
বটতল্ দি পালকী যাব।
সাধু বউএ তাম্‌সা চাব॥
লাহানা হাটব পুব দি,
মোকবালিব ঘর।
মোকবালি বিহা কবে,
করুণা সুন্দব॥

(২৪)

ও বুড়ী ও বুড়ী ফুতা কাট্।
কাইল্ বেহানে গজব হাট॥
গজব হাটত্ যাতুম্ চাম্,
চড্‌কা চড্‌কী আন্‌তুম চাম্।
মামা আইএব্ ঘামিযা,
ছাতি ধবি লামাইযা।
ছাতিব উপব কদম্ ফুল,
ভেরুআঁ নাচন নাদান ফুল।
হাত কাটিলুম ডোঁযা ডোঁযা,
চালত্ ফৈলাইলুম্ দা।
বড়্ ভৈনবে বিযা দিযে,
ছ পুতেব মা॥
সুন্দবী গেইযে পানীব লাই,
বাহু লাড়া লাড়া।
হাতত্ দিযে বাজু বন,
মাদুলী ছাডা ছাডা॥

(২৫)

এক আড়ি বান্ধম্ দুই আড়ি বান্ধম্,
ভডাইব বাপে খায।
বাত পোহাইলে ভডাইব বাপ
গাছ কাটাত্ যায॥
গাছ নিল চোবে,
মোবে মাবুল ভোঁযবে।
কোডে পেলাইম্ কোডে লেলাইম্,
সিন্দূব গাছব তলে।
সিন্দূব ভাযা দোহাই দিল।
উন্দুবে বোলে ঝাপুর্ ঝুপুর্,
কুচ্যাষ বোল্লে থিযা।
বাঁদীব পুতে বিযা কবে,
এক শত টেকা দিযা।
বাজাব পুতে বিযা কবে,
চোমবী চুলাইযা॥

(২৬)

ঝিঁযা ফুল ফুট্টে বেল্ নাই।
জামাই আস্তে তেল নাই॥
জামাইয়ে দিয়ে ভাতব্ হাড়া।
শাশুড়ী দিযে ঢেঁকীত্ বাড়া॥

(২৭)

মণিব বাডী দূবথুন্ দুব,
সম্বাদে আনাইযম্ কেতকী ফুল।
কেতকী ফুলব শতেক পাথব,
মণিব জামাই বসিক নাগব।
নাগব চান্দে সাগব বান্ধে,
বট বৃক্ষব তলে।

(২৮)

মণি যাইব দুব দেশে খাইব দাইব কি।
গামছা বান্ধা চিকণ চুডা ভাণ্ড ভবা ঘি॥

(২৯)

উতবথুন্ আইএব্ মষনা,
পাথ লাড়ি লাড়ি।
বড়ই গাছত্ বৈস্তে মষনা,
কবেব্ চাতুবালী॥

(৩০)

ও নিন্দ্রালি মাবে তুই আমাবো
বাড়ীত্ আয্।
আমাবত্ আছে গুরা বাছা,
লগে ঘুম যা॥
ডাইলও দিযম্ চইলও দিযম্,
বনাই কবি খাইও।
ঝড়বে নেহালি দিযম্,
শুইযা নিন্দ্রা যাইও॥

(৩১)

অলি ফুলেব কলিবে,
বৈল ফুলেব গাঁথনি।
চাম্পা ফুলেব সাইব নাচে,
অলি ঘুম যাইতো॥

(৩২)

দোলাত্ উঠম্ দোলাত্ উঠম্,
দোলা কেযা লডে।*
চান্দ্ কপাল্যা মা বাপ্ বে
কান্দি কেয়া মবে॥
ন কান্দিও ন কাটিও,
সঙ্গে যাইবো ভাই।
পবেযাব্ পুতে বান্ধি নিবো,
কোন দাবী নাই॥
খাট দিযম্ পালঙ দিযম্
দিযম্ ধেযন গাই।
সেই গাভী চবাইতাম্ দিযম্
কন্যাব ছোট ভাই॥

(৩৩)

নাচন চডইযা,
বৈল বীচি বড়ইযা।
সুন্দব কামিনী নাচে লট্কন
পেলাইযা॥

(৩৪)

অলি ফুলেব কলি,
বৈল ফুলেব গাঁথনি।
চাম্পা ফুলেব সাইব
মোব নাচে ঠাণ্ডা মণি॥
কাব নুনাইযা কাব সোনাইযা,
কনে থুইযে চুল।
চুলব ভিতব বৈলব মালা,
লাখ টেকাব মুল॥

(৩৫)

টুরু নাচে আইলাম্ কাছে,
নাক খাইছে ছুছুম মাছে।

(৩৬)

মণি ঘুমাইল্ পারা।
ঝড হৈল গব্কী আইল দেশে।
গুল্গুলিযে ধান খাইযাছে,
খাজ্না দিব কিসে॥

(৩৭)

কন্যাইব মাথাত্ লাল পাগড়ী,
পাকাইযাছে ছিক্কা দডী।
সকলে বেচে দধি দুগ্ধ,
কানাইএ গণে কড়ি॥
কানাই, ন যাইও গোপাল পাড়া।
ভাঙিব্ তোমাব হাতেব বাঁশী,
ছিড়িব তোমাব গলাব মালা॥

---

* দোলাত্ চড়ম দোলাত্ চড়ম দোলার খুটি লড়ে। পাঠান্তর।

(৩৮)

সাইব নাচে শালিক নাচে,
মাদাব পুষ্প খাইযা।
দুধব ছাবাল নাচে,
মাযেব কোল পাইয়া॥

(৩৯)

উলু বনে থাকে বামা,
খুলুৎ খুলুৎ কাশে।
উলু বান্ধে ঝাড়া বিবা,
সুনন্দাবে ডাকে।
সুনন্দা উঠিযা বলে বামা কই,
সুখে নিদ্রা যাইব বামা সুনন্দাবে লই॥

(৪০)

উতবথুন্ আইএব্ তোতা
পাখ লাড়ি লাড়ি।
বার্গ্যা বাঁশত্ বসি তোতা,
কবে চাতুবালী॥
বার্গ্যা বাঁশব আগা নয,
জাযত বেতব বান।
সেই চুলইনে চুলায়,
যেন পুর্ণমাসীব চান॥ *

(৪১)

কন্ কন্ কন্ ?
চালে দুই গাছ ছন্।
লট্কি লট্কি বাতাস কবে,
উডাই নিত মন॥

(৪২)

ঘুম যা ঘুম যা ঘুমেব বাছা মণি।
ঘুমবথুন্ উঠিলে বাছা, তই খাইও লনী॥

(৪৩)

চুলো চুলো ডোমনাব পোলা,
সাত ভাইএব ভৈন চন্দ্রকলা।
বাপ মবিল তাবা পাড়িতে,
মা মবিল জোন পাড়িতে।
সাত ভাই সদায গেছে,
সাত ভইজে বেচি খাইছে॥

(৪৪)

মণি আইএব্ জাঙ্গালে,
ছাতি ধৈব্‌গে বাঙ্গালে।
ও বাঙ্গাল্যা ও বাঙ্গাল্যা তুলি ধব্ ছাতি।
ছোট নয় মোট নয সেন মোহাশব নাতি॥†

(৪৫)

সাইব মণি পাগল মণি,
সাইব মোম কবে।
এক মন ঠেল্যাব জল দি
মোব সাইবগ্যা স্নান কবে॥

(৪৬)

পুকুবব চাবি পাবে লাগাইছে খাজুব।
খাজুব খাইযা ছোচা পেলা বিদেশ্যা বাদুব॥
পুকুবব চাবি পাবে লাগাইযাছে বুট।
বিয়া করি এড়ি গেইএ মাথাব মুকুট॥

---

* ৪০ সংখ্যক ছড়ার ৪র্থ পংক্তির পর নিম্নলিখিত পাঠও শুনা যায :—
মায়ে দিযে কাচ খারু বাপে দিল সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই নিলো ভোম রাজার বাড়ী।
ভোম বাজা ভোম রাজা কি কর বসিযা।
তোঙার বাপে মারন খাইয়ে দরবারত বসিয়া।

† মোহাশর = মহাশয়ের।

পুকুবব চাবি পাবে লাগাইযাছে ধন্যা।
বিষা কবি এড়ি গেইএ জগতেব কন্যা॥
পুকুবব চাবি পাবে লাগাইযাছে কলা।
পত্র কাটি ভাত দিযম্ ডাক্যা ভাঙ্গিম্ গলা॥

(৪৭)

সাধ কবি পালিলুম পাখী নামে হীবামন।
পিজবাত থাকি বে পাখী ডাকে ঘনে ঘন॥

(৪৮)

মোব পাগলা মোছন গাজী,
ভাত কন্ অক্তে খাবে।
ছ কুড়ি বউএব ন কুড়ি খাটাল (?)
ঘুম কন্ অক্তে যাবে॥

(৪৯)

নাচ তো নাচ মণি
নাচ একবাব।
নাচিলে কবাইয়া দিযম্
গজমস্ত হাব-॥
হাজিলে তোযাইযা দিযম্
বাঁশী ত তোমাব॥

(৫০)

বাছা গিযে উতব পাড়া,
ভাত হইযে যে কব্কবা,
বেজন হইযে বাসি।
বাছাবে ডাকিযা আন দিনান্তেব
উপাসী॥

(৫১)

বাছা গীত গাইয়ে নাট গাইযে,
আব গাইযে পুঁথি।
সিন্দুকব কোণতুন নিকলাই দিয়ে
সাত হাত্যা ধুতি॥
নাচিতে কাচিতে বাছাব বাইযা পড়ে ঘাম।
বিদেশব তুন্ আস্তে বাছাব না পুড়ে পবাণ॥

(৫২)

আমাব বাছা ন খাব খই ন খাব দই
ন খাব দুধব পুলি।
বিদেশত সংবাদ দিই আমাব বাছা
বাড়ীত আস্ত বুলি॥

(৫৩)

বাছা নাচেব আইলব কাছে,
আইল বে খাইযে ছুছুম মাছে।
ছুছুম মাছটি মাবতুম্,
বাছা ভোজন কবাইতুম্।
চন্দন গাছব ছাকু দি,
বাছা নাচেব পাক দি।
চন্দন গাছ ভাঙ্গ্যম্ বাঁশে,
বাছা আমাব নাচিতে চায
সভাব মাঝে॥

(৫৪)

ঝি ঝি লো মুজি লো,
আমাব বাড়ীত্ আয়।
তোঁব মা তোবে এড়ি,
কড়ই ভাজা খায॥
চাল্তা তলে হাঁটু পানি,
ঝিঝি মাব কান-ছেদানি।
ঝি ঝি লো মুজি লো,
আমাব বাড়ীত্ আয॥

(৫৫)

এক হাতা দুই হাতা তিন হাতা পাতা,
বাজাব দিনব বৈল্যা গোটা।
বাজাব দিনব হাট ঘাট,
গর্ভ নাতিব হাতব দ্বাব।
বাঁশ কাটিবাব খোবে যাব্।
আগা পেলাম্ চেগাইযা,
গুড়ি পেলাম্ ভোগাইযা।

বাঁশ কাটিবাব খোবে যাব।
খাব খাব শীতলীব খাব,
তাব মধ্যে ধোড়া সাপ।
সাপ পেলাম পাকাইযা,
লডি আন্‌লাম্ ঢাকাইযা।
লডি মোব বড ভাই,
আই বিলব টাই মাছ।
* * * *
মামাব কপিলি গাই,
দিনে বাতে দুধ খাই।
সাত বউএতে সাত ছিবা,
আমার্ত্তে এক ছিবা।
এক ছিবা কাটিলুম্,
যমেব ঝাঁক বান্ধিলুম্।
কালা গরু ধলা দুধ,
বেচে যে পুতানিব পুত।
হাটে ঘাটে দোষ নাই,
গোবখ পোষাব দোষ নাই।
বাডীব পিছে কোত্তি,
গরুব পেট ভর্ত্তি॥

(৫৬)

সাইব শুযা দুযা পক্ষী গভীন বিলে চবে।
সাইবটা বুলি ডাক দিলে বুক জুডিযা পডে॥

(৫৭)

মনা বে কনে মাবগে যে, কনে ধৈবগে যে,
কনে হাঁডগে যে চুল।
এক লড়া চুলব মাঝে লক্ষ টাকাব মূল॥

(৫৮)

অলি আয্ বে আয।
দক্ষিণ দি ন আইস্ত অলি,
মধ্যে এক গাছ খাল।
উতব দি আইস্ত বে অলি,
বান্ধাই দিম্ জাঙ্গাল॥

কলা দিযম্ মোলা দিযম,
দুযারে বসি খাইও।
সোণাব চুলন পাড়ি দিয়ম,
পডি ঘুম যাইও॥
অলি আয়বে আয।

(৫৯)

ঘুম যাবে দুধব বাছা ঘুম যাবে তুই।
নাকুযা কলাত্ পড়্‌গে বাদুব ধাফাই আই
যম্ মুই॥
ন কান্দিও দুধব বাছা ন ভাঙ্গিও গলা।
গলা ভাঙ্গাব দাবাই আছে কাঁচ গুলাব
আগা॥
সোণাব দিযম্ চুলন বানাই রূপাব দিযম্
কাছি।
চাইব কিনাবে চাইব দাসী দিয়ম্ চুলনব
পসবি॥

(৬০)

ধহ ধহ লালাব মা,
কি ভাত বান্ধে চইলও না।
হাল্যা মজুবে খাইলো না।
বাঁদীএ দাসীএ পাইলো না॥
একুলেও লাই ঐকুলেও লাই,
গুবা বাছা চুলেব্ যে মনত্ও নাই॥

(৬১)

ও পোউআ তোব মৈষ কণ্ডে চবে?
মুড়াব উপব।
কি খেড় খায?
কানাইযাব আগা।
তোব মৈষে লাদে কেমেন?
পেকযা ভবা।
দুধ দে কেমেন্?
হাতযা ভরা।

ও পোউআ * * * ক্যা মরা ?
ভাতে মবা।
ভাত কনে নদে ?
বউএ ন দে।
বউঅবে ধবি মাবিত্ ন পাবস্ ?
পোআএ কান্দে।
পোআব নাম কি নাম ?
আকই বাকই।
বউঅব নাম কি নাম ?
নাটুযা চড়ই।
কেমেন নাচিবি নাচ্ত চাই ॥

(৬২)

বন্ধেব বাড়ী বন কাছাবি,
নয়লি পিন্ধে সাডী।
আস্তে যাইতে মাতাই যাইও,
তেতৈ তল্যা বাড়ী ॥

আম পাতা কাঁঠাল পাতা তাবা সোদব ভাই।
লেবব পুতব কথা শুনি মাথাত্ উঠিল বাই ॥

(৬৩)

ঘুম যাবে ঘুম যাবে ঘুমের জাদুমণি।
ঘুমবতুন উঠিলে জাদু কত খাইবা লনী ॥
ঘুম যাবে ঘুম যাবে ঘুমেব বাছামণি।
ঘুম গেলে কবাইযা দিমু সোণাব বাজুমণি ॥
ঘুম যাবে চাতকীব বাছা ঘুম যাবে তুই।
ঘমুবতুন উঠিলে বাছা লনী দিমু মুই ॥

(৬৪)

কান্দেবে কালাবিব পোযা,
জালা মিঠাব লাগিযা।
অপূর্ব্ব সন্দেশ বান্ধে
কানাইব লাগিযা ॥

(৬৫)

ঘুমাইল ঘুমাইল পবাণ।
ঝড হৈল গব্কী আইল দেশে।
টিযা পাখীযে ধান খাইছে,
খাজ্না দিব কিসে।
কিসেব মাসী কিসেব পিসী, কিসেব বিন্দাবন।
মবা গাছে ফুল ফুট্যাছে মা বড় ধন ॥

(৬৬)

অলি অলি অলিবে মোব ধূম্ কহলেব ছা।
তোব মা গেইযে পানীব লাই, পড়ি ঘুম যা ॥

(৬৭)

এচ্চি মেচ্চি ধান চৈল,
ধানব ভিতব বিলাই পৈল।
পক্ষীবাজে মাছ মাবে,
ধোড়া সাপে লেজ লাডে।
এল ভাত বেল ভাত,
রাজা কহে যে চুবির হাত কাট।

(৬৮)

কালা বসি মলা বাঁধে চাল মিঠা দিযা।
অপূর্ব্ব সন্দেশ বান্ধে পিতাব লাগিযা ॥

(৬৯)

সানাই বাজে জোডা জোড়া,
কর্ত্তাল বাজে বৈষা
মা বাপব কি ধন খাইলাম
দুবে ন দ্য বিষা ॥
দুবে ন দ্য দুবে ন দ্য
গাইলর ভাগী হৈবা।
কাছে ন দ্য কাছে ন দ্য,
চুলাচুলি হৈবা ॥

মধ্যে দিও মধ্যে দিও দিনব সম্বাদ লৈবা।
ছিক্কা ভবি লৈতে টাকা গাযে কৈল্ল বল।
ডুলি ভবি দিতে কন্যাব চক্ষেব পড়ে জল ॥
খুডী জেঠী কান্দন কবে পাক ঘবেতে বসি।
এ ভাযাবি ঝিঅবে নিল পাক ঘব শূন্য কবি ॥
মাযেত কান্দন কবে হাতিনাতে বসি।
এ ঝিঅবে নিল মোব হাতিনা শূন্য কবি ॥

খুড়া জেঠা কান্দন করে গোঞাইর ঘরে বসি।
এভাই ঝিয়রে নিল মোর গোঞাইর ঘর শূন্য
কবি॥
বাপেত কান্দন করে উঠানেত বসি।
এঝিয়রে নিল মোর উঠান শূন্য কবি॥
ভইনেত কান্দন করে খেলার ঘরে বসি।
এ ভইনরে নিল মোর খেলা ভঙ্গ কবি॥
ভাইএত ক্রান্দন করে দোলার খুঁটা ধরি।
এ ভইনরে নিল মোর দোলা শূন্য করি॥
ন কান্দিও মা বাপরে সঙ্গে যাইরো ভাই।
পরর পুতরে বান্ধি দিয় কোন দারি নাই॥
থাল দিয় লোটা দিয় আরো দিয় গাই।
সেই গাভীর চরানি দিয় কন্যার ছোট ভাই॥

(৭০)

ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
পুরাণ কালর দোস্ত আইস্থে দুয়ার খুলি দি॥
ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
বাড়ীর পিছে মানকচুপাত কাট্যা মাথাত্ দি॥
ঝড় করে লোচা লোচা চালত্ নাইরে ছন।
এমন বিপত্তি কালে নাইযর্ যাইবার মন॥

(৭১)

ধেছুয়া * ধেছুকুত্ লাতুরির বিয়া।
হুঁইচ দি হিঁয়া বড়্কি দি টান।
ঢাইরে ন দিল এক খিলি পান॥

(৭২)

লড়িয়া রে লড়িয়া,
হাতীর কান্ধত্ চড়িয়া।
হাতীর কান্ধত্ দমা বাজে,
পাটেশ্বরী নাটত্ নাচে।
পাড়রে জোয়ান ভাই,
বৈলছিরিদে খেলা খাই।
বৈলে ধরে থোর থোর,
চিলে মারে এক্কৈ ছোপ।
বান্যা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা,
পুর্ দুয়ারি মাদার কেঁটা।
মাদার কেঁটা হেট করি,
বাবু আইযের পাল্কীত্ চড়ি।
ছিরিপুর্গ্যা ভাঙ্গা ঘর
খাপ্ দি খাপ্ দি বকা ধর।
বকা ধাইল রোষে,
ছিরিপুর্গ্যার্ দোষে॥

(৭৩)

ঠেন ঠেমকী কেঁযাইল রেঁকা,
মাউর পিছে যা।
গোর সুন্দর জিজ্ঞাস্ করে,
শীতল শীতল গা॥
আনা চাইতুম্ মালা মালা,
ঝাপ দি পড়ে শুষা।
ফুল ফুল মাদারি ফুল,
মামা চাতন গুয়া॥
মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।
আজিয়া মরবে মামা ঘরর বিষ খাই॥
হলৈদর গাঁড়া গাঁড়া শিশুরির পাঁড়া।
কোন্ সতীনে দেখাই দিয়ে মুই সতীনর ঘাঁড়া॥

(৭৪)

অলি অলি বাঁশ পাতার ঝলি।
উত্তর দক্ষিণর অলি বাছা ঘুম যা।
কলা দিযম্ মোলা দিযম্ দুয়ারে বসি খাইও।
সোণার ঢুলইন টাঁকি দিযম্ সুখে নিদ্রা
যাইও॥
আয্রে পুতানির অলি বাছা ঘুম যা।

---

* পাখী বিশেষ।

(৭৫)

খাল কুলে কুলে লাগাইলুম্ কচু,
কুর্গালে কৈল্ বাসা।
অজাতিব সঙ্গে সম্বন্ধ কবি
গাযে ন সহিল কথা॥

(৭৬)

উদোব মামা উদোব মামা
আমাব বাড়ীত্ আইও।
ডালা ভবি চুড়া দিযম্
গাল ভবাইযা খাইও॥
একটি চুড়া উনা হৈলে
মালীব বাড়ীত্ যাইও॥
মালীব বউএব দাঁতত্ ছাতা।
ধোপাব বউএব হাতলি মাথা॥

(৭৭)

বড্ মামাব বাড়ীব পিছে বড্ কবালিব ঝুঁযা।
ছোট মামাব বাড়ীব পিছে জাত্ মবিচব আগা॥

নন্দ ভইজে কান্দন কবে সহব কেন গেলা।
শ্রীচবণে বাঁশী বাজাতন্ বসেব কমলা॥
ঢুলো ঢুলো চন্দ্রকলা।
কৈল্কাতাব্ তুন্ গর্ব্বা আইস্তে কল্কী হাতত লই।
পেছুয়া বোলে তুকৎ তাকৎ ডেযাএ বোলে হাম্বা।
মুসলমানব সত্য কথা সাডে তিন হাত লম্বা॥

(৭৮)

অলি অলি অলি বৈ ছাবনি পাতাব ঘষ।
ছ মাসব কালে নাম থুইযম্ যে কমলা লক্ষীন্দব

শ্রীআবদুল করিম।

জ্ঞানদাসের 'নিকুঞ্জ সাজান'।

জ্ঞানদাসেব পদাবলী ব্যতীত অন্য লেখা কিছু বর্ত্তমান আছে কিনা, তাহাব সন্ধান আমবা ইহাব পূর্ব্বে পাই নাই। সম্প্রতি নিকুঞ্জ সাজান নামক একটি কবিতা আমাদেব হস্তগত হইযাছে। তাহার শেষ শ্লোকটিতে দেখিলাম, জ্ঞানদাসেব ভণিতা বহিযাছে। বঙ্গভাষায অন্য জ্ঞানদাসেব আবির্ভাব হইযাছে কিনা, জানি না। যদি হইয়া 'নিকুঞ্জ সাজান'—লেখক স্বনামপ্রসিদ্ধ জ্ঞা যায়।

কবিযা ধবিলেও ১০০ বৎসবেব অনেক অধিক হয। কবিত্ব ও বচনা-চাতুর্য্যে কবিতাটি বক্ষণযোগ্য বিবেচনায ইহা প্রকাশিত হইল।

স্নেহাস্পদ শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবীব যত্নে ও পবিশ্রমে বর্ত্তমান কবিতাটি সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য,
বাজসাহী।

নিকুঞ্জ সাজান।

নিকুঞ্জেতে যান বাই নিযে সহচবী,
নিকুঞ্জেব কত শোভা বলিতে না পাবি।
চাবিদিকে আছে কেল কদম্ব মাধুবী,
নিবিবল কুঠুবিতে যান নিযে সহচবী।
সোনাব কুঠুবি খানি মুক্তাব গাঁথনি,
মণিময মাণিক দিযে খেঁচিত খেঁচনি।
চাবিদিকে তরুলতা হ'যে কুতুহল,
বজনীগন্ধা গোলদাজ বিকশিত কমল।
কত পলাশ কববী ফুটে মধ্যে মধ্যে জবা,
মুচকুন্দ কোটবাজ পুষ্প কনকচাঁপা।
মল্লিকা মালতী যুই জাতি উপহাস কথা,
তাহাব মাঝে মাঝে আছে মধুমালতীর লতা।
চাঁপাফুল বঙ্গনল ফুটে চারিভিত,
শ্বেত কাঞ্চন দোলন চাঁপা গন্ধে আমোদিত।
কত ভ্রমব খাইযা মধু হইযা বিভোব,
তাহার মাঝে মাঝে আছে মধু লবঙ্গেব ফুল।
বৃক্ষডালে শুক সাবি কবিতেছে কেলি.
[illegible] ময়বী।

বিচিত্র বেণী গাঁথি বাঁধিযা দিলেন খোঁপা,
খোঁপায তুলিয়া দেন গন্ধবাজ চাঁপা।
অলকা তিলকা মুখে সিন্দুব চন্দন,
অঙ্গে অঙ্গে পবান বাইযেব নানা অভবণ।
চবণে পবান বাঁক আটবেঁকি পাতা,
তেসাবি ঘুঙুব শোভে পঞ্চমেতে গাঁথা।
গলে শোভে পঞ্চবত্ন তক্তি কণ্ঠমালা,
কর্ণে শোভে কর্ণফুল গজমতি ছড়া।
উপব কাণে চন্দ্রচাকি ঝিলচুনী তাব মাঝে,
কোমবেতে চন্দ্রহাব অপরূপ সাজে।
নীল উডনিব মাঝে মুক্তাব ছডা,
গলে মণিময হাব বনফুলেব মালা।
দোনবি তেনবি চাঁপকলি মনোহব,
মৈথি দানা ধুক্‌ধুকি পবম সুন্দব।
কপালেতে সেঁতিপাটি মণি গাঁথা ঝোপা,
তাহার মাঝে মাঝে সাজাইছেন গন্ধবাজ চাঁপা।
বেসব দুলিছে বাইযেব নাসিকাব মুলে,
সুচন্দ্র বদন খানি ঝলমল কবে।
বতন কঙ্কণ মাঝে নীলমণি চুড়ি,
বাহু তাব বাজুবন্দ বিনোদ কাঁচুলি।
হীবা পাবা ছাব হাতে সুবর্ণ অঙ্গুবী,
আজ এ বেশে ভুলাবে কালা ভুবনমোহিনী।
বিচিত্র কেশেব খোপা তাতে চাঁপাব ফুল,
সাজিল বিনোদ বাধে কিসে দিব তুল।
তপ্ত কাঞ্চন যিনি বাইযেব বদনেব আভা,
লক্ষ লক্ষ চন্দ্র তাব বদনেব শোভা।
অগুরু চন্দনে প্যাবীব অঙ্গটি মাজিল,
আতোব গোলাপ কত ছিটাযে ফেলিল।
চাবিদিকে জ্বেলে দিছে চাবি বত্ন বাতি,
সোলাব ফনাস কত জ্বেলেছে দুযাটী।
কত লণ্ঠনেতে মোম্‌বাতিতে জেলে দিছে ঘব,
তাব সম্মুখেতে জ্বালাইছেন বেলযাবি ঝাড়।

ছাপর পালঙ্গে প্যারী শয়ন করিল,
তার চারিদিকে সহচরী ঘেরিয়া বসিল।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কত রাখে থালে থাল,
ক্ষীর সর ছানা ননী সুবাসিত জল।
নানা জাতি পুষ্প রাখে তুলসী চন্দন,
রাধিকা বলেন সখী এ আর কেমন।
আমাদেক বলেছে যাও আসিব এখনি
এতক্ষণ দেখিনা যে বঁধু গুণমণি।
একেত বনিতা, তাহে রাজসুতা, কুলবতী কুলবালা,
আসিবার কালে, না পড়িল বাধা, কিসে বা ভুলিল কালা।
আমি ত রাজনন্দিনী, রাধারমনোদিনী, কে পায় আমারে দেখা,
রাখালের সঙ্গে, এত ভাব করে, চরমে ছিল এই লেখা।
পশু পক্ষ সব, ডাকিতে লাগিল, শৃগাল ডাকিল সই,
মুনিগণ সব, ধ্যানে বসিল, কৃষ্ণ কুঞ্জে এল কই?
ভাবে বুঝিলাম, আজ আমাদেক, বঞ্চিত করিল বিধি,
কোন কুঞ্জে গেল, নিকুঞ্জে না এল, শ্যামগুণমণি নিধি।
কিরূপ নেহারি, ও রসবিহারী, মনের আহ্লাদে হাসি,
আজ, কাহার বদনে, বদন রাখি, সুখে পোহাইব নিশি।
সখী, তোদের কথায়, নিকুঞ্জে আসিয়ে, বিচিত্র করে করিলাম বেশ,
কুঙ্কুম্ কস্তুরী, যতন ক'রে, বিনোদে বাঁধিলাম কেশ।
কর্পূর তাম্বুল, যতন করে, কার লেগে খুয়েছ ঘরে,
তুলসী চন্দন, রাখিয়া কি ফল, ভাসিয়ে দাওগা-জলে।
কোকিল ডাকিল, অই শুন সই, ভ্রমর ঝঙ্কার দিল,
অই সুখের রজনী, প্রভাত হইল, কৃষ্ণ কুঞ্জে কই এল?
এলনা নিকুঞ্জে, কোথা সুখ রঙ্গে, কি ভাবে বঁধুয়া ব'ল
আগে তো না জানি, এসেছি স্বজনী, কি হবে উপায় বল।
আমি, যতন করি, চাঁদ মুখ হেরি, রয়েছি চাতকী জনা,
আসিতে পথে, ব্রজাঙ্গনা সাথে, করিছে বুঝি মন রঙ্গনা।
তখন, কহিছে স্বজনী, যায় হে রজনী, চক্রপাণি ত এল না,
আমি অই মত হ'য়ে, আছি পথ চেয়ে, সদা বঁধুরূপ করি ভাবনা।
সখি, নিকুঞ্জের শোভা, দেখি মনোলোভা, বজ্রাঘাত, হেন বাসিছে,
কহিছ তোমরা, হিত বচন, এ তনু আমার দহিছে।

প্রাণ বিচলিত, পত্র চমকিত, চিত্তে কভু নিষেধ মানে না,
না এল হবি, না হেবিলে মবি, তাহে না হেবি, মুবলী কেন বাজে না।
তোবা, গিযেছিলি বনে, শ্যাম অন্বেষণে, কৃষ্ণ সঙ্গে ক'বে কেন এলে না,
সখি আজ আমাদেব, বিপিনবিহাবী, বিনোদ কেন এল না।
তখন কহিছে স্বজনী, তাহাত না জানি, কত বা বজনী হ'ল,
এখন কেহ থাক কাছে, কেহ চল পথে, আসি ব'লে কোথা বইল।

পথ মাঝে দেখ্‌তে পেলেন বাঁকা বংশীবদন,
সখী বলেন আজ আমাদেব যাত্রায সফল।
কনু ঝুনু কবে এলেন বসেব নাগব,
গমন মাধুবী শ্যামেব অতি নিস্তুতম।
নিকুঞ্জেতে আসি বাধা বাধ বলি বাঁশিটি বাজায,
সব সখী বলে অই এল শ্যাম বায।
ও প্রাণকিশোবী বলে ডাকিতে লাগিল,
সোহাগেব ডাক শুনে বাই অভিমানী হ'ল।
ও প্রাণ প্রিযসী প্রিযে ব'লে ডাকে বাবে বাবে,
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে।
এ সব সোহাগে বাই তবু নাহি চায,
মদন বিভোবে শ্যাম ঘুবিযে বেডায।
ক্ষণে ধবে শ্রীচবণে ক্ষণে ধবে হাতে,
চবণ তুলিযা নিলেন আপনাব মাথে।
যদি আমি কোন বিষয হই অপবাধী,
অভিমান দূব কব চবণ ধ'বে সাধি।
অভিমানে নযন মুদিত কবে প্যাবী,
চবণ ধবিয়া পদতলে বংশীধাবী।
শ্যামবায বলে সখী শুন কুঞ্জলতা,
আজ, কি জন্য শুযেছে প্যাবী জান কোন কথা ?
ললিতা বিশাখা চিত্রে তোমাদেক সুধাই,
আজ, কি কাবণে অভিমানী হ'যে আছে বাই।
আব যত গোপিকা তোমবা মোব মাথা খাও,
আজ, কি লেগে বাই এমন হ'ল যদি নাহি কও।
জোড কব ক'বে বলি তোমাদেব কাছে,
আজ নাকি চবণতলে কোন ঘা'ট আছে ?

সব সখী বলে বঁধু কি কহিব কথা,
তোমার বিনয় শুনে মনে পাই ব্যথা।
আসি বলে আশা দিয়ে এত রা'ত হ'ল,
তাই বুঝি আদরিণী আদর বাড়িল।
যাহার যেমন স্বভাব সকলেরি হয়,
বিধুবদন চেয়ে কথা না কহিলে নয়।
আমরা ত বাজে এলাম দেখে হেন রীত,
আর কভু তোমায় না ডাকিব কদাচিৎ।
আমরাও মান করে থাকি আপনার ঘরে,
মেয়ের এত মান দেখিনি কভু কারে।
কি ভাবে থাকিলে শ্যাম ধরিয়ে চরণ,
আর কি ফিরাতে পার রাধিকার মন।
এই সকল বাক্য যখন বল্‌ল সহচরী,
কুঞ্জ হ'তে মান ক'রে উঠে গেলেন হরি।
ধীরে ধীরে যায় আর ফিরে ফিরে চায়,
ডাকিয়ে ফিরাবে বুঝি বিধুমুখী রাই।
ধীরে ধীরে যায় আর ফিরে ফিরে চায়,
এখনও বুঝি বিধুমুখী ডাকিয়া ফিরায়।
কুঞ্জপানে চেয়ে দেখেন না হ'ল চেতন,
মান ক'রে ফিরে গেলেন বাঁকা বংশীবদন।
সব সখী বলে রাই প্রমাদ ঘটিল,
আজ, বাঁকা মদনমোহন এসে মান করে গেল।
চঞ্চল নয়নে রাই চতুর্দ্দিকে চায়,
পালঙ্কের উপরে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়,
কৃষ্ণ না দেখিয়া রাই হ'ল অচেতন,
উপায় বল কৃষ্ণ বিনে বাঁচে না জীবন।
সব সখী বলে শুন রাধিকা সুন্দরী,
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
যখন চরণ ধরে সাধিলেন শ্যাম,
তখন তুমি হইলে বাম,
এখন বল কৃষ্ণ বিনে প্রাণেতে মরি,
এত রঙ্গ জান ওহে ব্রজকিশোরী।

বাধিকা বলেন আমি বুঝিয়াছি মনে,
আমার নাগর এমন নয় তোদের মন্ত্রণা।
কুঞ্জ বেড়ে আছ যত সহচরী,
সকলে থাকিতে মান করে গেলেন হরি।
অভিমান ক'রে শ্যাম যখন উঠে যায়,
দুটো আলাপ প্রলাপ ছলে রাখিতে তো হয়।
আমি তো ভরসা করি দিবস রজনী,
আজ গা তোদের মন বুঝিলাম আমি।
আমি ভাবি আপন আপন তোরা ভাবিস্ ভিন,
তোদের কি দোষ দিব আমার কুদিন।
আমি ভাবি আপন আপন তোরা ভাবিস্ পর,
তোদের দোষ দিব আমার কপাল বিফল।
আর কাকো দিয়ে কার্য্য নাই সব যাও ঘরে,
এসে কৃষ্ণ ফিরে গেলেন তোমাদের স্থলে।
তোমরা সকলে থাক সঙ্গে নাহি নিব,
যে কুঞ্জে গেছেন কৃষ্ণ সেই কুঞ্জে যাব।
প্রেমে জরা জরা রাই কাঁপে থর থরা,
নয়ন বহে জল পড়ে মুক্তার ধারা।
সোণার পুতুলী রাই কাঁদিতে লাগিল,
হেন সময়ে বৃন্দা সখী কুঞ্জে দেখা দিল।
দূতী বলে রাই তুমি কাঁদ কি কারণ
সহচরী দেখি কেন বিরস বদন ?
নীরব হইয়ে কেন আছ সহচরী,
আকুল হইয়া কেন কাঁদ প্রাণ প্যারী ?
মণিময় মাণিক হার পড়িয়াছে জঙ্গল,
কত শত হার আছে বৃকভানুর ঘরে।
কমল নয়ন তোমার ঝরে কি কারণ,
দেখিয়া বিদরে বুক কহ বিবরণ ?
রাই বলে প্রিয়-সখী শুনসিও বসি,
নীল কমল হার গলে দিতে পড়িয়াছে খসি।
এসে ছিল রসরাজ স্বপন হইল,
প্রতিপদের চাঁদ যেন দেখা দিয়ে গেল।

কনু ঝুনু কবে এলেন বসেব বযান,
আমি দেখি কৌতুকে মুদিলাম নযান।
আজ আমি আছি কও দেখি মুদিযে নযান,
আজ উহাবা থাকিতে মান কবে গেলেন শ্যাম
আজ উহাদেব চবিত্র দেখে লাগিযাছে ভয,
সে শ্যাম এমন নয বড দযাময।
আমি নাবী কুলবতী বসেছিলাম ঘবে,
ফাঁকি দিযে নিযে এল অকূল পাথাবে।
কুলেব বাহিব কবে আপন হইযে,
লাগিযে টটক্ বাজি বঙ্গ দেখে বযে।
উপবেতে জল ঢালে নীচে কাটে মূল,
বুক মাঝে ক্ষুব হানে মুখে দেয গুড।
হাতেব নিধি পাযে ঠেলে কবে আপশোষ,
আমাব কপালে কবে ওদেব কি দোষ।
শীতল পালঙ্গে শুযে বিদবিছে হিযে,
অনল জ্বলিছে সখী প্রিয না দেখিযে।
উপবে অনল নয জল দিব তায,
মনেব ভিতবে অনল কি দিলে নিবায ?
প্রেম অনলে আমাব বিদবিছে হিযে,
কাহাবে কহিব সই কে দিবে মিলাযে ?
দূতী বলে আব কেবা আছে তোব নিজ দাসী,
চবণেতে বেখো বাই ঐ কার্য্যেই আছি।
দূতী বলে বসবতী কেঁদনা গো তুমি,
মান কবেছে ভয কি আছে এনে দিচ্ছি আমি।
বাজা হ'য়ে সিংহাসনে বসেছে কিশোবী,
চবণে ধবিতে আবাঁব আসিবেন হবি।
গোবিন্দেব জীবন তুমি নবীন কিশোবী,
যত দেখ সহচবী তোব আজ্ঞাকাবী।
বৃকভানু বাজসুতা গোপিকাব প্রাণ,
আকুল হইযা কাঁদ বাখালেব কাবণ।
আদবিণী সহচবী আদবে বেড়াই,
আমবা তোমাব গুমানে সদা আদবে বেড়াই।

নির্লাজ হইযা বাই কহিছে সাদবে,
খোঁটা যেন থাকেনা সই তোমাব আদবে।
দূতী বলে ও সকল কথা না ব'ল বদনে,
আমবা থাকিতে সই তুমি যাবে কেনে।
আমি যাচ্ছি এনে দিচ্ছি শীঘ্র বংশীধাবী,
ফিবে এলে মান কবে ব'সহে কিশোরী।
শিখাইযা যাই সই তোমা ববাবব,
শ্যাম সোহাগিনী বাই বাড়িবে আদব।
মনে ভাব শ্যামকে পেলাম প্রাণ বিনোদিনী,
যাবা মাত্র এনে দিব নীল বত্নমণি।
সাবা পথ কি দুখে যাব কমলিনী বাই ?
একবাব চাঁদমুখে হাস প্যাবী আনন্দেতে যাই।
একবাব, হাস গো প্যাবী দেখে যাই তোব সুচাঁদ বদনে,
তোব, মলিন বদন দেখে হাঁটিব কেমনে।
খোস খববেব ঝুটাও ভাল কব অবধান,
আসুক অবলা আসুক ব'লে জুড়াইল প্রাণ।
আকুল আছিল প্রাণ শীতল হইল,
আন বা না আন বলে বাই হাসিতে লাগিল।
দূতী বাইকে প্রণাম ক'বে কবিল গমন,
শ্যাম কুঞ্জে গিযে দূতী দিলেন দবশন।
মদন কুঞ্জে ব'সে আছে কৃষ্ণ অভিমানে,
সাবী শুক দুই পাখী আছে সেই বনে।
সাবী ব'লে শুক শুন মধু বস বাণী,
আজ মদন কুঞ্জে দেখতে পেলেম বসিক মুবাবি।
হাসিযা বলেন শুক কি বলিলে সাবী,
আজ কোথায দেখতে পেলে বসিক মুবাবি।
ওতো একলা মুবাবি বটে বসিক কোথায,
ওহাদেক কি বলে সাবী মধুবস বায।
বামেতে বসিক থাকে ডানেতে মুবাবি,
তাহাদেক গা বলে সাবী বসিক-মুব্যবি।
হেন সমযে দূতী গিযে সম্মুখে দাঁড়াল,
দূতীকে দেখিযা বঁধু বদন ফিবাল।

বিমুখ দেখিয়া দূতী ঈষৎ হাসিল।
কপালেতে ঘা দিয়ে দূতী কচ্ছে বাণী,
আজ যাচনেতে মান্য নাই দূতী কচ্ছে বাণী।
আপনার জন্মেতে আমার তুচ্ছ হ'ল জ্ঞান,
এছার জীবনে আমার কিবা প্রয়োজন।
দূরে হ'তে ডাক দিয়ে করেছ যতন,
আজ সেই বৃন্দে দেখে শ্যাম ফিরালে বদন।
রসিকশেখর রায় না কহিলে কথা,
সুচাঁদ বদনে হরি তোল একবার মাথা।
আমি দূতী এসেছি বংশীবদন লইতে,
মনের আগুন উঠে আমার প্যারীর পানে চাইতে।
শ্রীরাধারে পিরীত ক'রে ফেলে এলে গাছ তলায়,
কমলিনীর সহচরী সেই খেদে প্রাণ ফেটে যায়,
কে বলে শ্যাম তুমি দয়াময় ?
দয়াময় নামটি তোমার নিদয়ার শেষ,
কুচক্রের হন্দ তুমি কুটিলার দ্বেষ।
হেসে হেসে কও কথা আলোক চিত্ত মনে,
তোমার মত বাঁকা নাই এ তিন ভুবনে।
তোমার হস্ত বাঁকা পদ বাঁকা বাঁকা আধখানি,
বাঁকা করে চূড়ো বাঁধ বাঁকা বংশীধারী।
বাঁকা হ'য়ে দাড়াইয়ে বাঁকা বাজাও বাঁশী,
চাঁদ মুখের কথা বাঁকা বাঁকা মধুর হাসি।
নয়নের চাহনি বাঁকা বাঁকা মাথার কেশ,
কপালের তিলক বাঁকা বাঁকা তোমার বেশ।
ও বাঙা চরণ বাঁকা বাঁকা তুমি হরি,
তাতে তোমার মন বাঁকা ক'রলো সহচরী।
পরের বুদ্ধে নাচ তুমি থাক পর সুখে,
পরের চরণে হাঁট খাও পর মুখে।
পরের শ্রবণে শুন পর মুখের বাণী,
তুমি তো পরের বশ পর শিরোমণি।
একবার কুঞ্জে যেতে হ'বে শ্রীনন্দের নন্দন,
মোহিনী হইলে মদন সাজিবে মোহন

একবার কুঞ্জে যেতে হ'বে শ্রীনন্দের কুমার,
আমি যদি আসিয়াছি না রাখিব আর।
কৃষ্ণ বলেন দেখে এলাম সে সব নাগরী;
আর মোরে বাক্য বাণ হান না গো তুমি।
তোমার বাইয়ের সোহাগ নিয়ে তুলে রেখো তুমি,
শ্রবণে রাধার নাম না শুনিব আমি।
অন্য কথা কও রাধা না শুনিব কাণে,
আর আমি রাধা রূপ হেরবো না নয়নে।
কঠিন বচন শুনে সুচাঁদ বদনে,
জোড় করে দূতী ধরলেন দুটি করে।
নিবেদন বৃন্দাসখী কয়,
নাম ধর নাগর কৃষ্ণ দয়াময়।
বিচ্ছেদ বিরাকে হ'ল চঞ্চল রাধে,
উপায় বল বংশীধারী কি হ'বে তবে।
তোমার মানের বিরহেতে প্যারী যদি মরে,
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বিধু বদনে।
দয়াময় বলে বিধুবদনে
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে,
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বাঁকা নয়নে।
একাকিনী কমলিনী এসেছে বনে,
মদন হুতাশে বহিত অজ্ঞানে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে বলে শ্যাম
বিরহেতে যায় প্রাণ ঝোরে দুনয়ন।
এহি কানু বলে রাই. দয়া ধর্ম্ম তোমার নাই,
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে,
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বাঁকা নয়নে।
অই দেখ দুখিনীর দুর্গতি,
অতি বংশী বটের তটে বসে কাঁদেন শ্রীমতী।
একাকিনী কমলিনী এসেছে বনে,
লাজ ভয় গৃহ ধর্ম্ম তোমার ঐ চরণে।
কুলবতী নারী, হাতে তুলি মাথে নিল কলঙ্কের ডালি,

কুটিলা ননদি ঘরে কাল ফণি প্রায়,
সর্ব্বক্ষণ কুবচনে মোরে সে জ্বালায়।
জটিলা শাশুড়ী ঘরে সেও বিষম দায়,
আযান শুনিলে বঁধু কি হবে উপায়।
কুটিলার মুখে যদি শুনে আযান,
তোমার জন্যে যাবে সে শ্রীমতীর প্রাণ।
গোপিকার প্রাণ ধন যদি রাই মরে
আমরা সকলে হইব বধ তোমার চরণে।
দূতীর বিনয় শুনি দয়াময় হরি
বলেন কহ সখী কেমন আছে সাধের কিশোরী।
সব জানতো প্রাণ সখী জিজ্ঞাসি তোমায়
রাইয়ের নিকটে আমার কোন ঘা'ট নাই।
সব জান তো প্রিয় বলি তোমার ঠাঁই,
আমাকে লইতে কি পাঠিয়েছে রাই ?
গোধেনু চরায়ে এলেম আপনার ঘরে,
সোণার গোপাল বলি মায়ে নিল কোলে।
মায়ের নিকটে শুয়ে রইলাম কেবল মিছে ধাঁদা,
রাইএর নিকটে রইল মন প্রাণ বাঁধা।
লাগিয়াছে প্রেম ডুরি বাঁধিয়াছে প্রাণ,
তিল আধ না দেখিলে করি আন্‌চান্।
কতক্ষণে নিদ্রা এল আমার জননী,
সে কারণে যেতে হল অধিক রজনী।
ছাপড় পালঙ্কে প্যারী শয়ন করেছে,
তার চারিদিকে সহচরী ঘেরিয়া ব'সেছে।
অভিমানে নয়ন মুদিয়া আছে রাই,
মদন বিভোরে আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
ক্ষণে ধরি শ্রীচরণে ক্ষণে ধরি হাতে,
চরণ তুলিয়া নিলাম আপনার মাথে।
কতক্ষণে কুঞ্জ থেকে উঠে এলাম আমি,
মাথা তুলি মুখে কথা না কহিল কিশোরী।
সেই সময়ে আমার হ'ল অভিমান,
গরল খাইয়া আমি ত্যজি এ প্রাণ।

পুরুষ ভ্রমরা জাতি শত বনে যাই,
যেই পুষ্প বিকশিত সেই মধু খাই।
যেখানেতে মধু পাই প্রাণ করি দান,
অবলা সরলা হ'য়ে এত কেন মান।
দূতী বলে সত্য কথা ঝাকাইয়া মাথা,
আহা মরি মরি বংশীধারীর গায়ে হ'ল ব্যথা।
নারীর নিকটে ইহা কহ কিবা লাজে,
মান পরম ধন পুরুষে সে বুঝে?
পুরুষ হইয়া নারীর মানে হ'লে ভাব
ধিক্ ধিক্ বংশীধারী জীবনে তোমার।
পুরুষ গণিনা তোরে নাহি গণি মোরা,
আজ যে বুঝেছে সেই ভাল কঠিন কিশোরা।
আমাদের রাই বলেছেন এনে দাও হরি,
আমি কুঞ্জে এসেছি রে আপনা আপনি।
রাধা কুঞ্জে যাই নাই রে পতিতপাবন
কথা দিয়ে কথা নেই বুঝি তোর মন।
সে রমণীর শিরোমণি বসে আছে ঘাটে,
তোমাদের কি সাধ্য আছে যাবে তার কাছে।
সে রসে ভরা মান রাধার নাই স্থল কূল,
শত শত নাগর হ'লে না হয় তার মূল।
সে রস নাগরী তোরে তার কি আছে মান,
সে সদা বিভোর রাই আপনার আদরে,
সে আদরে ফিরে, আদরে রইতে নারে।
রাই আমাদের আদরের মাধুরী,
আদরের শিরোমণি, আদরমাখা তনুখানি,
তুমি এসে এসে অনাদর করি।
আদরিণী রাজকন্যা আদরে বিভোর,
আদর সাগরে ভাসে কমলের ফুল।
এক দিন মান করেছিল প্যারী।
তার জন্যে যোগী সেজে বসেছিলে হরি।
আদর করিয়ে কত যতনে সাধিলে,
শ্রীঅঙ্গেতে ভস্ম মেখে ভিক্ষা ক'রে খেলে।

রাজপথের দানী হ'য়ে মেগে খেলি ঘি,
আমরা রাইয়ের দৌলতে না দেখিলাম কি।
যমুনাতে নেয়ে হ'য়ে করেছিলে পার,
আমরাও বা কিবা কথা না জানি তোমার।
দুটি করে উদুখলে বেঁধেছিল রাণী,
শ্রীরাধিকার দান মোরা কিবা নাহি জানি।
তিল আধ না দেখিলে সব বংশীধারী,
আজ এত অহঙ্কার কিসে হ'ল শুনি ?
গোপিকার ঘরে ঘরে কর ননী চুরী,
আজ আমার সাক্ষাতে তোমার এত ঠাকুরালি।
যাও বা না যাও শ্যাম দিন দুই চারি,
গেলে পরে বুঝতে পারে রসিক মুরারী।
কি আদরে আছ শ্যাম কিশোরী তোমার বাম
তাও বল মোরে কুবচন,
আজ, রাখালের হুকুম লিয়া সহচরী আনি গিয়া
তোমার করায় বিড়ম্বন।
আজ, তুমি আছ মান করে কে তোমায় ডাকে ঠাকুর বলে
তোমায় নাহি মানি।
রাই রমণীর রাজা সহচরী তার প্রজা
দ্বারে গেলে খারে গর্দ্দানি।
আমরা ব্রজের ব্রজঙ্গনা ব্রজ মন্ত্রের উপাসনা
রাধা ভাবে ব্রজে মজেছি।
রাই কানু সমতুল সুধাই কি আছে মূল
বিনে রাধায় সুধু কৃষ্ণ বলে কি।
সুধামাখা রাধানামে মধু ঢেলেছে বিনে
বিনে রাধায় সুধু কৃষ্ণে মূল আছে কি ?
রাধা নামে জোর ডঙ্কা কাকো নাহি করি শঙ্কা
তুমি কি ভেবেছ মনে শুনি।
রাই রমণীর রাজা, সহচরী তার প্রজা,
রাজা হ'তে নবীন কিশোরী।
খতেত লেখা আছে শ্যাম রাধা দাস মোর নাম
আপনি লিখেছ বংশীধারী।

দাস খত ফেলে দিব জোর করে বেঁধে নেবো
নন্দ রাজাকে ভয় নাহি করি।
তখনি প্রেমে গদ গদ হবি কহে জোড় কর করি
আলিঙ্গন দেহি বৃন্দা সই,
যে আমার ভক্ত হবে আগে রাধা নাম লবে
রাধা বিনে আর কারো নই।
রাধা নাম মধুর ধ্বনি তোমরা বল আমি শুনি
আমার রাধা মন্ত্রে উপাসনা,
আমার হৃদপদ্মে রাধা নাম বদনে করিছে নাম
রাধার আমি দাস খতে কেনা।
আমার চূড়ায় ময়ূরের পাখা তাহাতে রাধা নাম লেখা
রাধা বলে মুরলী বাজাই,
তোমরা কর আশীর্ব্বাদ পুরুক মনের সাধ
মোরে যেন দয়া করে রাই।

নাগর বলেন যাই নিকুঞ্জেতে চল,
শ্রীরাধার দোহাই যদি আর কিছু বল।
ঈষদ্ হাসিয়া দূতী ধর্‌লেন দুটি করে
আঁচল ফেলিয়ে দিলেন গোবিন্দের গলে।
গোবিন্দের হাতে গলে বেঁধে নিয়ে করিলেন প্রয়াণ,
আনন্দে চলিয়া গেলেন রসের বয়ান।
নিকুঞ্জের দ্বারে গিয়া কহিছে বচন
তোমার যাওয়ার হুকুম নাই দাঁড়াও হে নাগর।
বাইয়ের বিনা আজ্ঞায় গেলে হবে অনাদর।
এই খানে দাঁড়াও শ্যাম রসিক মুরারি,
বাই ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে দেখে আসি আমি।
দূতি বলেন কোন কুঞ্জে আছ হে কিশোরী,
হাতে গলে বাঁধিয়া এনেছি বংশীধারী।
তোমার দ্বারে বাঁধা আছে তোমার বংশীধারী,
হুকুম হইলে পরে এনে দিতে পারি।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখ দ্বারে আছে শ্যাম
ভয় পেয়ে ধীরে ধীরে জপে রাধা নাম।
একবার বলে রাধা আর একবার বলে প্যারী,

হ'বে কি না হ'বে দয়া শ্রীবসমঞ্জরী।
ঈষদ্ হাসিয়া বলেন নবীন কিশোরী,
সখী বঁধুরে এনেছ এত অনাদর করি।
সেত, অনাদরের দ্রব্য নয় কৃষ্ণ দয়াময়
স্বভাবের গুণে তার অনাদর হয়।
সে যেমন কঠিন প্রিয় তেমনি সখী তুমি,
উচিত হইবে ফল কি করিব আমি।
রাই বলেন প্রিয় সখী কর অবধান,
অমূল্য রতনে তোমাক বাঁটিব্ পরাণ।
দূতী বলে রাই আমার এই সাধ মনে
অন্তিমেতে স্থান দিও ও রাঙা চরণে।
দূতী বলে সহচরী জ্ঞাত বচন না লয়,
আনিয়া দাও ধোয়ায়ে চরণ।
করেতে কনক ঝারি নিয়া সহচরী
মনের হরিষে ধোয়ায় চরণ দুখানি।
আয় প্রাণনাথ বলে ডাকিতে লাগিল,
জোড় কর করে গিয়া সম্মুখে দাঁড়াল।
বাহু পসারিয়া রাই ডাকিল যখন,
পালঙ্গের উপরে বসিল তখন।
পালঙ্গের উপরে রাই নাগর নিল কোলে,
সহচরী আনন্দিত নিকুঞ্জের বনে।
কোকিল আসিয়া ডাকে ঘন ঘন স্বরে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে ময়ূরী ময়ূরে।
রাই বলেন আমায় ছাড়া কোথায় ছিলে হরি,
এখন তো মান আমি করিতে তো পারি।
ভয় নাই মান আর না করিব হরি,
করি বা না করি মান সে কথাটা তো বলি।
নাগর বলেন প্রিয়ে মান করা কেন,
পুষ্প তুলিতেছিলাম কমলের বনে।
বিনা সূতার হার গেঁথে দিব তোমার গলে,
জনম সফল হবে এই সাধ মনে।
তুচ্ছ ভেবে হার যদি নাহি পর গলে,

মনে ভেবে আছি দিব চরণ কমলে।
পীত ধড়া হার দিলেন বাইযের গলে
বাধা কৃষ্ণের মিলন হ'ল নিকুঞ্জের বনে।
ও বাধা চন্দ্রমুখী না করিও মান
রাধা কৃষ্ণ ভেদ নাই একই পরাণ।
আগে বাধা পরে কৃষ্ণ শুনিতে বিলাস,
নিশ্চয় জানিও বাধা আমি তোমার দাস।
আনন্দের সীমা নাই কর অবধান
মধু খেয়ে ভ্রমরা ভ্রমরী করে গান।
আনন্দে কাষ্ঠ বিড়াল বাজাইছে গাল,
মর্কট বানরে নাচে তারা ধরে তাল।
নব নব লতা যত হ'য়ে কুতূহলী
আনন্দে পত্রে পত্রে দিচ্ছে করতালি।
আনন্দে তরুলতা হেলাইলেন পত্র,
ললিতা বিশাখা মাথায় ধরে ছত্র।
অল্প অল্প রস বিভূষিত আঁখি,
দোঁহ চন্দ্রমুখ দেখে দোঁহে হ'ল সুখী।
দোঁহে দোঁহে আলিঙ্গন দেন বারে বারে,
রাধাকৃষ্ণের মিলন হ'ল নিকুঞ্জের বনে।
রাই বলেন আর তুমি না পোহাইও নিশি,
রসের নাগর নিয়ে আনন্দেতে ভাসি।
জ্ঞানদাস বলে নিশি নিকুঞ্জেতে থাকিও।
রাধাকৃষ্ণের একাসনে আঁকিয়া রাখিও॥

ব্রত বিবরণ।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত মহকুমা টাঙ্গাইলের ও জেলা ঢাকার অন্তর্গত মহকুমা মাণিকগঞ্জের লৌকিক ব্রত বিবরণগুলি উপস্থিত করিতেছি।

হরিষ মঙ্গলচণ্ডী।

বৈশাখ মাসে পুরনারীগণ আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলকামনায় হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে নূতন বৎসরের আরম্ভ। পুরনারীগণ নব-বর্ষের

সূচনায় মঙ্গল দেবীর আরাধনা করিয়া পরিবার মণ্ডলীর নিমিত্ত সংবৎসরব্যাপী আনন্দ যাচ্ঞা করেন। ব্রতচারিণী অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকীতে ভানা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষিদ্ধ, ব্রতকারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজাকারে ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া দেবালয়ে প্রদান করেন। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। সিঙ্গাইর সিন্দূর লিপ্ত করিয়া টাটের উপর স্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। পুরনারীগণ এই সকল সিঙ্গাইর যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রত কথা শ্রবণ করেন। বৈশাখ মাসে প্রতি মঙ্গলবার হবিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিতে হয়। ব্রতের দিন ধান চাউলে প্রস্তুত আহার্য্য ভোজন করিতে নাই।

আম ষষ্ঠী।

আমষষ্ঠী হিন্দু নারীর একটি প্রধান ব্রত। ষষ্ঠী দেবী শিশুসন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। সুতরাং ষষ্ঠী পূজা স্বভাবতই আমাদের ব্রতাধিকারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারীগণ এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন প্রাতঃকালে নারীগণ এক এক গুচ্ছ দুর্ব্বা, (দুর্ব্বার সংখ্যা ১২৬ হওয়া আবশ্যক) এক এক খানি বিচন ও এক একটি পাকা আম সঙ্গে লইয়া নদীতে অথবা অন্য কোন জলাশয়ে স্নানার্থ গমন করেন। স্নানান্তে তাঁহারা দুর্ব্বা গুচ্ছ দ্বারা এক শত ছয় বার চোখে জল সেচন করেন, তাহার পর এক এক বার এক এক ষষ্ঠীর নাম লইয়া দুর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা আমের উপর "ষাইট" "ষাইট" বলিয়া জল সেচন করেন। স্নানান্তে গৃহে আগমন করিয়া বিচন ও আম্র সহযোগে দুর্ব্বা গুচ্ছ দ্বারা স্নেহভাজন আত্মীয় স্বজনের গাত্রে "ষাইট" "ষাইট" বলিয়া জল সেচন করেন। বাড়ীতে দেবালয় থাকিলে দেবতার গাত্রেও পূর্ব্বোক্তরূপে জল সেচন করিতে হয়। পূজার অঙ্গন বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করিয়া উহার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ চিত্রিত হয়। এই বৃক্ষের নাম ষষ্ঠীর গাছ। ব্রতচারিণী-গণ বৃক্ষমূলে একটি পুতা (শিল নোড়া) সংস্থাপন করিয়া তদুপরি ষষ্ঠী দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করেন। তাঁহারা স্নান কালে ব্যবহৃত সমস্ত দুর্ব্বাগুচ্ছ বিচন ও আম দেবীর তিন পার্শ্বে সজ্জিত করিয়া রাখেন। ব্রতচারিণীগণ প্রতি জনে পূজার স্থানে ছয়টি আম, ছয়টি কদলী ও ছয়টি পান এক এক খানি পাত্রে প্রদান করেন। ইহার নাম ষষ্ঠী ব্রতের বায়না। প্রাগুক্ত দ্রব্য সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে পূজা আরম্ভ হয়। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন। ব্রত কথা শেষ হইলে ১২২ দুর্ব্বাগুচ্ছ হইতে এক এক গাছি করিয়া দুর্ব্বা পুতার মাথায় অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেব দেবী ও আত্মীয় স্বজনের নামোচ্চারণ সহকারে "ষাইট" "ষাইট" বলেন। "ষাইট" দেওয়া শেষ হইলে ব্রত-

চাবিণীগণ বাযনা বদল কবেন। প্রত্যেকে চাব চাবটি কবিযা আম ও কলা কোচে লইযা দণ্ডাযমান হন। এক জন অপব এক জনেব কোচে দুইটি আম ও দুইটি কলা প্রদান কবেন। যাঁহাব কোচে আম ও কলা দেওযা হয তিনি আবাব কোচ হইতে দুইটি কবিয়া নিজেব আম ও কলা তাঁহাব কোচে দেন। ইহাব নাম বাযনা বদল। বযনা বদল শেষ হইলেই পূজাব শেষ। ব্রতেব দিন ধান্য চাউলে প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

মনসা।

সর্পভীতি নিবাবণেব জন্যই এই ব্রতেব অনুষ্ঠান। পুবোহিত ঠাকুব আষাঢ মাসেব সংক্রান্তিব দিন ঘট বসাইযা দশোপচাবে দেবীব পূজাব সূচনা কবেন। তাব পব সম্পূর্ণ এক মাস ঘটেব উপব দেবীব পূজা কবিতে হয়। মাসিক পূজাব জন্য দশোপচাবেব আবশ্যকতা নাই; ফুল বেলপাতাই যথেষ্ট। দেবীব ভোগেব জন্য ফল মূল কিছু দিতে হয়। পূর্ণ এক মাস গত হইলে পুবোহিত ঠাকুব শ্রাবণ মাসেব সংক্রান্তিব দিন ব্রত উদ্‌যাপন কবেন। এ দিন অষ্টনাগেব উপব দেবীব দশোপচাবে পূজা হইযা থাকে। একটি ঘটেব গাত্রে তিনটি সাপ ও ঘটেব মুখে পাঞ্জাব মত একটা ঢাকুনি, ঢাকুনিব গাত্রেও পাঁচটি সাপ, ইহার নাম অষ্টনাগ। পুবোহিত ব্যতীত অন্যেব পূজাধিকাব নাই। বৈষ্ণব গৃহে মনসা দেবীব পূজা যে ভাবে হইযা থাকে, এস্থানে তাহাই বিবৃত হইল। অধিকাংশ শাক্ত গৃহে দেবীব মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ কবিযা ষোডশোপচাবে পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নাবীগণ ব্রত কথা শ্রবণ কবেন। ব্রতেব দিন অন্নাহাব নিষিদ্ধ। ব্রতেব পবেব দিন অষ্টনাগ বিসর্জ্জন দিতে হয। তদুপলক্ষে অনেকে নৌকা বাইচ দিযা থাকে।

চাপড় ষষ্ঠী।

ভাদ্র মাসেব শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে চাপড ষষ্ঠী ব্রতেব অনুষ্ঠান হইযা থাকে। চাপড় অর্থ চাপটি, পূজাব সময চাপটি দিতে হয বলিযা এই ব্রতেব নাম চাপড ষষ্ঠী। সন্তানেব মঙ্গল কামনাযই আমাদেব পুবনাবীগণ চাপড় ষষ্ঠী ব্রত কবিযা থাকেন। ঝিঙ্গাব চাকেব উপব পিঠালীব চাক্তি এবং চাক্তিব উপর সিন্দূবেব ফোটা দিযা চাপটি প্রস্তুত কবিতে হয। প্রত্যেক ব্রতচাবিণীব নিমিত্ত ছয খানি কবিযা চাপটিব আবশ্যক। এক এক জন ব্রত-চাবিণীব নিমিত্ত বিচনে ছয় ছয খানি চাপটি পূজাব স্থানে বাখিযা দিতে হয। এতদ্ব্যতীত ব্রতচাবিণীগণ তিল, কলা, গুড় ও পিঠালী দ্বাবা চাপটি প্রস্তুত কবিযা একখানি পাত্রে পূজাব স্থানে প্রদান কবেন। এ চাপটিও প্রত্যেকেব নিমিত্ত ছয় খানি কবিয়া দিতে হয়, কিন্তু প্রতি জনেব জন্য পৃথক পাত্রেব আবশ্যক নাই। টাট সংস্থাপন কবিয়া তদুপবি দেবীব পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নারীগণ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। ব্রত কথা সাঙ্গ হইলে ঝিঙ্গার খোসাটিগুলি জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। তাহার পর তিলের চাপটি দ্বারা জলযোগ করেন। ব্রতের দিন আমিষ ভক্ষণ করিতে নাই।

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ব্রতই আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। ধন কামনায় পুরনারীগণ লক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা করেন। হিন্দু মাত্রেরই এ ব্রত অনুষ্ঠেয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই দেবীর অর্চ্চনার দিন। হেমন্ত ঋতুর সমাগমে আমাদের গৃহ শস্য পূর্ণ হইতে থাকে। বঙ্গদেশে শস্যই প্রধান সম্পদ। তাই হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই বঙ্গনারী লক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া সংবৎসরব্যাপী ধন ধান্য কামনা করেন। সন্ধ্যাকালেই দেবীর পূজার সময়। পূজার দিন প্রাতঃকাল হইতেই নারীগণ বিচিত্র আলিপনায় গৃহগুলি সুশোভিত করিতে আরম্ভ করেন। লক্ষ্মীর পারা, পেচক ও ধান ছড়াই এ আলিপনার প্রধান অংশ। বড় ঘরে মধুম খামের নিকট পূজার আয়োজন করা হয় (১)। এই খামের গায় লক্ষ্মী নারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। মধুম খামের গোড়ে চৌকি পাতিয়া তদুপরি দেবীর পূজা করা হয়। চৌকির উপর ছয়টি খোলের ডোল এবং ডোলগুলির মধ্যস্থলে একটি খোলের বেড় স্থাপন করিতে হয়। বেড়ের ভিতরে শূকর দন্ত ও সিন্দুরের কৌটা এবং উপরে বচনার পাতিল রাখা হয়। পাতিলের গায় লক্ষ্মীর পারা ও ধান ছড়া আঁকিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। লক্ষ্মীর সরা দিয়া বচনার পাতিল ঢাকিয়া দিতে হয়। সরার উপরিভাগে লক্ষ্মী নারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্মীর সরার উপর আধখানা নারিকেলের মালই দিতে হয়। পুরনারীগণ বলেন, এই নারিকেলের মালই কুবেরের মাথা। পূজার চৌকির উপর ধান, যব, তিল, সরিষা, মাসকলাই, এই পঞ্চ শস্য ও সাতকড়া কড়ি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। নারিকেলের জল ও নারিকেলের নাড়ু লক্ষ্মী পূজার প্রধান ভোগ সামগ্রী। পুরনারীগণ লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে এই সব জিনিষের আয়োজন করিয়া থাকেন, ইহা ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ ফল মূল, মুড়ি মুড়কি ও লাড়ু বড়ি প্রস্তুত করেন। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া যান এবং বাড়ীর গৃহিণী বসিয়া পূজা করেন। পূজান্তে গৃহিণী ব্রত কথা বলেন। ব্রত কথা শেষ হইলে সকলে মিলিয়া কোজাগর করেন। কোজাগর আর কিছুই নহে, কেবল একটু নারিকেলের জল পান করা। বালকবালিকাগণ নিজ বাড়ীতে কোজাগর করিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে গমন করিয়া নারিকেলের জল পান করিয়া কোজাগর করিয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রসনার তৃপ্তিকর নানাবিধ সামগ্রীর ভোজনও ঘটে। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে কেহই অন্ন আহার করে না। গৃহিণীকে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়।

---

(১) যে গৃহে ধান চাউল জিনিষ পত্র রাখা হয় তাহার নাম বড় ঘর। এই সব জিনিষ রাখিবার জন্য মাচা পাতা থাকে। মাচার সম্মুখেই একটি খুটী থাকে এই খুটীর নাম মধুম খাম।

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী।

সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যই আমাদের পুরনারীগণ সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সঙ্কট ব্রত প্রকৃতই সঙ্কট পূর্ণ। মঙ্গলবারে সঙ্কট ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে দুইবার এই ব্রত করিতে হয়। প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে একবার, তাহার পর যে কোন মাসে আর একবার ব্রত করিতে হয়। অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকীতে কোটা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষেধ, ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজাকারে ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া উহাতে সিন্দূরের কোটা দিয়া লইতে হয়। এরূপ দুইটি সিঙ্গাইরের আবশ্যক। সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিবার সময় ডান হাত পায়ের ভাঁজে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। সিঙ্গাইর দুইটি প্রস্তুত হইলে নিকটবর্ত্তী দেব মন্দিরে পূজার জন্য প্রদান করা হয়। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়।

পূজান্তে ব্রতচারিণী বন্ধনে প্রবৃত্ত হন। বন্ধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বন্ধনের সমস্ত সামগ্রী একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। কারণ একবার বন্ধনে বসিলে আর সেস্থান পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না এবং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। বন্ধনের সময়েও ব্রতচারিণীকে ডান হাত পায়ের ভাজে আবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে বন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন। বন্ধন শেষ হইলেও তিনি বন্ধন স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না। সেই স্থানে বসিয়া ডান হাত আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে আহার করিতে হয়। একজনের উপযোগী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রতচারিণীকে সমস্তই নিঃশেষ পূর্ব্বক আহার করিতে হয়; কণিকামাত্রও ভোজনাবশিষ্ট রাখা নিষিদ্ধ। এই ব্রতে দুইটি সিঙ্গাইরের আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রতচারিণী একটি সিঙ্গাইর সযত্নে গৃহে রাখিয়া দেন; কিন্তু অপরটির চাউল দ্বারা আহারে বসিবার পূর্ব্বে জলযোগ করেন। আহারান্তে ব্রতচারিণী হাত খুলিয়া নিয়া থাকেন। সধবা ব্রতচারিণীর পক্ষে আমিষ আহারই প্রশস্ত। বন্ধনকালে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ব্রত কথ

উদ্ধার চণ্ডী।

অগ্রহায়ণ মাসে শনি অথবা মঙ্গলবারে উদ্ধার চণ্ডী ব্র

হিত টাটের

পর সেগুলি ভানিয়া চাউল করিতে হয়। তাহার পর এই চাউলের গুড়া প্রস্তুত করিয়া চিতই পিঠা তৈয়ার করা হইয়া থাকে। চাউলের গুড়া করিয়া ঝাড়িবার সময় চাউলের যে কণা বাহির হইয়া থাকে তাহা দ্বারা পরমান্ন তৈয়ার করেন। উদ্ধার চণ্ডীর ব্রতোদ্দেশ্যে কোটা চাউলের কুড়াও ফেলিবার নহে। তাহা দ্বারা চাপটী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। গুড়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে চাউল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ এই চাউল ভিজানি জলও ফেলিয়া দেন না, পূজান্তে ব্রত কথা শুনিবার পর এই জল পান করিয়া থাকেন। ফলতঃ চাউল ভিজানি জল, চিতই পিঠা, পরমান্ন ও চাপটি দ্বারাই এ দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। প্রাগুক্ত আহার সামগ্রী সকল প্রস্তুত হইলে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া গৃহস্থ বালকবালিকা দাসদাসীকে দেওয়া হয়। বাকী দুই ভাগ দ্বারা ব্রতচারিণীগণ ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

কুলাই।

অগ্রহায়ণ মাসে রবি অথবা বৃহস্পতিবারে কুলাই ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পারিবারিক মঙ্গল কামনায় আমাদের পুরনারীগণ এই ব্রতে নিরত হয়েন। পূজার অঙ্গনে প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য একখানি করিয়া কুলা আঁকিতে হয়। পিঠালীর গোলাই ইহার উপকরণ। কুলার ভিতর সতরটি করিয়া টক্কার উপর একটি করিয়া কুলপাতা এবং তদুপরি তুলসী ও দুর্ব্বা দিতে হয়। প্রাগুক্ত ভাবে কুলাগুলি সজ্জিত করিয়া তাহাদের উপর খই ও ছাতু ছড়াইয়া দেন। তাহার পর প্রত্যেকে একখানি করিয়া বাঁশের কুলা পূজার অঙ্গনে আনয়ন করেন। এই সকল কুলার ভিতর একটি করিয়া পুত্তলিকা অঙ্কিত থাকে। ছাতু দ্বারা এই সকল পুত্তলিকা অঙ্কিত করা হয়। পূজার স্থান সজ্জিত হইলে পুরোহিত ঘট স্থাপন করিয়া কুলাই দেবীর পূজা করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতচারিণীগণ ব্রত কথা শ্রবণ করেন। এদিন অন্নাহার নিষিদ্ধ।

ক্ষেত্র।

নর মঙ্গল কামনায় অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে ক্ষেত্র-
ন। পূজার অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি বিন্নার ছোবা গাড়িয়া
তদুপরি পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণী বিন্নার
। এই ছাতু,

পুঁথির বিবরণ।

১। কালিকা মঙ্গল।—গোবিন্দ দাস।

প্রতিপাদ্য বিষয়—কালিকা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি অতি প্রকাণ্ড—ঘটনা হিসাবে ৪ খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম্ খণ্ডে দেবগণ সমাজে কালী মাহাত্ম্য, ২য় খণ্ডে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের উপাখ্যান, ৩য় খণ্ডে বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান এবং ৪র্থ খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান বর্ণিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা ভারতচন্দ্রেরই অনুরূপ। এই গ্রন্থে তাহা কেবল সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রারম্ভ ঃ— অভিনব হিমকর মৌলি বচিতধর
মোহন নয়ন তিল আভা।
দশনে কুদিভাবণ (?) কধিরে বঞ্জিততনু
সিন্দুরে সুন্দর বর শোভা।
সর্ব্বদেবগণ গেলা তোমা দেখিবারে॥
রবিসুত দৃষ্টে মুণ্ড হইল বিঘটিত।
আনিয়া কুঞ্জর মুণ্ড কৈলা নিযোজিত॥
তথির কারণে দেব কুঞ্জর বদন।
সিন্দুর মণ্ডিত কায এ তিন লোচন॥ ইত্যাদি।

ভণিতা ঃ— (১) রচিল গোবিন্দ দাস চিন্তিয়া ভারতী।
সুপ্রসন্ন হয় মোরে দেবগণ-পতি॥
(২) কালিকাচরণ যার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাসে কালিকা মঙ্গল॥

কবির বাসস্থান ঃ—অত্রি গোত্র দাস কুল জন্ম মোর আদিমুল
চিরকাল নিবাস দি আঙ্গে॥
জয় কবি সভাসদ প্রনমহ তান পদ
পুনি পুনি মাগো এই দান।
শুনি হৈবা পরিতোষ না লইবা কোন দোষ
মঙ্গল চণ্ডিকা অধিষ্ঠান॥

মালসী।

শোভিত ভুজঙ্গ হার নিলকণ্ঠ দেবং।
চন্দ্রভাগ শেখর বিরিঞ্চি কোটী সেবং॥
মৃগারি চরবং নম পিনাক পানি নং।
কাকপুঞ্জ দুগন্ধ ভুঞ্জত ত্রিপুরান্ত কারিনং॥

স অ সঅ নিলকং হিম হিম সেল বাসিনং।
জনামুণ্ড সবাদুণ্ড কালকুট বাসিং॥
জয জয নস্তো ভোলানাথ ঘোব ভযধ্বনিনং।
ভনতি গঙ্গা ভার্বতি প্রনম্য সুলপানিনং॥
"ভগ্ন পৃষ্ঠ কটি গ্রীব স্তব্ধ দৃষ্টি বধো মুখঃ।
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পবিপালএৎ॥
ভিমস্তাপি বণেৎ ভঙ্গ মুনিবোপি মতি ভ্রমং।
জথা পৃষ্ঠং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসকং॥
জয কালিকা নম। জয কালিকা নম। সন মাঘ ১১১৬
তাবিখ ৯ ফাল্গুণ। শ্রীকৃষ্ণবাম নন্দিব স্বাক্ষব মিদং।

এই পুস্তক শ্রীসান্তিবাম দর্ত্তে লেখাইছন। শ্রীবামমোহন দর্ত্ত দাস॥ শ্রীদুর্গা॥

মন্তব্য ঃ—পত্র সংখ্যা ৩৫, দুই পৃষ্ঠায লেখা। সম্পূর্ণ আছে। আত্রেয গোত্র দাস বংশ কায়স্থগণ বর্ত্তমান সময়ে দিযাঙ্গ বা আনোযাবা হইতে চট্টগ্রাম আমিলাইস ও ধর্ম্মপুব মৌজায গিযা বাস করিতেছেন। তাঁহাবা কবিব অধস্তন পুরুষ কিনা পবে অনুসন্ধান কবিয়া লিখিব। চট্টগ্রাম প্রচলিত ২২ কবি মনসাতেও গোবিন্দ দাসেব ভণিতা দেখা যায।

২। রাধিকামঙ্গল। কৃষ্ণরাম দত্ত।

প্রতিপাদ্য বিষয—শ্রীকৃষ্ণ মধুপুবী গমন কবিলে শ্রীকৃষ্ণেব বৃন্দাবনস্থ সখা ও সখাগণেব অবস্থাদি বর্ণন। গ্রন্থ শেষে নন্দ যশোদা প্রভৃতিব মধুপুবী আনযন বৃত্তান্ত আছে।

আরম্ভ ঃ— রাধিকা জীবন ধন্যা নিত্যা বসন্তি কান্তি মাধবঃ।
ত্রৈলক্ষ পতি কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপন্তি মাধবঃ॥
প্রণমোহ গিবিসুতা সুত মোহাশএ।
জাহাব স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশএ॥
* * * *
পিতা মাতা চবণে বন্দম লোটাইযা ক্ষিতি।
তপস্বি সন্ন্যাসি বিসি বন্দম জথ ইতি॥ ইত্যাদি।

শেষ ঃ— পবাসব সুত ব্যাস মুনি তপোধন।
জন্মজয স্থানে সেই কহিল কথন॥
বাম কৃষ্ণ গোবিন্দ হবির্ষ নাম লএ॥
ইহ কালে সুখ অন্তে গোবিন্দ লভএ।
ভক্তি ভাবে নবপতি বন্দিলা চবণ।
বিদায় হইয়া মুনি কবিলা গমন॥

ভণিতা ঃ— কৃষ্ণ রাম দত্তে কবে রাধিকা মঙ্গল।
শুনিলে পাতক খণ্ডে শরীর নির্ম্মল॥

ইতি রাধিকামঙ্গল পুস্তক সমাপ্তঃ। দুঃখেন লিখিতঃ গ্রন্থস্তং জচ্চোবে নিযতে যদি। শুকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য গন্ধর্ব্বঃ. স্বাক্ষর শ্রীলক্ষ্মিকান্ত ভট্টাচার্য্য পীছরে রামদাস ভট্টাচার্য্য সাকিন আমিরাবাদ স্থানে সাতকানিয়া এই পুস্তকের মালিক শ্রীরামকান্ত দে পীছরে রামমোহন দে সাকিন সরিনখর স্থানে বাস খালী। হরিনাদিযতে তানি ভাদ্রমাসে সিতাসিত চতুর্থা। সমুদিত শচন্দ্র লক্ষতে খঃ কদাচন। ইতি সন ১২৩৫ মঘি তারিখ ২৩ সেইস জৈষ্ঠ রোজ বুদবার বৈকাল বেলা লিখা সাঙ্গ হইল ইতি।"

মন্তব্য ঃ—পত্র সংখ্যা ১৪৭ দুই পৃষ্ঠে লেখা সম্পূর্ণ আছে। এই পুঁথির মালিক শ্রীনবীনচন্দ্র দে সাং সাধনপুর। পুঁথিখানি তিনি আমাকে দিয়াছেন। একখানা এতদপেক্ষা প্রাচীন রাধিকামঙ্গল পুঁথি শ্রীযুক্ত বাবু রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা আমি পরিষদে পাঠাইয়া দিয়াছি।

৩। জগন্নাথমাহাত্ম্য। দ্বিজ মুকুন্দ।

প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ—নামেই সুস্পষ্ট।

মন্তব্যঃ—এই পুঁথিখানা ৩ পাতা হইতে ২২ পাতা তক আছে।

১৮০৬ ইংরাজীর চট্টগ্রামের সাইক্লোনে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। শ্রীশ্যামরায় দেবস্য লিখিতং বলিয়া দেখা যায়। সন তারিখ নাই

৩য় পাতের আরম্ভ—জগন্নাথ দেবার যত কহিল পুরাণে।

* * *

কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুনিলে পাপক্ষয়।
পুরাণ দেখিয়াছেন সুবুদ্ধি জনে কয়॥
আর যত তীর্থ আছে কি বলিব কথা।
এক এক তীর্থ সব সুক্ষ সুক্ষ দাতা॥ ইত্যাদি

ভণিতাঃ—দ্বিজ মুকুন্দে কহে করুণাবচন।
দেবির ক্রন্দন শুনি হাসে নারায়ণ॥

৪। সার গীতা। রতিরাম দাস।

প্রতিপাদ্য বিষয়—বৈষ্ণবদিগকে উপদেশ দানার্থ এই গ্রন্থরচিত। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তাদি পুরাণ হইতে মূল শ্লোক ও তাহার সুললিত অনুবাদপ্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি তত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভঃ—নমো গনেসায়। নমো চণ্ডিকায় নমঃ।

নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্ম।
নলোকিতং কলিযুগে তব গোর দেহং॥
না কন্তি কলিগেত্যঞ্চ ইত্যথা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরি বাঞ্ছিতোযং।

অসার্থকঃ।

শুন শুন হরে ভাই হৈয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুন দিয়া মন॥

চারি বেদ চৌদ্দ সাস্ত্র না ছিল আছএ বিদিত্য।
তথাপি পাপিষ্ট লোকে কবে অনুচিত্য॥ ইত্যাদি।

ভণিতাঃ—বতিবাম দাসে কহে ভজ এইবাব।
মণিষ্য দুর্লভ জর্ম্ম না হইব আব॥

শেষঃ—শ্রীগুরুব জুগল পদে মন বউক সর্ব্বদাএ।

* * *

তুমি দেব খণ্ডাকাব পাপে মগ্ন আমি ছাব
অধম তাপিত দেখি হও করুণা আক্ষি।
পতিত পাবন নাম ধব, ঘুচাও মনে ভয
হও মোবে কৃপাময এই সে মনেব বাঞ্ছাদেব।

"ইতি সাবগীতা পুস্তিকা সমাপ্তঃ শ্রীকালিচবণ দেযস্যঃ ইতি সন ১১৫৫ সাল তাবিখ মাহে ৫ কার্ত্তিক বোজ শনিবাব দিবা ৪ দণ্ড থাকিতে পুস্তিকা সমাপ্তঃ। ভিমস্যাপি বণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ যথা দৃষ্টঃ তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তিকং

মন্তব্যঃ—পত্র সংখ্যা ২৭, দুই পৃষ্ঠায লেখা। সম্পূর্ণ আছে।

৫। কালিকাপুরাণ। বলবাম দাস, জযদেব, নারায়ণ দেব।

প্রতিপাদ্য বিষয—বোধ হয় এই গ্রন্থেব উদ্দেশ্য ও কালীমাহাত্ম্য প্রচাব। তাবকাসুবেব ভযে ইন্দ্রেব পলাযন, মদন ভস্ম, বিশ্বকর্ম্মাব কৈলাসপুবী নির্ম্মাণ কার্ত্তিক ও গণেশেব জন্ম ইত্যাদি বিষয় আছে।

মন্তব্য ঃ—কালিকা পুবাণ খুব বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত,—৩৬ হইতে ৭৬ পাতা মাত্র আছে। সন তাবিখ নাই। মধ্যে শ্রীমধুবাম সিংহ দাস নাম আছে, বোধ হয তাঁহাব হাতেব লেখা।

৪২ পত্রের আবম্ভ ঃ—

স্তম্বে ছিল মান মণি দিপ্তি অন্ধকাব জিনি
জিকি মিকি দেখি চাবি পাশে।

* * * *

দেখি পুবি বিলোক্ষণ হবষিত ত্রিলোচন
বিসাইযে হইলা পবিতোষ।

ভণিতা ঃ—(১) বলবাম দাসে কহে বিসাইএ প্রসাদ পাত্র
ভাঙ্গ গুটি এক মুষ্টি ভস॥

(২) শিব সঙ্গে চলে যত, সকল সসানেব ভুত
অস্থিমালা শোভিএ গলে।
নাচিতে নাচিতে পথে চলি জাএ ভুত প্রেতে
সুকবি নাবায়ণ দেবে গাহে॥

(৩) লজ্জা পাইযা দেবী কৈল পুবিতে প্রবেশ।
জযদেবে বচিল কাব্য অনেক বিশেষ॥

মন্তব্য ঃ—নাবাযণ দেব, বলবাম দাস, জয দেবেব বহু ভণিতা চট্টগ্রামে প্রচলিত বাইশ কবি মনসাতে দেখা যায়, উপবে আলোচিত সমস্ত পুঁথিই আমাব অধিকাবে গ্রাছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

অতিরিক্ত সংখ্যা।

চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম বি. এ. মহাশয়ের প্রদত্ত ৩৪ খানি বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তম ভাগ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি তিনি বহুসংখ্যক পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে সেই সমস্ত পুস্তকের বিবরণের স্থানপ্রদান সম্ভবপর নহে, এইজন্য পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া সেই বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। সঙ্কলনকর্ত্তার অধ্যবসায় পরিশ্রম, বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগ, ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকরাশির মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশযোগ্য। তন্মধ্যে একখানি "রাধিকার মানভঙ্গ" পরিষদের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে আলোচনার যোগ্য অনেক নূতন কথা আছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যও আলোচনার যোগ্য। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুঁথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এই মুসলমান লেখকের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পত্রিকা-সম্পাদক।

পুঁথির বিবরণ।

১। তত্ত্বসার (সারপ্রদীপ)

আরম্ভ :—

প্রণমহো নারায়ণ কমললোচন।
শক্তি আদি প্রণমহো স্বরস্বতীর চরণ॥
মহা গোপ্ত ভেদ শুন যোগের কথন।
শুনিলে খণ্ডিব পাপ ভাবিলে চরণ॥
যখনে অর্জ্জুন তবে গেলা বনবাসে।
নানা দেশে নানা তীর্থ নানা যজ্ঞ করিলা
দেশে দেশে॥
দৈবযোগে একদিন মনেতে পড়িল।
নারায়ণ স্থানে কথা অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসিল॥

শেষ :—

গর্ব্ভেতে থাকিযা জীব যতেক ভাবিল।
ভূমিষ্ঠ হইযা তাহা সব পাসরিল॥
কেহ কেহ অঙ্গহীন কর্ম্মবশে হয়।
কার নাক কর্ণ চক্ষু কর্ম্ম নাক হয়॥
কার হস্ত পদহীন গুজ কার পৃষ্ঠে।
কার ওষ্ঠহীন হয়ে নানারূপ গঠে॥
ভাবিযা দেখহ এই তত্ত্বসারে কহে।

* ** *

ভণিতা—

শ্রীজযগোপাল প্রভুব চবণ ভরসা।
জযকৃষ্ণ দাসের আর নাহি কোন আশা॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৫; কাগজেব এক পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপিব তাবিখ বা লেখকেব নাম নাই।

২। বাগনামা।

আবম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীযে প্রণামি মহম্মদ পযগম্বর॥
যেখনে না আছিল ত্রিভব সংসার।
আছিল আপনে একেশ্বব করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ দোসব সাক্ষাতে॥
ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা অচেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন॥

এইখানি প্রাচীন সঙ্গীতেব ইতিহাস গ্রন্থ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মিলিযা ইহা প্রণযন বা সঙ্কলন কবিযাছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব সঙ্কলিত ভিন্ন ভিন্ন বাগনামা আছে। ইহাতে প্রাচীন বাগ, তালেব জন্ম, গৎ, বাগেব ধ্যান এবং প্রত্যেক বাগানুযাযী এক একটি সঙ্গীত বিন্যস্ত আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায লিখিত এবং বাঙ্গালায অনুবাদিত। সঙ্গীত গুলিব বচযিতা এক ব্যক্তি নহেন; পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন তৎকালপ্রসিদ্ধ তাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীই সংগৃহীত হইযাছে, বাগনামাতেও তেমন অনেক কবিব পদ বা সঙ্গীত সংগৃহীত হইযাছে। সমালোচ্য গ্রন্থে নিম্নেব তিনটি ভণিতা পবিদৃষ্ট হয। এই বকম সঙ্গীতেতিহাস অস্মদ্দেশেব হাড়িদিগেব একটি প্রধান অবলম্বনীয বিষয়। ইহাব সহাযতা ভিন্ন কেহই ভাল 'সর্দ্দাব' হইতে পাবে না। পূর্ব্বকালে অনেক মুসলমান পণ্ডিত হাড়িদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। সেইজন্য মুসলমানই * যে এইরূপ গ্রন্থেব সঙ্কলনকর্ত্তা হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি তালেব ও সঙ্গীতেব অপবাপব বিষযেব নাম পাবস্য-ভাষায প্রদত্ত হইযাছে। প্রোক্ত ভণিতাগুলি এই :—

(১) গুণিগণের স্থানে বৈসে দমাইর মহিমা।
গুণী স্থানে কহে নাম হীন আলি মিঞা॥
(২) কহে হীন আলাওলে জ্ঞানশব্দ রচিয়া।
মুনির ধ্যানেতে সব বিচার করিযা॥
(৩) কহে হীন তাহির মাহাম্মদ করিযা বিচার।
না জানিলে কাষ্ঠ ছাড়ি রহ নিজ ঘর॥

এই গ্রন্থে অনেক সুন্দব সঙ্গীত আছে। পাঠকগণকে নিম্নে একটী সঙ্গীত উপহাব দিলাম।

---

* হিন্দুপণ্ডিত বা তাঁহাদের রচিত এরূপ গ্রন্থ যে একবারে বিরল, তাহা বলা যায না। আমরা নিম্নের ভণিতাযুক্ত 'রাগনামা' দেখিযাছি।

(১) কর্ত্তালবৃত্তি আসোযাবির স্বরেত মিলাইয়া।
দ্বিজ রামতনু কহে দেবগ্রামে বইয়া॥
(২) বণবিলাসী তালি মিলে মালশীর স্বরেতে।
ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদের সুতে॥

গীত—মায়ুবী।

চলহ সখি নাগরি মান তুমি পরিহরি
দেখ আসি নন্দকি বায।
ব্রত কুলব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায়॥
ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশিটী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়॥
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যামপদে,
বিলম্ব করিতে না যুযায়॥

৩। চাণক্যশ্লোক। সানুবাদ।

ইহার একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১১৭৯ মগীতে লিখিত। প্রথমে শ্লোক, তন্নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শেষে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত অষ্টোত্তর শত চাণক্য শ্লোক পয়ারাদি সহিত সমাপ্ত।" নিম্নে একটি শ্লোক ও অনুবাদ তুলিয়া দিতেছি। মুদ্রিত পুস্তকের বহির্ভূত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়াছে।

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ১৪।

পয়ার—

উৎসবে ব্যসনে আর রাজার যে দ্বারে।
উপস্থিত হয় যে বান্ধব বোলি তারে॥
শ্মশান ভূমিতে মিলে রিপু পরাভবে।
অগ্রগামী বোলি বান্ধব তারে॥

৪। গীতা। সানুবাদ।

একখানি অসম্পূর্ণ গীতা আমার নিকট আছে। তাহাতে কেবল পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস যোগের কিয়দংশ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগের সমস্ত টুকু আছে। আগে মূল শ্লোক ও পরে অনুবাদ। হস্তলিপির কোন সন তারিখ বা অনুবাদকের নাম নাই। —সন্ন্যাসযোগের তিনটি শ্লোকের অনুবাদ দেখুন :—

শ্লোক :—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

পয়ার :—

যে জন করিতে পারে আত্মাপরাজয়।
সে জনার আত্মা বন্ধু জানহ নিশ্চয়॥
জয় না করিতে পারে আত্মাকে যে জন।
তার শত্রু হয় আত্মা পাণ্ডুর নন্দন॥

শ্লোক :—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ॥

পয়ার :—

বিষয় বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত।
পরমাত্মা চিন্তন আছএ যার নিত্য॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান।

শ্লোক :—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

পয়ার :—

জ্ঞান বিজ্ঞান দুই করিয়া নিশ্চয়।
তৃপ্তচিত্ত নির্ব্বিকার ইন্দ্রিয় আশয়॥
যুক্ত যোগী বলিয়া যাহার অভিমান।
মৃত্তিকা পাথর স্বর্ণ তাহার সমান॥

৫। হানিফার পত্র পড়া।

হজরত মহম্মদ মস্তফার জামাতা হজরত আলি দুই বিবাহ করেন। বিবি ফাতেমার গর্ভে ইমাম হাছন ও হোছেন ও বিবি হনুফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম হয়। দেমাস্কের দুর্দ্দান্ত নরপতি পাপমতি এজিদের

কোপে পড়িয়া ইমাম হাছন হোছেন নিহত হইলে হাছনের পুত্র জয়নাল আবদিন্ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া হানিফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তখন বানোযাজি নামক দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবীবংশের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া হানিফা অধীরচিত্তে সসৈন্যে মদিনাভিমুখে অভিযান করেন। মদিনা আসিয়াই মহাবীর হানিফা দুর্ম্মতি এজিদ সমীপে এক পত্র লিখেন। এজিদ সেই পত্রের উত্তর প্রদান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে এজিদের পরাজয় ও নিধন প্রাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। মূল গ্রন্থখানি মহম্মদ খাঁর রচিত। কিন্তু এজিদের উত্তরটির প্রারম্ভে এই এই রকম ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়।

স্থলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাকরে এজিদ উত্তর॥

পত্র দুইখানিই অতি বিস্তৃত। আমরা এস্থলে কেবল পত্র দুইখানিরই অত্যল্প উদ্ধৃত করিতেছি। হানিফার পত্রের প্রথমে এক-পাত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও উহা খুব প্রাচীন। হানিফার পত্রের প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ :—

বনকফে যদ্যপি মস্তক হয় ভারী।
দিবানিশি অর্কযুগে নিতি ঝরে বারি॥
পরমায়ু ঔষধ বৈদ্য থাকিতে সে সব।
কি করিতে পারে সেই বারি ক্ষুদ্র কফ॥
আয়ু বজ্র কদাচিত না লড়ে নিয়ম।
স্তুতি ভক্তি শত ডালি তুষ্ট নহে যম॥
শাণ ক্ষুর বোল ধার দড় আগে বটে।
কম্বুর করাত জান বজরে না হটে॥

* * *
* * *

বলে না আঁটিলে বুদ্ধি কপটের ছলে।
বহিত্রে তোলয় হস্তী চড়কের কলে॥
সিংহচর্ম্ম কষি অঙ্গে বোলসি কেশরী।
সুস্বর কোকিলার আগে কাকের মাধুরী॥

শেষ :—

অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘে হেমন্তের জোর।
নির্ব্বলী বসন্ত থাকে দক্ষিণের কোর॥
মহম্মদ হানিফা আমি তুমি ত এজিদ।
ফাল্গুনে বসন্ত ঋতে বুঝিব চরিত॥

এজিদের পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

এজিদে লিখএ পত্র হানিফার আগে।
মৃত্যুযোগে ব্যাধি হৈলে ঔষধ না লাগে॥
দৃষ্টি করে দেবপরী জ্ঞানফুকে ভাগে।
দরিদ্রের দান কেনে দাতা বোল মাগে॥
ভুবনে দরিদ্র যেবা তার কিবা বল।
মান সনে চারি দিন জীবন সাফল॥
নামেতে অমর যেই মরণে কি ভয়।
অক্ষয় যে ভূমিদান যুগে যুগে রয়॥

* * *
* * *

দেখিয়া কদলীবন লোভে আসে করী।
মনুষ্য বিষম ফাঁদে বন্দী করে ধরি॥
বল রাজা বুদ্ধি মন্ত্রী যদি থাকে ঘটে।
পাবকে দহিয়া লোহা বুদ্ধিবলে পিটে॥

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্ব জনে।
জয়নাল আবিদিনে আনি শুভক্ষণে॥
ইমাম করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হাছনের পুত্র বীর ইমাম হইলা॥

* * *
* * *

তবে উমর ছলিমাকে প্রণাম করিয়া।
নিজ দেশে সৈন্য সঙ্গে গেলেন্ত চলিয়া॥

ভণিতা :—

মহম্মদ খানে কহে অমৃতের ধার।
যে পড়ে যে শুনে পুণ্য পায়ন্ত অপার॥

৬। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

প্রারম্ভ :—

গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ দেব দামোদর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা-সাগর॥
শ্রীরাধিকা প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।
বংশীবদন শ্যামসুন্দর গোবর্দ্ধনধারী॥
হরিনাম বিনে যে ভাই গোবিন্দের নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

শেষ :—

হরি হরি বল ভাই হরি বল সার।
হরি বিনে ভবার্ণবে বন্ধু নাই আর॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

৭। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই সুন্দর কাব্যখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। স্থানান্তরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। * ভণিতাটি এইরূপ :—

জয় রূপ সনাতন,
দেহো মোরেহ এই ধন,
তাহা বিনা অন্য নাহি ভাব।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,
নরোত্তম লইল শরণ॥

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এইখানি বৈষ্ণব জগতের প্রেমবীর নরোত্তম ঠাকুরের লেখনী প্রসূত। হস্তলিপির তারিখ ১২০৯ সাল ৩০ ভাদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

৮। সীতার বার মাস।

পয়ার সংখ্যা—৩২।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে সীতা গর্ভ পঞ্চমাস।
বিধাতা পাষণ্ড তাতে সুখের অভিলাষ॥
তাহাতে পাষণ্ড হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গর্ভবতী সীতাদেবী দিল নিয়া বন॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণ যুবরাজ।
বিনি দোষে আমা কেন দিলা বনবাস।

শেষ :—

চৈত্রে উদ্ধারি আইলা অযোধ্যাভুবন।
উৎসবের সময় প্রভু পুনি দিলা বন॥

ভণিতা—

গুণচন্দ্র সুতে কহে দেব চিন্তামণি।
সীতাদেবীর চরণে প্রণাম পুনি পুনি॥

৯। রাধিকার বার মাস।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর বারমাসটির একটি যথাযথ প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। মাঘ মাসের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। লেখকের কোন নাম পাওয়া যাইতেছে না। শেষ পদের 'এমন দশা কবে হবে' এই চরণটি 'রাধিকার মানভঙ্গে'ও পরিদৃষ্ট হয়। উহার সহিত ছন্দঃসাদৃশ্যও দেখা যাইতেছে। হস্তলিপির তারিখ ১২০১ মঘী ৮ই আশ্বিন লেখক শ্রীফকিরচাঁদ দেয়দাস। বারমাসটি রক্ষিত হইবে আশায় এখানে সমগ্র তুলিয়া দিলাম।

* সাহিত্য, ১১শ ভাগ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা পৌষ ও মাঘ ১৩০৭।

প্রাণনাথ কৃষ্ণ লইয়া গেল মধুপুর।
দারুণ মদনবাণে প্রাণ দহে।
* * সনে বাদ ছিল।
প্রাণের মাধব মোর হরিয়া আনিল॥ ১
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত বসন্তের বাও।
সহন না যাএ সখি কৌকিলার রাও॥
প্রাণ যাএ রসাতল বৈকুল পরে ডালে।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাব কোথা গেলে॥ ধু।
কহিয মাধবের ঠাঁই,
হোলি খেলা শ্যামর মনে নাই॥ ২
চৈত্রে চাতক পক্ষী ডাকে পিযা পিয়া॥
বিধাতা বঞ্চিল কৈল হাতে নিধি দিযা॥
পলাশ কাঞ্চন বিকাশিত নানা ফুল।
আর নি প্রাণের নাথরে আসিব গোকুল॥ ধু।
আমা ছাড়ি গেল শ্যাম,
কে লইব রাধার নাম॥ ৩
বৈশাখ মাসেতে সখি প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবন॥
ভ্রমরা উড়িযা ফুলের মধু করে পান।
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে না রহে পরাণ॥ ধু।
তোমরা কহ কৃষ্ণ কথা,
জুড়াউক রাই অন্তর ব্যথা॥ ৪
জ্যৈষ্ঠে নিষ্ঠুর ভানু আনলের প্রায।
নিদাঘে বিরহ হিয়া সহন না যায॥ ধু।
দারুণ মলযার বাও,
না জুড়ায শ্রীরাধা গাও॥ ৫
আষাঢ মাসেতে সখি মেঘের গর্জ্জন।
শুনিযা বিদরে হিযা না যায় সহন॥
তাহাতে বিষম সখি বিরহ আনল।
প্রাণনাথ বিনে আমি কারে দিমু কোল॥ ধু।
যেমন কাঁসারী কাঁসা পিটে,
তেমনি রাই অন্তর ফাটে॥ ৬
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিষযে বারি।
শয়নে স্বপনে মুই দেখিলুম্ মুরারি॥
তাহাতে বিষম সখি ধর্ম্ম বিহ্বল।
প্রাণনাথ বিনে কেবা করিব শীতল॥ ধু।
কহিয বন্ধের ঠাঁই,
বিরহিণী শ্যামর মনে নাই॥ ৭
ভাদ্র মাসেতে সখি তিমির রজনী।
কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুই এক হি না জানি॥
কোকিলার কলরবে প্রাণি মোর ঝুরে।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে দগধে অন্তরে॥ ধু।
তার আঁখির পরে দুই ভানু,
তেমত হইল রাধার তনু॥ ৮
আশ্বিন মাসেত নির্ম্মল যে নিশি।
সহিতে হে তারাগণ প্রকাশিত শশী॥
হাস রস ব্যবহাব করিত বৃন্দাবনে।
অখনে সেই সব দুঃখ সহিব কেমনে॥ ধু।
শ্যাম মধুপুরে রৈল,
কান্দি আমার জনম গেল॥ ৯
কার্ত্তিক মাসেতে সখি শরত সময়।
নির্ম্মল গগনে তারা চন্দ্রের উদয॥
শূন্য দেখি কদমতলা শূন্য বৃন্দাবন।
রাধিকার মন্দির শূন্য শূন্য বৃন্দাবন॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১০
অগ্রাণ মাসেত সখি নবীন সকল।
প্রাণনাথ বিনে চিত্ত সদায় বিকল॥
শুন শুন প্রাণসখি মথুরাতে যাও।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে না জুড়াএ গাও॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১১
পউসে প্রবল শীত বন্ধু নাই মোর ঘর।
কানু গিয়াছে মোর দেশ দেশান্তর॥ ধু।
এমন দশা কবে হবে,
ব্রজনাথ দরশন হবে॥ ১২

১০। ক্রিয়াযোগসার।

পত্র সংখ্যা—৭১।

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি অনন্তরাম দত্ত নামক কবির লেখা। হস্তলিপির তারিখ

সন ১১৬৮ মঘী ১৮ই ফাল্গুন। ইহা পদ্ম-পুরাণের একাংশের অনুবাদ। কবি বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন মহাত্মার শরণ লইয়া ইহা লিখিয়াছেন। অথচ এই বিশারদ সম্বন্ধেই এইরূপ দুটি ছত্র দৃষ্ট হয় ঃ—

বিশারদ প্রণমহ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা॥

এ অবনীমণ্ডলে একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন 'সৃষ্টির কর্ত্তা' কেহ আছেন কি? কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গটা এই ঃ—

তীর্থরাজ সন্নিহিত রম্য এক স্থান।
উত্তম আশ্রমপুরী সর্ব্বত্রে বাখান॥
বৈদ্য শ্রেষ্ঠ তথা ছিল অতি মহাজন।
বৈবস্বত নাম তার ধর্ম্ম পরায়ণ॥
অতি জ্ঞাতা ছিল তবে সেই মহামুনি।
চিরকাল দান ধর্ম্মে বঞ্চিল অবনী॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক ধর্ম্ম অনুসারী।
প্রতিনিতি মুনিবর বিষ্ণুসেবা করি॥
তিন বিদ্যা তার স্থানে দিছিল ঈশ্বরে।
তিন বিদ্যা তিন পুত্রে লইছে অংশ করি॥
রামচন্দ্র নামে তার প্রথম সন্ততি।
শাস্ত্রেতে নিপুণ (ছিল) অতি বড় খ্যাতি॥
আর এক পুত্র ছিল দ্বিতীয় সন্ততি।
চিত্রগুপ্ত লংঘিতে সেই মহামতি॥
রঘুনাথ নাম তার তৃতীয় নন্দন।
পরম তপস্বী ছিল সেই মহাজন॥
সংসার ধর্ম্মেতে থাকি রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভক্তি বাঞ্ছা করি॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভজিয়া শ্রীহরি॥
রামদাস সুতাগর্ভে তাহার ঔরসে।
জন্মিল অনন্তরাম হরিপদ আশে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি হইতে কবির নিবসতি স্থান জানা যাইতেছে না। কবির দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতেরও কোন সুস্পষ্ট নাম পাওয়া গেল না। প্রথিতনামা প্রাচীনসাহিত্যবিৎ মাননীয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিমপারস্থ সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবি-দুর্ল্লভ ও তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতের নাম বাঘ-বেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁথির রচনার বা কবির আবির্ভাবের কোন সন তারিখ ইহাতে নাই। পুঁথির সর্ব্বত্র সাধা-রণতঃ ভণিতা এইরূপ ঃ—

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
রচিল অনন্তরাম হরি গুণানন্দে॥

পুঁথির অন্য এক স্থলে এরকম একটি ভণিতা আছে ঃ—

কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সেই দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

ইহার প্রারম্ভ এইরূপ ঃ—

অথ পদ্মপুরাণে ইতিহাসসমুচ্চয় ক্রিয়া-যোগসার লিখ্যতে।

রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
যে নাম স্মরণে হয় দুঃখ বিমোচন॥
রাম রাম বোল ভাই বিরলে বসিয়া।
কি করিতে পারে যমে আপনে আসিয়া॥
রাম কল্পতরুতলে যথাতে বসিয়া।
ভবসিন্ধু রঘুনাথে নিবেন উদ্ধারিয়া॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্তি পাবে পাপী।
উদ্ধারিয়া নিবেন রাম তাকে বিষ্ণুপুরী॥

* * * *
* * * *

প্রণাম করম মুঞি আদি নিরঞ্জন ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাহার সৃজন ॥
* * * *
* * * *
ব্যাসদেব প্রণমহ দেব অবতার ।
যাহার প্রসাদে হৈছে শাস্ত্রের প্রচার ॥
বিশারদ প্রণম হ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা ।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা ॥
* * *
* * *
মহাকবি গুরু বন্দম করিয়া ভকতি ।
করিব কবিতা কিছু গুরুর সম্মতি ॥
পদ্মপুরাণের খ্যাতি ক্রিয়াযোগসার ।
পদবন্দে করি আমি পাঞ্চালী প্রচার ॥

শেষ এইরূপ :—

জন্মিয়া ভারত ভূমি অতি মতিহীন ।
ধর্ম্মপথ আকাঙ্ক্ষিয়া সেই সে প্রবীণ ॥
পদ্ম পুরায়ণ খ্যাতি গুণ সমাচার ।
পদবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
ক্রিয়াযোগসার কথা শুনে যেই জন ।
শত অশ্বমেধ লভে সেই মহাজন ॥
পরাশরসুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার ।
শ্লোক বন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগ সার ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে ।
রচিল অনন্ত রাম হরি গুণানন্দে ॥
বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায় ।
পদ বন্দে রচিলেক ষোড়শ অধ্যায় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয় ষোড়শ অধ্যায় ক্রিয়া যোগসার সমাপ্ত । লেখক শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস ।

অবসরমতে আমরা এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব, ইচ্ছা আছে ।

১১ । জানকী বনবাস ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রথম পাতাটী পাওয়া যায় নাই । লেখকের নাম কি, তাহাও জানা যাইতেছে না । গ্রন্থখানিতে সীতার বনবাস বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে । পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা । ২য় পত্র হইতে কিয়দংশ দেখুন :—

ভদ্র নামে মহাপাত্র রাজার সভাত ।
মুই নিবেদন করম শুন রঘুনাথ ॥
অবধান করম নাথ কমললোচন ।
অযোধ্যার লোক সব হইআছে নিধন ॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা পুরীত ।
* * *
তান পাত্র লোক সবে বর্জ্জে দিনান্তরে ।
দুঃখিত হইছে প্রজা শুন দ্বিজবরে ॥
আর কথা মহাপ্রভু বুলিতে না পারি ।
পাত্র হইআ কথা কহি প্রাণে ভয় করি ॥

শেষে এই রকম আছে :—

কহরে লক্ষ্মণ ভাই কহ সাবধানে ।
প্রাণের লক্ষ্মণ সীতা থুলা কোন খান ॥
প্রণাম করিআ বোলে কুমার লক্ষ্মণ ।
তাহার নিকটে আছে মুনি তপোবন ॥
সেইখানে থুইআছি সীতা জানকীরে ।
তাহা শুনি রামচন্দ্র হইলা ফাঁফরে ॥
অরণ্যে জানকী দিয়া স্ত্রীবধ (স্ত্রীবধ) কৈলুম ।
স্ত্রীবধ ব্রহ্ম বধ বহু পাপী হৈলুম ॥

(ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন বৃত্তান্ত আছে । সে স্থানটি বড়ই ভ্রান্তি সঙ্কুল বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না ।)

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে বাল্মীকি মুনি বিরচিতে রামচন্দ্রজানকীসম্বাদে জানকী বনবাস সমাপ্ত । ইতি সন ১২০৪ মঘী তারিখ ৪ আগ্রাণ । শ্রীরামকুমার শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং ॥

১২। জ্ঞানপ্রদীপ। *

এই গ্রন্থখানি সৈযদ সুলতান নামক এক মুসলমানের লেখা। ইহার বসতিস্থান বা গ্রন্থের রচনা কাল জানা যায় নাই। ইহার পীর বা গুরুর নাম সাহা হোছন। গুরু শিষ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ। গ্রন্থে গভীর সাধন তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, অনধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের অবোধ্য। ইহার ভণিতাযুক্ত আরও দুইখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি পারমার্থিক গীত পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা এইরূপ :—

সাহা হোছন গুরু সমুদ্রের তুল।
একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমূল॥

প্রারম্ভ :—

আউয়ালে আল্লার নাম করিয়া যে সার।
সৈযদ সুলতানে কহে তনের বিচার॥
আটার হাজার আলম যাহার সৃজন।
যিনি অপরাধী সেহ প্রভু নিরঞ্জন॥
যিনি চক্ষু দেখে সে যে যিনি কর্ণে শুনে।
সকলের আহার যোগাএ নিরঞ্জনে॥

গ্রন্থ মধ্য হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক।

মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব মধ্যে সার।
আদ্যা শক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার॥
পুরকে পূরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সুচী মুখে সুত যেন করে প্রবেশন।
ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব ঊর্দ্ধবাট।
ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট॥
তিন তিহরীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ॥
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ॥
শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ এই মহাধন॥
সেই ধ্বনি মধ্যে ত যে জ্যোতি চিনি লৈব।
তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিযোজিব॥
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থ জানিয় নিশ্চয়॥

গ্রন্থ সমাপ্তি :—

নয়ান পোতালি যার বর্ণ ঘোল হয।
সপ্ত দিবসেতে তার মরণ নিশ্চয়॥
নিজ হস্তে হস্তে হস্ত হইলে লম্বিত।
তিন দিবসেতে তার মরণ নিশ্চিত॥

* * *

সাহা হোছেন পদে করিয়া প্রণাম।
সমাপ্ত হইল জ্ঞান প্রদীপ উপাম॥
গুণিগণ পদেত সহস্র প্রণতি।
ছৈদ সুলতানে কহে জ্ঞানরস নীতি॥

গুরুনিষেধাৎ বা অন্য হেতুবশতঃ লেখক যেখানে কোন নিগূঢ় বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সেই খানে পাঠককে 'প্রেমানন্দের' শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই 'প্রেমানন্দ' কে? ঠিক 'জ্ঞান প্রদীপে'র আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত আর এক অসম্পূর্ণ সুতরাং অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থেও লেখক গুণরাজ খান পূর্ব্বোক্ত কারণেই পাঠককে 'প্রমোদন' নামক এক যোগীর শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উভয় ব্যক্তি কি অভিন্ন? পশ্চাদুক্ত গ্রন্থ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। জ্ঞান-প্রদীপের সেই উপদেশের একটা এই দেখুন :—

কেশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৫ মঘী ১৯শে মাঘ।

* পূর্ণিমার ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে ইহার বিস্তারিত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। স্বপন অধ্যায় (স্বপ্নাধ্যায়)।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে স্বপ্নের ফলাফল আলোচিত হইযাছে। কৈলাসনাথ বক্তা, ভবানী শ্রোত্রী।

আবম্ভ ঃ—

নমো গণেশায়।
অভেদ শিবরাম দুর্গা।
তোমা হোতে অমৃতবাণী শুনিএ শ্রবণে।
স্বপনের যতেক কথা শুনি তোমার স্থানে॥
তোমা হোতে লোক সব হএ অব্যাহতি।
স্বপনে উদ্ধারিয়া মোরে বোল পশুপতি॥
কৈলাসের নাথে বোলে শুনহ ভবানী।
কহিনু স্বপ্নের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মন দিয়া শুন কহি স্বপন বিবরণ।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীযন মরণ॥

ভণিতা ঃ—

কমলাপতির সুত দেব বলরাম।
শ্লোক ভাঙ্গি পযার কৈল বসতি নবগ্রাম॥

শেষ ঃ—

শৈলাগ্রে উঠিআ করে অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ভূপতি হইব সেই রাজা যোগাএ ধন॥
এই সব স্বপ্ন দেখি নিদ্রা না যাইব।
নিদ্রা গেলে সেই স্বপন বিফল হইব॥
স্বপন দেখিআ যদি উঠিআ বৈসএ।
হরি হরি বলিআ যে ভাবিব নিশ্চয়॥
হরির প্রসাদে স্বপন সাফল হইব।
বীজ উচ্চারিলে তবে ফলাফল হৈব॥
তোমাতে কহিল স্বপনের কথন।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীযন মরণ॥

ইতি স্বপন অধ্যায পুস্তিকা সমাপ্ত। ভামস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক স্বঅক্ষর শ্রীরামমাণিক্য সেন দাস ইতি সন ১১৬৩ মঘী তারিখ ৭ পৌষ বেহান বেলা সমাপ্ত।

পুঁথি খানি কাগজের এক পৃষ্ঠায লেখা। পত্র সংখ্যা ৯। 'আমি তুমি' প্রভৃতি শব্দে 'আহ্মি', 'তুহ্মি' রূপে লিখিত. অসমাপিকা ক্রিযাগুলি কোথাও আধুনিক ভাবে, কোথাও বা পূর্ব্বতন নিয়মে লিখিত। যেমন 'কবিযা' 'করিআ'।

চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণ রাউজান মুনসেফীর উত্তর পূর্ব্বে, বঙ্গণিয়া থানার দক্ষিণ পশ্চিমে, কর্ণফুলী নদীর উত্তর পার্শ্বে নোযাগাঁও নামে এক গ্রাম অবস্থিত আছে। 'নব গ্রাম' 'নোযাগাঁও' হইতে পারে, কিন্তু এই পল্লীই যে এই গ্রন্থের জননী, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

১৪। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি মহাভারতের অংশ বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাচীন। পুরাতন কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এ গ্রন্থখানি প্রাচীন সাহিত্যসমালোচককে একটা বিষম সমস্যায ফেলিবে। কেন তাহা বলিতেছি। গ্রন্থে তিন জনের ভণিতা আছে। কবি ষষ্ঠীবর ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন অনেকেই জানেন। কবি ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন মহাজনের ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত অনুবাদ করেন। কিন্তু পরাগল খাঁ মহাভারত অনুবাদ করিযাছিলেন, অন্ততঃ আমাদের সমালোচ্য মহাভারতাংশটি প্রণযন করিযাছিলেন, ইতি পূর্ব্বে কেহ সে কথা শুনিয়াছেন কি? বস্তুতই এই গ্রন্থ খানিতে প্রোক্ত মহাজনেরও এক ভণিতা দেখা যায। আমার এই নবাবিষ্কার সাহিত্য জগতে সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। সেকালের লিপিকারের খামখেযালি বলিয়া

কথাটা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পরাগল খাঁর নামটি এখানে বসাইয়া দেওয়ার জন্য লিপিকারের কি স্বার্থ ছিল? জগতে এত কবি বর্ত্তমান থাকিতে একজন হিন্দু লেখক একজন মুসলমানের নামটা জুড়িয়া দিল কেন, একথা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

পরাগল খাঁ তখন বর্ত্তমানও ছিলেন না, যে লিপিকারকে উৎকোচ প্রদান করিয়া স্বীয় মতলব হাসিল করিয়াছেন, অনুমান করি। একই গ্রন্থে একাধিক ভণিতা কেন দেওয়া হইয়াছে, ইহাও জিজ্ঞাস্য কথা বটে। আমাদের বোধ হয়, কোন কবি বিষয়বিশেষ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর নিজে রচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, ততদূর মাত্র তিনি রচনা করিতেন, অবশিষ্ট (সেইরূপ মিলাইয়া দেওয়ার সুযোগ পাইলে) অন্য কোন কবির রচনা হইতে গ্রহণ করিয়া সেই কবির নামটিও যোজনা করিয়া দিতেন। আমাদের অনুমান, অধুনা স্কুল পাঠ্যপুস্তক সম্পাদকেরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা লইয়া পুস্তক সঙ্কলন করেন, পূর্ব্বকালের কবিগণও কতকটা তেমন করিতেন। প্রভেদ এই যে, তখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা লইয়া বিষয় বিশেষকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিতেন। যাঁহা হউক আমাদের এই অনুমানের প্রমাণ সাহিত্যসংসারের রথিগণ প্রদান করিবেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ:—

প্রণমহ নারায়ণ পরম কারণ।
যাহার কারণে হৈল সৃষ্টি উৎপন॥
অনাদি নিধন প্রভু ত্রিভুবন ময়।
ভকতবৎসল বর করুণা হৃদয়॥
যাহার কারণে গঙ্গা ত্রিভুবন সার॥
পাপত রিণী গঙ্গা ভব তরিবার॥
ভাবতী কমলাপতি গরুড়বাহন।
নাগান্তক নাগ প্রতি সে রত্ন সাজন॥
মহেশ চরণে বন্দোম হরষিত মন।
কণ্ঠে কালকূট যার বৃষবাহন।

* * *

নারায়ণ রূপে মুনি ব্যাস মহাশয়।
ত্রিভুবন মধ্যে যার প্রতিষ্ঠা বিজয়॥
বিজয় ভারত পোথা অতি অনুপাম।
কবি ষষ্ঠীবরে কহে গোবিন্দ চরণ॥
শুনহ সুকৃতি জন যার হৃদে মন।
স্বর্গ আরোহণ শুন অপূর্ব্ব কথন॥

কবি ষষ্ঠীবর এইরূপ কতদূর রচনা করিয়াছেন, বলা যায় না। পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে দেবী লাচারি ছন্দে এক বিলাপ গাথা গাহেন। তৎপর যে পয়ার ছন্দ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অবসান এই রকম আছে:—

এত বোলি নন্দী ধারী সম্ভাষি তথাহি।
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে চলে তিন ভাহি॥
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে যাহিতে সত্বর।
অর্জ্জুন পড়িল তবে শিলার উপর॥
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন পবনে ফেলায়॥
আকাশের চন্দ্র যেন গড়াগড়ি যায়॥
অর্জ্জুনের শোকে রাজা কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ।
অন্তরেত মহাশোক জ্বলিল তরঙ্গ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত পাঁচালী॥

ইহার পর অনেক স্থান কবি ষষ্ঠীবরের লেখা, পরাগল খাঁর রচনার আরম্ভ কোথায়, তাহাও বলা যায় না। যখন যুধিষ্ঠির যমরাজ ভবনে উপনীত, তখন চিত্রগুপ্ত মহারাজকে পাপ পুণ্যের খাতা দেখাইতেছেন। এই

খানে লাচাবী ছন্দেব অবসান হইযা পযাব আবম্ভ হয। এই পযাবেবই কত দূব পবে এইরূপ আছে ঃ—

শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা বাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণে বোলে ধন্য তোমার শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠিব বৈসে এক সিংহাসনে।
চাবিদিকে সুবেশ করিলা দেবগণে॥
বিবিধ প্রকাবে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমবাপুরী করহ বসতি॥
অশেষ ভারত কথা সমুদ্রেব জল।
প্রণাম করিআ বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অন্যে অন্যে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
এক মনে শুনিলে যাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

গ্রন্থ সমাপ্তিতে কোন ভণিতা নাই, যথা ঃ—

বসু সনে ভীষ্ম দেখ শান্তনুনন্দন।
এহি সে যে অষ্ট বসু ভীষ্ম মহাজন॥
মগদ সকলে দেখ পাইল আর গতি।
কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত যার যথা স্থিতি॥
এহি মত সম্বাদ আছিল বহুতব।
গ্রন্থস্ত গৌবব দেখি না লেখিল আব॥
ভাবতেব পুণ্য কথা শুন এক মতি।
এই মতে স্বর্গে বৈলা ধর্ম্ম নরপতি॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে যুধিষ্ঠিব স্বর্গাবোহণ পুস্তিকা সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, লিখিক নাস্তি দোষকঃ॥ শ্রীবামশবণ ঘোষ॥

হস্তলিপিব তাবিখ পাওযা গেল না। লেখা বড পুবাতন। উদ্ধাব কবিতে আমাকে বড কষ্ট পাইতে হইযাছে। 'ই' প্রায সর্ব্বত্রই 'হি' দ্বাবা স্থানচ্যুত হইযাছে। যেমন, 'পাইল' শব্দেব পবিবর্ত্তে 'পাহিল', 'ভাইব' পবিবর্ত্তে 'ভাহি' ইত্যাদি। স্থানান্তবে ইহাব বিস্তৃত আলোচনা কবা যাইবে।

১৫। নারদ সম্বাদ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদেব সংগৃহীত হস্তলিপি খানিতে এই গ্রন্থেব প্রথম পাতটি নাই। এই গ্রন্থখানি বহুদিন পূর্ব্বে বটতলায মুদ্রিত হইযাছিল বলিযা বোধ হয, কাবণ, ইহাব যে আববণ পত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীযুত বাবু মদনমোহন শ্রীবিপ্রদাস মালাকবেব বিন্দবাসিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই পুস্তক যাহাব প্রযোজন হইবেক তিনি কলিকাতায সিমুলিযাব বাজাবেব পশ্চিমে শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন ভডজি মহাশযেব ২২নং বাটীতে তত্ত্ব কবিলে পাইবেন। ইতি সন ১২৫৫ সাল তাবিখ ৮ কার্ত্তিক।" এই টুকু ভিন্ন হস্তেব লেখা। এই হাতেব লেখায আববণপত্রে একটা সূচীও দেখা যায। তদ্দ্বাবা নষ্ট অংশটি এই ছিল বলিযা জানা যায, যথাঃ—"অথ পুস্তকেব বর্ণনা, দশ অবতারের বর্ণনা, মহামুনিব দ্বারকায় গমন এবং নাবদেব পবিচয॥" শ্রীনাথ ইহাব বক্তা, দেবর্ষি নাবদ শ্রোতা। দ্বিতীয পত্রেব নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ গ্রন্থেব প্রতিপাদ্য বিষয জানা যাইবে।

ইন্দ্র বলে প্রজাপতি করি নিবেদন।
মন উচাটন তার দেখিযা নারাযণ॥
মহাভাব নিবারিতে কৃষ্ণ অবতাব।
কুরুক্ষেত্রে সে সকল হইল সংহার॥
কৌরব পাণ্ডব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
নর নারায়ণ রূপে নাশিলা আপনি॥
পৃথিবীর ভার সব হইল নিবারণ।
তবে কেন না আইলেন দেব নারাযণ॥
ইহার বৃত্তান্ত মোবে কহ প্রজাপতি।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য সব গোলকে বসতি॥

গ্রন্থের শেষ এইরূপ :—

স্তব করি মুনিবর করে প্রণিপাত।
জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় জগন্নাথ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥
তোমার উৎপত্তি সব তোমাতে সৃজন।
আজ্ঞা এ সৃজন তুমি নিশ্বাসে প্রলয়॥
দীন হীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চমুখে চতুর্মুখ দিতে নারে সীমা।
এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোহে মন্দিরে রহিল॥

ভণিতা :—

শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ পদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্ত।

ইতি সন ১২০১১ মঘী তারিখ ১৫ পৌষ লাগায়ত তিরিশ পৌষ।

সময়ান্তরে এই গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা করা যাইবে। হস্তলিপিতে কোন রচনা কাল নির্দ্দেশ দেখিলাম না। বালি কাগজের চতুর্থাংশ পরিমাণ কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা, ৩২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

১৬। মনসার ধূপাচার।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ মনসার চরণ যুগল।
ছায়া দিয়া সেবকেরে রাখ পদতল॥
তোমার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে।
কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন মহেশ্বরে॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন তুয়া অবতার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে সৃজন তোমার।
ধূপাচার রচিবারে করিআছি আশ।
মোর কণ্ঠে সরস্বতী করহি নিবাস॥

শেষ :—

পদ্মাবতী বোলে মোর যদি না হয় বংশ।
নাগগণ হোজাইয়া করাইমু ডংশ (দংশ)॥
এত জানি জরৎকারু মন্ত্রজপ কৈল।
মনসার গর্ভে তবে আস্তিক জন্মিল॥
আস্তিক জন্মিল যদি মনসা বিদ্যমান।
পুত্র কোলে করি মাতা কৈলাসেতে যান॥
মুনি গেলা চলিয়া আপনার ভুবন।
এই সব বার্ত্তা শুনিয়া ত্রিলোচন॥

ভণিতা :—

ধূপাচার লৈয়া মা মাগম্ তুয়া পায়।
দ্বিজ রতিদেব রাখ বিষহরী মায়॥

'মৃগলব্ধের' রচয়িতার নামও রতিদেব। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। এই উভয় কবি এক নহেন কি?

১৭। শীতলার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

জয় শীতলা দেবী রক্ষহ জীবন।
করজোড়ে করম স্তুতি শীতলার চরণ॥
করুণা করিয়া রাখ শিশুর জীবন।
কমল পদেতে মাতা করম্ নিবেদন॥

শেষ :—

হরি হরে না বুঝএ প্রকৃতি তোমার।
হাস্য বদনে শিশু করিবা প্রতিকার॥
হেলাএ নাশিতে পার এ তিন ভুবন।
হুহুঙ্কারে নামাও বিষ রক্ষহ জীবন।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি যত নর এই তিন ভুবন।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥

ভণিতা :—

ক্ষীণ শঙ্কাচার্য্য শীতলার দাস।
ক্ষমিয়া সকল বিঘ্ন করহ বিনাশ॥

১৮। কবিকঙ্কণের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

বোল মুখে কালী বৃথায় দিন যায় রে বহিয়া॥ ধুয়া
জয় জয়ন্তী দুর্গা দুঃখ দলন্তী।
নারায়ণী গিরি কুমারী।

জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা মাতা দুর্গত নাশিনী।
গোকুলে গোপিনী রূপে যশোদা নন্দিনী॥
তুমি জান সভাকে তোমাকে জানে কে।
মরিয়া না মরে তুয়া নাম জপে যে॥
করযোড়ে কালিকারে করি পরিহার।
কৃপা করি কুলেশ্বরী করহ উদ্ধার॥
কিবা শোভা করে আভা কর্ণেতে কুণ্ডল।
কম্বুকণ্ঠ করি পর করে ঝলমল॥

শেষ :—

ক্ষয় স্থলে ক্ষিতি মূলে খেনেকে না রহে।
খড়্গধারী খণ্ড করি খাও রিপুচয়ে॥
ক্ষিতি সিন্ধু ক্ষুদ্র বিন্দু ক্ষুধাতুর মন।
খল বুদ্ধি খাও সিদ্ধি ক্ষয় শত্রুগণ॥

ভণিতা :—

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিযোজিত।
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত॥

ইতি কবিকঙ্কণের চৌতিশা সমাপ্ত।

১৯। শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কান্দএ কাতর হৈয়া রাধিকা যুবতী।
কহ উদ্ধব কোথা গেল মোর প্রাণপতি॥
কানুর লাগিযা চিত্ত দহে নিরবধি।
কর্ম্মদোষে হারাইলুম কৃষ্ণ গুণনিধি॥
কপটে গোবিন্দ মোরে গেল রে ছাড়িযা।
কত না রাখিব চিত্ত নিবারণ দিযা॥
কহ কহ প্রাণের উদ্ধব কানুর সংবাদ।
কোন দোষে ছাড়ি গেল মোর প্রাণনাথ॥

শেষঃ—

ক্ষৌণিজাগর্ভের গর্ভ রিপুর কুমারী।
ক্ষিতিতলে আরাধিযা পাইলুম শ্রীহরি॥
ক্ষিতিতলে আরাধিযা কহএ উদ্ভব।
খণ্ডিব সকল দুঃখ আসিলে মাধব॥

ভণিতাঃ—

ক্ষিতিতলে লোটাইযা করম প্রণাম।
খেদ পরিহর রচে দাস মুক্তারাম॥

২০। গঙ্গাদেবীর চৌতিশা।

ভণিতাঃ—

সেবক অধম আমি, তুমি গঙ্গা স্বর্গগামী
কৃপা কর জগতের মাতা।
সেবক রামজযে কয, যদি মোরে কৃপা হয,
পাতকেতে ডুবিল সর্ব্বথা॥

২১। তন-তেলাওত।

ইহা একখানি মুসলমানী গ্রন্থ। নামেই তাহার পরিচয় দিতেছে। ইহার অর্থ 'তন (তনু) বা দেহের তেলাওত বা সাধন'। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থখানি অবশ্য মুসলমানীভাবে লিখিত ও আলোচিত। মূলাধার, মণিপুর প্রভৃতির মুসলমানী নাম করণ হইযাছে; মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগের কথা ত আছেই। নামাদি ভিন্ন হইলেও মূল বিষযে কোন প্রভেদ নাই, একথা বলা নিষ্প্রযোজন। সমগ্র গ্রন্থ পাওযা যায় নাই। গ্রন্থের ভাষার ঁ অংশ শব্দ বাঙ্গালা। ইহার আলোচ্য বিষয সাধারণের অনধিগম্য। লেখকের নাম পাওযা যায নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৫৬ মঘী ১১ই বৈশাখ। লিপিকারের নাম শ্রীযুত মাহাম্মদ সাং গোরণ খাইন। এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি :—

নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন॥
যোগেত কহিএ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমন্ত ঋতু বৈসে অবিশ্রাম॥
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তাহাত অধিকার।
নাসিকা নিবক্ষি জান দুযার তাহার॥
তাহার খাটান জান ফেক্‌সার স্থান।

* * *

দিনে চুয়াল্লিশ হাজার শোয়াস বয।
ষঠ মধ্যে রাখ বারি (বায়ু) যেন মতে রয॥
যাবতে পবন আছে তাবতে জীবন।
পবন ঘটিলে হয় অবশ্য মরণ॥
নাসিকাতে দৃষ্টি দিযা পবন হেরিব।
কণ্ঠেত টিপ দিয়া নিয়মে রহিব॥
বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ তুলি।
নাসাতে হেরিব দৃষ্টি দুই আঁখি মেলি॥
তবে ঘঠ হস্তে শোযাস বাহির হৈব।
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব॥
তার মধ্যে মূর্ত্তি এক হৈব দরশন।
সেই মূর্ত্তি আপ্তমার জানিও বরণ॥
সেই মূর্ত্তি সদাএ হেরিতে যদি পার।
হৈব না হৈব কর্ম্ম জান পাইবা দড়॥
এমত তোমার যদি হইল সাধন।
তবে মণিপুরে দৃষ্টি রাখিবা সেখন॥
বৈসএ নক্ষত্র এক মণিপুর দেশ।
দিব্য আঁখি দৃষ্টি করি দেখিবা বিশেষ॥
সেই মূর্ত্তির অন্তরে ফিরিস্তা দেখা পাইবা।
সুরাসুর যত কিছু সকল দেখিবা॥

২২। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

আবম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
প্রণতি পূর্ব্বক বন্দম্ শিবাদি চরণ॥
কায মনে চিত্তে বন্দম্ প্রভু নারায়ণ।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥
কমলার পদযুগে করি নমস্কাব।
যাহার কাবণে সৃষ্টি হইছে সংসার॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা মোর কণ্ঠে বৈষা॥
চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দম্ ব্রাহ্মণী সহিতে।
কর জোড়ে শিব দুর্গা বন্দম্ একচিত্তে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যত দেবগণ।
এক চিত্তে বন্দম্ মুই সর্ব্ব দেবের চরণ॥

শেষ :—

যেবা পড়ে যেবা শুনে ভক্তি করি মনে।
রোগ শোক নাহি তাব চণ্ডিকা কারণে॥
স্ত্রী-এ পুজিলে হয নারীর প্রধান।
পুরুষ পুজিলে হয় রাজার সম্মান॥
যার সেই মনস্কাম সিদ্ধি করে দেবী।
ধনে পুত্রে বাড়াইয়া করেন চিরজীবী॥
চণ্ডিকা চবণে মোর সহস্র প্রণাম।
দুঃখ দূর কর মাও পুরাও মনস্কাম॥

ভণিতা :—

নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী বন্দিযা যে মাথে।
পাঞ্চালী রচিযা কহে দ্বিজ রঘুনাথে॥

হস্তলিপিব তাবিখ ও লেখকেব নাম :—

দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীকাশীনাথ সুতে।
শ্রীচণ্ডীচরণে যে লিখিছে সুহস্তে॥
রুদ্র গ্রহ গ্রহ সন সঘী যেই বটে।
দেবগ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে॥

দ্বিজ বঘুনাথেব ভণিতাযুক্ত কযেকটি সুন্দব বৈষ্ণব-পদাবলী আমাব নিকটে আছে। পদকর্ত্তা ও এই পাঁচালীলেখক বঘুনাথ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, জানি না। 'পুর্ণিমা' পত্রিকায সে পদগুলি প্রকাশিত হইযাছে।

২৩। রাধিকার বার মাস।

পদসংখ্যা ২৬।

আবম্ভ :—

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
ফিরিব যোগিনী হইযা।
যে ঘরে পাইব, আপনার বন্ধুয়
আনিব বসন দিযা॥
প্রথম বৈশাখে, রাধিকা ব্রজেতে,
দারুণি রবির জ্বালা।
নূতন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নগরে কালা॥

শেষ ঃ—

আসিল ফাল্গুন, জ্বলে হুতাশন,
রাধিকার অন্তর পোড়ে।
নূতন যৌবনী, তাহে বিরহিণী
কেমনে থাকিব ঘরে॥
আইল চৈত্রমাস, পুরাইল বারমাস,
না শুন আমার বাণী।
কর জোড় করি মোহন বংশীধারী,
আসিয়া মিলিছ পুনি॥

বচয়িতার নাম বা হস্ত লিপির তারিখাদি নাই।

২৪। বাণযুদ্ধ।

আরম্ভ ঃ—

প্রণমোহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
অপার মহিমা ধর প্রভু ভগবান॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত প্রভু এক লোম কূপা।
এক তনু ব্যাপ্ত প্রভু হরি হর রূপা॥
সেই প্রভু নারায়ণ অবতার হৈয়া।
রক্ষা কর দেব ঋষি অসুর মারিয়া॥
যেই জনে ভক্তি করি কৃষ্ণ নাম লয়।
ভারত ভূমি হন্তে তবে সে নর তরয়॥
হরি বংশ ভাগবত ব্যাসের রচিত।
শিব নারায়ণ যুদ্ধ কাব্য অতুলিত॥
সেই কথা কহিবাম করিয়া পয়ার।
শ্রোতাগণে পদদোষ ক্ষমিবা আমার॥

শেষ ঃ—

গোবিন্দ চলিয়া গেল দ্বারিকা নগর।
আপনা গৃহেতে চলে বাণ নৃপবর॥
দ্বারিকাতে চলি গেলা দৈবকী নন্দন।
কৃষ্ণগত চিত্ত রাজা চলিলা তখন॥
বাণযুদ্ধ পুস্তক যেবা শুনে এক মনে।
লঙ্ঘিতে না পারে জ্বরে সত্যের কারণে॥
যাহার গৃহেতে বাণ পুস্তক রাখএ।
গ্রহ দোষ লঙ্ঘিতে না পারে গৃহএ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে বৈকুণ্ঠেতে স্থান।
জন্মে জন্মে ভক্তি রৌক গোবিন্দ চরণ॥

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুই জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে একজন 'ক্রিয়াযোগসার'প্রণেতা অনন্তরাম দত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ভণিতাগুলি এই ঃ—

(১) দ্বিজ রামচন্দ্র কহে আজ্ঞা যে পাইয়া।
অনিরুদ্ধ উষার কথা শুন মন দিয়া॥
শ্রীরতি বন্দম সুত দ্বিজ রামচন্দ্র।
উষার হরণ কহে করি পদ বন্ধ॥

(২) কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে,
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সে যে দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

২৫। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা।

আরম্ভ ঃ—

করজোড়ে বন্দম্ হরি গোবিন্দ চরণ।
কামিনী মোহন রূপী প্রথম যৌবন।
কেলি করে শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায়।
কদম্ব হেলানে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
খঞ্জন গমনী রাধা খলি পরিধান।
ক্ষীর দধি লৈয়া রাধা মথুরা পয়ান॥

নমুনা ঃ—

ধর ধর করি হরি উঠিলেক কোপে।
ধরিয়া আনিল রাধা যত শিশু গোপে॥
ধূলা মেলা মারে রাধার চক্ষু মুখ ভরি।
ধমকিয়া বোলে রাধা ভাল নহে হরি॥
না করসি ভাল কর্ম্ম নন্দের কুমার।
নষ্ট হবে নন্দঘোষ দোষে যে তোমার॥
নন্দের ঘরের ধেনু অন্ন দিয়া পোষে।
নষ্ট হবে নন্দ ঘোষ তোমার হে দোষে॥

ভণিতা ঃ—

শ্রীকবিচন্দ্র দাসে বলে এই চৌতিশা।
পড়িলে সকল মনে হইবে ভরসা॥

২৬। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানির নাম কি ছিল, জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানি যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। যোগের অনেক তত্ত্ব কথা আছে। মুদ্রাসাধন, আসন বিচার, ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ী বিচার, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কঠিন যোগশাস্ত্রীয় বিষয় সকল সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। আরও দুঃখের বিষয় যে, লেখক ইহার কোন কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেখানে গুরুনিষেধাৎ লেখক নিজেই কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, পাঠকগণকে সেইস্থানে লেখকের গুরু 'প্রমদনের' শরণ লইতে বলিয়াছেন। যথা :—

ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে।
প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে॥

মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতানও এই কারণেই তাঁহার 'জ্ঞান প্রদীপের' পাঠকগণকে প্রেমানন্দের বা প্রমদনের শরণ লইতে বলিয়াছেন। 'জ্ঞান প্রদীপ' ও সমালোচ্য এই গ্রন্থখানিতে একই ভাষা দেখিতেছি কেন? কে কাহার যশঃ হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা সহজ নহে উপরে আমরা 'জ্ঞান প্রদীপের' পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তাহাতে যে অল্প স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রায় অবিকল এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সময়ান্তরে দুই গ্রন্থের আবার একত্র আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

ইহার রচয়িতার নাম গুণরাজ খান। ইঁহাকে লইয়া তবে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন 'গুণরাজ' পাওয়া গেল, মালাধর বসু, হৃদয় মিশ্র, ষষ্ঠীবর সেন, আর এই গুণরাজ। অবশ্য প্রথম তিন জনের 'গুণরাজ' উপাধি মাত্র। শচীপতি মজুমদার নামক কোন মহাশয়ের আদেশে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ভণিতায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

'গুরু প্রমদনের পায় রহৌক ভকতি।
যাহার প্রসাদে জন্ম কহি নানা রীতি॥
মজুমদার শচীপতি রসিকের গুরু।
প্রতাপে কেবল সূর্য্য দানে কল্পতরু॥
হেন শ্রীশচীপতির পাই সন্নিধান।
কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান॥

গ্রন্থের যে অংশখানি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাদের নিবাস কোথায়, জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও তাহা বড় প্রাচীন। ইহার আর এক স্থানে দেখা যায় :—

এ ভূত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
কতুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ॥
শুদ্ধকে আছএ এক গ্রাম করিপুর।
সুনগরে সুনগরী সুসাধু প্রচুর॥
তথা গেলে জানিবা যে এই স্থান স্থিতি।
হরিদাস রায় তথায় পুরির আরতি॥
সেই প্রমদনের চরণে যেবা রয়।
গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয়॥

ইহা হইতে কোন তথ্য নিষ্কাশন সম্ভব হইলে, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। এই গ্রন্থ সাধারণের অনধিগম্য।

২৭। তুলসী চরিত্র।

প্রারম্ভ :—অথ তুলসী জন্ম।

রসিক জনের সঙ্গে বসি মনোরঙ্গে।
মন দিয়া শুন কহি তুলসীর রঙ্গে॥
* * *
সারদার চরণে মাগিএ পরিহার।
তুলসী চরিত কিছু করিমু প্রচার॥
পূর্ব্বে এক আছিলেক বৃন্দা নামে সতী।
শঙ্খ নামে আছিলেক তাব নিজ পতি॥
মহাবল পরাক্রম প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
জিনিলেক দেবগণ দেব পুরন্দব॥
বাহু বলে মাবি সব জিনিল সকল।
দেবগণ হইলেক চিন্তাএ বিকল॥
ব্রহ্মার চরণে দেব কৈলা নমস্কার।
এই দুরাচার কেনে না কর সংহাব॥

শেষ :—

বিষ্ণুর সমান কবি তুলসী সেবিব।
সব তীর্থ চাবি ধর্ম্ম একথানে পাইব॥
পরকালে সুখভোগ তুলসী সেবএ।
সর্ব্ব কাল সুখে থাকে অন্তরে সুখ পাএ॥
ব্রহ্মা বোলে গঙ্গা কেনে হয ভ্রম।
আপনে ভাবিযা চাহ তুলসী জনম॥
ব্রহ্মাব বচনে গঙ্গা চলি গেলা ঘব।
তুলসী চলিযা গেলা পৃথিবী ভিতর।
তুলসী চরিত্র কথা যেই জনে শুনে।
অন্তকালে পাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

ভণিতা :—

পরাশর পণ্ডিত সুত দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসী মহত॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র। হস্তলিপির তারিখ ১১৯২ মঘি ১৩ পৌষ।

২৮। শীত-বসন্ত পুস্তক।

এই পুঁথিব একখানি মাত্র পাতা পাওযা গিয়াছে। তাহা দ্বাবা ইহার বচয়িতার নাম বা পুঁথিব আকাব কিরূপ ছিল, জানিবাব উপায নাই। আবম্ভ এইরূপ :—

শুনহ রসিকজন রহস্য কথন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করহ শ্রবণ॥
সুরসেন রাজা ছিল কাঞ্চন বসতি।
শীত বসন্ত তাহার এই দুই সন্ততি॥
দুই শিশু জন্মিলেক রূপের নাগর॥
দেখিয়া রাজার মনে হরিষ অন্তর।
এক বিংশতি দিন হইল দুই কুমার।
পুত্রমুখ দেখি রাজা হরিষ অপার॥
আনন্দে আছয়ে রাজা আপনা ভুবন।
কত দিন পরে হইল রাণীর মরণ॥
আচম্বিত এই বার্ত্তা পাইল রাজন।
রাণীর যে শোকে রাজা করযে ক্রন্দন॥

২৯। মনসামঙ্গল গায়ন।

দেখিয়া বোধ হয, এই শ্রেণীব কাব্যগুলি সেই কালে অভিনীত হইত। এই দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটী, ধুযা অভিধেয ভিন্ন ভিন্ন অংশ বচিত এবং তদংশেব অভিনযেব জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত দেখিতেছি। 'কথা' স্থলে কোন কোন স্থানে "কাণ্ডকথা" লেখা আছে। 'কথা'ব ভাষা গদ্য, অপব সকলেব ভাষা পদ্য।

গ্রন্থখানি সমগ্র পাওয়া যায নাই। আবম্ভ ভাগেব ও শেষেব কত পাতা পাওযা যায নাই, বলা যায না, কাবণ কোথাও পত্রাঙ্ক নাই। গ্রন্থকারেব নাম নাই। হস্তলিপিব তাবিখ না থাকিলেও দেখিয়া বোধ হয, উহা অন্ততঃ ষষ্টি বৎসব পূর্ব্বেব লেখা। ইহা যে চট্টগ্রামে বচিত হইযাছে ;- তৎসম্বন্ধে সন্দেহ কবা যায না।

গ্রন্থকাব প্রথমেই জমাদাব সাহেব, কালুযা, হাড়ি (মেথব) ও মেথবাণীকে আসবে

আনিয়া একটা বিকট হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের ভাষা কিরূপ, দেখুন—

কথা।

তোমরা কোন লোক হে, মহারাজকো
নগরমে এত্তা রাইতমে ঝুম্‌ঝাম্ কিয়া?
হে আমারা যাত্রাওয়ালা গাইন্ হে।

কথা।

আবে ভাই তোম্‌লোক্ কোন্ হে?
আরে হাম্ মহারাজকা জমাদার হে?
আরে তোম্ কাহা চলতে হো?
আরে হাম্ কালুয়া হাড়ি বলানেকওআস্তে
চলতে হো।

কালুয়া হাড়ির গান।

মেরা কোন্ বোলাহে চিন্তে নারি,
সারা রোজ হুজুরমে দিযে হাজিরি।
ঝাকরি দিয়া, ছাকরি কিয়া,
ফের্ কিস্তেরে বোলাহে বুজগেঁ নারি॥

ইহার পর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা কিরূপ হইল, জানা যাইতেছে। এখানে দুই এক পাতা নাই। তবে আসল প্রস্তাবের আরম্ভ এইরূপ:—

পটী।

চন্দ্রধর নামে সাধু চম্পক নগর।
ধনেত কুবের জিনি রূপে বিদ্যাধর॥
রাজকার্য্য করে চান্দ নগর চম্পকেতে।
সোনকাসুন্দরী হয়েন তাহান বনিতে॥
সদয় আছেন তানে দেব ত্রিপুরারি।
মহাজ্ঞান দিছেন আর হেমতানের বারি॥
পাইয়া শিবের বর দুষ্ট সদাগরে।
ত্রিভুবন মধ্যে কারে শঙ্কা নাহি করে॥
মনসার সঙ্গে বাদ করে চিরকাল।
তেকারণে মারে চান্দের ছয়টী ছাওাল।

লক্ষীন্দরকে কালনাগে দংশন করিলে সোণকা চন্দ্রধরকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহার পর কতক পাতা পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের অনেকস্থলের ভাষা উদ্ধৃতাংশের অনুরূপ।

লক্ষীন্দরকে লইয়া যাইতে সতী বিপুলা অনেক অসচ্চরিত্র লোকের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য নূতন কথা নহে। কিন্তু কবি বিপুলার সহ আমাদিগকে ধলা-মলার বাঁকে নিয়া সাহিত্য সংসারে এই নূতন কথাগুলি শুনাইয়াছেন:—

কথা।

ওরে দাদারে, ওরে ইনি য়াএ য়াএ।
ওরে ভাই, কি জন্য ডাইক্যস্?

ওরে ডাকি জে, তুই চাইব্ বিহা করিযাছস্, তবেহ যাক্কার বিহা না হইল। অখন্ বর্ সুন্দর একটী কৈন্যা জলে ভাসি যায়, তাইরে আনি যামারে বিহা গরা।

যারে ভাই, তুই কি পাগল হইযস্ না। সেই কৈন্যা জারে কবুল হএ, তে বিহা করিতে পারে। হদি কৈন্যা য়ামারে কবুল হএ, তবে য়ামার জে চাইব্ জননা আছে, হেস্তেতুন্ একটা তোরে দিযম্ য়ারি। যখন চল ধরি যানি গই।

চট্টগ্রামের কথিতভাষা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, পাঠক মহাশয়কে কত কষ্ট করিতে হইত, আমাদের এই কবির কৃপায় সেই কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিবেন, নিশ্চয়ই।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণটি পাওয়া গিয়াছে; তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

খর্ব্ব স্থূলতনু, গজেন্দ্র বদন,
গণপতি প্রথমে মানম্।
ষড়াননাগ্রজ, বিঘ্নবিরাজ,
গজস্কন্ধ ধারণ॥
মুষিক বাহন, কদ্রাণী নন্দন,
প্রকাশিতে গুণ, হএ মন ভ্রম,
খর্ব্ব কলেবর, বিনায়ক বৈমাতর,
রুধির সিন্দুর শোভন।

পরিই সন্দ, মদগন্ধ,
গতি মন্দ সুন্দর তুম্।
শৈল সুতাসুত, বিচিত্র গুণযুত,
বিঘ্ন কর নাশন॥
মুখে করি দন্ত, সুচারু মন্ত,
না পাএ তব বৃত্তান্ত,
দেব নম নরোত্তম।
ত্বং অনন্ত মহিমা, দিতে নাহি সীমা,
চতুর্ভুজ ধারণ।
ভুবন পালিতে, জীব নিস্তারিতে,
শিব আজ্ঞা হইতে লভিল জনম॥
বন্দে গণপতি, হরের সন্ততি,
দীনহীনকে কর তারণ।
হেরম্ব লম্বোদর, নিরালম্বে কৃপা কর,
রবিসুত করে তার,
হেরিএ অধম জন॥

৩০। অজ্ঞাতনামা বৈদ্যকগ্রন্থ।

বঙ্গভাষায় ইহা নূতন পদার্থ। প্রাচীন বঙ্গভাষায় বিস্তর পুঁথি আবিষ্কৃত হইলেও এ পর্য্যন্ত কোন বৈদ্যকগ্রন্থই পাওয়া যায় নাই। *

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের আদ্যন্ত নষ্ট হওয়ায় ইহার ও ইহার অনুবাদকের নামাদি পাওয়া যাইতেছে না। গ্রন্থখানি অতীব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথম পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা কত ছিল, কি করিয়া বলিব? মোট ১৭ পাতা পাওয়া গিয়াছে। কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এক কোণে "জিতরাম কানগোই" (কানুন গো) বলিয়া একটা নাম পাওয়া যায়; তাহা বোধ হয়, নকল নবিশের নাম। বহিখানি যে চট্টগ্রামী লোকের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অথ ফুলা মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।
গাও ফুলএ জার অঙ্গুলি খসি পরে।
নাক ফুলিআ চেভা হএ কথ কালে॥
এ সব লক্ষণ জার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিঅ নিশ্চিত॥
চিকিৎসা করিব তাহা জে জন পণ্ডিত।
দৈব জোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত॥

অথ চিকিৎসা।
কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি জত্তনে রাখিব।
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেত শুখাইব॥
বাবরির বীজ সঙ্গে গুণ্ডি করিব।
চারি মাসা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব॥

অন্য প্রকার।
কটু তৈল চারি সের আনিব তখনে।
সর্প মাংস এক সের আনিব যত্তনে॥
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।
একত্র করিআ পেষিবেক ভালা॥
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব জত্তনে।
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তখনে॥

অন্য প্রকার।
কুম্ভার পোআনি মত করিবেক গাত।
ভরির কুম্ভারিয়া নোয়া কেরণের পাত॥
উপরে লাগাইব চুমা লেপিব সকল।
* * লাগাইব চুমা বসিব সত্বর॥
অগ্নি জ্বালিআ তারে করিবেক সেবা।
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধুমা॥
ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ।
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন॥

অন্য প্রকার।
নিম্ব পত্র নিম্ব ফল আনিয়ে যত্তনে।
আমলকী ফল তবে আনিব তখনে॥

* বঙ্গভাষায় বৈদ্যকগ্রন্থ কবিরাজী পাতড়া নামে খ্যাত। কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে আছে, তবে নগেন্দ্র বাবু সেগুলির কোন বিবরণ কোথাও প্রকাশ করেন নাই।—পঃ পঃ সঃ

সমভাগে লই তারে করিবেক গুরা।
তিন তোলা প্রমাণে খাইব তার ছুরা॥
দুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।
খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সন্নিধান॥

এইরূপ প্রত্যেক রোগেরই একাধিক প্রযোগ নির্দ্দিষ্ট হইযাছে। যেখানে পদ্য করিবার সুযোগ হয নাই, সেখানে লেখক কেবল "তবে খণ্ডে" বা "অমুক রোগ খণ্ডে" এইটুকু লিখিযাই ক্ষান্ত হইযাছেন। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

অথ দন্তশূল চিকিৎসা।
সাবিত্রীর পত্র আনিবো যত্তনে।
দন্ত চাপাইয়া তারে রাখিব সেইক্ষণে॥
তবে দন্তশূল খণ্ডে॥

৩১। কৌশল্যার বার মাস।

আবম্ভ :—

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিবো মাএ এ চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসের পুত্র গেলা বনবাসে।
সে ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাসে॥
পুত্রের লাগিয়া মাএ বড় দুঃখ পাএ।
দিনে দিনে অভাগী মাযের পাঞ্জর শুকাএ॥

শেষ :—

পৌষ মাসেত রাম যুদ্ধে দিলা মন।
রাবণের সনে রাম আরম্ভিলা রণ॥
রাবণ বধিযা সীতা করিলা উদ্ধার।
সমুদ্র বান্ধিযা রাম সৈন্য কৈলা পার॥

ভণিতা নাই।

৩২। রামচন্দ্রের বার মাস (চৌতিশা)।

আবম্ভ :—

মাঘে মারীচ আইল মায়ারূপ ধরি।
মরিতে রাবণ রাজা সীতা কৈল চুরি।
মারিনু রাবণ রাজা মনে কৈলুম সার।
মদন আনন্দ-বাণে করিনু সংহার॥
ফাল্গুনে ফাফর চিত্ত সীতা অদর্শনে।
ফলিল প্রমাদ বড় জানকী-রমণে॥
ফিরিযা না দেখয মুঞি জনকনন্দিনী।
ফুকরি ফুকরি কান্দে রাম রঘুমণি॥

শেষ :—

পৌষে পিরীত পাকে চলে বিভীষণ।
পরম পিরীত পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পরম পিরীত পাইল রাম রঘুমণি।
প্রেমে আলিঙ্গন কৈলা ভরতে তখনি॥

ভণিতা :—

রাম রাম রাম রাম রাম রঘুপতি।
জগত বল্লভে বোল উদ্ধার রঘুপতি॥

৩৩। শ্রীমন্তের চৌতিশা।

আবম্ভ :—

করযোড়ে শ্রীঅপতি করয়ে স্তবন।
কি হেতু করুণামহি হইয়াছ বিমন॥
কমল না দেখি আমি কালিদহের জলে।
কাটিবারে আনিযাছে রাথ পদতলে॥

শেষ :—

হারাইলাম বল বুদ্ধি হইলাম কাতর।
হরিষে দরশন দেয় নৃপতি গোচর॥
হুঙ্কার মারিযা বৈরী করহে সংহার।
হরিহরে না বুঝায়ে চরিত্র তোমার॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিশু মুই কি বোলিমু আর।
ক্ষম অপরাধ জানি দাসীর কুমার॥

ভণিতা :—

ক্ষয করি রিপু সৈন্য ক্ষণ্ডযাও আপদ।
ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ॥

৩৪। কণ্বমুনির পারণা।

এই নামের দুইখানি পুঁথি পাইযাছি। দুইখানির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। একখানির ভণিতা আছে, অপরখানির নাই। এইখানির চরণ সংখ্যা ২৭২।

আরম্ভ :—

এমত অপূর্ব্ব কথা আছয়ে সংসারে।
বৈকুণ্ঠের নাথ হরি নন্দ ঘোষের ঘরে॥
নন্দ যশোদা পূর্ব্বে হরিভক্ত ছিল।
ভক্তির কারণে তারা কৃষ্ণ পুত্র পাইল॥
রামকৃষ্ণ পাইআ রাণী মনে বড় সুখ।
নআন ভরিআ দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ॥

শেষ :—

মুনির সাক্ষাতে আইলা যশোদা রোহিণী।
মুনি বোলে কোলে লও তোমার নীলমণি॥
আইস আইস বোলি বাণী তুলি লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥
মুনি বোলে গোকুলেতে থাক নন্দরাণী।
অথনে গমন করি দেঅত মেলানি॥
রাণী বোলে আশীর্ব্বাদ কর তপোধন।
মোর মনে এই সাধ পুরাও অথন॥
মুনি বোলে আশীর্ব্বাদ করিলাম আমি।
ঘরেত লইআ জাও তোমার নীলমণি॥

ভণিতা :—

আশীর্ব্বাদ করি মুনি গমন করিলা।
দ্বিজ মাধবে কৃষ্ণের চরণ বন্দিলা॥

৩৫। কণ্বমুণির পারণা।

ইহাতে হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা অতি অপ্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীতারিণীচরণ দাস, সাকিন আনোআরা জেলা চট্টগ্রাম। চরণ সংখ্যা ৪৫৬।

আরম্ভ :—

শুন শুন সর্ব্বলোক হইআ একমন।
কণ্ব মুনির পারণা কথা করহ শ্রবণ॥
এক দিন উপবাস মুনির কুমার।
পারণা করিতে গেল নন্দঘোষ ঘর॥
উপস্থিত হইল মুনি ক্ষুধাএ বিকল।
ক্ষুধাএ তিষ্ণাএ মুনি হইছে পাগল॥
নন্দঘোষ নন্দঘোষ ডাকে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধাএ পীড়িত হইআ মুনিবর ফিরে॥
নন্দঘোষ বাথানে, যশোদা আছে ঘর।
গৃহে থাকি যশোদাএ পাইল খবর॥

শেষ :—

কণ্ব মুনির পারণা কথা বড়ই কৌতুক।
যেই জনে শুনে সেই জাএ বিষ্ণুলোক॥
গ্রহন্ত শুনিআ যেই না লয় কৃষ্ণনাম।
নিতান্ত জানিঅ তারে বিধি হইল বাম॥
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি যেবা অন্য কথা কহএ।
বহুপাপ হঅ তার জানিঅ নিশ্চঅ॥
এই গ্রহন্ত যেবা লিখিআ রাখএ।
গ্রহন্ত প্রভাবে তার লক্ষ্মী না ছাড়এ॥
এই কণ্ব মুনির পারণা কথা (থাকে) যার ঘরে।
জন্মে জন্মে লক্ষ্মী দেবী তাহারে নাহি ছাড়ে॥

৩৬। শনির পাঞ্চালী।

ইহার শেষ একপাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পত্রগুলির শেষ পৃষ্ঠার লেখা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লেখা বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ২৯। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্ম করি নমস্কার।
তোহ্মার প্রসাদে জ্ঞান শরীরে আহ্মার॥
আদি দেব প্রণমোহ দেব নারায়ণ।
সহস্র প্রণাম করম্ তোমার চরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যথেক দেবগণ।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহার চরণ॥
হিমালয় তনয়া মাতা বন্দম এক চিত্তমনে।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহান্ চরণে॥
জ্ঞান হইতে বর মাগম তুহ্মি সবের ঠাই।
জ্ঞান হউক মোর অঙ্গে এই বর চাই॥

ভণিতা ঃ—

এই বর দিআ সূর্য্য গেল নিজ বাস।
শনির পাঞ্চালী রচে কবি কালিদাস॥
বাণীপুত্র কালিদাস দেবীপদে আশ।
শনির পাঞ্চালী কিছু করিল প্রকাশ॥

৩৭। সত্যপীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের পঞ্চম সংখ্যক পুঁথিতে পূর্ব্বে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। সেইটি ও এইটি অভিন্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আরম্ভে ও শেষে এইখানিতে কিছু বেশী আছে। অন্যান্য স্থলে বোধ হয় একই।

আরম্ভ ঃ—

প্রণমোহ সত্যপীর পরম কারণ।
তান নাম লৈলে নরে তরিব শর্মন॥
সত্যপীর হজরত পীর বুজুরুআ।
মুছলমানে ত জন্ম প্রভু ছিন্নি লাগিআ॥
যেই বর মাগে লোকে সেই বর পাঅ।
বর পাইআ লোকে সব করে একি দাঅ॥
একদা করিয়া ছিন্নি করে যেই জন।
সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার দারিদ্র্য মোচন॥

শেষ ঃ—

দেঅ মোরে পদছাযা, কেএ বুঝি তোমার মাআ,
ভক্তি হউক তুআ পদ পাএ।
জেবা শুনে যেবা গাহে, সহ পড়ে সর্ব্বথাএ
বাঞ্ছা সিদ্ধি হউক লীলায়॥
আমি হীন মতি, না বুঝি পদের গতি,
অপরাধ ক্ষেম রাঙ্গা পাএ।
পণ্ডিত যে মহামতি, দোষ ক্ষেএ রাতি রাতি,
উপহাস্য না হএ উচিত।
নাঞি মোর দিব্য চক্ষে, আরোজ করম দুঃখে,
মন্দ না বোল পুনি পুনি।

ভণিতা ঃ—

শুচিয়া গ্রামে স্থিতি, ফকিরচান্দ হীনমতি,
পীরের পদে কোটী নমস্কার।

ইতি সন ১১৪০ সন তারিখ ৪ চৈইত্র বোজ মঙ্গলবার, এই পুস্তক শ্রীমনু বড়ুআ সাং রুদুরা, জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার লেখক কেবল 'আকার' 'একার' দিয়াই যথেষ্ট মনে করেন নাই, তত্তৎস্থলে স্বতন্ত্র 'আকার' 'একার'ও দিয়াছেন; যেমন 'খেম' 'না হএ' এই দুই স্থলে লেখা হইয়াছে 'খেএম', ও 'নাআ হএ'। এইরূপ অনেক স্থলে। 'য' এর ব্যবহার নাই বলিলেও হয়। শুচিয়া,—চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রাম। পত্র সংখ্যা ১১, কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা —

৩৮। নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী।

আরম্ভ ঃ—

প্রণমোহ নারায়ণী জগত জননী।
আদি অনাদি দেবী শিব সনাতনী॥
হরি হর ব্রহ্মা আদি ভাবে মনে মন।
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার সৃজন॥
সুর মুনি তোমা পুজা করে তত্ত্ব জানি।
সুখ মোক্ষ দুঃখ দাতা হরের ঘরণী॥
মৈষাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ ঘাতিনী।
কার্ত্তিক গণেশ মাতা ব্রহ্ম নারায়ণী॥

শেষ ঃ—

এক চিত্ত হইয়া যেবা পাঞ্চালী শুনএ।
কোন দিন সেই নরে দুঃখ না ভোগএ॥
* * * *
* * * *
নহি জানম্ সর্ব্ব তত্ত্ব না জানম পদবন্ধ।
অপরাধ ক্ষেমহ না জানম ভালো মন্দ॥
ভক্তি ভাব নাহি জানি না জানি পূজাক্রম।
সেবক রক্ষণে মাও না ভাবিও ভ্রম॥
পরলোকে কর মোরে তুযা পদে লীন।
স্বইচ্ছাএ বিকাইলুম তুমি মোরে কিন॥

ভণিতা :—

ব্রতীগণ ভাগ্যবতী কি কৈমু কথন।
চণ্ডীদাস দেয কহে শিব নারায়ণ॥

"ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইংজী, সন ১১৭৯ মঘী তাবিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বোজ বৃহস্পতিবাব তিথি চতুর্দ্দশী শ্রীবামমোহন দাস পালিত।" পত্র-সংখ্যা ১২। বচযিতা "চণ্ডীদাস দেয" না "শিবনাবায়ণ" ?

৩৯। লক্ষ্মী চরিত্র।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয পাত ও বচয়িতাব নাম নাই। পুঁথিব লেখকই বচয়িতা কিনা বুঝিলাম না। প্রাপ্তপত্রগুলির সংখ্যা ১০; কাগজেব এক পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। দ্বিতীয় পত্রে আরম্ভ :—

লক্ষ্মীর চরিত্র কথা মধুরস বাণী।
শুনিলে শ্রবণ তুষ্ট অমৃত কাহিনী॥
প্রণমহ নারাযণ লক্ষ্মীদেবী পতি।
তদন্তরে প্রণমোহ দেবী সরস্বতী॥
সরস্বতীর পাদপদ্ম করি নমস্কার।
লক্ষ্মীর চরিত্র গীত সঙ্গেত অপার॥

* * *
* * *

মেরু শৃঙ্গাসনে হরি আছন্ত বসিযা।
লক্ষ্মীরে কহন্তি কথা কৌতুক করিযা॥
কোন দোষ দিযা যাও পুরুষ ছাড়িযা।
কোন্ কোন্ ঘরে দেবী বেড়াও ভ্রমিযা॥
সে সব রহস্য কথা কহ মোর স্থানে।
তোমার কাহারে প্রেম শুনিয়ে শ্রবণে॥

শেষ :—

নিরবধি দেবতারে পুজে যেই জনে।
সেই ভক্ত গৃহে থাকি শুন নারাযণে॥
দিবাতে পঠএ কিবা পঠএ রাত্রিতে।
যেই জনে পঠে শুনে থাকি আমি তাতে॥
শ্রীহবি ভাবিযা যেবা করে মনস্কাম।
সে জন উদ্ধার হৈতে না হৈব সংগ্রাম॥
লক্ষ্মীর চরিত্র যেবা করএ প্রচার।
দুঃখদশা নাই তার প্রতিষ্ঠা অপার॥
বিনি যজ্ঞে বিনি হোমে উপাসনা বিতে।
সত্য সত্য এই প্রভু কহিলুম তোমাতে॥

"ইতি শ্রীহবি কমলা সম্বাদে লক্ষ্মীচরিত্র পাঞ্চালিকা সমাপ্ত। যদক্ষবং পবিভ্রষ্টমিত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১১৮০ মঘী তাবিখ ২৫ কার্ত্তিক।

শূন্য বেদ মুনি চন্দ্র শকাদিত্য মত।
গিরিজার সুতে দিনমণি গ্রহ তাত॥
ভূত হস্ত অংশ ভোগ সায়মুপস্থিত।
কাব্যবারে লিপি লেখা হইস পূর্ণিত॥*
শ্রীজিত রাম নাথস্য পুস্তকং।
শ্রীহরি চরণে মম ভক্তি রস্তু।"

৪০। রাম বনবাস।

এই পুঁথিখানির বচনা কখন হইযাছে, জানি না। কোন ভণিতাও নাই। বচনা ভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক ভাব উভযই আছে। গান, পযাব, ধুয়া, পটী ছড়া ইত্যাদি নাম শিবোদেশে স্থাপন কবিয়া তন্নিম্নে পযাবে বা ত্রিপদীতে বক্তব্য বিষযেব সমাবেশ আছে। ইহা এক প্রকাব দৃশ্য কাব্য মাত্র। হস্তলিপিব তাবিখ নিতান্ত আধুনিক—পঞ্চাশ বৎসবেব কিছু উপব। আবশ্যক হয় ত, পবে বিস্তৃত বিববণ দেওয়া যাইতে পাবিবে। বচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ

* অর্থাৎ ১৭৪০ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে ২৫শে তাবিখ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে "লিপি লেখা হইল পূর্ণিত।"

আরম্ভ :—

অযোধ্যাখণ্ডের কথা অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে বিপদ খণ্ডে পাপ বিমোচন॥
শুনিতে অযোধ্যাখণ্ড পাষাণ বিদরে।
যেই হেতু মহারাজা দশরথ মরে॥

* * *

মুনিগণ আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
রাজার সভাএ সব হইলেন উপস্থিত॥
আহ্লাদেতে জিজ্ঞাসা করেন নৃপবর।
কি হেতু তোমারদিগের হইল আগমন॥

* * *

গান।

তোমার রামেরে দেহ রাজসিংহাসন।
শুন শুন মহারাজ।
রামে রাজা কর রাজা, রাজ্য কর সমর্পণ॥
শুন শুন নরপতি, প্রজার এই অনুমতি,
অধিবাস করি রাজা, রাজা কর নারায়ণ॥

* * * *

শেষ :—ছড়া : (অর্থাৎ অধিকারীর উক্তি)।

কিষ্কিন্ধ্যাতে যাই রাম বধিলেন বালী।
সুগ্রীবের সনে রাম করিলেন মিতালি॥
সীতাকে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
সাগর বান্ধিয়ে লঙ্কা করিলেন গমন॥

* * * *

বিভীষণকে রাজা কৈলেন লঙ্কার মাজারে।
চলিলেন দেশেতে সীতা করিয়া উদ্ধারে॥
রাক্ষসী বানরী চলিল রাম সঙ্গে।
অবিলম্বে আইল রাম অযোধ্যাযে রঙ্গে॥
ভরতে করিয়া আছে অগ্নির সাজন।
প্রবেশিব হেন কালে হইল দরশন॥

* * * *

ভরতেরে লইয়া কোলে রাম রঘুমণি।
অযোধ্যায়ে সকলে করে রাম জয়ধ্বনি॥

৪১। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথিখানি যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বালোচিত পুঁথি ও ইহা একই হাতের ও একই সনের লেখা। ইহাও দৃশ্য-কাব্য। সম্ভবতঃ এই সকলই পূর্ব্বকালে অভিনীত হইত। পয়ার, গান ও ধুয়া সন্নিবেশিত পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে সমগ্রগ্রন্থ লিখিত। রচনাপ্রণালী নবীনে পুরাতন মিশানো। কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার রচিত হওয়া সম্ভব কি?

আরম্ভ :—

পশু সঙ্গে শিশু রাম, জিনিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ধাম,
বালী রাজা বধিল রণেতে।
বান্ধিয়া পয়োধিবন্ধ, বধিলেক দশস্কন্ধ,
অবহেলে উদ্ধারিলেন সীতে॥
দেশেতে আসিএ রাম, বসিয়া অযোধ্যাধাম,
লক্ষ্মণ সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা।
সীতা না রাখিবো দেশে, শীঘ্র দেও বনবাসে,
নইলে হবে কলঙ্ক ঘোষণা॥

* * * *

সীতা বনবাস দিএ, শ্রীরাম সুমন্ত লইয়ে,
ভাবিছেন মন্ত্রণা উপায়।
পিতৃলোকের ব্রহ্মশাপ, ঘুচাইব মনস্তাপ,
তাহা নইলে জীবন বৃথাএ॥

* * *

শেষ :— গান—খয়তাল।

পিতা সুধাও কি গো আর।
এ চিন্তার জ্বর চিন্তামণি ছাড়ে নিযাছে।
আমার পুত্র হইএ বৈরী, হইল প্রাণের বধী,
আমা অনাথিনী কৈরেছে॥
আমার লাগিএ দেওর শক্তিছেল বুকে ধারণ
কৈরেছে।
আমাএ সেহ বাম হইএ, গিএছে ছাড়িএ,
শিরছেদে কি আর প্রাণ বাচে॥

ভণিতা :—

(১) ভণে কীর্ত্তিবাস অতি, দেখিএ আকৃতি,
চিন্তা মন প্রাণ ভুলাছি।

(২) প্রমাদে পরাণ গেলো, সূর্য্যবংশ নিপাত হইল,
কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি রইল, সকলি হইল অসার।

৪২। বলি ছলন-গায়ন।

এই খানি ও পূর্ব্বোক্ত দুই পুঁথিব লেখা একই হস্তেব। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। গান, পটী, ধুয়া ইহাতেও আছে। সম্ভবতঃ এই তিনখানি পুঁথি একই সময়ে বচিত হইয়াছিল।

আবম্ভ :—

শুন সবে প্রশংসা করি সার।
জথ যুগে হইল হরি জন্ম অবতার।
অন্য অবতার কথা করিবেক ব্যক্ত।
কারণেহ কি কহিব ব্যক্ত তার শক্ত।
সত্য যুগ অবতাব কশ্যপেব ঘরে।
তথাএ জন্মিল বামন অদিতি উদরে।
নয় বৎসর বয়ঃক্রমে বামন যখন।
যজ্ঞ উপবীত দিলেন তবে কশ্যপ তপোধন।

শেষ :—

— পটী।

এথ শুনি প্রতিজ্ঞা করিল তিনবার।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার।
সত্য বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করিলেন বামন।
তিন পাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলো তখন।
রাজা বোলে বুঝি নাই বোল আরবার।
বুঝিএ বামন বোলেন এই সমাচার।

ভণিতা :—

আমি অতি মূঢ়মতি, পাইআছি গোলোকের পতি,
দ্বিজ দুর্গ প্রসাদে কহে এমন যজ্ঞ হবে কাব।

৪৩। বিপুলার বারমাস।

আরম্ভ :—

ভাদ্র মাসেতে মুঞি ভাবিয়া মনসা।
মরা প্রভু জীয়াইতে মনে কৈল আশা।
ভাসিতে ভাসিতে গেলুম গৃধিনীর বাকে।
মরুআর গন্ধ পাইআ গিলিবার আইসে।

শেষঃ—

শ্রাবণ মাসেতে শুক্ল পঞ্চমী তিথিরে।
পূজা দিয়া ধনে জনে আ'লুম নিজঘরে।
এক লক্ষ বলি দিয়া পুজিব পদ্মাবতী।
ঘুচিব সকল দুঃখ পাইবাম পতি।

ভণিতাঃ—

রামদাস সেনে বোলে সনকা রূপবতী।
মরা পুত্র জিয়াইলা তুমি ভাগ্যবতী।

৪৪। নিমাই সন্ন্যাস।

এখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। চবণ সংখ্যা ১৬৮ মাত্র। হস্তলিপিব তাবিখ আধুনিক। দুই স্থলে দুই জনেব ভণিতা পাওযা যাইতেছে। চট্টগ্রামে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওযা যায, কিন্তু এইখানি ভিন্ন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অন্য কোন গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই। তাই মনে হয়, নিম্নশ্রেণীতে ভিন্ন চট্টগ্রামে চৈতন্য মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকটিত হয নাই। এখানি বেশ সুন্দব।

আবম্ভঃ—

বন্দ মাতা সিন্ধু-সুতা করি পুটাঞ্জলি।
কৃপা কর নারাযণী কহি পদাবলী।
সুধামৃত কৃষ্ণ কথা দিবেন যোগাই।
যেন মতে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই।
নৈবাকাব নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন।
মৎস্য কূর্ম্ম ববাহশ্চ রূপ বে বামন।
* * * *
নিমাই রূপে গৌরহরি নদিআ প্রকাশ।
যেন মতে কৈলেন প্রভু আপনে সন্ন্যাস।

শেষঃ—

নিমাই আসিলেন শুনি, ধাএন শচী ঠাকুরাণী,
বিষ্ণু ধাএ বিদ্যুতের প্রায়।

শচী বোলে বাছা মোর, কে গৈরাইল কৌপীন ডোর,
বোল মাএর কি হবে উপায়।
শচীমাতা গৌরাঙ্গ, তিন জন হইল সঙ্গ,
ভকতের পুরিল মনের আশ।

ভণিতা—

(১) কবি শঙ্কর ভট্টে কএ, ভাবিযা কলুষ ভয,
অন্তে গৌরাঙ্গ রাথ দাসের দাস।
(২) সদানন্দ বোলেন গৌর করিবেন সন্ন্যাস।
জগ নিস্তারিলেন গৌর আমি সে নৈরাশ।

"ইতি সন ১২২৩ মঘী তাবিখ ৩ শ্রাবণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ (ভট্ট) পীং সদানন্দ ব্রাহ্মণ সাং কদলপুব।" কদলপুব—চট্টগ্রাম উত্তব বাউজান মুনসেফীব এলাকাস্থিত একটি গ্রাম। তথায বহু ভট্ট ব্রাহ্মণেব বাস। সম্ভবতঃ এই গ্রাম হইতেই গ্রন্থখানি বচিত হয। বলিযা বাখা ভাল, ইহাব অধিকাংশ স্থলই শঙ্কব ভট্টেব লেখা।

৪৫। লক্ষ্মণ-শক্তিশেল।

এখানি বামাযণেব লক্ষ্মণ-শক্তিশেলেব বিশদ বিবৃতি, বলাই বাহুল্য। হস্তলিপি বড় বেশী দিনেব নহে। কৃত্তিবাসেব ভণিতা আছে; কিন্তু বামাযণেব লেখাব সহিত মিলে না। কোন ছদ্মবেশী লোক কৃত্তিবাসেব নামে ভণিতা দিয়া যান নাই ত? হস্তলিপিব তাবিখ নাই।

আবম্ভ—বেদে বামাযণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিহা।
অযোধ্যা কাণ্ডে গেল রাম রাজ্য হারাইয়া।
রাজ্য গেল বাপ মৈল অযোধ্যার কাণ্ডে।
অরণ্য কাণ্ডে হরিল সীতা রাজা দশস্কন্ধে।
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্র হইল পরাজয়।
কিষ্কিন্ধা কাণ্ডেতে কটক মর্জ্জয়।
সুন্দরাকাণ্ডে কৈল রাম সাগর বন্ধন।
বিভীষণ রাজা আসি হইল মিলন।
লঙ্কাকাণ্ডে কৈল রাম যুদ্ধের সাজন।
রাবণের শত পুত্র করিল নিধন।

শেষঃ—

হরসিতে রহে সবে হইয়া সাবধান।
রাবণ বধিতে যুক্তি করে নারাযণ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিল অদ্ভুত রামায়ণ।
এক মনে শুনে যেবা সুখে রাজ্যবাস।
অন্তকালে স্বর্গে যায শক্র হয় নাশ।
এহকালে ধন বস্ত্র বাড়িব (সত্বরে)।
ধনবন্ত পুণ্যবন্ত সুখে রাজ্য করে।
যেই জনে পঠে শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে প্রসন্ন হয রাম নারাযণ।

ভণিতাঃ—

মুরারি ওঝার নাতি নামে কীর্ত্তিবাস।
রামাযণ বচিলেক গঙ্গা কুলে বাস।
পলি গ্রামে ঘর তাব মাণিক্য দেবী মাও।
নিত্যানন্দ সহোদর বাপ * *।
বাল্যকালে কীর্ত্তিবাসের মুখে সরস্বতী।
বাল্মীকি পুবাণ চাহি পুরাইলেক পুথি।
* * * *
এই মতে লক্ষ্মণের লঙ্কাকাণ্ডের কথন।
রাবণের শক্তিছেলে পাইল পরিত্রাণ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কহে মধুর পাঞ্চালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত কবিযা ছিকলী।
যেবা পঠে যেবা শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে অনুগ্রহ হয শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

"ইতি লঙ্কাকাণ্ডে শক্তিশেলকাণ্ড সমাপ্ত ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক।

শুদ্ধ অশুদ্ধ কিবা যেই বানদেখিবা।
অশুদ্ধ হইলে মোর অপরাধ ক্ষেমিবা।

শ্রীবামকুমাব দেবশর্ম্মা স্বাক্ষবমিদং।
এই পুস্তকের মালীক নিজ আপন সর্কার।"

গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম—আনোয়ারা ফাঁড়ির এলাকাস্থিত বাবাশত নামক গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামমণি ন্যায়ভূষণের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামেই বোধ হয় উহার নকল হইয়া থাকিবে। উপরে কৃত্তিবাসের পিতার নামটা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। 'মুজে-মাও' কি অন্য একটা শব্দ আছে, ভাল বুঝা যায় না। হিন্দুর মধ্যে ঐরূপ কোন নাম আছে কি? আরও একটা কথা বলি। বামায়ণের শক্তিশেলে বেশী ভণিতা নাই। সমালোচ্য পুঁথিতে কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক গুলি ভণিতা আছে।

৪৬। তউফা। (আলাওলের নূতন গ্রন্থ।)

কবি আলাওল ইহার প্রণেতা না হইলে এখানে আমরা ইহার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশ্যক বিষয় সকল ইহার আলোচ্য। আলাওল বৃদ্ধকালে এই সামাজিক গ্রন্থখানি পারস্য হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। 'তউফার' মূল আরবী ভাষা। তাহা হইতে মহাত্মা ইউসুফ গদা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আকার নিতান্ত সামান্য নহে। আলাওলের জীবনী আলোচনায় ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে বিবেচনায় এখানে এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সম্ভবতঃ ইহাই আলাওলের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মের আমলে রাজার অমাত্য শ্রীমন্ত ছোলেমানের অনুরোধে গ্রন্থখানি বিরচিত হয়। পদে পদে কবি ছোলেমানের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। রোসাঙ্গ-রাজদরবার হইতে আলাওলের সকল কাব্য গুলিই রচিত। এই শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে কবি আলাওল কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত লোর চন্দ্রাণীর শেষাংশও রচনা করিয়া দেন। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর রচনাকাল নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থও সপ্তদশশতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অন্যান্য গ্রন্থে রোসাঙ্গরাজের স্তুতি বর্ণনায় আলাওল পঞ্চমুখ, এই গ্রন্থে তাঁহার সামান্য উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষার ৪ অংশ বাঙ্গালা, অপর অংশ আরবী। আরবী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা দেওয়া বড় সহজ নহে। অজ্ঞ মুসলমানের হস্তে পড়িয়া আলাওলের সুন্দর কাব্যগুলির বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। এখনও মূল হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থগুলির প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আলাওলের কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নবান হউন। এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে।

'তউফার' অর্থ হাদিয়া অর্থাৎ হিন্দুদের যেমন সংহিতাদি। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

১ ৩ ৫
(১) সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক।
রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক।
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে-না পাইল।

এবে আম লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার॥
(২) সপ্ত শত একাশী বযেত কৈল সার।
রবিউল আথেব দশ দিন সোমবার॥

উদ্ধৃত বাক্য দুইটি গ্রন্থেব বচনা কাল বলিযা বুঝা যায, কিন্তু আমবা কোনরূপ সিদ্ধান্ত কবিতে পাবি নাই। আলাওলেব অনুমিত আবির্ভাব কালেব সহিত সামঞ্জস্য কবা যায় না।

আবম্ভ :—

শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমূল।
ডাকুযা সমান সঙ্গে যথেক রছুল॥
যাবতে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাঝারে।
যথেক রছুল নবী থাকিবেক দ্বারে॥
হেন মহম্মদ নবী সংসারের সার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সমান নাই যার॥
পাতকী তরাণ হেতু অবতার পূর্ণ।
গিবি সম পাতক স্মরণে হয় শূন্য॥
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড।
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কালজ্ঞাপক প্রথম অংশেব পব এইরূপে গ্রন্থেব ভূমিকা আবম্ভ হইযাছে :—

সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা।
অধিক মহিমা যায, দৈবের নির্ব্বন্ধ তায়,
নৃপকুলে আসি করে পূজা॥
তান পাত্র দিব্য জ্ঞান, শ্রীযুত ছোলেমান,
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান, দত্য সত্য শাস্তিমান,
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা॥
* * *
আলেম সকল তথা, নানা কেতাবের কথা,
সর্ব্ব অর্থ বাখানি কহিতে।
তোহফা কেতাব বাণী, মনেতে কৌতুক মানি,
মোকে আজ্ঞা কৈলা হরসিতে॥
দেখ এই সুকেতাব, পড়িলে অনেক লাভ,
কেহ বুঝে কেহ হয অন্ধ।
যদি হয় দেশী ভাষা, পূরএ মনের আশা,
বচতাকে পযার প্রবন্ধ॥
হইলে মহৎ আজ্ঞা, না আইসে কার শঙ্কা,
অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি, হৃদয় সাহস ধরি,
রচিতে কবিনু অঙ্গীকার॥
মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন,
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম্ম, না কবিলুম কোন কর্ম্ম,
বৃথা জন্ম গোযাইলুম কালে॥
আজু কালু হৈব ভাল, এই মতে গেল কাল,
না পুরিল মনেব বাঞ্ছিত।
আছে প্রভু কৃপাময, সে পুনি অন্যথা নয,
ধর্ম্ম লক্ষ্যে নিবারন্তে চিত॥
তাকে বলি সাধু ব্যক্তি, শেষে রহে যার কীর্ত্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান।
হীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত ছোলেমান,
পুণ্যাকৃতি বসেব সুজান॥

শেষ :—

সকলের মনে প্রবেশুক এই গ্রন্থ।
মুক্তা প্রায কর্ণে কণ্ঠে পরোক মহন্ত॥
* * *
শ্রীযুত ছোলেমান সুপণ্ডিত দাতা।
আপদ্ধ সে গুণবন্ত গুণী পালযিতা॥
* * *
তান পোষ্যহীন আলাওল জীর্ণকায়।
বচিলা কেতাব কথা পযার ভাষায়॥
তান দানে শ্রুতি জল ঘন বরিষয়।
তান ভাগ্যে মুক্তাপুঞ্জ বাক্যে নিঃসরয॥
এই পুস্তকের কথা শুন দড় ভাবে।
দিন দুনিযাই দোহ লাভ হৈব তবে॥
পরিশ্রমে রচিলুম মনে করি উক্তি।
যেবা পড়ে যেবা শুনে অন্তে হৌক মুক্তি॥

সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে হিতকর এরূপ সামাজিক গ্রন্থের আলোচনায় পত্রিকার এতদূর স্থান দেওয়া উচিত নহে, জানি, কিন্তু ইহা আলাওলের চরিতাখ্যায়কদিগের গোচরে আনিবার অন্য কোন সুযোগ না থাকায় অগত্যা এই খানেই এতদ্বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

৪৭। কালিকা-মঙ্গল।

এইটি একখানি নূতন বিদ্যাসুন্দর। 'পত্রিকায়' পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে। তখন একাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া গেলেও প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এখানি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অল্প পরে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয় কাব্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনা স্থান 'উজ্জয়িনী', সুন্দরের পিতার নাম গুণাসার, মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম বত্নাবতী, বিদ্যার পিতার নাম বিক্রমকেশরী, বিদ্যার মাতার নাম চন্দ্রলেখা, বলিয়া উল্লিখিত আছে। যে যে স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন, এই কাব্যে সেই সেই স্থল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ততটা রুচিদুষ্ট হয় নাই। কবিত্ব হিসাবে ভারতচন্দ্রের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে বিস্মৃত হইয়া পাঠ করিলে, ইহাতে যে একবারে সৌন্দর্য্য মিলিবে না, এমন নহে।

সকলেই জানেন যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দরের শেষেই বিদ্যার বারমাস আছে। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে বিদ্যার বারমাসটিই সুন্দরের কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়াছে। সুন্দরের উজ্জয়িনী যাত্রার সময় ইহা গীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহার কবি আর কোথাও ভারতচন্দ্র হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া অবিকল এই বার মাসটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস্য নহে। সম্ভবতঃ কোন বারমাসী প্রিয় নকলনবিশ পরে বিদ্যার বারমাসটী প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাকালী স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজা গুণাসারকে দেখা দিলে রাজা স্তুতি করিতেছেন।

মালনী।

মায়ের চরণে নিবেদি। ধ্রু।
জননী গো মা,
হরে যারে হৃদে ধরে, সে পদ নি পাব নিরে,
অন্তরে জপিলে পাব নি।
তরাহ জগম আদি, আমি কথ অপরাধী
না জানি কোন পাপ কৈরাছি।
দয়াময়ি নাম ধর, অধম তরাইতে পার,
আন্ধারে তরাইতে ক্ষতি কৈই।
আলি আকবর মতিহীন, মনের বাঞ্ছা অনুদিন,
ত্রাণ কর পদ ছায়া দি॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ পদে 'আলি আকবর' কে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। অন্য কোথাও এরূপ নাই। হিন্দুকাব্যে মুসলমানের নাম কেন? তাহা ভণিতা বলিয়াও বুঝা যায় না।

ইহার রচয়িতার নাম নিধিরাম কবিরত্ন। বাসস্থান কোথায়, জানা যাইতেছে না। শুনিতে পাইতেছি, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী চক্রশালা নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। সেই চক্রশালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আজিমপুরের পূর্ব্বে আলি আকবর চৌধুরী নামক এক মুসলমান জমিদার ছিলেন। ইহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্ত-

মান আছে। কবি তাঁহার কোনরূপ প্রসাদ-লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রোক্ত স্থলে তাঁহার নামটি দিয়া গিয়াছেন কি? কবির পরিচয় জ্ঞাপকভণিতা-গুলি এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

(১) আনন্দে নয়নের জলে পাখানি লো পাএ।
দুর্লভ আচার্য্য-সুত নিধিরামে গাএ॥

(২) জোড় হস্তে মালিনীরে জিজ্ঞাসএ বাত।
শ্রীকবি রতনে ভণে জ্যোতির্ব্বিদ জাত॥

(৩) বন্দি বাণী পদাম্বুজ, গঙ্গারাম সুতানুত
জ্যোতির্ব্বিদ কুলেতে উৎপত্তি।
গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গাএ॥

কবি গ্রন্থ রচনার কাল দিতে ভুলেন নাই। তাহা এই :—

শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু।
দৈববিধ বিরচিত নিধিরাম শিশু॥

সুতরাং ১৬৭৮ শকাব্দায় বা ১৪৫ বৎসর ইহা রচিত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিধিরামের বিদ্যাসুন্দর ভারতের বিদ্যাসুন্দরের চারি বৎসর পরেই রচিত হইয়াছে।

এইখানিকে বঙ্গের পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর বলা যাইতে পারে। কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ও নিধিরাম কবিরত্ন অবশ্য নদীকূলে বাসা নির্ম্মাণের মত বিফল প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের উৎপত্তি বিস্তৃতি ও পরিণতি প্রদর্শন জন্য এইখানি রক্ষিতব্য নমুনা স্বরূপ নিম্নে অত্যল্পমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন কবিত্ব যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা নিধিরামের নিজস্ব সম্পত্তি।

দুই জনের চারি চক্ষু হইল দরশন।
সাক্ষাতে দেখিলো যেন দ্বিতীয় মদন॥
লজ্জা পাইআ বৈদগধী রৈলো খাটের হেটে॥
ইষদ্ হাসিআ বীর বৈসে স্বর্ণ খাটে॥
হরিষে কুমারী করে লাস অভিলাস॥
কাহার ঘরের চোর আইলো মোর পাশ॥
কোথার নাগর চোর আইলো মোর ঘরে।
গৃহস্থের না গণি বৈসে খাটের উপরে॥
কি কারণে হাসে চোর কার কিবা দেখে।
না করে এমত কাজ্য লজ্জা যার থাকে॥
ওহে সখি কি আশ্চর্য্য দেখরে জাগিআ।
চোরে উপদ্রব করে কিসের লাগিয়া॥
* * *
উৎপক্ষি মরণ ভয় কেনে হইলো সাধ।
এরূপ যৌবন মোর চোরের প্রমাদ॥

বিদ্যার রূপ বর্ণনা হইতেও একটু দেখাইব।

সুন্দরীর মুখ খানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শশীর চান্দে পাইলেক লাজ॥
কষ্ট স্তব (তপঃ ?) করে চান্দে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে জীএ না হএ সমান॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হএ তুলনা।
আর কারে আনিআ কবিমু বিড়ম্বনা।
তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার [illegible]
রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমস্বর॥
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হইতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আইসে ভারতে॥
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বনমাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে॥

হস্তলিপি আধুনিক—প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের, পত্র সংখ্যা ৪৩। লেখকের নাম শ্রীমান আচার্য্য, পীং দুর্গারাম আচার্য্য সাং পাটনাকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

৪৮। মৃগলব্ধ।

এই গ্রন্থে শিব মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। আকারে অতি ক্ষুদ্র না হইলেও গুণে তত বড় নহে।

প্রাচীন ভাষার গ্রন্থ বলিয়া ইহা রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত। বহু দিনের রচনা বলিয়া ইহার ভাষা তেমন সরল নহে।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর-চরণ।
অবিনাশী গুণনিধি আদি নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে ধ্যায় যার চরণ।
হেন শিব জগৎ জীব ভিখারি লক্ষণ॥
সোরণে (স্মরণে) সকল দুঃখ দারিদ্র্য পলায়।
যেই জনে বোলে ইহা হেলায় শ্রদ্ধায়॥
সেই শিব পাদপদ্ম বন্দিয়া সানন্দে।
মৃগলব্ধ কথা কহি পাঞ্চালীর ছন্দে॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ব্রত উপবাস।
যেন মত অবনীতে হইল প্রকাশ॥

গ্রন্থারম্ভকাল :—

রস অঙ্ক বায়ু শশী শাকের সময়।
তুলা কার্ত্তিক মাসে সপ্ত বিংশতি শুক্রবার হয়।

ভণিতা :—

মৃগলব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গায়।

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ
ধরণী লোটাইয়া বন্দমজন্ম কৃষ্ণধন।
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম্ মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

শেষ :—

শিবে বোলে মুচুকুন্দ তুহ্মি পুণ্যবান্।
রাজ্য সনে আইলা তুহ্মি মোর বিদ্যমান॥
গঙ্গা গৌরী দুইমাত্র না দিবো তোহ্মারে।
রাজা হইআ প্রজা পাল কৈলাস-শিখরে॥
* * *
সেবক বৎসল হর আদি নিরঞ্জন।
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন॥
* * *
পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়ে ঠাকুরণ।
অন্তকালে স্বর্গবাস থাকে চিরকাল॥
* * *
ভক্তিভাবে শুনে যদি মৃগলব্ধ পোথা।
অবিচারে স্বর্গে জাএ তাতে নাই বাধা।
গোপীনাথ সুত দ্বিজ রতিদেবে গাএ।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখ রাঙ্গা পাএ।

উল্লিখিত সুচক্রদণ্ডী গ্রাম, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী। এই গ্রামে এখনও রতি দেবের ধ্বংশ থাকাই সম্ভব। উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের জন্মস্থান হইলেও রতি দেব সম্বন্ধে অন্য কথা সংগ্রহ বিস্তর আয়াস-সাধ্য।

৪৯। সারদা-মঙ্গল।

এই সুন্দর কাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ১ম হইতে ২৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যেও ২য় পাতা নাই। মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চণ্ডী কাব্যের মত ইহাও একখানি চণ্ডীকাব্য। বোধ হয়, এই বিষয়ে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ২৮শ পাত পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখক নকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

আরম্ভ :—

এক দন্ত মহাকাএ, জোগাসন সদাএ,
চারি ভুজ গজেন্দ্র বদন।

সিন্দূরে শোভিত অঙ্গ, অতিশয় সর্ব্ব রঙ্গ,
কুসুম সুগন্ধি মালা সাজে।
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে, মত্ত হইয়া মধু স্বরে,
মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে॥
ঘটেতে আসিয়া, বিঘ্ন সব নাশিয়া,
কৃপা কর নায়কের প্রতি।
মূষিক বাহনে জেবা, মহিমা জানিবে কেবা,
মুক্তারাম সেনের প্রণতি॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঘোষা স্বরূপ গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে :—

রাগ—সঙ্গীত ভাঙ্গা ঘোষা।

তেহি ত্রাতা দেখী জএ দেবী দাতা।
সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা॥ ধুয়া।
আদি শকতি দুর্গা ভাবিএ বিষমে।
যার গুণ গাএ বেদ আগম নিগমে॥
নমহ চণ্ডিকা দেবী প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী।
যে করে তোমারে পূজা খণ্ডাএ দুর্গতি॥

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঘোষা লিখিয়া কবি সর্ব্বত্রই "আদি শকতি ইত্যাদি" বলিয়া উহা শেষ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

চাটেশ্বরী রাজ্য বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর॥
* * *
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর॥
* * *
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
* * *
চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম্ নিজ গ্রাম।
বন্দহঁ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেজ যে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ় হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উৎভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আদ্য অত্রি অর্জুন গাবৃগব বারস্ পৈত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥
সে বংশে প্রপিতামহ রাম জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্যাগ ও পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি।
তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-সুতা আমার জননী॥
পত্নী সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস॥
রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিলো আশ।
অতএব মাযে মোরে না হইঅ নৈরাশ॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই সুন্দর ভণিতাটি আছে :—

গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

গ্রন্থ রচনা কাল :—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

এই একটি ধুয়া কেমন সুন্দর দেখুন :—

কুহু রাগ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে,
না জানি কপালে কিবা আছে।
পাইলে যুবতী নব মধু হে,
অলি হইয়া রহে কালা পাছে॥ ধুয়া।
রাধার বধের ভাগী হইবো সেই নারী।
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে॥
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে,
জল বিনে মীন যেন আছে॥

ন জাইষ রাধার প্রাণবন্ধু হে,
হারাইলে না পাএ হেন দেখি।
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে,
হেন কি কপালে আছে লিখি॥

গ্রন্থকার তবল-পযার-প্রিয় ছিলেন, বোধ হইতেছে। তবল পযারে গ্রন্থের অনেকাংশ লেখা। একটুকু দেখুন :—

খুলনাএ সদাএ স্মরে মহামাএ।
স্বপ্নে গিযা হরপ্রিযা সাধুরে চেআএ॥
দেবী বোলে তুমি ভালে আছ সদাগর।
তোমার গৃহে নৃপতিএ করে অধান্তর॥

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের শেষ পত্রের শেষ এইরূপ :—

রাগ—তুড়ি। ঘোষা।

কেলি কমলে গো ত্রিপুর সুন্দরী ছোহে।
একি অঙ্গ ছটা, কথ অরুণ ঘটা,
শিব যোগিয়া মন মোহে॥
কালীদহে সুজে মাতা কমলের বন।
তছুপরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ॥
অবহেলে গজ গিলে হেরিআ অবলা।
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেণে পেলে অতিশয় চপলা॥
কোন খানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একুমেলি॥
ব্যাঘ্র ঠাই মৃগে যাই পুছএ কুশল।
তথাপিয় কারে কেহ নাহি করে বল॥

'দেবগ্রাম' অপভ্রষ্ট হইয়া 'দেযাঙ্গ' নামে পবিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কাগজে পত্রে 'দেবগ্রাম' বলিয়া লিখিত হইত। এখন তৎস্থলে 'আনোযাবা' হইযাছে। পূর্ব্বে এখানে মুনসেফী আদালত ছিল, এখন পটীয়ায স্থানান্তবিত হইযাছে। গ্রন্থকার মুক্তাবামের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৫০। তাবিণী-চৌতিশা।

আবম্ভ :—

গো তারিণি, তার গো এইবার।
বিপদে পড়িযা মা ডাকম্ বারে বার॥

রাগ—ককি ছন্দ।

আদো বন্দম মুই সরস্বতী মাতা।
আমার কণ্ঠেতে মাও হও সুরজ্ঞাতা॥
অক্ষর দিয়াছেন গুরু আমার হৃদেতে।
আইস শিরেতে মোর চৌতিশা গাহিতে॥
করজোড়ে করম স্তুতি কব প্রতিকার।
কাকুতি কবম মুঞি চরণে তোমার॥
কুপুত্র দেখিযা মোরে না চাও ফিরিয়া।
কিঙ্কব জানিয়া মোরে কিন্ত কর দযা॥

শেষ :—

ক্ষীণবুদ্ধি মুই মূঢ় কি বলিতে পারি।
ক্ষেম অপরাধ মোর হেমন্ত কুমারী॥
ক্ষিতির জথেক লোক শুনবে বচন।
ক্ষিতিতে তারিণীর গুণ গাও সর্ব্বক্ষণ॥
তারিণীব চৌতিশা যেবা শুনে আর পঠে।
অন্তকালে যাইবা গাই ভবানী নিকটে॥

* * *

ভক্তি করি যেবা পঠে কার্য্যসিদ্ধি হএ।
হেলা করিলে ভাই নরকে পচএ॥

ভণিতা :—

দৈবজ্ঞ শ্রীরাম প্রসাদ তাহার যে সুতে।
শ্রীরাম তনু কহে তারিণী পদেতে॥

রচনাকাল :—

রুদ্র মণি নেত্র মধী সন যেই ঘটে।
দেবগ্রাম বসতি করে জয়কালী নিকটে॥

শুভঙ্করের ন্যায এই রামতনু ঠাকুর মহাশয় দেশীয কালীব অনেক আর্য্যা লিখিয়াছেন। আমাদেব নিকট অনেকগুলি আছে। দেবগ্রাম, বর্ত্তমান দেযাং বা আনোযাবা।

৫১। ভারত সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

দেবী সরস্বতী ব্যাসদেব প্রণমিয়া।
ভারত-সাবিত্রী রচে রাজা প্রণাম করিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলে শুন সঞ্জয় সুদন।
কথায় চতুর তুমি গুণের ভাজন॥
কৌরব পাণ্ডব যদি রণে দাঁড়াইল।
সমবায় করি কেবা যুদ্ধে প্রবেশিল॥
কেমতে হইল যুদ্ধ কহত সঞ্জয়।
কার হইল যুদ্ধে জয় কার পরাজয়॥

* * *

শেষ :—

সংগ্রামেতে ভক্তি করি যেই নরে পঠয়।
কার্য্যসিদ্ধি হয় তার নাহিক বিস্ময়॥

* * *

মাতা পিতা গঙ্গার জলে স্নান করাইলে।
তথা পুণ্য হয়ে তবে ভক্তি এ শুনিলে॥
কৃষ্ণ ব্যাসদেব যারে কহিল নিশ্চয়।
পাপ নাশ হইয়া যাবে গোবিন্দ আলয়॥
কৃষ্ণ সনে গোপ্ত বেক্ত করিয়া প্রবন্ধে।
ভারত সাবিত্রী রচিলা নানা ছন্দে॥

"ইতি ভারত সাবিত্রী সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। বিষ্ণুনমো অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাঃ তিথৌ বাশ্ব গোত্রস্য শ্রীরামহরি সিংহ দাস স্বঅক্ষরং-মিদং শাস্ত্রং। এই পুস্তকের মালিক শ্রীরাম-তনু দেঅ দাস সাং ধর্ম্মপুর। লিখনং পুস্তক মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর। ইতি সন ১১৫৬ মঘি তারিখ ৩১ আশ্বিন রোজ রবিবার।" পত্র সংখ্যা ৭; দুই পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই।

৫২। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একাধিক ভণিতা আছে। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

আদ্য অনাদ্য সেই পুরুষ আকার।
যাহারে ভাবিলে হয় শমন উদ্ধার॥
গণেশ বন্দিয়া বন্দম্ ভবানী চরণ।
দেব শূলপাণি বন্দম্ বৃষবাহন॥

* * *

মুনির সঙ্গে রঘুনাথ বৈসেন্ত কানন।
জনক দুহিতা আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
মুনিতে কহেন রামে করি পরিহার।
মোর সম দুঃখিত নাই রাজার কুমার॥
মুনি বোলে রঘুনাথ শান্ত কর চিতে।
তোমা হতে দুঃখিত কত আছে পৃথিবীতে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা নৃপ শিরোমণি।
রাজ্য সমে মহা দুঃখ পাইল মহাগুণী॥

শেষ :—

স্ত্রী পুত্র যত লোক অযোধ্যাতে বৈসে।
জয়ধ্বনি দিয়া তবে উঠিলা হরিষে॥
পুষ্পরথে চড়ি সবে স্বর্গপুরী যায়।
ঋষি সবে বেড়িয়া মঙ্গল গীত গায়॥
অপ্সরায় নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায় গীত।
মহাদেবী সনে রাজা হইলা আনন্দিত॥
বিশ্বামিত্র মুনি রাজায় করিলেক স্তুতি।
পুত্রদারা সহিতে সব স্বর্গে হৈল স্থিতি॥

ভণিতা :—

(১) বিদরির কাল হিয়া, পাসরিনু কি দেখিয়া,
মাধবে রচিল সুরচন॥
(২) কহেন মাধব দাসে রচিয়া পয়ার।
(৩) কহেন মাধবানন্দে শুন সভাজন।
রাজ্যদান দিয়া রাজা চলিলেন বন॥
(৪) মাধবানন্দ সুতে ভণে, বিরচিত নাহ মনে।
(৫) মাধব সুত নন্দে কহে ভাবি চক্রপাণি।
বাজারে সাস্তাই বোলে সুন্দর কামিনী॥

তবে কি 'মাধব' 'মাধবানন্দ' আর 'মাধব-সুত-নন্দ' এই ব্যক্তিত্রয় মিলিত হইয়া

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি প্রণয়ন করিয়াছেন? 'মাধব'কে 'মাধবানন্দের' সংক্ষিপ্ত নাম মানিয়া লইলেও 'মাধব' 'মাধব-সুত নন্দ' ত কখনও উক্ত নামদ্বয়ের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পিতা পুত্রে এই বহিখানি লিখিয়াছেন, এইরকম বুঝা যায় নাকি?*

৫৩। জঙ্গনামা।

পারস্য ভাষায় নামকরণ হইলেও এখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থ। 'যুদ্ধ কাহিনী' বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নামকরণ হইতে পারে। হজরত মহম্মদ মস্তফা সাহেবের জামাতা বীরকেশরী হজরত আলির কৃত যুদ্ধ বিবরণ ইহার আলোচ্য। গ্রন্থবর্ণিত অনেক যুদ্ধে স্বয়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন মূর্ত্তিপূজকদিগের বিরুদ্ধে এ সমস্ত আহব সংঘটিত হইয়াছিল। সকল যুদ্ধেরই পরিণাম মহম্মদীয়গণের জয়লাভ ও বিজিতাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনাও সংযোজিত হইয়াছে, দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে সে সকলে কেহ আস্থা স্থাপন করিবেন কিনা, বলা যায় না।

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড। যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। প্রাপ্ত অংশের আনুমানিক চরণ সংখ্যা ছয় হাজার। হস্তলিপিখানি নিতান্ত আধুনিক। গ্রন্থকার একজন শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় লোক। বঙ্গভাষায় মুসলানগণের প্রভাব প্রদর্শন জন্য এ গ্রন্থ প্রকাশ করা মুসলমানগণের একান্ত উচিত। বিষয়াস্তর গ্রহণ করিলে এই গ্রন্থকার বঙ্গভাষার ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

সম্ভবতঃ গ্রন্থের 'বন্দনা'টি নকলনবিশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গীয় সকল কবিই গ্রন্থারম্ভে ছোট বড় একটা মঙ্গলাচরণ দিয়া গিয়াছেন, ইনি সেই চিরাচরিত পন্থানুসরণ করেন নাই, সহসা এমন বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

আরব দেশের এক সহর অনুপাম।
বহুলোক বসয়ে নখশ ধরে নাম॥
সে রাজ্যেতে আছে এক বৃহ উচ্চতর।
দেখিতে পর্ব্বত আলণ্ডন্দ সমখর॥
হারিছ আজদর নামে এক নরপতি।
তথায় বসতি অবিরত পূজে মূর্ত্তি॥
সেই মহীপাল ঘরে ছিল তিন সুত।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ রূপে অদ্‌ভুত॥
সেই পাপিষ্ঠের ছিল যত সব ঘটে।
সাধুগণ ধন হরে নিরোধিয়া বটে॥
অবিরত রাহাজানি করে পাপমতি।
আপনার পুত্রগণ করিয়া সঙ্গতি॥

বঙ্গভাষায় বিস্তর মুসলমানী গ্রন্থ পাওয়া যায়। সবগুলি কিন্তু বঙ্গভাষার ইতিহাসে আলোচনা করা যায় না। অনেকগুলি গ্রন্থ কেবল 'মুসলমানী বাঙ্গালা'-নামক অদ্ভুত ভাষায় লিখিত। তাহাতে আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দূ প্রভৃতি নানা ভাষার মিশ্রণ আছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সেরূপ নহে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, অপিচ সরল। তরল পয়ার ছন্দে কবি বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। একটু নমুনা দিতেছি :—

মহীপাল এই বোল শুনি সর্ব্ব সৈন্য।
সাজ রণ সর্ব্বজন হৈল ততক্ষণ॥

* এই পুঁথির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম বর্ষের 'আলো' পত্রে (১৩০৬) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যত বাদ্য নৃপ বিদ্যমানে আনাইলা।
একবারে বাদ্যোপরে প্রহার করাইলা॥
দগরেত কাটিঘাত হইলেক যবে।
কম্পমান ত্রিভুবন হই গেল তবে॥
অশ্বরাব পদাতিব হইল সিংহধ্বনি।
বারগণ আস্ফালন বিদরে মেদিনী॥

গ্রন্থখানি চট্টগ্রামে রচিত হইযাছে। ইহাতে অনেক প্রাচীন শব্দ ব্যবহৃত হইযাছে। অন্য রকমে তৎসম্বন্ধে আলোচনাব সুযোগ না থাকায়, আমবা এখানেই কয়েকটি শব্দেব প্রযোগ দেখাইতেছি।

১। উদ্ধামিলা = উঠাইলা।
সর্ব্ব শক্তি আলি প্রতি খড়্গ উদ্ধামিলা।
একগাছি লোম বেঙ্কা করিতে নারিলা॥

২। জান = সংবাদ।
আমার জনকস্থান, তুমি যাই দেও জান
তবে আমা রক্ষা করিব।

৩। ঘন = সেনাব ঘন সন্নিবেশ।
ইংবাজীতে যেমন Thick of battle
'আপনাকে দেখিলন্ত সৈন্যের ঘনএ।

সপ্তমী বিভক্তিব 'এ' যোগ না কবিযা অনেক শব্দ প্রযুক্ত হইযাছে।

৪। ঠাঠাব = বজ্র। Thunder শব্দেব সহিত ইহাব সাদৃশ্য।
যদি দেখ অন্ধকার ঘন বায়ু বৃষ্টি।
ঠাঠার গর্জ্জনে টলমল হৈল সৃষ্টি॥

৫। তোকাই = তালাস কবি।
লাগিলা পদাতি বাস চাহিতে তোকাই।

৬। তোহব = তোমাব।
বিক্রম তোহর, ধিক হোন্তে মোর,
কোথা প্রাণ তোর নিবে।

'ধিক' শব্দ অনেক স্থলে 'অধিক' অর্থে প্রযুক্ত হইযাছে, দেখা যায়। এখানেও তাহাই।

৭। দোহাবি মোহাবি = অর্থ কি?
'কাড়া শিঙ্গা ভেউল কর্ণাল যে ঝাঁঝরি।
কাঁসা করতাল বাজে দোহারি মোহারি॥'
'দোহরি মোহরী বাঁশা, কবিলাস রাশি রাশি'
কাড়া শিঙ্গা রবে নড়ে মাটী।'

৮। আছউক = থাকুক।
আছউক তুলিব শিলা লাঙ্গিতে নারিলা।

৯। উভা = দণ্ডাযমান।
তা শুনিযা উভা হৈযা বলে আমনাক।

১০। অশ্বেতু = অশ্ব হইতে।
তা দেখি হানিফাসুত অশ্বেতু নামিলা।

১১। অহমণি = সূর্য্য।
অহমণি বিনে জগ হৈল অন্ধকার।
কালিম বরণ হৈল সকল সংসার॥

১২। জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' স্থলে 'নি'।
বলে বীরে ততক্ষণ, সুস্থ হৈতে দোহ জন,
তোমা মনে শ্রদ্ধা নি আছয।

১৩। বইছ = প্রধান ব্যক্তি।
রইছ যাহার বলে শুন গুণিগণ।
হিন্দুযানী ভাষে তারে বলে মুখ্য জন॥

ইহা আরবী শব্দ। ইহা হইতে ইংরাজীতে 'Reis' হইযাছে।

১৪। সয়াল = সকল, নিখিল।
টল মল হই গেল সযাল সংসার।

১৫। অনাখড়্গে = বিনা খড়্গে, খড়্গহীন
অনাখড়্গে আমীরকে দেখিযা বহুল।

১৬। অনাকাজে = অকাজে, অনর্থক।
অনাকাজে করন্ত রোদন॥

১৭। অনাদেখা = অদেখা, অদৃষ্টপূর্ব্ব।
অনাদেখা রছুলকে দেখিলা নয়ানে।

১৮। চোখা = তীক্ষ্ণ।
মুষ্টি ভিণ্ডি হানিলেক চোখা অসিধার।

১৯। অঘোষ = অখ্যাতি।

অঘোষ ঘুষিব যত সংসারের লোক।

২০। ধবাহব = সম্ভবতঃ সভা গৃহ।

এই শব্দটি কবি আলাওল বহুবার প্রযোগ কবিযাছেন। 'ডেহবি' শব্দেব সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

দেখিতে অদ্ভুত রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
কম্পিতে লাগিল নৃপতির ধরাহর॥'
'নৃপতিব ডেহবির দ্বারে গেল যবে।'

'ডেহবি' শব্দ চট্টগ্রামে এখন 'বাড়িব বাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১। খাঁখাব = কলঙ্ক।

আমার দাসের পুত্র কুলের খাঁখার।

২২। 'ঘন' শব্দ অনেক স্থলে 'অতি নিকট' অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়।

ধরি ফণী ফণা, যাই আলি ঘনা,
দংশিবারে চাহে তানে।

নিম্নের বাক্যে 'মধ্য' অর্থও হইতে পারে।

এক স্থানে দেশ ঘনে উত্তরিলা যবে।

২৩। গ্রন্থকাব অনেক প্রাকৃত বিভক্তি ব্যবহাব কবিযাছেন। করসি, যাওসি, জানসি, হসি (হওসি), ইত্যাদিব অনেক প্রযোগ আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

২৪। বাখি অর্থে 'বাখোঁ'। অনেক কবি 'বাখম' ব্যবহাব কবিযাছেন।

ঐ মীন হোন্তে মুই রাখোঁ অতি জ্ঞান।

শুনিছোঁ = শুনিছম।

মোর জন্মাবধি না শুনিছোঁ হেন বোল।

২৫। কবন্ত, বোলন্ত ইত্যাদি ক্রিযা প্রযোগও অনেক আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

গ্রন্থকাবেব নাম নছোবোল্লা খান। এইরূপে তিনি আত্মপরিচয় দিযাছেন :—

ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, মর্য্যাদার নাহি অন্ত,
পিতামহ হামিদুল্লাখান।
তান পুত্র কল্পতরু, বোরহানদ্দি জগগুরু,
রূপান্তর ইছুক সমান॥
মহীপাল রোসাঙ্গের, ধবল মাতঙ্গেশ্বর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা যাবে।
তান পুত্র মহাবীর, অস্ত্রে শাস্ত্রে রণে স্থির,
ইব্রাহিম খান নাম ধবে॥
তান পুত্র জ্ঞানবান, শ্রীসুজাওদ্দি খান,
পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান বেলা।
অনেক গ্রামের পতি, যাকে কৃপা করি অতি,
নিজ কন্যা সমর্পিযা দিলা॥
তান পুত্র রূপবান, শ্রীযুত বাবুখান,
অবিরত ফকিরীতে মন।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া,
করিলেন্ত আগমে গমন॥
আছিলেন পুত্র তান, শ্রীইছাহাক খান,
সরিয়ত খাদেম প্রধান।
তান পুত্র শীল ধর্ম্ম, ছৈদানী উদরে জন্ম,
সরিফ মনছুর গুণবান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান,
পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।
শুন সব গুণিগণ, কৌতুহল করি মন,
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি॥

গ্রন্থকাব স্থানান্তবে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজি ইছাহাক গুণবান॥
তান পুত্র সরিফ মনছুর খোন্দকার।

* * *

রাজ্যু দেশ নরপতি নামে ফতেখান।
যাকে মান্য করি বসাইলা বিদ্যমান॥
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত॥
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বর স্থানে যেবা গিয়া॥

হেন জনে যাহাকে করিযা আগুযান।
নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুছলমান॥
যাহাব মধুর স্বব থোতবা শুনন্ত।
যাহাকে আলিম সব নিতি প্রশংসেন্ত॥
* * *
তান পুত্র নছরোল্লা আমি হীন জ্ঞান।
পাঞ্চালী পযাবে কহি গুণিগণ স্থান॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকাবেব পীবেব (ধর্ম্মগুরুব) নামও জানা যাইতেছে।

অস্ত্রে শাস্ত্রে জগগুরু, দান ধর্ম্মে কল্পতরু,
পির হামিদাদ্দি গুণবান্।
আখেরে তরান পাব, করিবারে মোরে সার,
সেই বিনে গতি নাই আন॥

স্থানে স্থানে কবি তাহাবই চবণে এইরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ কবিযাছেন :—

তান পদ পাদুকা মস্তকেত বান্ধিয়া।
হীন নছরোল্লা কহে পাঞ্চালী বচিয়া॥

চট্টগ্রামে 'কাছিম বাজাব' বলিযা কোন স্থান ছিল, কবি উল্লেখ কবিয়াছেন। সেই স্থান কোথায ?

* * *
চাটিগ্রাম সহর মাঝার।
এক দিন মনোরঙ্গে, কতজন যুবা সঙ্গে,
গেলাম বাজারে ভ্রমিবার॥
নানা বাক্য আলাপিতে, হাসি রসি রঙ্গ চিতে,
চলি গেনু কাছিম বাজাবে।
সেই বাজারের কাছে, এক উচ্চ গিরি আছে,
জাঁহা-নমা বলযে যাহারে।
* * *
পূর্ব্বকালে সে সহর, ছিল মহা কলেবর,
কুলশীল এক অধিকার।
সেই মহা গিরিপর, টঙ্গী এক মনোহর
নির্ম্মিলেক চট্টগ্রাম পতি।
* * *
এই গিবি অনুপাম, জাঁহানমা থুইল নাম,
এথা বসি দেখে বহুদেশ॥

এখন ত ইহাব নাম গন্ধও শুনা যায না। চট্টগ্রামেব কোন্ গিবিকে লক্ষ্য কবা হইযাছে, কি জানি ?

কবি কোথাও আপন বসতি স্থানেব উল্লেখ কবেন নাই। তাঁহাব পূর্ব্ব পুরুষেব যে সকল নাম দেওযা গেল, তাহা চট্টগ্রামেব মীবেশ্ববী বা নেজামপুব অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'বোবহানদ্দি প্রভৃতি নাম নেজামপুর অঞ্চলে আছে, চট্টলেব দক্ষিণ অংশে নাই। তথায এরূপ নামকে 'ন াবাস্ত' কবা হইযা থাকে, যথা, বোবহানদ্দিন। এতদ্বাবা অনুমান হয় যে, কবিব বাসস্থান ঐ অঞ্চলেই হইবে।

বচনা প্রণালী বিবেচনা কবিলে নিঃসন্দেহে তাঁহাকে অন্ততঃ সার্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিযা নিশ্চিত কবা যাইতে পাবে। ইহাব আলোচনায ইতঃপূর্ব্বেই অনেক স্থান দেওযা গিযাছে, সুতরাং আব নমুনা প্রদর্শন কবিযা প্রবন্ধ কলেবব বৃদ্ধি কবা যুক্তি সিদ্ধ মনে কবি না। এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম আনোয়াবান্তর্গত ডোমবিযা নিবাসী শ্রীযুক্ত আমিব আলি চৌধুবীব নিকট আছে।

৫৪। ষড়ানন ব্রত-কথা।

গুয়া মেলানি পুস্তক।

কার্ত্তিক ব্রত।

আবম্ভ :—

অথ স্কন্দপুবাণে কার্ত্তিক ব্রত উক্ত গুযা মেলানি পুস্তক লিখ্যতে।

ঘোষা :—ওহে হবিবোল বোলিয ভালো হে।

প্রথমে বন্দিলুম প্রভু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
উক্ত পতি প্রলয সৃষ্টি যাহার কাবণ॥
গরুড়ের পিষ্ঠে বন্দম প্রভু গদাধর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি কর॥

তার পাছে বন্দম মুই দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডুম্বুরু বৃষ আরোহণ॥

* * *

ওরিশা বন্দিয়া গাম * ঠাকুর জগন্নাথ।
নানা জাতি একএ হইয়া খাএ ভাত॥
শুন শুন সর্ব্বলোক করি জোর হাত।
এমত প্রভুর লীলা নহি জায়ে জাত॥
উত্তরে বন্দিযা গাম হেমন্ত কেদার।
যাহার প্রসাদে তাল যন্ত্রের সঞ্চার॥
চক্রশালা বন্দি গাম বুড়ারে শ্রীমাই। †
হাওলা বন্দিযা গাম কালচান্দ গোসাই॥
ঝিঅরি বন্দিলুম মুই বদরের মোকাম।
বাজালিযা বন্দম মুই কাতালের পএআন॥

* * *

অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
পুত্র কন্যা তান ঘরে কিছু না জন্মিল॥

শেষ :—

ধনপতি কালকেতু গুযাত মেলান।
ফুলবা খুলনা দুই গুযাত মেলান॥
শ্রীমন্তের হইল গুযাত মেলান।
সকল প্রভৃতি হইল গুযাত মেলান॥
শুন শুন ব্রতী সব হইয়া এক মন।
তোমার সবের হইল গুযাত মেলান॥
মেঘনালে কাটে গুয়া মাজে দুই খান।
ক্ষীর নদীর সাগর হইতে চুন ভালো আন॥
সেই চুন দিআ তবে তুলাইল পান।
সুবর্ণের খিলান দিআ সেই পান তুলান॥

* * *

জ্ঞাতি সকল আসি দিল দরশন।
ষষ্ঠী পুজা করিলেক কবি শুভক্ষণ॥
অপুত্রারে পুত্র দেঅ দেব ষড়ানন।
পুত্র পৌত্রে রক্ষা প্রভু করহ আপন॥

ভণিতাঃ—

পুস্তক সমাপ্ত হইল কব সঙ্কলন।
শ্রীভৈরবচন্দ্র অধীনের এক নিবেদন॥
এই পুস্তক অতি ছোট জানিআ তখন।
সরস্বতী স্মরি কৈলাম পুস্তক রচন॥
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
জরিবের সময তবে শুনহ বচন॥
আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল।
চোরে তস্করে তবে জিনিষ লই গেল॥
সকল সম্বল নিল জিনিষ জে জথ।
পুস্তক জে নিল যদি মনে উতকত॥
এই পুস্তকখান পড়ি রহিলেক।
উদ্ধার করিলাম আমি লিখিআ পুস্তক॥
এই পুস্তক তবে হইল সমাপন।
অধীনেরে বর দেঅ দেব ষড়ানন॥
তোমার চরণ মোর কণ্ঠের কবজ।
অধীনেরে কৃপা কর আপনে দেবরাজ॥

"ইতি সন ১২০০ মঘী তারিখ ২ কার্ত্তিক মতাবেক সন ১২৪৫ বাঙ্গালা মতাবেক সন ১৮৩৮ ইংরেজি তারিখ ১৬ আক্তুবর রোজ বুধবার বৈকাল বেলা চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষ ক্ষেণে লিখা সমাপ্ত। শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ সাকিন দেবগ্রাম (বর্ত্তমান দেযাং বা আনোযারা)।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫।

৫৫। রাজকুমার পরিণাম।

পদসংখ্যা—৩৯।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের কোন নাম নাই। উক্ত নামটি আমরা দিলাম। ইহাতে কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজকুমার বাবুর হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হইযাছে। তাঁহার দেওয়ান কিশোর মলানিশ (মহলানবিশ ?) বিষ প্রযোগে উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই কাণ্ড কখন ঘটিযাছিল, এবং কীর্ত্তিপাশাই বা

* গাম —গাই (গান করি)।

† চক্রশালা, হাওলা, ঝিযরি এবং বাজালিযা গ্রাম সকল চট্টগ্রামে অবস্থিত। শ্রীমাই (শ্রীমতী), ক্ষুদ্র নদীর নাম। হিন্দুরা পুত সলিলা মনে করেন।

কোথায়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। একটি অতীত ঘটনার সাক্ষী বলিয়া এখানে আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আরম্ভ :—

কবিতা প্রবন্ধ কিছু করিএ প্রচার।
কীর্ত্তিপাশা গ্রামে ছিল বাবু রাজকুমার॥
তাহের কীর্ত্তি যত, কৈমু কত, শুনতে চমৎকার।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে মতি সদাএ অতি সদাচার॥
একদিন খুসী হইএ, পাল্কীত চইড়ে, কাচারিতে যাএ।
কাচারিতে যাইআ বাবু নিকাশ তলব চাএ॥
বাবুর কপাল মন্দ, সময় মন্দ, ঘঠ্‌ল মন্দ দশা।
অকস্মাৎ লাগিল বাবুর জলের পিপাসা॥
দেওান তার কুলাঙ্গার কিশোর মলানিশ।
মেশ্রীতে মিশাইআ দিল হলাহল বিষ॥
ছিল তার মনে এত দিনে পুরাইল মনের আশা।
নিকাশে নিকাশ দিল সোণার কীর্ত্তিপাশা॥

শেষ :—

মনে ভাবে বাদ্‌সা হবে এটা মনে জানে।
তাহাতে পাষণ্ড হইল চন্দ্রকুমার সেনে॥
* * *
বড় ফেরববাজ ইংরাজ সহায় করিআ।
মলানিশের বংশে বাতি দিলেন জ্বালাইআ॥

ভণিতা :—

বোলে গঙ্গারাম দাস মনেতে ভাবিআ।
এবার আমি আইসাছি হে শ্রীকৃষ্ণ ভজিআ॥

৫৬। ত্রিপদী চৌতিশা।

কএ মাতা কাত্যায়নী।
খএ মা খাবর-পাণি।
গএ মাতা গজানন-আই॥
ঘএ ঘোরতর রূপা।
উমে উমা স্বরূপা।
চএ চতুর্ভুজা দেবী মাই॥
ছএ ছন্ন তারা গৌরী।
জএ জগজ্জনেশ্বরী।
ঝএ মাতা ঝটিত-কারিণী॥
ঞিএ নিত্য আনন্দিতা।
টএ টঙ্কার স্থিতা।
ঠএ মাতা বট ঠাকুরাণী॥
ডএ ডাবুশ পাণি।
ঢএ চণ্ডকারিণী।
আনন্দে রুধিরে কর পান॥
তএ মা ত্রিশূলধারী।
থএ মাতা স্থানেশ্বরী।
দএ দুঃখ কর পরিত্রাণ॥
ধএ ধূম্র বদনী।
নএ নমো নারায়ণী।
পএ মাতা পর্ব্বত নন্দিনী॥
ফএ মাতা রূপা ফণী।
বএ মাতা বারাহিণী।
ভএ ভক্ত ভবের ভাবিনী॥
মএ মাতা মহেশ্বরী।
যএ জগৎ গৌরী।
রএ বস্তারূপা সনাতনী।
লএ লক্ষ্মই বট মাতা।
বএ বৈকুণ্ঠ স্থিতা।
শএ মাতা শঙ্কর ঘরিণী॥
ষএ মাতা শাকাম্বরী।
সএ মা সঙ্কটেশ্বরী।
হএ মাতা হেমন্ত দুহিতা।
ক্ষএ ক্ষেম অপরাধ।
কর মাতা প্রসাদ।
রামলোচন দাসের বক্তব্য॥

এই কবির আরও একখানি চৌতিশা পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

৫৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ লক্ষ্মী-দেবীর পতি।
পদতলে প্রাণমোহ দেবী সরস্বতী॥
গণেশ দেবতা বন্দম গৌরীর নন্দন।
হরগৌরী প্রণমোহ যথ দেবগণ॥

যেই ভাবে লক্ষ্মী দেবী সর্ব্বত্রে থাকিব।
যেই দোষ পাএ লক্ষ্মী পুরুষ ছাড়িব॥
যেই সব নারী জান লক্ষ্মী দেবী ছাড়ে।
সেই সকল নারী জান লোকে না আদরে॥
তাহার বিধান কিছু শুন দিআ মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন বিবরণ॥
মেরু পৃষ্ঠে সুখে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা করে কৌতুক করিয়া॥
কোন কোন স্থানে লক্ষ্মী ভ্রমিআ বেড়াও।
কোন দোষে লোক ছাড় তাহা মোরে কও॥

শেষ :—

শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি করি নমস্কার।
পুরাণের মত রচি লক্ষ্মীর প্রচার॥

* * *

এই কথা শুনে যেবা ভক্তি পুরস্কারি।
অবিরত লক্ষ্মী দেবী থাকে তার পুরি।
উপহাস্য করে শুনি লক্ষ্মীর চরিত্র।
তাহার শরীরে লক্ষ্মী ছাড়ে আচম্বিত॥

* * *

সুখ দুঃখ সমান যে পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্ম।
মনে ভাবি চাহ লোক কর পুণ্য কর্ম্ম॥
শুন শুন সাধু লোক লক্ষ্মীর চরিত্র।
শুনিলে অধর্ম্ম হবে শরীর পবিত্র॥

ভণিতা :—

গুণরাজখানে ভণে শুন সর্ব্বজন।
পুরাণের মতে আমি করিলাম রচন॥

ক্ষুদ্র গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ৬, দুই পৃষ্ঠে লেখা। পূর্ব্ব-সমালোচিত পুঁথির সহিত স্থানে স্থানে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে আর এক 'গুণরাজ খাঁ' পাওয়া গেল। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক,—১২১৬ মঘী ৫ মাঘ। পয়ারের পদ সংখ্যা ১৪৬ মাত্র।

৫৮। আত্মনিবেদনী চৌতিশা।

এই চৌতিশা খানির নাম নাই। দারিদ্র্য-পীড়িত লেখক ধনলাভের জন্য ভবানী পদে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া ইহার উপরোক্ত নাম দেওয়া অসঙ্গত নহে। পদ সংখ্যা ১৩৬। হস্তলিপি বড় পুরাতন নহে, —পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

আরম্ভ :—

প্রেমানন্দে ভজ মন ভবানীর চরণ।
পরকালে পাপ ছাড়ি তরিবে সমন॥
করজোড়ে করি স্তুতি শুন গো অভয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে দেহ পদ ছায়া॥
কপাল লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।
কৃপা করি বিঘ্ন মোর করহ মোচন॥

শেষ :—

ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমাবতী ক্ষেম অপরাধ।
খণ্ডাইয়া আপদ মোর করহ প্রসাদ॥
খণ্ড তপস্যা কৈল জন্মিয়া সংসারে।
খেদ রৈল তুয়া পদ নারি দেখিবারে॥

ভণিতা :—

শ্রীরামলোচন দাস কাশ্মিসে বসতি।
রামদুলাল মুন্দারের প্রথম সন্ততি॥
শিবচরণ দেওআনজীর বটএ জামাতা।
সদাএ ভবানীর পদে করএ বগ্রতা॥

রচনা কাল :—

রুদ্র বহ্নি চন্দ্র মঘী সন নিরূপণ॥
কর্কটেতে ত্রয়োদশ দিনেতে লিখন॥
কুজবার সিতপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে।
সমাপ্ত হইল বেলা দশদণ্ড স্থিতে॥

পূর্ব্ব সমালোচিত ত্রিপদী চৌতিশাও ইহার লেখা। কাশ্মিস (কাশীযাইস), চট্টগ্রাম পটীয়া থানার একটি গ্রাম। ইহার

প্রণীত একটি শ্যামাসঙ্গীত ও একটি বৈষ্ণব-পদ পাওয়া গিয়াছে।

৫৯। সহস্রগিরি রাবণ-বধ।

ইহার হস্তলিপির তারিখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—১২১৬ মঘী। পত্র সংখ্যা ১১। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। বচনা পরিস্কার হইলেও নীরস।

আরম্ভ :—বেদে রামায়ণেচৈব ইত্যাদি শ্লোক।

একদিন কৈলাসেতে মিলে দেবগণ।
বিরিঞ্চি প্রভৃতি যথ দেবের আগমন॥
দেবতা সকলে তবে হইল একত্তর।
বসিলেক সভা করি শিবের গোচর॥

* * * *

শিব পুজি একত্রে মিলিল দেবগণ।
বিষ্ণুর সঙ্গে কহে শিবে পূর্ব্ব বিবরণ।
হস্ত জোড়ে বোলে শিবে শুন নারায়ণ।
নাম মধ্যে রাম নাম পরম কারণ।
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ড ধরে।
আর কোন রাবণ মারিল গদাধরে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণে নাহি সেই গাথা।
শুনিবার শ্রদ্ধা মোর সেই পূর্ব্ব কথা॥
বিষ্ণু বোলে শুন কহি সেই সব বিবরণ।
সহস্রগিরি নামে রাজা আছিল রাবণ॥

শেষ :—

সীতা বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
বধিছি সহস্রগিরি শুন নারায়ণ॥

* * *

শ্রীরাম শুনিয়া তবে সীতার বচন।
বিস্ময় জন্মিল তবে শ্রীরামের মন॥
জগতের মাতা তুমি জানকী সুন্দরী।
প্রণাম করিব তোমার চরণেতে ধরি॥

* * *

সীতা বোলে শুন ওহে প্রভু গদাধর।
ব্রহ্মশাপ হেতু তুমি সকল পাসর॥
পতিএ কোথাতে দেখ পত্নী নমস্কার।
ত্রিভুবনে অকীর্ত্তি রাখিল গদাধর॥

* * *

সীতা বোলে কহি আমি শুন সর্ব্বজন।
এথেক ভাবিআ দেবী শাপিলা তখন॥
স্মরণ না হুঁক সবের যুদ্ধ বিবরণ।
জানকীর শাপ কভু না যাএ খণ্ডন॥

* * *

সর্ব্ব সৈন্য বিদায় দিআ রাম নারায়ণ।
পদ্মাবতী চলি গেলা আপনার স্থান॥
শুভলগ্ন করি রাম করিল গমন।
দেশেতে চলিআ গেল রাজা বিভীষণ॥

ভণিতা :—

দেব রাম কেশবে বোলে, গতি অতি মতিহীন,
কালীরূপে শত্রু করে ক্ষয়।

৬০। অনন্তব্রত কথা (পাঁচালী)।

ইহা সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকায় হইবে। সমগ্র পাওয়া যায় নাই। তিন পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অনন্তব্রত এদেশে এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন ইহা প্রচলিত ছিল।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ প্রভু নিরঞ্জন।
সর্ব্ব দেবগণ বন্দম দেবগণ চরণ॥
অনন্তব্রতের কথা শুন এক চিত্তে।
যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণেতে পুছেন্ত যেন মতে॥
যুধিষ্ঠির রাজা তবে চারি সহোদর।
সভা করি বসি আছে দেব গদাধর॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন দেব নারায়ণ।
কোন মতে হএ মোর-পাপী বিমোচন॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কহেন কথা ধর্ম্মরাজার ঠাই।
অনন্তব্রতে সম ত্রিভুবনে নাই॥

ভণিতা ঃ—

দ্বিজ মাধবে ভণে অনন্ত চরণে।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি প্রবেশিল বনে॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।

৬১। দক্ষযজ্ঞ গায়ন।

এই 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত পুঁথিগুলি এইরূপ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এ সকল অভিনীত হইত না কি? এই পুঁথির অত্যল্পমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১২১৫ মঘীর। বড় অধিক দিনের রচনা নহে।

আরম্ভ ঃ—

অনুমতি দেও ভোলানাথ যাইব যজ্ঞেতে।
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে অপমান কি তাতে?
চিরদিনের আশা মনে, যাইব পিতের ভুবনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে ধরি চরণেতে।
যাবে সতি যাও তোমার যেমন ইচ্ছা হএ মনে।
থাকলে তুমি থাকতে পার গেলে
রাইথতে পারি না॥
তুমি আমার সাধনের ধন, হৃদে রাখ যতনে,
এই ভিক্ষে চাহি গো সতি, হায় গো সতি.
তোমা যেমন হারাইনে॥

কথা।

ওহে প্রাণসখি ভোলানাথকে দেখা করার
জন্যে যাব;
তোমার ইচ্ছা হইএ থাকলে
অবশ্য যাইতে হএ॥

গান।

আমি মা বাপের ঝি, লোকে বোলবে কি,
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে, অপমান কি?
যাইতে ইচ্ছা হইল যেনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে,
মিছে বাধা দিও না গো ধরি শ্রীচরণে॥
দক্ষালয়ে সতি তোমার যাওয়া ত হবে না।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না॥

কথা।

ওহে প্রিয়ে, পিতের বাড়ী কন্যে যাইতে
আমন্ত্রণ কৈর্ত্তে হএ না; তুমি অনুমতি দেও।

৬২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ ঃ—

বৈশাখ মাসেতে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে।
বিরহ আনলে দগ্ধ করিআ রাধারে॥
বিদগ্ধ নাগরী পাইআ ছাড়ি গেলা মোরে।
বংশীরবে প্রাণি দহে শূন্য দেহ ঘরে॥

শেষ ঃ—

চৈত্রে নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
চন্দ্র চকোরে যেন হইল মিলন॥

ভণিতা ঃ—

রামতনুর শিষ্য হএ শ্রীরামশরণ সেন।
এই বারমাস আমি পাইআছি অখন॥
দীননাথের শিষ্য হএ নামে ছত্রনারায়ণ।
অখনে গুরুর পদে করি আরাধন॥
আমার কনিষ্ঠ জান নামে শ্রীরাধামোহন হএ।
মম পুত্র শ্রীকালীকিঙ্কর নাম হএ॥
মম পিতার নাম হএ নামে ঘনশ্যাম।
খুল্লতা উৎসব রায় জানএ সংগ্রাম॥

পদ সংখ্যা ২৯। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী। লেখকের নিবাসস্থান চট্টগ্রাম—আনোয়ারা। অদ্যাপি বংশ আছে।

৬৩। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ ঃ—

পঞ্চ ভাই সহোদর রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাক্লেশ বনবাস করে মহাধীর॥
একদিন পঞ্চ ভাই গহন কাননে।
দেখিবারে ব্যাসদেব তথা আগমনে॥
ব্যাস দেখি পঞ্চ ভাই দণ্ডবত হইল।
পরম আনন্দ মনে তাকে জিজ্ঞাসিল॥

কহ কহ পিতামহ শুনিএ তোমাতে।
রাত্রি শেষে যথা স্বপ্ন দেখিতে প্রভাতে॥
চক্ষু মুদিত স্বপ্ন দেখি প্রতিনিত।
দুঃস্বপ্ন কুস্বপ্ন কিবা হএ কদাচিত॥

শেষ :—

দিবাতে দেখিলে স্বপ্ন সকল বিফল।
ভালো মন্দ দেখিলে না হইব বিকল॥
স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রা জাগিব কদাচিত।
শুচিত হইযা কথা কহিব বিধিত॥
জল মধ্যেতে যেবা করিছে ভোজন।
অবশ্য নৃপতি হযে শুনহ রাজন॥
স্বপ্নে কুকুট পক্ষী দেখিছ মহাশয়ে।
পাইবা যে ভালো ভার্য্যা শুন মহাশযে॥
দ্রুপদ রাজার ভার্য্যা (?) আছে স্বয়ম্বর।
তথাতে চলিয়া যাও পঞ্চ সহোদর॥
স্বপ্ন দেখিয়া বন্ধুজনে না ভাবিব ভাল।
তবে সেই স্বপ্ন হইতে হইব জঞ্জাল॥
এথ বলি ব্যাস দেব হইলা অন্তর্দ্ধান।
এই মতে স্বপ্নাধ্যায় হইল সমাধান॥

ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেব পদ সংখ্যা ৮৮ মাত্র।

৬৪। লবকুশের যুদ্ধ।

ইহাব কয়েকটি পাতা মাত্র পাওযা গিযাছে। এই নামে তিনখানি পুঁথি পাওযা গেল,—একখানি পূর্ব্বে সমালোচিত হইযাছে, আব একখানি পবে আলোচিত হইবে। সমালোচ্য পুঁথিব ভণিতা পাই নাই। হস্তলিপিব তাবিখ ১১৯৩ মঘী।

আবম্ভ :—

অশ্বমেধ কহি এক কৌতুক প্রসঙ্গ।
জযমুনি ভারত মতে করি পদবন্ধ॥
লবকুশ জন্মিলেক মুনি তপোবনে।
শব্দ পরিচয় নহে রাম-দরশন॥
সবে মাত্র দুই ভাই পরিমিত অস্ত্র।
পৃথিবীব সৈন্য সমে প্রভু রামচন্দ্র॥
পিতাপুত্রে মহারণ অতি অসম্ভব।
লব কুশ স্থানে সব সৈন্য পরাভব॥
কথদিন ভ্রমি ঘোর দেশ দেশান্তর।
দৈবযোগে নিজ দেশে আসিল অশ্ববর॥
জাহ্নবী তবিআ গেল মুনির আশ্রমে।
লবে দেখি অশ্ব বান্ধে কদলীর বনে॥
অশ্বের বন্ধন দেখি কোপ করি মনে।
কেবা দিছে কেবা দিছে পুছে জনে জনে॥

৬৫। বিরস পাঞ্চালী—ভ্রমরপদ্মিনী।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওযা যায নাই। অনেক স্থল পাইযাছি বটে, কিন্তু তাহা বডই দুষ্পাঠ্য। এজন্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন কথা বলা চলে না। গ্রন্থেব নামটি যথাযথ লিখিযা দিলাম। প্রণেতাব নাম পাওযা যায নাই; হস্তলিপিব তাবিখ আধুনিক—১২১৫ মঘী। ভাষা গদ্য পদ্য মিশানো। নিম্নে নমুনা দেওয়া গেল। ইহা আধুনিক বচনা কিনা, আমি বলিতে পাবি না :—

আবম্ভ :—

হেম ঋতু যথ দিন ছিলো, তথ দিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের মধু খাইতো। পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিতি হওয়াতে পূর্ব্বাকার আহ্লাদে পদ্মিনীর নিকট গিযা উপস্থিত হইলেন। তাতে অনেক দিনের পর ভ্রমর আইসাতে পদ্মিনীর মনেতে পরিচিহ্ন হইযা ভ্রমবকে কি বলেছে তাহা শুন :—

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইয়া কেতকীর মধু,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে ফের ছলা।
সাধে বোলে বার যাইতে, সাধে এ বেড়াস্ পথে পথে,
পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা॥

তাইতে তোরে যাইতে বলি, শুনহ কমলের অলি,
প্রেমের কথা ছাফা নাহি রহে (বএ)
এখন হইযা কেতকিনীর বশ, সদাএ কবস্ রঙ্গরস,
দেখনা তোর ঐ চিহ্ন আছে গাএ ॥

(এস্থলে পদ্মিনী ভ্রমরকে যত সব দেবতা-দেব চিহ্ন সকলেব তালিকা দিতেছেন), যথা :—

'ব্রহ্মার চিহ্ন চতুর্মুখ কমণ্ডলু করে।
বিষ্ণুর চিহ্ন চতুর্ভুজ গদাচক্র ধরে ॥'
ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাব পব একটি 'গাযন'; তাব পব,—"পদ্মিনীব অতিশয মান দেইখে ভ্রমব বৈলেছে :—

পদ্মিনীর দেইখে মান, ভাবে অলি অপমান,
বিনয় করিআ কাইন্দে বোলে।
শুন ওগো কমলিনী, তোমা বহি নাহি জানি,
কখন না যাই অন্য ফুলে ॥
আমি দেহ তুমি প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন,
আটা আছে পিরীতির খিল।
আমি যেইখানে যাই, তোমা হইতে গুণ গাই,
তোমা ছাড়া নাই এক তিল ॥
ভ্রমর-বিক্রীতি পদ্মিনী কাছে, এই কথা-প্রসিদ্ধ আছে
আমি নাকি বন্ধ থাকি হইআ।
মিথ্যা অপবাদ দিএ, এবার সইবে লো প্রিয়ে,
কথা কহ সূর্য্য অস্ত যাএ ॥"

নিম্নের পবিচ্ছিত বাক্য দুইটি এই পুঁথিতেও পাওযা যাইতেছে :—

ওহে ভ্রমরা আমার কলঙ্ক হউক তাহে নাহি ডর।
তুমি মাত্র সুখে থাক ভাবি নিরন্তর ॥
আমি হৈলাম পুরাতন ফুরাইল মধু।
অখন কি দিআ মন ভোলাও বধু ॥

স্থানে স্থানে সুন্দব কথাও আছে, এই দেখুন :—

(১) ভাবিলে অলি তোমার গুণ,
জলেতে লাগে আগুন,
পাষাণ ভিন্ন হৈআ যায।
(২) কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজঙ্গনা কথ দুঃখ পাইলে।
কালো কোকিলের স্বরে বিরহিনী জ্বলে ॥
কালো নয়ানের তারা দুইকুল মজায়।
কালোজন দেখিলে পরে দ্বিগুণ জ্বালা হএ ॥
যার রূপে এতিন ভুবন হয় আলো।
সেই হৈলো কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালো।
তুই তো ভ্রমরা কালো আমি তোরে জানি।
দেখ মধু দান দিএ তোর হইলাম দোচারিণী ॥

গ্রন্থেব পবিসমাপ্তি কিরূপ জানিবাব উপায নাই। ইহাব পব আব লেখা হয নাই।

৬৬। জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বে এই নামেব আবও একখানি পুঁথিব পবিচয় দেওয়া গিযাছে। সেখানি ও এইখানি মূলতঃ এক হইলেও ভিন্ন হস্তের বচনা। ক্ষুদ্র পুঁথি। পদ সংখ্যা ৭২। ভণিতা নাই।

আবম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
যাহার স্মরণে হএ বিঘ্ন বিনাশন ॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
আম্মার কণ্ঠেতে স্থিতি করহ আসিআ ॥
শিরে করি বন্দম্ উমা মহেশ্বর।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভবসাগর ॥
জয় মঙ্গল চণ্ডিকার পাঞ্চালী যেবা শুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হযে তার চণ্ডিকা কারণে ॥
এক দিন কৈলাসেতে মহাদেব গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প ফুটে বোলেন অধিকারী ॥

শেষ ঃ—

নমস্কার করি রম্ভা সুখ অন্নে বৈসে।
মবি গেল ভদ্রা চেরী চণ্ডীর আদেশে॥
ভদ্রার পেলিল নিআ তেলাকুচি বন।
এহারে শুনিলে হরে দারিদ্র্য লক্ষণ॥
* * *
স্বর্গ হোতে পুষ্প ঘন বরিষণ।
ভদ্রাবে পোলিল নিআ জলেব ভুবন॥
পুত্রবধূ বরে কথা শুনে যেই জন।
রোগ শোক দরিদ্রতা খণ্ডে ততক্ষণ॥
চণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা পঠে শুনে গাএ।
লক্ষ্মী দেবী দৃষ্টিতে অলক্ষ্মী ছাড়ি যাএ॥
ভক্তজনের মতি জন্মে করি নমস্কার।
পুস্তক বিশাল হএ না লিখিল আব॥

"ইতি সেবক শ্রীমাগনদাস সেন সাং ববমা (জেলা চট্টগ্রাম)। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ॥"

৬৭। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথিব প্রথম পাতা নাই। পত্র সংখ্যা ১৮, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকাব নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। দ্বিতীয় পত্রেব আবম্ভ এইরূপ ঃ—

দেখিল পড়িছে রণে শত্রুঘ্ন কুমার।
ভাই ভাই বোলিআ লাগিল কান্দিবার॥
ধূলা ঝারি শত্রুঘ্ন রথে তুলি লইল।
কথ দূরে সেই দুই বালক দেখিল॥
দেখিআ লক্ষণ বীর ভাবে মনে মনে।
গর্ভবতী সীতাবে এড়িল এই বনে॥
বালমীকি আসিআ সেই নিলেক সীতারে।
দৈবে বুজি এ দুই সীতার কুমারে॥
এথ ভাবি পরিচয় পুছে লব স্থানে।
সত্য করি কহ শিশু হও কোন জনে॥

শেষ ঃ—

এথেক কহিআ তবে দেব প্রজাপতি।
চলিল যে নিজ পুরে দেবের সঙ্গতি॥
তখনে ভূতল হোন্তে শব্দ নিঃসবিল।
শান্ত হও রামচন্দ্র পৃথিবী বলিল॥
ইহলোকে সীতা সঙ্গে নাহি দরশন।
গীত শেষ রামায়ণ করএ শ্রবণ॥
ক্রোধ সম্বরিলা রাম অনেক যতনে।
পৃথিবীর বচনে রাম ব্রহ্মার বচনে॥

ভণিতা ঃ—

লোকনাথ সেনে কহে, না করিঅ শোক ভয়ে,
রাম পুনি যাইব দেশেতে॥

"ইতি লবকুশেব যুদ্ধ সমাপ্ত। স্বাক্ষব শ্রীছাত্র নাবায়ণ আউচ। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।"

৬৮। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এই পুঁথিখানি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন-পুঁথিগুলি একরূপ প্রহেলিকা মাত্র। এই পুঁথিবই আব একখানি নকল পাইয়াছি, তাহাতে 'ফকিব চান্দ' ভণিতা আছে। আবাব অদ্যকাব সমালোচ্য পুঁথিতে ভণিতা দেখিতেছি, দ্বিজ পণ্ডিতেব। অথচ মূল বিষয় একই, স্থানে স্থানে দুই এদেব পার্থক্য আছে মাত্র। অদ্যকাব পুঁথিব প্রাবম্ভেব এই দুইটি চবণ নূতন ঃ—

প্রণমোহ আদি দেব আদি নিরঞ্জন।
অনাহেতু কৈলা প্রভু জগত সৃজন।

ভণিতা ঃ—

পীরের চরণতলে, দ্বিজ পণ্ডিত বোলে
কৃপা কর সাধু দুই জন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি আলোচনাব যোগ্য বোধে এখানে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন কবিয়া দিলাম

নিকাব=দাসী কর্ম্ম।

আর এক দিন তবে সাধুর কুমারী।
নিকার করিতে গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী।

নিশ্চযার্থক 'টি' স্থলে 'খানি' প্রয়োগ ঃ—

তা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সাধুর কন্যাথানি।
তারা সবে শুনিয়া জে বলিলেক বাণী॥

অথান্তর = বিপদ।

এথাতে ঠেকিল এক অথান্তর বাণী।
মাএ ঝিয়ে দুই জনে করএ জে ছিন্নি॥

ছাপা = (নৌকা) ঘাটে লাগা।

শ্বশুরে ছাপাইছে নৌকা জামাতা হইছে তল।
তা দেখিয়া মাএ ঝিএ কান্দিযা বিকল॥

"ইতি সন ১১৮২ মঘী তাবিখ ১৯ ফাল্গুন বোজ বৃহস্পতিবাব। এই লুস্তকেব হক মালিক শ্রীবৈষ্ণবচবণ চৌং পীং কীর্ত্তিচন্দ্র চৌং।" পত্র সংখ্যা ১২। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

৬৯। পরাদ (প্রহ্লাদ) ভক্তের চৌতিশা।

পদ সংখ্যা ১৩৬।

আবম্ভ :—

করজোড়ে পবাদে করএ নিবেদন।
করুণা সাগর হবি তুমি নারাযণ॥
কাটিবারে চাহে মোরে জনক দুর্ব্বার।
কাতর হইলুম রক্ষা কর এইবার॥
খরতর দৈত্য সবে বেড়ি চারি ধার।
খাণ্ডাএ কাটিতে চাহে শরীর আমার॥
খগপতি নাথ তুমি জগতে খ্যাতি।
খণ্ডাও আপদ মোর প্রভু যদুপতি॥

শেষ :—

সাতালি পর্ব্বতে তুলি মারিল পাছার।
সারিলা আপনে মোরে না কৈলা সংহার॥
সকল তোহ্মার মাযা জানিলুম নিশ্চয।
শরণাগতেরে রক্ষা কর দযাময॥
হরষিতে যাইমু প্রভু বৈকুণ্ঠ নগর।
হিত কর আপনে আসিআ গদাধর॥
হুহুঙ্কারে দৈত্য সৈন্য কবিলা সংহার।
হইলুম দাসের দাস রক্ষ এইবার॥
ক্ষেপিআ অসুর সৈন্য করহ সংহার।
ক্ষিতিতলে খ্যাতি রাখ আপনার॥

ভণিতা :—

ক্ষম অপরাধ মোর প্রভু গদাধর।
ক্ষীণ সীতারাম দত্তে মাগে এইবর॥

'প্রহ্লাদ'—"ডলযোবভেদঃ" সূত্র মতে 'পড়াদ' হওয়াই উচিত নহে কি?

৭০। বিদ্যাসুন্দর (গায়ন)।

শুনিতে পাই, 'গাযন' শ্রেণীব সমস্ত কাব্য-গুলি এদেশে পূর্ব্বে অভিনীত হইত। এই-গুলি বর্ত্তমান কালেব নাটকেব অভাব পূর্ণ কবিত, সন্দেহ নাই। আবার দেখিতেছি, প্রায সব 'গাযন' গুলিই একই ধবণেব। আলোচ্যমান গ্রন্থখানিব ভাষা মার্জ্জিত; বচনা কোন সমযেব বলা যায না। লেখকেব নাম নাই। হস্তলিপিব তাবিখ ১২০২ মঘী অর্থাৎ ৬১ বৎসব পূর্ব্বে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওযা যায় নাই। আবম্ভ এইরূপ :—

জগদম্বে তোমার অপার লীলে অনন্ত মাযাএ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সদাকাল পুরন্দর।
বসে আছে তদুপর (?) তোমার লীলাএ॥
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা কাশীবাসিনি।
অন্নেব জন্যে হইলেম ছন্ন ত্রিশূলপাণি।
তোমার চরণ পুজিএ দশাননেরে বধিএ,
রামচন্দ্র রাজা হলে কল্লেন আপনি।
কেলুযা ডাবিস্ কিরে আর।
দিএশলাই আনেছিলাম বিকাই না গো আর॥

এইরূপে মেথব, মেথরাণী দিযা গ্রন্থেব অবতাবণা। কোনটি কাহাব উক্তি, সহজে নির্দ্দেশ কবা যায না। স্থানে স্থানে ভাষা

সুন্দর। মালিনীর উক্তির কিছু নমুনা দেখুন :—

"একলা প্রাণে ক'দিক যায়,
পড়াছি এক বিষম লেটাএ।
যে দিকে না চাইএ দেখি, সেই দিগেতে
সব রৈএ যাএ॥
পাড়াতে না গেলে পরে, বিরহিণী প্রাণে মরে,
মালঞ্চে না গেলে পরে, কুসুম কলি সব
লুটে যাএ॥"

৭১। গোবিন্দ-বিজয়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে এই গ্রন্থখানি বোধ হয় প্রকাশিত হইয়াছে। নাম সম্বন্ধে এই বৈষম্য কিরূপে হইল, বলা যায় না। ইহা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র। আমি দশম স্কন্ধের অনুবাদ পাইয়াছি। রচয়িতার নাম মালাধর বসু। তাঁহার উপাধি গুণরাজ খাঁ। ইহা গৌড়ের সম্রাট হোসেন শাহার প্রদত্ত। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই 'গুণরাজ খাঁ' উপাধির ভণিতা। 'মালাধর বসু' ভণিতা কেবল এক স্থানে পাইয়াছি। বাবু দীনেশ-চন্দ্র সেন মহোদয় কবির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাহা একাদশ স্কন্ধের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে কি?

'বাপ মোর ভগীরথ মাও ইন্দুমতী।
তাহার প্রসাদে মোর নারায়ণে মতি॥

এই দুই ছত্র ভিন্ন তাঁহার আত্ম-বিবরণী সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ১৩৭। দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা ১৪৭৪২। পয়ারে অধিকাংশ স্থান লেখা। কিন্তর সুন্দর স্থান আছে। তাহা ছাড়া, প্রাচীন-সাহিত্যের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন সংগ্রহ পক্ষে এই গ্রন্থ-খানি অতি মূল্যবান পদার্থ।

দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থ রচনা সময়ে বাঙ্গালা ক্রিয়াগুলি কতকটা সংস্কৃতের অনু-যায়ী নিষ্পন্ন হইতেছিল। অবশ্য বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার কথাই বলিতেছি। সংস্কৃতে বচনভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়,—বাঙ্গালায় কেবল একবচন ও বহুবচনের রূপই চলিত। যেমন, 'করন্তি', 'চলন্তি' 'করসি' ইত্যাদি।

সপ্তমী বিভক্তিতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। 'রে', 'এ', এবং 'তে' তিনটিই ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'দেশেরে', 'দেশএ', 'দেশেতে'। পরবর্ত্তী কালে 'রে' বিলুপ্ত হইয়াছে এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' চিহ্ন ছিল। যেমন, বাপুক, বৎসক। পরবর্ত্তী সময়ে 'এ' যোগ হইয়া 'কে' হইয়াছে।

আর আর কথার এখানে আলোচনার স্থান ও সময় নহে। এই গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ "স্বস্তি সৌর মাঘস্য সপ্তবিংশ দিবসে চন্দ্রদণ্ড স্থিতে পুস্তিকা সমাপ্ত। সন ১১৫১ মঘী তাং ২৭ মাঘ শ্রীরামহরি দাস পীং জয়নারায়ণ দাস, স্বঅক্ষর। আমলে শ্রীশ্রীযুক্ত কালীচরণ দেবানজীউ। যেই দিন কৈলগাতা বাহি করিলেন সেই দিন।"

৭২। লঙ্কাকাণ্ড মহীরাবণ।

এই গ্রন্থখানির মোট পাঁচ পাতা পাওয়া গিয়াছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা। লেখকের নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ, সাকিন আনোয়ারা। হস্তলিপির তারিখ সন ১২৪০ বাঙ্গালা। প্রথমে কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে, শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

বন্দম প্রভু নারায়ণ অনাদি নিধন।
ক্ষীরোদ সাগরে প্রভু তুমি (নারায়ণ)॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দম করিয়া ভকতি।
শঙ্কর পার্ব্বতী বন্দম কার্ত্তিক গণপতি॥
বেদের বেধানে বন্দম দেব পদ্মাসন।
অষ্ট লোক পাল বন্দম দেবতা পবন॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রণমোহ য়ার পুরন্দর।
দশরথ রাজা বন্দম অজের কোঞর॥
* * *
বাল্মীকি প্রভৃতি বন্দম জথ মুনিগণ।
যাহার প্রসাদে হইল পুস্তক রাবায়ণ* ॥
একে একে প্রণমোহ জথেক দেবতা।
কৃষ্ণ সনে রাধা বন্দম রাম সনে সীতা॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
দেবী সরস্বতী জান কণ্ঠেতে যাহার॥
শুন শুন সর্ব্বলোক অপূর্ব্ব কথন।
মনে মনে বিরোধিয় রাজা দশানন॥
পাত্র মিত্র কেহ নাহি শান্তাইতে রাবণ।
সিংহাসনে বসি রাজা করএ ক্রন্দন॥

উদ্ধৃতাংশে কৃত্তিবাসের যে নাম আছে তাহাকেই ভণিতা বলিয়াছি। ইহা সত্য নাকি?

৭৩। চাণক্য-শ্লোকের অনুবাদ।

অনেকখানি অনুবাদ পাওয়া গেল। সবগুলি একজনের কৃত বলিয়া বোধ হয় না। একটারও অনুবাদকের নাম নাই। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনেক নীতি-কবিতা চাণক্য-শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; অথচ সংখ্যার অষ্টোত্তরশতটিই আছে। মুদ্রিত চাণক্য-শ্লোকের অনেক শ্লোক বাদ গিয়া অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক তৎস্থানাধিকার করিয়াছে। দুইটি শ্লোকের অনুবাদ এই :—

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সহায় যে হয়।
দুর্ভিক্ষে আর শত্রুবৃন্দে সদয়॥
বিপদে বিপদ যাহার সমান জ্ঞান।
সেই সে বান্ধব বলি প্রধান॥

(২) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং॥
পর হন্তে কার্য্যনাশ করে যেই জন।
সমুখেয় কঅ প্রিয় মধুর বচন॥
বিষ পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
এমত দুর্জ্জন মিত্র তেজিবেক ধীর॥

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৬ মঘী। প্রাপ্তিস্থান আনোয়ারা।

৭৪। ছাতন—ময়নাবতী-পুঁথি।

এই পুঁথির প্রকৃত নাম "লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না"। পুঁথিখানির উপখ্যানাংশ দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে লোর রাজ ও চন্দ্রানীর বৃত্তান্ত প্রকটিত, এবং দ্বিতীয় ভাগে ছাতন ও ময়নাবতী রাণীর প্রসঙ্গ মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। লোর গোহারী নামক দেশের রাজা, ময়নাবতী তাঁহারই প্রথমা মহিষী। চন্দ্রানী মোহরা নামক দেশের রাজকুমারী,—পরে লোরের দ্বিতীয়া মহিষী হয়েন। 'পদ্মাবতী'কাব্যে অমর কবি সৈয়দ আলাওল সাহেব

"যেহেন দৌলত কাজী 'চন্দ্রাণী' রচিল।
লস্কর উজির আসরকে আজ্ঞা দিল॥"

এই বাক্যে যে চন্দ্রানীর ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সেই (লোর) চন্দ্রানীর পুঁথি।

এই পুঁথির প্রথমভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয়

* হস্তলিখিত অনেক পুঁথিতে রামায়ণ শব্দের পরিবর্ত্তে রাবায়ণ দেখা যায়।

ভাগ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। এই কারণে পাঠক মহলে দ্বিতীয় ভাগেরই বেশী আদর, এবং এই কারণেই পাঠক সমাজ মূল পুঁথি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে ছাতন ময়নাবতী পুঁথি নামে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয় ভাগ বুঝিবার জন্য প্রথমভাগ জানা না থাকিলেও চলিতে পারে;—তাহাতে মর্ম্ম-পরিগ্রহের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে না। বস্তুতঃ 'ছাতন-ময়নাবতী পুঁথি' কবির স্বপ্রদত্ত নাম নহে।

কবিবর দৌলত কাজী পুঁথিখানি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; 'লোর চন্দ্রানী'ও (সচরাচর পুঁথিখানি এই নামেই বেশী পরিচিত) বহুদিন অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। বহুদিন পরে (কত দিন পরে বলা যায় না। সম্ভবতঃ 'পদ্মাবতী' ও সয়ফল মুলুক বদিয়জ্জমাল' রচনার পর) কবি আলাওল এই অসম্পূর্ণ পুঁথির অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্যজগতে এক কবির আরব্ধ কার্য্য অন্য কবির হস্তে সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত তৎকালে ইহাই প্রথম কি না, জানি না।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক রহস্যোদ্‌ঘাটনের জন্য রোসাঙ্গের বা পূর্ব্বকালীন মগরাজাদের ইতিহাস আমাদের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোসাঙ্গের বা মগদের কোন ইতিহাসই এই পর্য্যন্ত পাইতে পারি নাই। রোসাঙ্গের ইতিহাস পাইতে পারিলে কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের সময়-নির্ণয় সহজেই হইত।

রোসাঙ্গের রাজা 'কস্তুধর্ম্ম সুধর্ম্মার' আমলে—তাঁহারই রাজসভায় থাকিয়া কবি দৌলত কাজী উক্ত রাজার 'লস্কর উজির' আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর চন্দ্রানী'র রচনা আরম্ভ করেন। এতদধিপতির পরবর্ত্তী চতুর্থ রাজা 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' আমলে তাঁহারই সভায় থাকিয়া 'শ্রীমন্ত ছোলেমান' নামা রোসাঙ্গের কোন মহাত্মার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কবি আলাওল 'লোর চন্দ্রানীর' শেষাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দেন। সুতরাং বহুদিন পরেই 'লোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত হইয়াছিল, বলা অসঙ্গত নহে। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের গ্রন্থাবলীর সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে কবি দৌলতের সময় নির্ণয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা আছে বলিয়া অদ্য তৎপ্রসঙ্গে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করি। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, কবি দৌলত কাজী ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের ফতেয়াবাদ—জালালপুর হইলেও তিনি চট্টগ্রামেই জীবনাতিবাহন করিয়াছিলেন। কবি দৌলত কাজীর জন্মস্থানের উল্লেখ পুঁথিতে না থাকিলেও তিনি রোসাঙ্গবাসী ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। রোসাঙ্গের রাজসভা তখন মুসলমান উজির ওমরাহেই অলঙ্কৃত ছিল, বোধ হইতেছে। মহাত্মা মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মছা, সৈয়দ মহম্মদ খান, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ ছউদ শাহ, এবং লস্কর উজির আসরফ খাঁ, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গরাজদরবারের উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি

পাঠে জানা যাইতেছে। ইঁহাদের কাহার জন্ম কোথায়, জানিবার উপায় নাই। চট্টগ্রাম বাউজানের এলাকাধীন কদলপুর নামক গ্রামে 'লস্কর উজিরের দীঘি' বলিয়া একটা প্রকাণ্ড জলাশয় অদ্যাপি প্রতিষ্ঠাতার নাম ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। সম্ভবতঃ এইটি লস্কর উজির আসরফ খাঁরই কীর্ত্তি চিহ্ন হইবে। চট্টগ্রামে প্রাচীন গৌরবের অনেক ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, —নাই কেবল সেই দিন,—নাই কেবল তাহার খোঁজ করিবার লোক। হা মাতঃ জন্মভূমি! যাঁহারা তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম, তাঁহারা তোমার প্রতি উদাসীন,—তোমাকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আর অন্ন-চিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর এই অভাগার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে তোমার পদসেবার প্রবল বাসনা থাকিলেও তোমার কি কাজই বা করিতে পারিবে?

'লোর চন্দ্রানীর' দ্বিতীয় ভাগ বড়ই সুন্দর, আগেই বলিয়াছি। 'ছাতন' কোন ধনবানের পুত্র, ময়না রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসমীপে 'রতন'মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করে। মালিনী নানা কৌশল জাল বিস্তার করিয়াও ময়না রাণীর সতীত্ব টলাইতে পারিল না। অবশেষে ষড়ঋতুর মোহকরী বর্ণনায় রাণীর মন টলিবে ভাবিয়া ঋতুবর্ণনা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই ঋতুবর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দর্য্য সার। ইহার ভাষা ব্রিজবুলী মিশ্রিত। প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণবিন্যাসবিভ্রাটের কিরূপ প্রাবল্য, পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণ বেশ জানেন, তদুপরি মুসলমানের লেখা হইলে ত কথাই নাই। 'লোর চন্দ্রানী' চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল মুসলমানদেরই জন্য। গ্রন্থখানি জাতি নির্ব্বিশেষে পঠিত ও আদৃত হওয়ার উপযুক্ত। মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনের যোগ্য লোক খুব কম আছেন, সুতরাং 'লোর চন্দ্রানী' (তথা 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যও) সে অতি কদর্য্যভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকাংশ স্থলেই অর্থবোধ হয় না; এমন কি অনেক স্থলের ভাষাকে বাঙ্গালা না বলিয়া অন্য কোন ভাষা বলা যাইতে পারে। তাই এ গ্রন্থখানি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলিয়া রাখা উচিত, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থ বর্ণিত আখ্যানটি হিন্দু আখ্যান।

একখানি মাত্র হস্তলিপি আশ্রয় করিয়া প্রাচীন পুঁথির সুন্দর আলোচনা সম্ভব নহে। এই পুঁথির ভাষা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মালিনীর উক্তি।

রাগ—দক্ষিণান্ত শ্রী।

প্রাণি মোর দহে দহে।
রাজার নন্দিনী কেন রে ময়না, এত দুঃখ সহে॥ ধু।
প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়এ অতি গাঢ়॥
মদন অসিক জিনি নীরকলা ঘন।
শিখরে নাচএ শিখী ধরিআ পেখন॥
নবনীর পানে মত্ত চাতক চপল।
পিউ পিউ উচ্চস্বরে ফুকারে মঙ্গল॥
কেহ নাচে কেহ গাঁএ সাবস বিহঙ্গ।
দোলএ দম্পতী সব মদন তরঙ্গ॥
আইসএ পন্থিক জন বধূ প্রেমগুণি।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা রজনী॥

নিজ গৃহে অনুসারি আইসে বণিজার * ।
বরিষা নিকটে কান্ত না দেখি ময়নার ॥
যার ঘরে নিজ কান্ত করএ বিলাস ।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ ॥
তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিবহে তাপিনী ।
এ বোলিআ ভূমি পড়ি বিলাপে মালিনী ॥

মালিনীর বিনয়।

রাগ—সুহই ।

তোর দুঃখ দেখি মুঞি মরি যাম,
বোলে ছুরি দেও রাণী ।
মালতী ভোমরা, যেন সমাগম,
চাক ছৈলা † দেও আনি ॥ ধু ।
দেখ ময়নাবতী, প্রথম আষাঢ়,
চৌদিগে সাজে গম্ভীর ।
বধূজন প্রেম, ভাবিতে পন্থিক,
আইসএ নিজ মন্দির ॥
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী,
পুরএ মনোরথ কাম ।
দুর্লভ বরিষা তমসী রজনী,
নির্জ্জন সঙ্কেত ঠাম ॥
দারুণ ডাউক, দাদুরী ময়ূর,
চাতকে নিনাদে ঘন ।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণে বিরহিণী,
ছোহএ মনে মদন ॥
যাবতে বয়েস, কেলি কলা রস,
পুরএ মনোরথ জানি ।
হট পরিপাট, মান উপরোধ,
চাতুরী তেজ কামিনী ॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী, যুবকের বৈরী,
ফিরি তাকে না পুছারি ।
জাইব যৌবন, নিশির স্বপন,
জীবন দিবস চারি ॥
হরি মধুপতি মান রসবতী,
মতি ভোর তোর ছাঞি । ‡
অবধি অন্তর, ফিরি না পুছল,
আর তোর কি বড়াই ॥
শুনহ উকতি, করহ ভকতি,
মানহ সুরতি রাই ।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেও,
রাধার কোলে কানাই ॥
কহেন্ত দৌলত, সতী সৎপথ,
না ত্যজে যাতে প্রাণ ।
লস্কর নায়ক রস বানি জার
শ্রীযুত আসরফ খান ॥

আষাঢ় মাসের 'ময়নার উত্তর' উদ্ধার করিতে না পারায় শ্রাবণ মাসের উত্তরটা তুলিয়া দিলাম।

ময়নার উত্তর।

রাগ—উত্তর।

মালিনী কি করব বেদনা তোর ।
লোর বিনে বাম হি বিধি ভেল মোর ॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর ।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ॥
মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা ।
তর্কএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা ॥
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল ।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল ॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ ॥
গরল সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ ।
দংশিয়া পলায় যেন একাল ভুজঙ্গ ॥
বিরহ পীড়ারি ধনী জপয়তি লেহা ।
লস্কর নায়কমণি রসগুণ গাহা ॥

এইরূপ দৌলত কাজীর রচনা, কবি আলাওলের রচনাও কতকটা দেখুন :—

* বণিজার—বণিক, সওদাগর।
† ছৈলা—ছেলে ?
‡ ছাঞি (স্বামী) কোমল করার জন্য 'স' কে অনেক স্থলে 'ছ' করা হইয়াছে।

মযনার উত্তর।

সঘন গর্জ্জন করে বিষ বরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন।
ডাউক দাদুরী রবে হিয়া জ্বলে যুকে।
গরল বরিখে কর্ণে শিখিনী কুহকে।
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হয় তনু।
মোহর শরীরে জ্বলে বাড়ব কৃশানু।
কোকিল দোরেফ নাদে কর্ণে যুটে শাল।
বিচটির পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমাল।
চতসম চন্দনে অন্তর ধিক্ জ্বলে।
কলি পরে পলি যেন লিপয় কুলালে।
কণ্টক যুটয় অঙ্গে কোমল শয্যাত।
প্রিয় বিনে মোর গৃহে লাগয় উৎপাত।
পুষ্পের সৌরভে নাসা শ্বাস বন্ধ হএ।
সলিল বিহীনে হিত অহিত করয়।
হিত শত্রু হইল জীবন কিসে আর।
নহে অনুচিত বাক্য বোল বারে বার।
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ-পতি।
সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বসতি।
নিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গে।
নাগরিকা নারীর মনে উপজয় রঙ্গে।
ধাই বলি সহমু তোম এথ দুর্ব্বচন।
অন্য হইলে শাস্তি তারে দিতুম ততক্ষণ।

স্থানে স্থানে কথার ও ছন্দের বাঁধুনির উদাহরণ যথা :—

দৌলত কাজী রচিত।

(১) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ,
কামপুরে মোর হইল শূন।
কি মোর জীবন রে।
জীবন যৌবন জঞ্জাল-জাল,
ধাঞি হইল মোর প্রাণের কাল।
তাতে ধাঞি কহে রঙ্গের বাণী
খাইতে লবণ মিলাএ আনি।
হাস পরিহাস বিকল ধাঞি।
মুঞিরেবে আকুল ছাঞি হারাই।

* * *

কুলটা মালিনী কুপথে চলে।
মোহাকে কুপন্থে লই যাইতে চলে।
সহজে মালিনী জাতিএ হীন।
সুজনর পিরীতি মরণ চিন।

(২) নবচুত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল,
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী, কল কল কূজিত
ললিত ললিত নিকুঞ্জে।
কেতকী চম্পক, কদম্ব মরবক,
বকুল নকুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর, মধুপানে মধুকর,
মালিনী মন বিহঙ্গে।

আলাওল-রচিত।

(৩) চন্দ্রিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ।
বাবিখে বাদর বিষের তরঙ্গ।
মলয় সমীর অনলের তুল।
কঠিন কণ্টক মালতির ফুল।

(৪) তরণি প্রচণ্ড, ধরণী খণ্ড খণ্ড
গগন খণ্ড খণ্ড রাজেউ।
বাহির দিনকর, বিরহ অন্তর,
নিদাঘ সময় কঠিনে। ধ্রু।

আর নমুনা প্রদর্শন অনাবশ্যক। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপক একটা তারিখ আছে পুঁথি নিকটে না থাকায় উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। কালটা আলাওলের দেওয়া। আমাদের অঙ্গীকৃত প্রবন্ধে পরে তাহার আলোচনা হইবে। পরিষৎ এই পুঁথি-খানির উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায় হইবেন, আশা করি।

৭৬। শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।

গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। মোট পত্রসংখ্যা ১১, কিন্তু প্রথম ৩ পাত নাই। ক্ষুদ্র পুস্তক। অতি কদর্য্য হস্তলিপি। অনেক স্থলে পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

যে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও চণ্ডীদাসের জীবনে নূতন আবিষ্কার হইল, বলিতে পারা যাইবে। ভণিতাগুলি এইরূপ :—

(১) চণ্ডীদাসে বোলে সার।
কৃষ্ণ গতি সভাকার॥

(২) যশোদায় দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহিয়া চণ্ডীদাস বোলে॥

ভণিতাগুলি আমাদের প্রথিতনামা কবি চণ্ডীদাসের কিনা, বিচারের পূর্ব্বে ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক।

শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট-মূর্চ্ছায় অপনয়ন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতি সহজ বিষয়, সকলেই জানেন। মৎ-প্রকাশিত 'রাধিকার মানভঙ্গের' যেইছন্দ, এই গ্রন্থেও সেই ছন্দ স্থানে স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। আবার, বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাং চরিত' বা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি'তেও এইরূপ ছন্দ দেখিতেছি। চণ্ডীদাসের রচনার মত সহজ রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই। সমালোচ্য গ্রন্থেরও একটা অলঙ্কার—সহজ রচনা। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে কথা সহজে সমর্থিত হইবে।

রাণী বলে বৈদ্যরাজ আমি ত না চিনি।
কি ঔষধে ভালো হয় আমার নীলমণি॥ ধু।
রাণী বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর।
নীলমণিকে রক্ষা কর॥
বৈদ্য বোলে নন্দরাণী কহি তোমার ঠাই।
কত ধন দিবা রাণী তাহা বোল চাই॥
রাণী বোলে নন্দপুরে জন্ম রত্নমণি।
সকল দিলাম আমি যাদব নিছনি॥
এই সব ধন জদি মনে নহি ধরে।
দাসী করা্যা নিয়া যাও নন্দ যশোদারে॥
আঞ্চল পাতিল আমি।
বাছা ভিক্ষা দেহ তুমি॥

আরও কিঞ্চিৎ দ্রষ্টব্য :—

রাধে বোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি
সব লোকের ঠাঁই।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই॥ ধু।
নিবেদি তোমার ঠাঁই।
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যাম-কলঙ্কিনী বলি খোটা দেহি মোরে॥ ধু।
দুঃখ নিবেদিতে যাই।
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া আমি যার ঠাঁই খুজি পানি।
সেহ বোলে ঐ আইল রাধা কলঙ্কিনী॥
যশোদাও বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥ ধু।
তুমি বহি কে মোর আছে।
কৈব দুঃখ কার কাছে॥

এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা, এরূপ সরল কল্পনা চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত। "চণ্ডীদাস" গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।" এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় একাধিক চণ্ডীদাস কবির আবির্ভাব জানা যায় নাই, ইহাও এ গ্রন্থকে চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি বটে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যসুলভ সকল বিভক্তি চিহ্নাদি এ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে। অসমাপিকা ক্রিয়া গুলি প্রায় 'য' ফলা দিয়া লিখিত,—যেমন, 'কর্য্যা,' 'বল্যা' ইত্যাদি।

আর একটি নূতন কথা জানা যাইতেছে। উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার নূতন নয় কি?

তৎ যথাঃ—

(১) (যদি) না বোল তুহ্মি।
মর্য্যা যাবে অভাগিনী আহ্মি॥

(২) যদি আহ্মি মর্য্যা যাবে।
বধের ভাগী তুহ্মি হবে॥

গ্রন্থের শেষ এই ঃ—

রাণী বোলে যগো বাধে নেয় গোবিন্দেরে।
তোমার ঘরেতে রইলে দেখিবাম তাহারে॥
তোমার অধীন কৃষ্ণ দৈবে সে হইয়াছে।
দাস তুলা হৈয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছে॥ ধু।
যদি তোমার দয়া থাকে।
পুত্র দান দেয় মোকে॥
শুনিয় রাণীর বাণী,
কহে বাধে সুবদনী,
লৈয়া যাও তোমার গো নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখি,
রাধার অন্তরে সুখী,
করিলেক চরণ বন্দন॥
শ্যামের বামে দাঁড়াইল,
দুই হরষিত হইল,
দুই প্রেমে ছরসিত হৈল সর্ব্বজন॥ ধু।
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল,
ভক্তের আনন্দ হইল।
সবে হরি হরি বোল,
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল॥

"ইতি শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বেকাল বেলা। এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেবদাস পীচরে রাম মোহন চৌধুরী।" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)।

পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করিবেন, 'রাধিকার মানভঙ্গে'র পরিসমাপ্তিও প্রায় এইরূপ। একখানি পূর্ণাঙ্গ হস্তলিপি-সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের এই কীর্ত্তি রক্ষার জন্য সকলে চেষ্টিত হউন।

৭৭। জন্মধূপাচার।

আরম্ভ ঃ—

হাতে ধূপঝারি মাথাএ করম্ সেবা।
অবধান করম্ নাগরেদমাতা॥
জাইতে জাইতে শিব সরস্বতী তীরে।
পিছে ফিরি চাহে শিব দেবী নাহি সঙ্গে॥
জাইতে জাইতে শিব সরোবর তীরে।
সরোবরে গিআ দিষ্টি করিল সত্বরে॥

শেষ ঃ—

ধূপ দিআ পড়ম্ জে তুয়া রাঙ্গা পাএ।
সেবকেরে বর দেঅ বিবহরী মাএ॥
নহি জানি জপ স্তব ন জানি ভকতি।
অপরাধ ক্ষেম মোর জয় পদ্মাবতী॥

(ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পদ সংখ্যা ৫০এর উর্দ্ধ নহে। পূর্ব্বে সমালোচিত 'মনসার ধূপাচারে'র সহিত মূলতঃ সাদৃশ্য আছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৯৩ মঘীর লিখিত।)

৭৮। ছকিনার বারমাস।

পদসংখ্যা ১৮।

(এই খানি মুসলমানী বিষয়। ছকিনা—আমাদের নবিবংশের একজন বিবি। যুদ্ধে পতিকে হারাইয়া এই 'বারমাসি' গাহিয়াছেন।)

আরম্ভ ঃ—

ফাল্গুন মাসের ভোগ কাউ খেলে রসে।
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু গেল কোন দেশে॥
কান্দিয়া ছকিনা কহে মধুরস বাণী।
মুকুতা ঝারণি ঝরে দুই আঁখির পানি॥
চৈতল মাসের ভোগ শুনল গোসাই।
স্বামী হেন দরদ্‌বন ত্রিভুবনে নাই॥

এবে জানিলুম মুই স্বামী বড় ধন।
হস্তে চন্দ্র দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন॥

শেষ পাত পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কোন মুসলমান-কবির রচনা।

৭৯। জ্ঞান-চৌতিশা।

পদ সংখ্যা প্রায় ১৪০।

আরম্ভ :—

আজি সে অক্ষর আদি চৌতিশার ভিন্ন।
আজির আকৃতি নাহি অক্ষরের চিহ্ন॥
আজিরে প্রণাম কৈলে সঙ্গে আজি পায়।
আজি অনাদি দেব বন্দম মাথাএ॥
কদাচিত না ছাড়িও আপনার বল।
কুটুম্ব অধীন হইলে জীবন বিফল॥
কুৎসিত আচার কর্ম্ম কভু না করিও।
কুচক্রা লোকেরে জাই ইষ্ট না বলিও॥

শেষ :—

হিত উপদেশ কথা যতনে পালিব।
হীন জনের সেবা কৈলে মহিমা টুটিব॥
হরিষ হইয়া হরি বোল বারে বার॥
হরির চরণ বিনে গতি নাই আর॥
ক্ষয় না করিয় কাল মায়াতে ভুলিয়া।
ক্ষয় কর সর্ব্বপাপ গোবিন্দ ভজিয়া॥
ক্ষীরোদ নিবাসে প্রভু দেব ভগবান।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু ভজিলুম চরণ॥

ভণিতা নাই। "স্বাক্ষর শ্রীদাতাবাম বিশ্বাস, সাকিন সাধনপুর, থানা সাতকানীয়া সন ১২০১ মঘী তাং ৮ আশ্বিন।"

৮০। মোহ-মুদ্গর প্রস্তাব।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পূর্ব্বে এক-বার 'মোহ-মুদ্গর' পুঁথির আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার রচয়িতা পুরুষোত্তম দাস। ১৭০১ শাকের লিখিত আর এক খানি হস্তলিপিতে আমরা এই রকম ভণিতা দেখিয়াছি :—

অধম রাঘব দাস যুগপাণি হৈআ।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংক্ষেপ করিআ॥

মূলতঃ দুই খানির মধ্যে ঘটনা সাদৃশ্য আছে, বলিতে পারিলেও, দুই খানিই আর কল এক পুঁথি কিনা এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অদ্য আবার সেই হস্তলিপির শেষ পাত মাত্র পাইলাম, তাহা প্রোক্ত পুঁথিদ্বয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন ভণিতা নাই। নিম্নে শেষাংশটি উদ্ধৃত হইল।

মোহ মুদ্গর স্থানে বিদাএ করিলা॥
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
তোহ্মরা সকল মোর প্রাণসমচর।
অবশ্য পাইবা দেখা গোলকে আহ্মার॥
কৃষ্ণের পদ ধরি হস্তে মস্তকেতে দিলা।
নআনের জল দিয়া পাও পাখালিলা॥
রথে আরোহিআ কৃষ্ণ দ্বারিক চলিলা।
অবহেলে মায়ামোহ সব পাশরিলা।
কনাঞ্চলি (?) * দিয়া সবে জয়ধ্বনি দিলো।
সন্তোষ হইআ হরি দ্বারিকা চলিল॥
কৃষ্ণে বোলে পার্থবীর চল হস্তিনাতে।
আহ্মিএ চলিআ জাই পুরী দ্বারিকাতে॥
জার জেই গৃহে রহে করিলা গমন।
পার্ব্বতীর স্থানে শিবে কহিলা কথন॥
শিবে বোলে শুনিলাম কার্ত্তিকের আই।
দেবী বোলে শুনিলাম জগত গোসাই॥
ভক্তি করি কৈলা দেবী শিবেরে প্রণাম।
তোহ্মার প্রসাদে মোর পূর্ণ মনস্কাম॥
শুন শুন সাধু ভাই হইআ সাবধান।
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত সমান॥

* করতালি?

বিষ্ণুভক্ত মোহমুদ্গর অদ্ভুত চরিত্র।
জনম সফল হইল শরীর পবিত্র॥
এক মনচিত হইআ জে সবে শুনএ।
পাপ তাপ দূরে জাএ সম্পদ বাড়এ॥
এক মন হইআ শুন ভক্তিযুক্ত হইআ।
বিষ্ণুপুরে জাএ সেই চতুর্ভুজ হইআ॥

"ইতি মোহমুদ্গর পরস্তাপ সমাপ্ত। ইঃ সন ১১৭৯ মঘী তারিখ মাহে ১৫ বৈসাক। শ্রী×ছিরাম আইচ দাস স্বঅক্ষরমিদং ইতি।" পত্র সংখ্যা ১২ লেখা আছে। নকলের স্থান বোধ হয় আনোয়ারা।

৮১। শনি চরিত্র।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। কয়েকটী অযত্নলিখিত পত্র মাত্র পাইয়াছি। পত্রগুলি যেন 'মুসাবিদা' লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে কাটা ছিঁড়া, অপাঠ্য ও অশুদ্ধ। 'ষষ্ঠীচরণ' ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ প্রথিতনামা ৺মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ মজুমদার হইবেন। ইনি জম্বুরাজের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পূর্ণ। নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী—এই প্রবন্ধ লেখকের স্বগ্রামেই। যৌবনে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হয়েন, অল্পদিন পরেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর হইল, কাশীধামে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার উন্নতিশীল বংশ ও জমিদারী আছে।

হস্তলিপিটি কবিরাজ মহাশয়ের স্বহস্তের বলিয়াই বোধ হয়। একখণ্ড কাগজের উপরিভাগে লেখা আছে, "শ্রীকালী পাদপদ্মে শ্রীষষ্ঠীচরণ।" ইহা পাওয়াও গিয়াছে তাঁহার বাড়ীতে। এই কারণেই ইহাকে আমরা তাঁহার রচিত অনুমান করিতেছি। আশা আছে, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মার জীবনকাহিনী সাধারণে একদিন প্রচারিত করিবেন। *

ইঁহার রচিত অনেক শ্যামাসঙ্গীত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ২।১টী আমাদের নিকটও আছে। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি। আবার, "শুকাখ্যানলহরী" বলিয়া আরও একখানি গ্রন্থে তাঁহার ভণিতা দেখা যাইতেছে। তাহারও আদ্যন্ত কিছুই পাই নাই। সেইটি পরে সমালোচ্য। আলোচ্যমান পুঁথির নাম 'শনিচরিত্র' কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কোথাও স্পষ্ট কিছু লেখা নাই।

ইহার প্রারম্ভে গুরুবন্দনা, গণেশবন্দনা, অভয়াবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, সর্ব্বদেববন্দনা, গ্রহবন্দনা এবং শনিবন্দনা। তার পর ভূমিকা হইতে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ। ভূমিকার আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীগুরু গণেশ শক্তি সর্ব্বদেবগণ।
চরণ বন্দিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥
দীনহীন হই আমি অতি ক্ষুদ্রমতি।
শনির গ্রহন্ত কিছু করিবারে মতি॥
পূর্ব্বকালীন রাজা ছিলেন শ্রীবৎস রাজন।
নিরিষ্টে হইএ আগে ভ্রমাইল বন॥
রাণী সনে মহারাজা চলিল বনেতে।
বনপন্থে নদী পাইয়া ভয় পাইল চিতে।

ভণিতা :—

তব পদ পঙ্কজে, অলিরূপে যেই মজে,
সেই যায় অমর-ভুবন।
পাদপদ্মে অলি করি, রাখ মোরে সুরেশ্বরী,
ষষ্ঠীচরণের এই আকিঞ্চন॥

* এই কাগজগুলি কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রিয় বয়স্য ইন্দ্রকুমার মজুমদার ও গীত কয়টি প্রিয় কৃষ্ণকুমার মজুমদার আমাকে দিয়াছেন।

তাঁহার একটি গীত এই :—

আমার কি হবে কালিকে।
জীবনযাত্রা গত মাগো করি আজি কালিকে॥
মজিয়ে বিষয় সম্পদে, না ভজিলেম ঐ পদে,
পড়েছি বিপদে নৃমুণ্ডমালিকে।
এ ভবসিন্ধু অকূল, সাতারি না পাই কূল,
কুলকুণ্ডলিনী কুলনগরবালিকে॥
প্রাণ যায় গো শঙ্করী, না পেলেম শ্রীপদতরী,
শ্রীষষ্ঠীচরণতরী ত্রিলোকতারিকে॥

৮২। তাল-মালা।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে সঙ্গীতবিদ্যার বড়ই [illegible]র ছিল। তাহার প্রমাণ, এতদঞ্চলে [illegible] সঙ্গীত বিষয়ক বিবিধ পুঁথি। (রাগ [illegible]র উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সেকালের [illegible]ক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি লেখনী চালনা করিয়া [illegible]ছেন। কেহ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়া- [illegible]—তালমালা,' কেহ বা 'রাগমালা,' [illegible]হ বা 'ধ্যানমালা' দিয়াছেন। কোন কোন [illegible]স্থের পারস্য রীত্যনুযায়ী নামও আছে, [illegible]খিয়াছি ; যেমন, 'রাগনামা,' 'তালনামা'।) [illegible]মাদের নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব কবি আলিরাজার [illegible]ত 'ধ্যানমালা'র বিষয় অতঃপর আলো- [illegible]ত হইবে।

(এই সকল গ্রন্থে সাধারণতঃ রাগতালের [illegible] কোন্ সময়ে কোন্ রাগতাল ব্যবহার্য্য, [illegible]ন্ রাগের ভার্য্যা কে, কাহার বেশভূষা [illegible]ং, ইত্যাদি বিষয় সকল আলোচিত হই- [illegible]। সর্ব্বপ্রথমে রাগতালের ইতিহাসাদি [illegible]পর সংস্কৃতে একটী 'ধ্যান' দেওয়া, [illegible]পরে তাহার অনুবাদ। ইহার পর [illegible]রাগে গেয় একটি প্রাচীন সঙ্গীত [illegible]ও হইয়াছে। এইরূপে তৎকালের প্রায় সকল সঙ্গীতগুলিই এ সকল গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের রচিত। প্রায় সবই বৈষ্ণব পদাবলী। এই সকল পদাবলীই আমি পূর্ব্বে 'পূর্ণিমায়' ও 'সাহিত্য সংহিতায়' ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিয়াছি।

প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাস প্রণালী কিরূপ অদ্ভুত, বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে সংস্কৃত ভাষা হইলে ত স্পর্শ করিবার উপায়ই নাই! 'সঙ্গীত দামোদরাদি' সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 'ধ্যান' গৃহীত হইয়াছে কিনা, জানি না। মাদৃশ অল্প সংস্কৃতাভিজ্ঞ লোকের নিকট এই সকল 'ধ্যানের' উদ্ধারের প্রত্যাশা কেহই করিবেন না, জানি। এজন্য নিম্নে একটি 'ধ্যানের' পয়ারানুবাদ-মাত্র উদ্ধৃত করিয়া কৌতূহলী পাঠকবৃন্দকে উপহার প্রদান করিতেছি।

রামক্রিয়া রাগিণীর পয়ার।

আইল রামক্রিয়া দেবী পরম রূপসী।
সুগন্ধি কুসুম হস্তে মুখ পূর্ণশশী॥
তপ্ত সুবর্ণ প্রায় সোণার বর্ণ তনু।
অমলা বিমল বর্ণে রূপে ফুলধনু॥
কথেক কহিতে পারি সেরূপ প্রতিমা।
দেবগণ মধ্যে জেন রূপের প্রতিমা॥

রামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে।

সই দেখরে রঙ্গকেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥ ধু।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেই রূপে উজলে এ জিনি কোটী ভানু॥
খেনে খেনে শ্যামনাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিআ রাধা হরসিত॥
কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা॥

এমন অনেক পদ সমালোচ্য গ্রন্থে আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকটি অসম্পূর্ণ ও পাঠ-বিকৃতি-দুষ্ট। ইহাতে নিম্নলিখিত কবিগণের গীত পাওয়া যায়ঃ—দ্বিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্দিন, গোপীবলভ, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্দিন, গএআজ, আলাওল, ভবানন্দ, আমান, সেবচান্দ, শিব-রাম দাস, এবং হীরামণি। অনেক কবিতার ভণিতা পাওয়া যায় না। এই 'তালমালা'র মালিক ঠিক জানা যায় না। তবে এক স্থানের ভ্রমসঙ্কুল অংশ হইতে 'ফাজিল নাছির মহম্মদ'কে নির্দ্দেশ করা যায়। আর—

'মঘী সন পরিমাণ, এগাড় শ আট জান,
শকাব্দা সতর শ চলিশ বৎসর।'

এ বাক্যটি গ্রন্থ রচনার কাল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই গ্রন্থের শেষ-ভাগে তালের 'গৎ' দেওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা এই সকল রাগ তালের ব্যবহার দেখা যায় না। নিম্নে 'ললিতাঙ্গ' তালের গৎ তুলিয়া দিতেছি।

"গেগেতা ২ গেগেতা গীদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত গিদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত ঝা, (তার ঘাত জথা) দ্বিত ঝা ২ গীতিতা ঘেনি কেতা ঝা গীতিতা ঘেনিতা কেঁ ঝা ঝা তেনিতা, কেতেনা গীবিতা ঘেনিতা, কেতা-হিত ঝা।"

পত্র সংখ্যা ২৩। দুই পৃষ্ঠে লেখা। "এই পুঁথির মালিক শ্রীছত্র নারায়ণ আউচ চৌং (সাং আনোয়ারা) স্বাক্ষর লিখনং—আদর-সর (আদর্শের) মালিক শ্রীবাবুরাম মুং সাং বাগনি আ। ইতি সন ১১৯০ মঘী তা ২ আঘ্রাণ রোজ কুজবার।"

৮৩। সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী

আরম্ভঃ—নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক

কালিকামঙ্গল জদি কৈলা গদাধর।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা হস্তিনা ঈশ্বর॥
শুন নারায়ণ হরি প্রভু গুণনিধি।
কলিযুগে অবতার কোন কৈলা বিধি॥
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
শুন শুন নারায়ণ কৃষ্ণ মহাশয়॥
কিরূপে হইব সৃষ্টি কেমত প্রকার।
কবিবেক কোন ধর্ম্ম কেমত আচার॥

এইরূপে, ভূমিকার কলিযুগের ফ অনেক দূর বিস্তৃত। প্রস্তাবারম্ভ এইরূ

অবশ্য ছাড়িআ আক্ষি সত্যরূপী হইব।
পৃথিবীতে যেবা পুজে অদৈন্য করিব॥
নানা উপহার দিআ পুজিব সদাই।
ভক্তিরূপে দিলে পূজা আক্ষি তারে পাই॥
* * *
ভক্তিএ মানস করি যে মাগন্তি বর।
আপদ খণ্ডাই তার বাড়াই নিরন্তর॥
* * *
এ সকল কথা জথ শুনিআ রাজাএ।
দণ্ডবত হইলেক গোবিন্দের পাএ॥
দয়ার সাগর প্রভু দেব নারায়ণ।
তুষ্ট হইআ নৃপতিরে দিলা আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির যদি হইল মিলন।
দ্বারিকাতে গেল প্রভু দৈবকী নন্দন॥
হস্তিনা পুরীতে বৈলা পাণ্ডব নন্দন।
কিরূপে জাইমু স্বর্গে চিন্তা হইল মন॥
মহাপ্রভু গোবিন্দের মহিমা অপার।
কাল পাইআ সত্য পূজা করিল প্রচার॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধরিআ কপটে।
বসিলেন গিআ প্রভু সমুদ্রের তটে॥

ঃ—

জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে।
যুবতী সকলে মিলি করে জয়কারে॥
মঙ্গল করিআ নৌকায় তুলিলেক ধন।
সহস্র মুদ্রা ভাঙ্গি পূজে সত্য নারায়ণ॥
নিয়মিত জথ বস্তু উপহার দিআ।
সমুদ্রের কুলে পূজে রচনা করিআ॥
সাধুরে প্রসন্ন হইলা সত্যনারায়ণ।
মনোরথ সিদ্ধি হইল আনন্দিত মন॥

* * *

পাঞ্চালী শুনিআ জেবা অবজ্ঞা করএ।
যমপুরে গিআ সেই নরক ভোগএ॥
ভক্তি যুক্ত হইআ খাএ প্রসাদ পূজার।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হএ বাড়এ সংসার॥
জেবা গাএ জেবা শুনে সত্যদেবের পাঞ্চালী।
অন্তকালে স্বর্গ পাএ বাড়ে ঠাকুরালী॥

ঃ—

(১) দ্বিজ রঘুনাথে কহে শুন সভাগণ।
লাচারী প্রবন্ধে কিছু কহিমু কথন॥
দ্বিজ রামকৃষ্ণের বাণী, শুন সাধুর কন্যাখানি,
সত্য দেব কর আরাধন॥

'লাচারীর' ১০টি চরণ ভিন্ন সমস্তই পয়ারে। এই 'লাচারী'তে ভিন্ন সর্ব্বত্রই রামেশ্বর ভণিতা আছে। তাই 'রামকৃষ্ণ' তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হয়।

পুস্তক। পত্র-সংখ্যা ৯, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ২৫ [illegible]।

[illegible]নের সত্যপীর, হিন্দুর সত্যনারায়ণ তাই সত্যপীর পাঞ্চালীর সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

চাণক্য শ্লোকের অনুবাদ।

[illegible]র নীতিবাক্যগুলি অখণ্ড সত্য; তাই লোকের মুখে কথায় কথায় এই সকল শ্লোক শুনা যায়। নানা লোকে নানারূপ অনুবাদ করিয়া নীতিগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত করিয়াছে। অন্যের রচিত অনেক নীতি বাক্যও চাণক্য শ্লোকের অন্তর্গত হইয়াছে। পূর্ব্বেও আমরা একথা বলিয়াছি। নিম্নে চারিটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদর্শিত হইল।

(১) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥
পর দ্বারায় কার্য্য নষ্ট করে যেই মিত্র।
সাক্ষাতে বোলয়ে প্রিয় সাধুর চরিত্র॥
বিষকুম্ভ দেখি যেন দুগ্ধের পিধান।
হেন মিত্র ত্যাগিবেক চিন্তিয়া কল্যাণ॥

(২) অল্প কিঞ্চিৎ শ্রিয়ং প্রাপ্য নীচো গর্ব্বায়তে লঘুঃ।
পদ্মপত্র তলে ভেকাঃ মন্যন্তে দণ্ডধারিণঃ॥
পাইয়া যে অল্প লক্ষ্মী যে কিছু কিঞ্চিৎ।
গর্ব্ব করে নীচ জনে বড়ই তুরিত॥
পদ্মপত্র তলে ভেকে করে অনুমান।
মাথে ছত্র ধরিয়াছে হেন করে জ্ঞান॥

(৩) নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ যা চ নারী নিরাশ্রয়া।
ইত্যাদি।
যে বৃক্ষ সকল থাকে নদী সন্নিহিত।
যেই নারী হয়ে আর আশ্রয় বর্জ্জিত॥
মন্ত্রী না থাকএ জ্ঞান যেই মহীপাল।
তাহার জীবন পুনি নহে চিরকাল॥

(৪) খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যাৎ মহোদধেঃ॥৩৫
খল দুষ্ট জন যদি দুশ্চরিত্র করে।
নিশ্চয়ে সে ফল পুনি ফলে সাধুতরে॥
রামের রমণী সীতা হরে দশানন।
তার লাগি মহোদধি হয়েত বন্ধন॥

অনুবাদকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

৮৪। শুকাখ্যান-লহরী।

ইতিপূর্ব্বে ৮১ সংখ্যক পুঁথি সমালোচনায় বলিয়াছি, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল কয়েকটি যথেচ্ছলিখিত ভ্রান্তিসঙ্কুল পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহার আখ্যানবস্তু কি এবং কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ভণিতা হইতেই গ্রন্থের নামটি জানা যাইতেছে। একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

পয়ার। শুকে রাজবিবাহের উপদেশ কহিতেছে :—

শুকে বোলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ বাজার॥
শান্তিপুর গ্রামে এক আছএ রাজন।
আদিকান্ত নামে রাজা অলঙ্ঘ্য বচন॥
সেই রাজার কন্যা এক চন্দ্রাবলী।
তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুন্তলী॥

ভণিতা :—

শ্রীষষ্ঠী চরণ দীন, গুরুপদে করে মন,
মনেতে করিএ আকাঙ্ক্ষিত।
তোমার চরণে মতি, হই অতি ক্ষীণমতি,
শুকাখ্যান করিলো রচিত॥

৮৫। সারগীতা।

নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, মোহমুদ্গর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক লইয়া বঙ্গানুবাদ সহ সারগীতা সঙ্কলিত হইয়াছে। রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম ভক্ত। পত্রে পত্রে কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা। অনেক সার কথা আছে। হস্তলিপি দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক গুলি উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব,—মূল গ্রন্থগুলি হইতে বাছিয়া লইতে বিস্তর সময় ও আয়াস সাধ্য। এজন্য শ্লোক গুলি বাদ দিয়া কেবল বঙ্গানুবাদ গুলিই উদ্ধৃত করিব।

আরম্ভ :—

শুন শুন যত ভাই হইয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুনহ শ্রবণ॥
কলি-সর্প-পাপবিষে গ্রাসিল ভুবন।
তার প্রতিকার কিছু শুন সর্ব্বজন॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আছেন বিদিত।
তথাপি পাপিষ্ঠ লোক করে অনুচিত॥
শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে অন্ধ বোলিএ ব্রাহ্মণ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বোলি এহারে।
হেন শাস্ত্র পঠিশুনি নানা ক্রীড়া করে

অত্র শ্লোক। পয়ার।

শুন শুন নরহরি কর অবধান।
প্রভুর অমৃত নাম কর আস্বাদন॥
সানন্দে ভজই রাধা কৃষ্ণের চরণ।
বৃথা অহঙ্কার কর কিসের কারণ॥
এমন দুর্ল্লভ জন্ম না হইব আর।
শমনে ধরিলে কেহ নাহিক নিস্তার॥
এহা জানি ভজ কৃষ্ণ আনন্দ কৌতুকে।
ভবসিন্ধু তরি যাইবা কৃষ্ণ পাইবা সুখে॥

গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এই সুন্দর গীতটি পাঠ করা

রাগ—বসন্ত।

ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলিযুগে ধন্য ধন্য করিলা অবনী॥
ধন্য কলিযুগ চৈতন্য অবতার।
পাইআ ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার
না জানা প্রেমের রতি কৌতুক বারতা
গোপাল গোরাচান্দ পাইমু কেমনে
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শে
জীবের করুণা দেখি চৈতন্য প্রে

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যাএ নিরন্তর।
সে পন্থে যাগেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘরে॥
অস্ত্র যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন আমি দীনহীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতিরাম দাস।
গোসাইরে করিলা দয়া আপনে নৈরাশ॥

ঃ—

অত্র আদিপুরাণের শ্লোক।

পয়ার।

কলিযুগ মহা ঘোর প্রাণ তৃপ্তি হইল।
অন্যে অন্যে জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম না বর্জ্জিল॥
স্বয়ংদেব পরায়ণ হএ জেই জন।
তারে জানে পাইব কৃষ্ণ জানিঅ কারণ॥
ভজ ভজ অরে লোক যার আছে জ্ঞান।
হরির পদে ভজ ভাই পাইবা পরিত্রাণ॥
সংসার অসার জান স্বপ্নের জে প্রায়।
দিআর বাজি জেন দুই কুল নাচাএ॥
পরলোক অপেক্ষা হইলে সর্ব্ব মিথ্যা হএ।
এ সব সংসার মায়া কার কেহ নহে॥
রাম ২ বাম ২ রাম ২ রাম।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥

ঃ—

অতি দীন অতি হীন অতি নীচাচার।
রতিরামে কহে কিছু গ্রহস্ত অর্থসার॥

এখনকার লোকের লিখনপ্রণালী কি [illegible]! সংস্কৃতজাত শব্দগুলি পর্য্যন্ত বিসর্গের সংস্রব। আমরাও তাহাই পালন [illegible]? কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষা সংস্কৃত [illegible] দুরান্তবিতাই হইবে। যেমন,—

[illegible] 'দআ' লিখিলে। একটি মাত্র [illegible] করিলাম, এ রকম সর্ব্বত্র জানিত শব্দ ও বিভক্তিগুলি যথাযথ [illegible] হয়। যেমন,—

[illegible] নাঞি, তথাএ ইত্যাদি।

সেকালের সকল লেখকেরাই কিছু স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। কেহ কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। অবশ্য তেমন সুযোগও ছিল না। এই গ্রন্থে 'বোলিএ', 'জিহ্বাএ' 'এ সকল' প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে 'বোলিঅে', 'জিহ্বাঅে' 'অে সকল' রূপে লিখিত হইয়াছে। এখনকার কালে কেহ ঐরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে সমালোচক-বিচারকগণ তাঁহাকে সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। আর আর কথা বিস্তৃতভাবে বলার স্থান ইহা নহে।

লেখকের বাসস্থান বা পুঁথি রচনার কাল গ্রন্থে দেওয়া নাই। পত্র সংখ্যা ২১, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। "ইতি সন ১১৯৬ মঘী তারিখ ১৮ চৈত্র। মালীক শ্রীভৈরব চন্দ্র আইচ দাস "সাং আনোয়ারা।"

৮৭। ফাতেমারছুরত্-নামা।

বিবি ফাতেমা আমাদের ভবার্ণবের কর্ণধার হজরত্ মহম্মদ মস্তাফার প্রিয় দুহিতা,—হজরত্ আলি মর্ত্তুজার সহধর্ম্মিণী, ইমাম হাছন হোছনের জননী। তাঁহার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত রূপ দেখিবার জন্য একদিন হজরত আলি মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনা সাদাসিধে ও প্রাঞ্জল।

মুসলমানি গ্রন্থ হইলেও ইহার ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। এজন্য আমরা এখানে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরিষৎ পত্রিকার অনেক পাঠকের নিকট আর একটি কথা নূতন বোধ হইবেক।

ইহার ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু লেখা আরবীয় বর্ণমালায়। কেহ যেন মনে না করেন, গ্রন্থখানি বঙ্গীয় বর্ণমালা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থখানি কখন বিরচিত হইয়াছিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। লেখক সে বিষয়ে নীরব। তবে আরবীয় বর্ণমালা কেন? তাহার উত্তর এই যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে আরবীয় অক্ষর অন্ততঃ পড়িতে জানেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা হইলেও তাহার সহিত অধিকাংশ লোকের অহি-নকুল সম্বন্ধ,—অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। পুস্তকের বহুল প্রচার ও মুসলমান পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক পুঁথি আরবীয় বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। কাল ক্রমে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পারস্য বর্ণমালায়ও পূর্ব্বে মুসলমানেরা বাঙ্গালা পুঁথি লিখিয়া রাখিতেন, আমরা জানি। এই পারস্য বর্ণমালা হইতে বাঙ্গালায় পরিণত হইতে যাইয়া মহাকবি আলাওলের অমূল্য গ্রন্থগুলির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আরব্য, পারস্য এবং বঙ্গভাষার মধ্যে উচ্চারণ প্রভৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং এ সকল হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় ভালরূপ দখল থাকা চাই। এই সকল অক্ষরে লিখিত এখনও অনেক পুঁথি থাকা খুব সম্ভব।

অনেকে জানিতে পারেন, বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্য ভাষায় কতকটা আছে। তত্তৎস্থলে পারস্য বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে। আরও কয়ে বিষয়ে পার্থক্য আছে। আরব্য ভাষান ব্যক্তিকে সে কথা বুঝান কিছু কষ্ট বলিয়া আর বাগ্বাহুল্য অনাবশ্যক। ছা বার সুবিধা থাকিলে এখানে কতকটা বীয় অক্ষরে লিখিয়া দিয়া পাঠক কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতা

আরম্ভ :—

একদিন আলি গেলা বক্করের ঘরে।
দরজায়ে ডাওাইয়া ডাকে উচ্চস্বরে॥
বক্কর বোলেন্ত তুমি হও কোন জন।
কি কারণে আসিয়াছ ডাক কি কারণ॥
শুনিয়া কহিলা তবে মোর নাম আলি।
মোলাকত করি আসি বাহিরে নিকলি॥
তা শুনি বক্কর তানে চাতুরী করয়ে॥
কোন আলি হও তুমি দেও পরিচয়ে॥

শেষ :—

ছুরত দেখিয়া আলি শান্ত হইল মন।
ছোবহান্ আল্লা বুলি বুলিলা জোবান॥
* * *
এই মতে সাহা আলি ফাতেমা দেখিল।
আপনার মনে ভাবি পরিচয় পাইল॥
ফাতেমার ছুরত নামা সমাপ্ত হইলো।
পুস্তক দেখিয়া জান এই সব লোখিল॥

ভণিতা :—

হীন সাহা বদিয়ুদ্দিন কহে হস্ত জোড় করি।
দোষ ক্ষেম সভাগণ হীন জন জানি॥

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুঁথি কাগজে লেখা বটে, কিন্তু দেখিয়া বোধ লেখা বড় অধিক দিনের নহে, ন্যূনপক্ষে ৮০ বৎসর হইতে পারে। লিপিকারের "শ্রীছৈয়দ আছহাবদ্দিন পীং ছৈয়দ রহি সাকিন বাবুপুর।" বাবুপুর কোথায়?